প্রেমবিলাস।

শ্রীশ্রীঈশ্বরীজাহ্নবানুগত

শ্রীনিত্যানন্দদাস বিরচিত।

শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থকর্তৃক—

সংশোধিত।

শ্রীরামদেবমিশ্রকর্ত্তৃক—

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মুর্শিদাবাদ;

প্রেম

বহরমপুর,—হরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাস্থ

রাধারমণ যন্ত্রে—

শ্রীজানকীনাথসাহা প্রিণ্টারকর্ত্তৃক—

মুদ্রিত।

চৈতন্যাব্দ ৪২৫।

সন ১৩১৮ সাল। বৈশাখ।

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত

বিজ্ঞাপন।

প্রেমবিলাসগ্রন্থের লেখক শ্রীনিত্যানন্দদাস, ইহাঁর আদি বাসস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার দক্ষিণ শ্রীখণ্ড। ১৬ বিলাসমধ্যে ও বিংশবিলাসের অবশেষে গ্রন্থকর্ত্তা যে আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর সুন্দর পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। প্রেমবিলাস যে বিংশ বিলাসেই পরিপূর্ণ তাহাও গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে বাসভূমি, মাতা, পিতা ও আরও সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দৃষ্ট হয়। ১৬ বিলাসে আছে, শ্রীজাহ্নবীমাতা যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামিদিগের পরিচয় লইয়া শ্রীরূপগোস্বামির নিকট দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি শ্রবণ করেন, তখন গ্রন্থকার নিত্যানন্দ জাহ্নবীর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। ২০ বিলাসের শেষে যে পরিচয় আছে, তাহার সঙ্ক্ষেপ এই—শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্যজাতি আত্মারামদাসের ঔরসে ও সৌদামিনীদাসীর গর্ভে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। নিত্যানন্দের পূর্ব্ব নাম বলরাম। নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবী ইহার দীক্ষাগুরু। নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্র শিক্ষাগুরু। গ্রন্থকার বাল্যকালেই মাতা ও পিতাকে হারাইয়া নিরাশ্রয় হয়েন ও শ্রীজাহ্নবীর সঙ্গেসঙ্গেই জীবন যাপন করেন।

এক্ষণে প্রেমবিলাসের আদর্শ গ্রন্থসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—

প্রেমবিলাস ২৪।০ সাড়ে চব্বিশ বিলাসে সম্পূর্ণ, ইহাই জনশ্রুতি। প্রথমতঃ আমি ৪।৫ খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক পাই, তাহার ৩ খানেই ২০ বিলাস ছিল, কেবল ইস্লামপুরনিবাসী ৺রাধাকৃষ্ণঠাকুর বি, এ, মহাশয়ের পুস্তকে ২৪ বিলাস ও শেষে গুটিকত আচার্য্য-প্রভুর শাখাবর্ণনের শ্লোক ছিল, জনশ্রুতি মানিলে ইহাই বোধ হয় অর্দ্ধবিলাস। ঐ শ্লোক কয়টী ২০ বিলাসের পর দেওয়া হইল, বস্তুতঃ তাহাকে গ্রন্থের অংশ বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু "বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং" অর্থাৎ "বিরুদ্ধ মত উপস্থিত হইলে অনেকে যাহা বলে, তাহাই গ্রাহ্য" এই চিরন্তনী প্রথার বলে ৩ খানী পুস্তকের মতই ২০ বিলাস মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয়তঃ যাহাতে ২৪ বিলাস আছে, তাহাও

সমস্ত কথাই ২০ বিলাসের মধ্যে নিবিষ্ট। বোধ হয় ২০ বিলাসকেই কোন কোন স্থানে অংশ (ভাগ) কল্পনা করিয়া ২৪ চব্বিশ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ বর্ণনীয় বিষয় এক। আর ১৮ বিলাস বলিয়া যে এক খানীতে উল্লেখ আছে, তাহাতে এবং বিংশবিলাসে কোনহ পার্থক্য নাই। দুই বিলাস কমাইয়া অর্থাৎ দুইটী বিলাসকে ১৮ বিলাসের মধ্যে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে ভ্রমবশতঃ ১৮ বিলাসে গ্রন্থ শেষ করিয়া পুনশ্চ ১৯। ২০ বিলাস মুদ্রিত হয়। যাহা হউক ইহার শেষের ১৯। ২০ বিলাসে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে একটী আন্দোলন চলিয়াছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-দিনে উপবাস করা বিধেয়, তাহারও সন্দেহভঞ্জন হইবে, স্পষ্টাক্ষরে ঐ দিনে প্রসাদভক্ষণ উল্লিখিত আছে এবং রাঢ়ীয়শ্রেণীজাত শ্রীনিত্যানন্দকন্যা গঙ্গার সহিত বারেন্দ্রশ্রেণী মাধবাচার্য্যের বিবাহাদি অনেক বিষয় অবগত হওয়া যাইবে। দুঃখিনী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীজীবগোস্বামির নিকট অধ্যয়-নান্তে মন্ত্রগ্রহণ করেন ও শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম প্রথমে হইয়া-ছিলেন। এই পঞ্চনামের কথা লইয়া এবং আরও দুই এক স্থানে দুই এক কথায় ক্রমবিপর্য্যয় দেখিয়া এক্ষণে দুই একটী লোক প্রেমবিলাসকে কটাক্ষ-চক্ষে দেখিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পরবর্ত্তী বাঙ্গলা বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে প্রেমবিলাস অতিপ্রাচীন। ২৫০ শত-বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিপির সংবাদও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে বাকুড়া ইন্দাশগ্রাম নিবাসী শ্রীমণীন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের বাটীর পুস্তকই প্রমাণ, ইহা তাঁহার প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ আছে। যে গ্রন্থ যত প্রাচীন হয়, তাহার দশা ততই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। বিভিন্নদেশের [illegible]রণ, মহাভারত ও অভিজ্ঞানশকুন্তল দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যায়। [illegible] বিলাসও সেইরূপ নানাস্থানে নানা লোকের হাতে নকল হইয়া কত [illegible]ম গোলযোগ হইয়াছে তাহা বলাও দুষ্কর, আমরা ৪। ৫ খানী বিভিন্ন-[illegible]র পু[illegible]কেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, বস্তুতঃ এমন প্রাচীনপুস্তকে কটা[illegible] [illegible]চিত নহে। ইত্যলং বাহুল্যেন॥

[illegible]লা বৈশাখ। নিঃ—শ্রীরামদেব মিশ্র।

প্রেমবিলাসগ্রন্থের

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১ম বিলাসে,—শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বকাহিনী, জননীর গর্ভমাহাত্ম্য শ্রীনিবাসের চৈতন্যরূপে প্রকাশ ও জন্মবর্ণন ॥ ... ... ১—২০

২য় বিলাসে,—শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মোৎসব ॥ ... ... ২১—২২

৩য় বিলাসে,—শ্রীনিবাসের বাল্যলীলা, পাঠ ও পাঠবাদ ॥ ২৩—২৬

৪র্থ বিলাসে,—শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ড, উৎকল, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ভ্রমণ ও অদ্বৈতের বিবরণ। (শ্রীনিবাস যে শ্রীনরহরিকে প্রণাম ও স্তবাদি করিয়াছিলেন, তাহাও ইহার বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। "বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক" শ্রীনিবাসের অবস্থানও বর্ণিত আছে) ॥ ... ... ২৭—৪৬

৫ম বিলাসে,—শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের খড়দহে জাহ্নবী ও অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ ও জাহ্নবীসমক্ষে জয়মঙ্গল নামক চাবুক খাইয়া পরীক্ষা এবং বৃন্দাবনগমনাদি বর্ণন ॥ ... ... ৪৭—৫৮

৬ষ্ঠ বিলাসে,—শ্রীরূপ ও সনাতনের অপ্রকটে শ্রীনিবাসের খেদ, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত সাক্ষাৎ ও দীক্ষালাভ বর্ণন স্বপ্নযোগে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যবেশ দর্শন ॥ ... ... ৫৯—৬৭

বিষয়। পৃষ্ঠা।

৭ম বিলাসে,—শ্রীলোকনাথগোস্বামি প্রভৃতি, নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন, শ্রীরূপাদির পূর্ব্বে ব্রজে আগমন ও দর্শনাদি, তথা শ্রীনিবাস-আচার্য্য ঠাকুরের জন্মলীলাবর্ণন ॥ ... ... ৬৮—৮৭

৮ম বিলাসে,—পদ্মাবতীতীরে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন, পদ্মাবতীনদীতে প্রেমরক্ষা, গড়ের হাটের নিরূপণ ও শ্রীনরোত্তমের আকর্ষণবর্ণন ... ৮৮—৯৪

৯ম বিলাসে,—শ্রীনরোত্তমের জন্ম ও জন্মোৎসববর্ণন ॥ ... ৯৫—৯৯

১০ম বিলাসে,—শ্রীনরোত্তমের প্রেমপ্রাপ্তি ও গৃহত্যাগবর্ণন, দুর্গম পথে ব্রজগমন, স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ১০০—১১০

১১শ বিলাসে,—নরোত্তমের বৃন্দাবনগমন, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত মিলন ও শ্রীলোকনাথগোস্বামির সেবাকার্য্যাদিকরণ, হরিনাম লইয়া এক বৎসর নিকটে বাস এবং মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত ক্ষালন, তৎপরে তাঁহার নিকট দীক্ষা ও শিক্ষালাভ ॥ ... ... ১১১—১৩৩

১২শ বিলাসে,—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের ষট্‌সন্দর্ভ ও নাটকাদি অধ্যয়ন এবং শ্রীনিবাসের "আচার্য্য" পদবী ও নরোত্তমের "ঠাকুর-মহাশয়" পদবী লাভ এবং দুঃখীকৃষ্ণদাসের জন্মস্থানাদির বিবরণ, "শ্যামানন্দ-প্রভু" নামপ্রাপ্তি, শ্যামানন্দের বিবরণ ও উক্ত তিনজনের গ্রন্থ লইয়া মথুরাতে রাজসমীপে ছাড়পত্রসহিত গৌড়দেশে যাত্রাপ্রভৃতি বর্ণন। (এই বিলাসে শ্রীজীবসমীপে শ্যামানন্দের অধ্যয়ন, শ্রীরাধা, ও শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম গ্রহণ, প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গপূজা ও পরে শ্রীকৃষ্ণপূজার এবং সাধ্যসাধন তত্ত্ববিষয়ক অনেক কথা বর্ণিত আছে)॥ ... ... ১৩৪—১৬০

১৩শ বিলাসে,—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আগমন, বনবিষ্ণুপুরের নিকট বীরহাম্বীর রাজাকর্ত্তৃক গ্রন্থচুরি, গ্রন্থ না পাইয়া তিন জনের খেদ, শ্রীনিবাসের কৌপীনবহির্ব্বাস পরিধানপূর্ব্বক ভ্রমণ। বৃন্দাবনে সংবাদপ্রেরণ, গোস্বামিগণের খেদ, ঐ খেদের পর কৃষ্ণদাস

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কবিরাজের শ্রীরাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ, শ্যামানন্দের ও নরোত্তমের দেশে বিদায় শ্রীনিবাসের নগরভ্রমণ, গ্রন্থপ্রাপ্তি, বারহাম্বীর রাজার দীক্ষা, শ্রীবৃন্দাবনে ও খেতরীতে গ্রন্থপ্রাপ্তিসংবাদ প্রেরণ, নরোত্তমের মহানন্দ। ইত্যাদি বর্ণন ॥	১৬১—১৮৬
১৪শ বিলাসে,—শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রামে আগমন, শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের সহিত মিলন, পুনশ্চ যাজিগ্রামে আগমন, রামচন্দ্রকবিরাজের সহিত মিলন ও রামচন্দ্রের দীক্ষা, তেলিয়া বুধরি গমন, গোবিন্দকবিরাজের (দুর্গার আজ্ঞানুসারে) শ্রীনিবাসসমীপে দীক্ষালাভ, গ্রহণীরোগ মোচন, খেতরীতে মহোৎসব, মহান্তগণের আগমন, উত্তমপ্রস্তরে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, গৌরাঙ্গ ও বল্লভীকান্তাদির অভিষেক, শ্রীনিবাসের বিদায়, রামচন্দ্রের সহিত নরোত্তমের প্রণয়, শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের নিকট যথাক্রমে সৈয়দাবাদের ৺কৃষ্ণরায়ের ও ৺মোহনরায়ের বাটীর মূলপুরুষ হরিরাম ও রামকৃষ্ণাচার্য্যের দীক্ষাপ্রভৃতি বর্ণন ...	১৮৭—২১২
১৫শ বিলাসে,—শ্রীজাহ্নবীগোস্বামিনীর খেতরি হইতে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনগমন, গোস্বামিগণ সহিত মিলন ও শ্রীনরোত্তমাদির গুণবর্ণন	২১৩—২১৭
১৬শ বিলাসে,—জাহ্নবীঠাকুরাণীর প্রথম বৃন্দাবনগমন, গোস্বামিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও গোস্বামিগণের গ্রন্থশ্রবণ, তৎকালে গ্রন্থকারের তথায় অবস্থিতি, শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীনিবাসকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইতে শ্রীজাহ্নবীকে অনুরোধ করেন, গ্রন্থকারসহিত শ্রীজাহ্নবীর গৌড়ে ও শ্রীখণ্ডে আগমন, ইত্যাদি বর্ণন ॥	২১৮—২৩৮
১৭শ বিলাসে,—বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবের আগমন, খেতরীতে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ ও শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠাপত্নীর সেবায় তুষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভুর বরদান, বীরচন্দ্রের প্রসাদী তাম্বূলভোজনে ও শক্তিসঞ্চারে গর্ভসঞ্চার, গতিগোবিন্দের জন্ম ও দীক্ষা, ঠাকুরমহাশয়ের ভজন ও গঙ্গানারায়ণচক্রবর্ত্তির দীক্ষা বর্ণন ॥	২৩৯—২৬৮

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১৮শ বিলাসে,—রাজমহলনিবাসি দ্বিজপুত্র চাঁদরায় ও সন্তোষরায় নামক দুই ভ্রাতার নবাবগৃহে বন্ধনমোচন, দীক্ষা ও ভক্তিলাভ, গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনিত্যানন্দদাসের কিছু বিবরণ ও উপাসনাদি বর্ণন। ... ১৭৯—১৯৭

১৯শ বিলাসে,—শ্রীনিবাসের সমাধি, রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা। শ্যামানন্দের অম্বিকাদি স্থান হইয়া উৎকলে গমন, প্রেমবিতরণ, সেরখাঁ যবন দস্যুর উদ্ধার, রয়নীগ্রামে গমন ও রসিকানন্দের দীক্ষা, গোপীবল্লভপুরে রসিকের সেবাপ্রকাশ। দামোদরসন্ন্যাসীর আগমন, বিচার, পরাজয়, স্বপ্নদর্শন ও শ্যামানন্দস্থানে দীক্ষা, শ্যামানন্দের তেজঃপ্রকাশ ও যজ্ঞোপবীতপ্রদর্শন। ভক্তগণের আগমন, যজ্ঞোপবীতের সঙ্গোপন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃন্দাবনগমন, রামচন্দ্রের বৃন্দাবন গমন, নরোত্তমের নীলাচলাদি ভ্রমণ ও দেশে আগমন, বিগ্রহস্থাপনের মনন, স্বপ্নদর্শন, বিপ্রদাসের ধানাগোলায়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চ্চিত প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি লাভ, শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের দেশে আগমন। বিস্তারক্রমে খেতরীর মহোৎসব বর্ণন, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ছয়বিগ্রহের মহাভিষেক, মহান্তগণের আগমন, ঐ দিনে মহাপ্রসাদ ভোজন। মহাসঙ্কীর্ত্তনে গণসহ গৌরাঙ্গের নৃত্য ও অদর্শন, ফাগুখেলা, মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক, মহান্তগণের বিদায়। চৈতন্যমঙ্গলগান, লোচনদাসের বিবরণ। কৃষ্ণমঙ্গলগান, মাধবাচার্য্যের বিবরণ। চৈতন্যমঙ্গলের "চৈতন্যভাগবত" আখ্যা। বিগ্রহসেবার পরিপাটী। রূপনারায়ণের চরিত্র। জাহ্নবীর বৃন্দাবন যাইতে কুতবউদ্দীন নামক দস্যুর ও পাষণ্ডীর উদ্ধার। রাঢ়ীয় নিত্যানন্দকন্যা গঙ্গার পতি বারেন্দ্রশ্রেণীয় মাধবাচার্য্যের বিবরণ। খেতরীর মহোৎসব ও সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব। নরোত্তমের সমাধি, কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত গুরুদাসভট্টাচার্য্যের উদ্ধার। জগন্নাথ আচার্য্যের দীক্ষা, হরিশ্চন্দ্ররায়ের দীক্ষা। বঙ্গদেশীয় বিপ্রদস্যুর উদ্ধার। নরসিংহরায়ের সহিত পণ্ডিতগণের দীক্ষা। বলরামপূজারী ও রূপনারায়ণপূজারীর দীক্ষা, খেতরীর মহোৎসব, মহাসভা, বীরচন্দ্র প্রভুর (নামান্তর বীরভদ্রের) বক্তৃতা, নরোত্তমের যজ্ঞোপবীতপ্রদর্শন।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বীরচন্দ্রপ্রভুর কৃপায় রূপনারায়ণের "গোস্বামী" খ্যাতিলাভ। জাহ্নবীর রাধা-মূর্ত্তি বৃন্দাবনে প্রেরণ। বীরচন্দ্রপ্রভুর কৃপায় শ্রীখণ্ডের মহোৎসবে রামাই নামক অন্ধের নয়নপ্রাপ্তি। গুরুপ্রসাদলঙ্ঘনে (বড়) কাঁদ্‌রাগ্রামের জয়গোপালদাস নামক কায়স্থের বর্জ্জন। বীরচন্দ্রপ্রভুর নীলাচলাদি ভ্রমণ ও বৃন্দাবনাদি দর্শনান্তে গৃহাগমন॥ … … …	২৮৯—৩৪৫
২০শ বিলাসে,—পরবর্ত্তি শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই প্রভুত্রয়ের শাখাবর্ণন ও স্বরূপবর্ণন। রামচন্দ্রকবিরাজের শাখাবর্ণন। গ্রন্থকারের দৈন্য ও পরিচয়। (গ্রন্থশেষে কয়েকটী শ্লোকে ৬ চক্রবর্ত্তী ৮ কবিরাজ এবং শ্রীনিবাসের প্রধান ২১টী শাখার বর্ণন আছে)॥ … …	৩৪৬—৩৬১

কর্ণানন্দ।

শ্রীযদুনন্দনদাস বিরচিত।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক

প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ,—

বহরমপুর,—হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভাস্থ-

রাধারমণ যন্ত্রে,—

উক্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

চৈতন্যাব্দ, ৪০৬।

বঙ্গাব্দ, সন ১২৯৮। ১৫ ই আশ্বিন।

উৎসর্গ।

বিষম-সমর-বিজয়ি—

—শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ-ত্রিপুরা-রাজ্যাধী-
শ্বর-বীরচন্দ্র-বর্ম্ম-মাণিক্য-বাহাদুর—

করকমলেষু।

মহারাজ!

আমি সম্প্রতি "কর্ণানন্দ" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম, আশা করি ভবদীয় অমাত্যপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ, সেক্রেটরী মহাশয়ের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনি নিজ কর্ণের আনন্দ সম্পাদন করুন, তাহা হইলেই আমি নিজ পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, রাধারমণ যন্ত্র।

পূর্ব্বাভাস।

"কর্ণানন্দ" গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযদুনন্দন দাস। এই গ্রন্থে সাতটী নির্যাস (পরিচ্ছেদ) আছে। ১ম নির্যাসে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন। ২য় নির্যাসে উপশাখা বর্ণন। ৩য় নির্যাসে আচার্য্য-পরিবারদিগের মূলশাখা বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণন। ৪র্থ নির্যাসে শ্রীবীরহাম্বীর মহারাজের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিক্ষা বর্ণন। ৫ম নির্যাসে শ্রীজীবগোস্বামির পত্রিকাপ্রেরণ এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামির সহিত মিলন। ৬ষ্ঠ নির্যাসে, "এক শক্তি শ্রীরূপ, অপর শক্তি শ্রীনিবাস দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তি প্রচার করিব" এইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা বর্ণন। এবং আট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তির বিবরণ। ৭ম নির্যাসে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামির দেহত্যাগ সম্বন্ধে সন্দেহচ্ছেদন।

এই বিষয় গুলি কর্ণানন্দে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীআচার্য্য প্রভুর যাবতীয় শাখা উপশাখাদির বর্ণন, এই গ্রন্থেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু, এই গ্রন্থের শ্রীনিবাস আচার্য্যই প্রধান বর্ণনীয় সুতরাং শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবারবর্গ ইহাতে যে প্রণালী, উপাসনা প্রভৃতি অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে, বনবিষ্ণুপুরে শ্রীশ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহের সম্মুখে বীরহাম্বীর রাজার প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিক্ষা বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয়ই জানা যায় যে গুরুর নিকট শিষ্যকে কিরূপ ভাবে উপাসনাদি জানিতে হয়। ভক্তিপথানুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ অতি যত্নে এই গ্রন্থ পাঠ করিলেন, দেখিবেন ইহার রসাস্বাদনে কর্ণ ও মনকে আনন্দামৃত-সাগরে নিমগ্ন করিয়া এই কর্ণানন্দ গ্রন্থ নিজ নাম সার্থক করিবেন। আচার্য্য প্রভুর শাখা ও উপশাখাদির বিষয় জানিতে হইলে এই গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন সুগম উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্মভূমী চাকন্দি বহুদিন ভাগীরথীমগ্ন, এখন ঐ গ্রামের বিগ্রহাদি বৈষ্ণব কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন গ্রাম স্থানান্তরে নীত। বনবিষ্ণুপুর, বুধাইপাড়া ও মালিহাটি প্রভৃতি গ্রামে ঐ বংশীয়গণ বর্ত্তমান। উপশাখাদির বংশীয়গণ সৈয়দাবাদ, বোরাকুলী, ফরিদপুর, মণ্ডলগ্রাম, গোসাঞিগ্রাম,

গোয়াস, ইস্‌লামপুর, দেউলগ্রাম, ও সোনারন্দি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত হইয়া বাস করিতেছেন।

গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযদুনন্দন দাস ইনি নিজের পরিচয় এই কর্ণানন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় নির্যাসের মধ্যস্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি নাই। ইনি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ১২। ১৩। ক্রোশ দক্ষিণে কাটোয়া নগরের উত্তরাংশে শ্রীশ্রীভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত মালিহাটী * (মেলেটী) নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতাঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য, যথা——

"শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়। ভ্রাতুষ্পুত্র হয় তাঁর শিষ্য মহাশয়॥

... ...

দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার। মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥

... ...

সেবকাভাস কভু সেবা না করিল। তথাপি তাঁহার গুণে সে পদ ধরিল॥"

যদুনন্দনদাস বৈদ্য হইলেও "যদুনন্দনদাস ঠাকুর" এই বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইনি এই কর্ণানন্দ ১৫২৯ শকাব্দে বৈশাখমাসের পূর্ণিমায় খাগড়ার নিকট শ্রীশ্রীভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত বুঁধাইপাড়া গ্রামে (শ্রীহেমলতা-ঠাকুরাণীর পাটে) এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। অনুমান করি, এই গ্রন্থ "শাখাবর্ণন" বা "শাখাপ্রকাশ" প্রভৃতি নামে অভিহিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু, এই গ্রন্থের লেখা শেষ করিয়া শ্রীমতী হেমলতাঠাকুরাণীকে শ্রবণ করান হয়, উক্ত ঠাকুরাণী এই গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া কর্ণে সমধিক আনন্দ লাভ করত নিজমুখেই এই গ্রন্থের "কর্ণানন্দ" নাম প্রদান করেন।

* মালিহাটী শ্রীনিবাসাচার্য্য বংশীয়দের একটী পাট। রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁঠিয়ার পূর্ব্বতন রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ ঐ পাটের দুইটি বৈষ্ণবের নিকট শাস্ত্রীয়-বিচারে পরাস্ত হইয়া উক্ত বৈষ্ণব সমীপে পূর্ব্বকৃত নিজাপরাধ ক্ষমাপণ করত মালিহাটীর ঠাকুরের নিকট শিষ্য হন। (ইতি ভক্তমাল)।

যথা—

"বুঁধাইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভু পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসেরঅনুদাস। তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ "কর্ণানন্দ"॥"

এই লেখা অনুসারে বর্ত্তমান ১৮১৩ শকাব্দার বঙ্গাব্দা ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসের ১৫ই তারিখের গণনায় এই "কর্ণানন্দ" গ্রন্থ ২৮৪ বৎসর ছয় মাস পনর দিবসের হইল (১৫২৯ শকাব্দার বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি কোন তারিখে গিয়াছে ইহা স্থির জানিতে না পারায় ঐ বৈশাখ মাস সম্পূর্ণই ধরিলাম, কিন্তু উক্ত নির্দ্ধারিত দিন সংখ্যার ৫। ১০ বা ১৫। ইত্যাদি দিনের ন্যূনাধিক্য অবশ্যই সম্ভব)।

এই যদুনন্দনদাসের আরও কএক খানি গ্রন্থ দেখা যায়। যথা——কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সংস্কৃত বৃহৎ গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের মূল অবলম্বন করিয়া পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ ১। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রণীত বিদগ্ধমাধব নাটকের পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ ২। এবং অগ্রে পশ্চিমদেশীয় পরে শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শনার্থ দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে কৃষ্ণবেণ্ণা নদীর তীরস্থিত ও তত্রত্য সোমগিরি নামক সন্ন্যাসির শিষ্য (যিনি চিন্তামণি নাম্নী বেশ্যায় আসক্ত হইয়া পরে নিজ ভাগ্যবলে ও উক্ত বেশ্যার উপদেশাদিতে সংসারে বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন ও পথিমধ্যে বিভিন্নভাবাত্মক কৃষ্ণগুণবর্ণনাময় কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ লিখেন, সেই) শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের (শান্তিশতক প্রণেতা নামান্তর শিহ্লন্ মিশ্র) প্রণীত (কোষকাব্য) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত বৃহৎ টীকার অনুসারে পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ ৩। এই তিন খানি গ্রন্থের অনুবাদ লইয়া মূল কর্ণানন্দ সহিত চারি খানি গ্রন্থ শ্রীযদুনন্দনদাসের প্রণীত।

এতদ্ভিন্ন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের প্রণীত ও সংগৃহীত পদামৃতসমুদ্র নামক বিস্তৃত গানের গ্রন্থে এবং ঐ গ্রন্থ অনুসারে ও বহুস্থল হইতে শ্রীবৈষ্ণবদাস নামক মহানুভব কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের

বিবিধ রসভাবাত্মক চতুঃশাখা ও তিন সহস্র এক শত একটী পদ বিশিষ্ট অতীব সুবিস্তৃত গীতকল্পতরু (পদকল্পতরু নামে বিখ্যাত) গ্রন্থে এই যদুনন্দনদাসের অনেকানেক বিবিধ রসভাবাত্মক পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ সমস্ত পদাবলীকে এক খানি গ্রন্থরূপে পরিগণিত করিলে এই মূল কর্ণানন্দ লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ খানি গ্রন্থ যদুনন্দনদাসের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কি না, তাহা আমি এপর্য্যন্ত অবগত নহি। এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন কোন বিশেষ বিবরণ যদি কোন সাধু মহাত্মা অবগত থাকেন; তাহা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। —

এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে আমি আদর্শস্বরূপ তিন খানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে দুই খানি মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু গোপালচন্দ্র দাস উকীল মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত, অপর খানি মুর্শিদাবাদ, ইস্লামপুর নিবাসী (ও শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর উপশাখা—বংশীয়) শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর বি, এ, মহাশয়ের নিকট লব্ধ। গ্রন্থপাঠেই সমুদয়প্রতিবাদ্য সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিবেন। অধিক লিখিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে সুতরাং এইস্থলেই ক্ষান্ত হইলাম। আমি যেরূপ পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে সাধুমহাত্মাগণ সযত্নে পাঠ করিলেই তাদৃশ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। এই গ্রন্থ ভক্তিপথানুবর্ত্তিবৈষ্ণবগণের ত আদরের সামগ্রী বটেই, পরন্তু ইদানীন্তন পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাশয়গণও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন, সুতরাং তাঁহাদেরও অবশ্য-দ্রষ্টব্য। অলং পল্লবিতেন ——

ইতি——

নিবেদক—

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর।

১২৯৮। ১৫ ই আশ্বিন।

কর্ণানন্দ।

প্রথম নির্যাস।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ সসনাতনরূপকঃ।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ২ ॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।
নমামি রাধারসৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥ ৩ ॥
শ্রীরাধারমণপ্রেষ্ঠং রসশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকং।
শ্রীনিবাসপ্রভুং বন্দে পরকীয়ারসার্থিনং ॥ ৪ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপাসিন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু ॥ জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র দয়ার সাগর। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু-পরিকর ॥ জয় শ্রীরূপ সনাতন প্রেমময় রূপ।

জয় শ্রীগোপাল ভট্ট প্রেমভক্তি কূপ ॥ জয় শ্রীল রঘুভট্ট দয়া কর মোরে। জয় রঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড-তীরে ॥ জয় জয় জীবগোসাঞি করুণার নিধি। জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু গুণের অবধি॥ জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ। দোঁহার চরিত্র রসে জগত্ আনন্দ॥ জয় শ্রী বৈষ্ণব গোসাঞি পতিত-পাবন। দয়া কর প্রভু মোরে লইনু শরণ ॥

শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন। দুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন ॥ নিজ মনোঽভীষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ। পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥ গ্রন্থ প্রকটিলা তাতে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া। আনন্দ হইল চিত্তে শক্তি প্রকাশিয়া ॥ হেন মহা মহাধন কৈল প্রকটন। লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা যাহার কারণ॥ হেন সে দুর্ল্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া। শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রকাশিলা গিয়া ॥ দুই শক্তি প্রকাশিয়া মনের আনন্দ। যাহা আস্বাদিয়া জীব হইল স্বচ্ছন্দ ॥ হেন সে দুর্ল্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া। শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারিল গিয়া ॥ হেন শ্রীনি-বাস মোর আচার্য্য ঠাকুর। কল্পবৃক্ষাশ্রয়ে জীব তাপ কৈলা দূর ॥ শ্রীনিবাস কল্পবৃক্ষরূপে অবতার। করুণা করিয়া জীবের করিলা নিস্তার॥ রামচন্দ্র কবিরাজ যে বৃক্ষের শাখা। তাহার অনন্ত গুণ কি করিব লেখা॥ মধুর মূর্ত্তি রামচন্দ্র কবিরাজ। বৃক্ষসম গুণ যার জগতের মাঝ॥ তাহার অনুজ হয় অতি গুণবান্। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যাহার আখ্যান ॥ আর শাখা তাতে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম। তিন জন শাখা সর্ব্ব গুণের নিধান ॥ এই আদি করিয়া যতেক বৃক্ষের শাখা। অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা॥ এবে ত কহিয়ে বৃক্ষের উপ-

শাখাগণ। শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ॥ শাখা অনু-শাখা যার জগৎ ব্যাপিল। করুণা কটাক্ষ যাতে পত্র নিকসিল॥ নানা সৎ ভাবাবলি পুষ্প বিকসিত। শুদ্ধ পরকীয়া যাতে গন্ধ আমোদিত॥ এই মতে বৃক্ষ অতি সুগন্ধ হইল। নিরমল প্রেমভক্তি ফল উপজিল॥ শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন। শ্রবণাদি জলে কর বৃক্ষের সেচন॥ কর্ম্ম জ্ঞানাদিক সব দূরে তেয়াগিয়া। ফল আস্বাদহ সবে আকণ্ঠ পূরিয়া॥ শ্রীনিবাস রূপে কল্পবৃক্ষের সাজন। গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন॥ শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ। যত গ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ। রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থ চয়। কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥ এই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে। বিস্তারিল প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥ শ্রীনিবাস বায়ু রূপে গ্রন্থ মেঘ লইয়া। লইয়া আইলা যিঁহো যতন করিয়া॥ ব্রজগিরি-মধ্য হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি। গৌড়দেশ কৃষি সিঞ্চে দিয়া প্রেমপানি॥ কলি রবি-তাপে দগ্ধ জীব-শস্যগণ। কৃষ্ণ প্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন॥ প্রেমের বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া। ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া॥ যাজিগ্রামে বসতি করিলা প্রভু যবে। প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ আসি মিলে তবে॥ তা সবাকে প্রেম কথা কহে ভক্তিযোগে। ঘুচাইলা তা সবার জ্ঞান কর্ম্ম রোগে॥ এইরূপে কত দিন প্রেমানন্দে যায়। কৃষ্ণপ্রেম-রসে ভাসে ভাবময় গায়॥ বৈষ্ণবের উপরোধে বিবাহ করিল। কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

উজ্জ্বল দেখয়। বিদগ্ধমাধব ললিতমাধবাদিময়॥ হরিভক্তি-বিলাস আর ভাগবতামৃত ; দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত॥ মথুরামাহাত্ম্য আর বহুস্তবাবলি। হংসদূতাদিক উদ্ধবসন্দেশ সকলি॥ ষট্‌সন্দর্ভ তোষণী ভাগবত দশম। গীতাবলি বিরুদাবলি পঢ়ে করি ক্রম॥ মুক্তাচরিত্র আর কৃষ্ণকর্ণামৃত। ব্রহ্মসংহিতাদি আর গোপীপ্রেমামৃত। কত নাম জানি আমি লক্ষ গ্রন্থ যত। মাধব মহোৎসবাদিক দেখে অবিরত॥ পড়িয়া শুনাইলা গ্রন্থ বৈষ্ণবের গণে। প্রেমামৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে॥ সংখ্যা করি হরিনাম লয় প্রহরেক। গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক॥ রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্ত্তন দুই যাম *। স্মরণবিলাস-প্রেমে ভাসে অবিরাম॥ চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ। রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ॥ রজনীতে ভক্ত সঙ্গে রাসাদি বিলাস। গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস॥ দিনে শালগ্রাম সেবা তুলসীসেবন। পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন॥ রাধাকৃষ্ণ ধ্যান মন্ত্র নাম দোঁহাকার। এই মত স্মরণ লীলা স্মৃতি সর্ব্বকাল॥ শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘন হুঙ্কার। শ্রীগোপাল ভট্ট বলি করেন ফুৎকার॥ রাধাকৃষ্ণ কুণ্ড বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়। গিরিগোবর্দ্ধন বলি করে হায় হায়॥ এই রূপে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে যায়। প্রেমামৃত আস্বাদয়ে আনন্দ হিয়ায়॥ সুকৃতী বাসয়ে ভাল দুষ্কৃতী হাসয়। এবে সেই লোক সবে আনন্দে ভাসয়॥ গৌরগুণ গান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ। এই মতে দিবা রাত্রি উপজে করুণ॥ এবে কহি শ্রীআ-

---

* যাম—প্রহর।

চার্য্য প্রভুর শাখাগণ। যা সবার নাম স্মৃতে প্রেম উদ্দীপন॥

তত্র প্রমাণ-শ্লোকঃ॥

বন্দে শ্রীলশ্রীনিবাসপ্রভুশাখাগণো মহান্।
যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেমোদয়ো ভবেৎ॥

শ্রীআচার্য্য প্রভুর যত শাখাগণ। শ্লোকে ছন্দে দোঁহে তাহা করিলা বর্ণন॥ ঠাকুর মহাশয় যেবা করিলা বর্ণন। কর্ণপূর কবিরাজ যা কৈল রচন॥ এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে। মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে॥ প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গেল কত দিন। বৈষ্ণবরূপেতে আজ্ঞা করিলেন পুন॥ আজ্ঞা বলবান্ ইহা বর্ণন করিতে। ইহার ভাল মন্দ কিছু না পারি বুঝিতে॥ মুঞি ছার হীনবুদ্ধি কি জানি বর্ণন। অপরাধ ক্ষম প্রভু লইনু স্মরণ॥ প্রভু-আজ্ঞাবাণী আর বৈষ্ণব-আদেশ। মনোমধ্যে ইহা আমি বুঝিনু বিশেষ॥ অজ্ঞবর শ্রেষ্ঠ আমি আর কি কহিব। বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে সকল ক্ষমিব॥ তোমা সবার পাদরজ মস্তকে করিয়া। কিছুমাত্র কহি ইহা পয়ার করিয়া॥ অগ্র পশ্চাৎ বর্ণনের না লইবা দোষ। সবার চরণ বন্দো হইয়া সন্তোষ॥ এবে কহি প্রভুর শাখা উপশাখাগণ। অপরাধ ক্ষমি ইহা করহ শ্রবণ॥ এক দিন নিজবাটীর পশ্চিম দিশাতে। সরোবর-তট আছে বসিলা তাহাতে॥ হেন কালে দোলাতে চড়ি আইসে এক জন। পথে যায় বিবাহ করি বাজায় বাজন॥ মন্মথ সমান রূপ দেখি প্রভু ভাবে। এমন অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম এবে॥ সুবর্ণ কেতকী-পুষ্প-সমান বরণ। সুবিস্তীর্ণ বক্ষস্থল অতি

মনোরম॥ লোমশ্রেণি যুক্ত তাতে প্রকৃষ্ট উদর। রক্তবর্ণ তুল্য যার পদ আর কর॥ পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন। উন্নত নাসিকা আর সুন্দর দশন॥ বিম্বফল জিনিয়া অধর মনোরম। মনোহর শোভিয়াছে এ পদ্ম লোচন॥ কম্বুগ্রীব ক্ষীণ মধ্য সুকুঞ্চিত কেশ। উলটা কদলী উরু জানু সন্নিবেশ॥ পট্টবস্ত্র পরিধান গলে পুষ্পমালা। চন্দনের পঙ্ক গায় দেখি সুধাইলা॥ ইহোঁ কিবা কামদেব অশ্বিনীকুমার। কিবা কোন দেবতা গন্ধর্ব্ব-পুত্র আর॥ এইরূপে তার রূপ দেখি পুনঃ পুনঃ। কহিতে লাগিলা প্রভু কৃপা বাঢ়ে দুন॥ হেন যে শরীর পেয়ে যদি কৃষ্ণ ভজে। তবে সে সফল তনু নহে বৃথা মজে॥ কহে তা সভার সঙ্গী কহ দেখি ভাই। কোন গ্রামে বাটী ইহার রহে কোন ঠাঞি॥ কোন জাতি কিবা নাম কহ বিবরিয়া। তাহা সব কহে কথা প্রণাম করিয়া॥ রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত। বাচস্পতি সম কেবা সরস্বতী খ্যাত॥ সদ্বৈদ্য-কুলোদ্ভব যজস্বী প্রধান। মহা চিকিৎসক ইহোঁ দিগ্বিজয়ী নাম॥ কুমারনগরে বাটী খ্যাতি কীর্ত্তি নাম। শুনি প্রভু হর্ষে গেলা আপনার ধাম॥ প্রভু যত কহিলেন গাঢ় কর্ণ করে। শুনি কবিরাজ গেলা হর্ষে নিজ পুরে॥ পরম সুধীর কিছু উত্তর না দিলা। প্রভুর চরণ মনে ভাবিতে লাগিলা॥ এইমতে কষ্টে দিন গোঙাইলা ঘরে। রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর দুয়ারে॥ এক দ্বিজগৃহে রাত্রি কষ্টে গোঙাইলা। প্রভাতে প্রভুর পদে আসিয়া পড়িলা॥ কান্দিতে কান্দিতে ভূমে গড়াগড়ি যায়। ছিন্নমূল বৃক্ষ যেন ভূমিতে

লোটায়॥ গদগদ নাদে কহে দেহ পদ ছায়া। মোর উত্তা-পিত প্রাণ না করহ মায়া॥ প্রভু উঠি তার বাহুলতা উঠা-ইয়া। হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া॥ কৃষ্ণ ভক্তি হউক্ বলি আশীর্ব্বাদ কৈল। প্রেমে গদ গদ কিছু কহিতে লাগিল॥ জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধব সহায়। বিধাতা সদয় আনি দিলেন তোমায়॥ এত বলি রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল তারে। শুনাইলা রাধাকৃষ্ণ লীলা বারে বারে॥ পড়াইলা গ্রন্থগণ অলপ দিবসে। আশীর্ব্বাদ করি তারে আজ্ঞা দিল শেষে॥ তুমিহ আমার নিজ স্বরূপ সর্ব্বথায়। প্রেমময় হও তুমি গোবিন্দ কৃপায়॥ বৃন্দাবনে তোমার সদৃশ একজন। বিধি আনি নিধি দিল নাম নরোত্তম॥ চিরদিন একত্রেতে করিনু বসতি। তোমা দিয়া দুই চক্ষু দিল দয়ামতি॥ এইরূপে তারে কৃপা করি শিখাইলা। নরোত্তম ঠাকুর তার সঙ্গে করি দিলা॥ নরোত্তমে রামচন্দ্রে প্রেম বাড়ি গেল। এক প্রাণ ভিন্ন দেহ হেন প্রেম হৈল॥ তবে প্রভু শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রতি। দয়া কৈল শিষ্য হইল অর্পিয়া শকতি। তাহার অনুজ হয় পরম পণ্ডিত। মহাভাগবত দোঁহে প্রেম-ময় চিত॥ রাধাকৃষ্ণ বিহারগীত রসপদ্য-মতে। কবিরাজ আজ্ঞা দিলা অতিকৃপা যাতে॥ তাহার স্বপদ্য গীত কৈল বহুরীতে। পৃথিবী ভাসিল যবে প্রেমামৃত গীতে॥ দুই কবিরাজের দুইত ঘরণীরে। তাহারে করিলা দয়া সদয় অন্তরে॥ তবে প্রভু দিব্যসিংহ * প্রতি দয়া কৈল। প্রভু কৃপা পাই যেঁহো ধন্য অতি হৈল॥ তার পর সুচরিতা দুই প্রভুর ঘরণী। দোঁহারে

* দিব্যসিংহ—গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র।

করিলা দয়া প্রভু গুণমণি ॥ জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম। কি কহিব তাঁর গুণ অতি অনুপাম॥ কনিষ্ঠা শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণী। তাঁহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি॥ দুই জনে মহাপ্রীত অতি গুণবান্। দোঁহে বিদগধ দোঁহে রসের নিধান॥ ভজন-পরাকাষ্ঠা দোঁহার না পারি কহিতে। পরম সুধীর দোঁহে মধুর চরিতে॥ প্রভুর পরম প্রিয়া অতি গুণবতী। বৈদগ্ধ্য অবধি দোঁহে মধুর মূরতি॥ শুদ্ধ রাগানুগা দোঁহার ভজন একান্ত। পরকীয়া ভাব দোঁহার ভজন নিতান্ত॥ কি কহিব দোঁহাকার নৈষ্ঠিক ভজনে। কর্ম্ম জ্ঞানাদিক কভু নাহি শুনে কাণে॥ আমি হীন ছার কিবা করিব ব্যাখ্যান। প্রভুর প্রেয়সী দোঁহে প্রভুর সমান॥ দোঁহা-কার শিষ্যোপশিষ্যে ভাসিল ভুবন। আগে বিস্তারিব তাহা করিয়া যতন॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবন আচার্য্য হয় নাম। তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণধাম॥ মধ্যম পুত্র প্রভুর রাধা-কৃষ্ণ আচার্য্য। তার গুণ কি কহিব সকলি আশ্চর্য্য॥ তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণনিধি। পরম আশ্চর্য্য যেহো গুণের অবধি॥ শ্রীগোবিন্দগতি নাম কনিষ্ঠ তনয়। তারে কৃপা কৈলা প্রভু সদয় হৃদয়॥ শ্রীগোবিন্দগতি প্রভু শ্রীগুরু-প্রণালী। লিখিলেন নিজ শ্লোকে হইয়া কুতূহলী॥

তথাহি শ্লোকঃ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দ-মধুপো গোপালভট্টপ্রভুঃ
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট্ শ্রীশ্রীনিবাসাহ্বয়ঃ।
আচার্য্যপ্রভুসংজ্ঞকোঽখিলজনৈঃ সর্ব্বেষু নীবৃৎস্থ যঃ
খ্যাতস্তৎপদপঙ্কজাশ্রয়মহো গোবিন্দগত্যাখ্যকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মের আশ্রয়। মধুকর হইয়া যিহো সদা বিলসয়॥ শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি হইয়া সদয়। শ্রীআচার্য্য প্রভুকে কৃপা কৈল অতিশয়॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মের আশ্রয়। শ্রীগোবিন্দগতি ইহা নিজ শ্লোকে কয়॥ মহাদাতা হন তিঁহো মহান্ত গুণবান্। তাঁর শিষ্যে উপশিষ্যে ভাসিল ভুবন॥ সে সকল কথা আগে কহিব বিস্তারি। এবে কহি প্রভুর শাখা সংক্ষেপ আচরি॥ তবে প্রভুর নিজ কন্যা নাম হেমলতা। তাঁহারে করিলা দয়া করি প্রসন্নতা॥ তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল। তিঁহো প্রেমামৃতে সব মহী ভাসাইল॥ আর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া নাম ঠাকুরাণী। তাঁরে নিজ পদাশ্রয় দিল দয়ামণি॥ আর কন্যা কাঞ্চনলতিকা যার নাম। তাঁরে নিজ পদাশ্রয় দিল দয়াবান্॥ তবে প্রভু কাঞ্চনগড়িয়া প্রতি দয়া। শ্রীদাস ঠাকুরে দয়া করিলা আসিয়া॥ তিঁহো মহাভাগবত পরম পণ্ডিত। প্রভুর নিকটে যার সদা ছিল স্থিত॥ জয়-কৃষ্ণ জগদীশ শ্যাম বল্লভাচার্য্য। তাঁহার তনয় তিন গুণে মহা আর্য্য॥ শ্রীঈশ্বরের কৃপাপাত্র তিন মহাশয়। মহা-ভাগবত হয় প্রেমের আলয়॥ তথায় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলদাস। ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস॥ মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করে। তাঁর প্রেম চেষ্টা কেহো বুঝিতে না পারে॥ তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরেরে। সুন্দর দেখিয়া কৃপা করিলা তাহারে॥ বালক কালেতে কৃপা তাহারে হইল। তিঁহো মহাভাগবত শিষ্য বহু কৈল॥ তথায় শ্রীনরসিংহ কবিরাজ প্রতি। দয়া কৈল মন্ত্র দিল

অর্পিয়া শকতি ॥ পরম পণ্ডিত তিঁহো প্রভুরে ধেয়ায়। তাঁর প্রেম চেষ্টা গুণ বুঝন না যায় ॥ তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল। তবে প্রভু রঘুনাথ করে কৃপা কৈল ॥ রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা। তাহার মহিমা গুণ কি করিব লেখা ॥ হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম। সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম ॥ তার পুত্র গোপীজনবল্লভ চট্টরাজ। বিখ্যাত আছেন যিঁহো জগতের মাঝ ॥ প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু দয়া করে। তাহার মহিমা কিছু নারি বর্ণিবারে ॥ তারে কৃপা করি প্রভু করি প্রসন্নতা। যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল হেমলতা ॥ শ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। প্রভুপদ বিনে যার নাহি আর কৃত্য ॥ তার পুত্র শ্রীচৈতন্য নাম চট্টরাজ। প্রভুর কৃপাপাত্র যিঁহো মহা-ভক্তরাজ ॥ তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া। যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া ॥ রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা। তাঁহারে করিলা দয়া লভি প্রসন্নতা ॥ তাঁহার অনন্ত গুণ না পারি লিখিতে। সদাই নিমগ্ন রাধাকৃষ্ণের লীলাতে ॥ ॥ প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু প্রাণ তাঁর। সদা হরিনাম যিঁহো করে অনিবার ॥ দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত। সুস্নিগ্ধ মূরতি দুঁহে অতি শুদ্ধ শান্ত ॥ শ্রীমালতী প্রতি তবে প্রভু দয়া কৈল। প্রভু কৃপা পাই যিঁহো অতি ধন্য হৈল ॥ আর কন্যা শ্রীফুলঝি নাম ঠাকু-রাণী। তাঁহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি ॥ তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম। সদা হরিনাম জপে এই তার কাম ॥ প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম। লক্ষ নাম জপ তুমি

করিয়া নিয়ম ॥ প্রভুর পরম প্রিয় সেবক প্রধান। বৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয় ভৃত্য প্রাণ ॥ কি কহিব ইহাঁ সবার ভজন প্রসঙ্গ। কহিতে বাড়য়ে চিত্তে সুখাব্ধিতরঙ্গ ॥ তথা বর্ণ বিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া। তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া ॥ নাম শ্রীগোপাল দাস তারে কৃপা কৈলা। নিজ জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিলা ॥ কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ। একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম ॥ দিবসে না লয় নাম রাত্রিকালে বসি। কেশে ডোর চালে বান্ধি লয় নাম বসি ॥ সবেই প্রভুর প্রাণ সবার প্রাণ প্রভু। অতি প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু ॥ গোপাল দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়। শ্রীগোপীমোহন দাস মির্জাপুরালয় ॥ তিঁহো মহাভাগবত কি তার কথন। যার শিষ্য শ্যামদাস খড়্গ্রাম ভবন ॥ প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম। বাল্য কালেতে যিঁহো ভজন অনুপাম ॥ প্রেমমূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যার নাম ॥ ভাবক চক্রবর্ত্তী খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম ॥ তাঁর শিষ্য উপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল। আগে তাহা বাখানিব খ্যাতি যাহা হৈল ॥ তাহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা। শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা ॥ লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ। ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ শ্রীগোপালভট্ট আর শ্রীরূপ সনাতন। আচার্য্য প্রভুর পদ সদাই ভাবন ॥ ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ্যা করিব বা কত। যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম। তার গুণ কি কহিব অতি অনুপাম ॥ তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে। প্রভুপদ

বিনা যার অন্য নাহি চিতে ॥ আর দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা। রাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তিপরা ॥ কর্ণপূর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈল। প্রভুর শাখা বর্ণনাতে যিঁহো ধন্য হৈল ॥ অপার ভজন যার না পারি কহিতে। সদা মগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবাতে ॥ লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ। এই মতে রহে যিহো সুখাবিষ্ট মন ॥ তবে বনবিষ্ণুপুর প্রতি কৃপা কৈলা। সেখানে অনেক শিষ্য প্রকাশ হইলা ॥ তবে শ্রীআচার্য্য ব্যাস প্রতি দয়া কৈলা। তাহাকে সেবক করি বহু শিখাইলা ॥ সে সব রহস্য গুণ কহনে না যায়। তিঁহো মহাবিজ্ঞ অতি প্রেমী মহাশয় ॥ তাঁর শাখা উপশাখা অনেক হইল। তাঁরা মহাভাগবত জগৎ তারিল ॥ শ্রীবংশীদাস ঠাকুর যেই মহাশয়। প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয় ॥ হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম। সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম ॥ শ্রীগোপালদাস ঠাকুর প্রভুর এক শাখা। প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহি লেখা ॥ বুঁধইপাড়াতে বাড়ি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনিয়া। যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া ॥ শ্রীরূপঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। রাধাকৃষ্ণ নাম বিনা যার নাহি কৃত্য ॥ তার পর দয়া কৈল রঘুনন্দনদাসে। ঘটক বলিয়া খ্যাতি দিলেন সন্তোষে ॥ দুই ঘটক হয়েন মহাগুণবানে। প্রভুর চরণ দোঁহে সর্ব্বস্ব করি জানে ॥ সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য এক জন। তার স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন ॥ তার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত। হরিনাম বিনা যার নাহি আর কৃত্য ॥ তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল। প্রভু কৃপা পাঞা

যিঁহো ধন্য অতি হইল॥ নিগূঢ় তাহার ভাব কে কহিতে পারে। রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে॥ সদা হরিনাম যিহো করেন গ্রহণ। প্রভুর চরণ দুটী অন্তরে স্ফুরণ॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল গোপাল মণ্ডলে। প্রভু পদে নিষ্ঠা যার অতি নিরমলে॥ প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ। দোঁহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন॥ দুঁহে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তনু। মহাপ্রভুর পদ ধ্যান নাহি ইহা বিনু॥ শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। অবিশ্রাম ঝরে আঁখি করে কীর্ত্তনে নৃত্য॥ আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী। প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা কৃতকীর্ত্তি॥ দুই শ্যালক প্রভুর তাহা কহি শুন। দুই জনে হৈলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥ জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রভুর কৃপাপাত্র হয় সদয়হৃদয়॥ তিঁহো ত পণ্ডিত হয় শ্রীভাগবতে। ভাগবত পদে যিঁহো প্রেমে মহামত্তে॥ তাহার অনুজ অতি ভক্ত মহাশয়। ফরিদপুরবাসী কহি তাহার আলয়॥ রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক। তার যত শিষ্যগণ কহিব কতেক॥ লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া। রাধা কৃষ্ণ লীলা কথা কহে আস্বাদিয়া॥ কীর্ত্তন লম্পট বড় সদা নাচে তথা। সদা অশ্রু ঝরে আঁখি প্রেম পূর্ণ যথা॥ বৈষ্ণবগণের প্রাণ স্নিগ্ধ পাত্র মত। তাহার অনন্ত গুণ কে গণিবে কত॥ প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস। লক্ষ হরি নাম জপে নামেই বিশ্বাস॥ তাহার সেবক যত নাহি তার অন্ত। সবে হরি নামে রত সবে গুণবন্ত॥ বনমালী দাস নাম বৈদ্যকুলে জন্ম। প্রভুর প্রিয় সেবক কে বা জানে তার

মর্ম্ম ॥ শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে। নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে ॥ তিঁহো মহা মহাশয় মধুর আশয়। প্রভুর পরম প্রিয় সদয় হৃদয় ॥ শ্রীরাধাবল্লভ দাস প্রভুর সেবক। মহাভাগবত তিঁহো ভজন অনেক॥ প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস। হরি নাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥ রাধাকৃষ্ণদাস নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে কীর্ত্তনেতে নৃত্য ॥ শ্রীরমণ দাস হয় প্রভুর কৃপাপাত্র। মুখে সদা রহে যার হরিনামামৃত ॥ আর ভৃত্য হয় প্রভুর রামদাস নাম। সদা প্রেমোন্মাদে নাচে লয় হরি নাম ॥ শ্রীকবিবল্লভ হয় প্রভুর নিজ দাস। প্রেমে রাধাকৃষ্ণ নাম গান মহোল্লাস ॥ অনেক পুস্তক প্রভুকে দিয়াছে লিখিয়া। যেন মুক্তাপাঁতি লেখা মহা আঁখরিয়া ॥ বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস। প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধভাষ ॥ তার পর শ্যাম দাস চট্টে কৃপা কৈলা। তিঁহো মহাভাগবত প্রভু কৃপা পাইলা ॥ তথায় শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয়দাস। সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥ শ্রীনকড়ি দাস প্রতি অতি কৃপা কৈলা। প্রভুর চরণ তিঁহো সর্ব্বস্ব করিলা ॥ শ্রীগোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়। তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয় ॥ হরিনামে প্রীতি তার লয় হরি নাম। রাধাকৃষ্ণ লীলা গান মহাপ্রেমধাম ॥ গোয়াসে তাহার বাড়ি বড়ই রসিক। সদা কৃষ্ণরসকথা যাতে প্রেমাধিক। শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজদাস। সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস ॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যামদাস কবিরাজে। যাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে ॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা রঘুনাথ দাসে। প্রভু কৃপা

পাইয়া যিঁহো অন্তরে উল্লাসে॥ কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈলা। প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হইলা। শ্রীরাম দাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। রাধাকৃষ্ণ ধ্যান বিনা নাহি যার কৃত্য॥ রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সবল উদার। প্রভুর চরণ ধ্যান অন্তরে যাহা'র॥ গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রভু কৃপা কৈলা তারে সদয় হৃদয়॥ আরেক সেবক শ্রী গোকুলানন্দ দাস। সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস॥ তবে শ্রীগোপালদাস ঠাকুরে দয়া কৈলা। প্রভুকৃপা পাইয়া যিহোঁ ধন্য অতি হৈলা॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যাম দাস প্রতি। চট্টবংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥ তবে পুরুষোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈলা। বনপথে পথে প্রভু আনন্দে চলিলা॥ এক দিন এক গ্রামে রাত্রিতে রহিলা। দস্যুগণ রত্ন বলি গণি হাতে পাইলা॥ চোরগণ পুস্তক হরিয়া নিজপথে। তবে রাজপাশ গেলা পুস্তক নিমিত্তে॥ হেন কালে বিপ্র এক ব্যাস চক্রবর্ত্তী। পুরাণ শুনায় রাজাকে করি মহা আর্ত্তি॥ পুরাণ-শ্রবণ হেতু রাজা আচার্য্য নাম দিলা। এই হইতে আচার্য্য নাম সংসারে হইলা॥ হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমরগীতা পড়ে। ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হাঁসে থাকি কিছু দূরে॥ তবে প্রভু সভামধ্যে যাইয়া বসিলা। বসিয়া ত সেই ব্যাখ্যা সকলি খণ্ডিলা॥ তবে রাজা চিত্তে বড় হরিষ হইল। ব্যাখ্যা শুনিবারে তবে চিত্ত মগ্ন হইল॥ রাজা নিবেদন করে বিনয় করিয়া। আপনে করহ ব্যাখ্যা করুণা করিয়া॥ প্রভু ব্যাখ্যা কৈল শ্লোক গোস্বামির মতে। শুনিয়া হইল রাজা যেন উনমতে॥ প্রণাম করিয়া পায় পড়িলা,

তখন। প্রভু কৃপা কর মোরে লইনু শরণ ॥ হায় হায় হেন ব্যাখ্যা কভু নাহি শুনি। ফুকারি ফুকারি কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥ গদ গদ নাদে কহে শুন মহাশয়। করুণা করহ মোরে হইয়া সদয় ॥ প্রভু কহে এই বিপ্রের নাম কিবা হয়। শ্রীব্যাস আচার্য্য বলি রাজা নিবেদয় ॥ প্রমাণে ইহার নাম আচার্য্য সে হয়। প্রভু কহে আচার্য্য নাম হইল নিশ্চয় ॥ তবে রাজা প্রতি প্রভু কহেন বচন। তোমারে ত কৃপা করুণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ মল্ল ভূপতি নাম শ্রীবীরহাম্বীর। কৃপা কৈলা প্রভু তারে সদয় গম্ভীর ॥ কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক ভকতি হইল তার। প্রভুকে সঁপিলা সব রাজ্য ব্যবহার ॥ কি কহিব সেই প্রভুর পদাশ্রয় কথা। যে পদ শরণে হয় বাঞ্ছা-সুষিদ্ধতা ॥ সে পদ দর্শন স্পর্শে আশ্রয় সেবন। অনায়াসে মিলে তারে প্রেমামৃত ধন ॥ সেই বনবিষ্ণুপুর দেশে বহু জন। অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন ॥ ব্যক্ত করিয়া তাহা গ্রন্থে না লিখিল। শ্রীমতীর * মুখে আমি যে কিছু শুনিল ॥ করণ-কুলেতে † জন্ম অতি শুদ্ধাচার। করুণাকর দাসের পুত্র দুই সহোদর ॥ প্রভুগৃহে পত্র দোঁহে সদাই লিখয়। এই হেতু বিশ্বাস নাম দিল দয়াময় ॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীজানকীরাম দাস মহা-

---

* শ্রীমতীর—হেমলতার।

† করণ—কায়স্থ। কায়স্থগণের আদিপুরুষ ভূলোকস্থিত চিত্রসেনের ষষ্ঠপুত্রের নাম করণ। সেই সেই সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই কায়স্থদিগের উপাধি হইয়াছে। যথা—

"বসু ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতা ভুবি ॥"

(শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ৭১০ পৃঃ।)"

শয়। তবে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময়॥ তাহার অনুজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা। প্রভু কৃপা পাইয়া দোঁহে মহাভক্ত হৈলা॥ পূর্ব্বে ইহাদের ছিল মজুমদার পদবী। প্রভুদত্ত এবে হইল বিশ্বাস খেয়াতি॥ তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতী॥ হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম। লক্ষ হরিনাম বিনা না করে ভোজন॥ প্রভুর নিকটে রহে প্রভু প্রাণ তার। প্রভুরে সঁপিল যিঁহো গৃহপরিকর॥ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়। জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইল সদয়॥ মধ্যম গোপালদাস প্রতি কৃপা কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা॥ দেউলি গ্রামেতে স্থিতি শ্রীবল্লভ ঠাকুরে। তাহারে করিলা দয়া করিয়া প্রচুরে॥ যার গৃহে আসি প্রভু প্রথমে রহিলা। তাহাতে প্রভুর প্রীতি অধিক জন্মিলা॥ যবে মুখে শুনিলেন গ্রন্থ--প্রাপ্তিবাণী। হৃত গ্রন্থ পাই প্রভুর জুড়াইল পরাণি॥ যার সঙ্গে রাজা-পাশ করিলা গমন। যাহার আদেশে পাইলা গ্রন্থ মহাধন॥ এই হেতু প্রভু তারে কৃপা ত করিয়া। কহিতে লাগিল তার মাথে পদ দিয়া॥ তোমারে করুন দয়া শ্রীরাধারমণ। শ্রীগোবিন্দ জীউ আর মদনমোহন॥ শ্রীগোপীনাথ আর রূপ সনাতন। শ্রীগোপালভট্ট আর শ্রীজীবচরণ॥ রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। তোমারে করুন দয়া পরম উল্লাস॥ শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ। তোমা প্রতি করুন সবে কৃপাদৃষ্টি পাত॥ তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন এই সব জন। অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন॥ তাহারে সদয় হইয়া প্রভু স্থির

হইল। আনন্দে তাহার গৃহে বসতি করিল॥ বল্লবী কবিরাজ আদি সঙ্গেতে করিয়া। রাজার আলয়ে গেলা হৃষ্টচিত্ত হইয়া॥ রাজা প্রভু দেখি তবে আনন্দে উঠিয়া। অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥ প্রভু নিজ পদ তার মস্তকে ত দিল। আনন্দিত হইয়া প্রভু আসনে বসিল॥ পার্ষদগণের পরিচয় সকল কহিয়া। যথাযোগ্য সম্ভাস করেন আনন্দ পাইয়া॥ কৃষ্ণকথা আলাপন করি কত ক্ষণ। শুনিয়া রাজার হৈল উল্লসিত মন॥ আনন্দের সিন্ধু রাজার উথলিল মনে। কে কে বলিয়া প্রভুর ধরিল চরণে॥ জন্ম সার্থক হইল পাইল দরশন। সে পদ দর্শনে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ এই মত কতক্ষণ সভাতে রহিয়া। বাসাতে আইলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥ রাজা নিজালয়ে যাই বিশ্রাম করিলা। শয়নে থাকিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলা॥ মনে করে কৃষ্ণসেবা করিব প্রকাশ। স্বপ্নে কালাচাঁদ রূপে দেখে সুপ্রকাশ॥ তথা নিজ প্রভু রূপ রাজারে দেখায়। দুই প্রভু-শোভা দেখি অন্তরে ভাবয়॥ দেখিতেই শোভা দোঁহার বর্ণন আচরে। সুধারাশি খসে যার অক্ষরে অক্ষরে॥ দুই প্রভুর দুই পদ করিল বর্ণন। যে পদ আস্বাদে বাড়ে প্রেমানন্দ ঘন॥ স্বপ্নে পদ পড়ে রাজা রাণী যে শুনিয়া। গোঙাইল সব নিশি কান্দিয়া কান্দিয়া॥ কিবা অদভুত পদ করিয়া শ্রবণ। ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা পট্ট-দেবীর মন॥ তবে রাজা জাগিলেন শয্যাতে বসিয়া। নিজ প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া॥ রূপ সনাতন বলি সঘন ফুৎকার। শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করে হাহাকার॥ জাগরণে মহারাজের স্থির নহে মন। যে দেখিল সেই রূপ অন্তরে

স্ফুরণ ॥ ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে মনে ভাবে। স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল কাঁহা গেল হেন ভাবে ॥ জাগরণে মহারাজ সেই রূপ দেখে। নিজ প্রভু রূপশোভা আনন্দ বিলোকে ॥ দেখিতেছে প্রভু কহেন এই সেবা কর। দেখিবে অপূর্ব্বরূপ হইয়া সু-স্থির ॥ আনন্দিত মহারাজ সুখাবিষ্ট হইয়া। হেন কালে পট্ট-দেবী চরণে পড়িয়া ॥ কি আশ্চর্য্য পদ রাজা করিল বর্ণন। কৃতার্থ করহ মোরে করাহ শ্রবণ ॥ রাজা কহে পদ আমি না করি বর্ণন। রাণী কহে রাজা তুমি না কর বঞ্চন ॥ বঞ্চনা না কর রাজা তুষ্ট কর মন। অন্যথা শরীরে মোর না রবে জীবন ॥ তবে রাজা জানিলেন প্রভু-কৃপা বিনে। এমত অদ্ভুত ভাব জন্মিব কেমনে ॥ তবে রাজা তুষ্ট হইয়া কহিল বচন ॥ আনন্দে করহ তুমি এ পদ শ্রবণ ॥

তথাহি পদং ॥

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইল মোর আশ, তুয়া বিনা গতি নাহি আর। আছিনু বিষয়-কীট, বড়ই লাগিত মিট, ঘুচাইলে রাজ-অহঙ্কার ॥ ১ ॥ করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম, দেখাইলে অমিয়ার ধার। পিয় পিয় করে মন, সব লাগে উচাটন, এমতি তোমার ব্যবহার ॥ ২ ॥ রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলে দাসী, গোরাপদে বান্ধি দিলে চিত। শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ, জানাইলে দুঁহ প্রেম-প্রীত ॥ ৩ ॥ যমুনার কূলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই, রাধা কানু বিলসই সুখে ॥ এ বীরহাম্বীর হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া, যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ ৪ ॥

শুন গো মরম সখি! কালিয়া কমল আঁখি, কিবা কৈল

কিছুই না জানি। কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন, প্রেম করি খোয়াঙ্গু পরাণি ॥ ১ ॥ শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিতে পাইনু জালা, নিভাইতে নাহি পাই পানি। অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি, না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ ২ ॥ বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লইয়া যায় যমুনার তীরে। কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ ৩ ॥ শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর, গৃহপতি ফিরিয়া না চায়। এ বীরহাম্বীর চিত, শ্রীনিবাস অনুগত, মজি গেলা কালাচান্দের পায় ॥ ৪ ॥

শুনিতে শুনিতে রাণীর আনন্দ বাড়িল। ভাবাবেশে অবশ তনু প্রেম বাড়ি গেল ॥ সদা গর গর চিত ধরণে না যায়। কি শুনিল বলি রাণী করে হায় হায় ॥ তবে রাণী ধীর মন হইল যখন। রাজারে কহয়ে রাণী বহু নিবেদন ॥ মহারাজ! তুমি মোরে কর অঙ্গীকারে। শ্রীনিবাস পদাশ্রয় করাহ আমারে ॥ রাজা ত জানিল মনে প্রভু কৃপা বিনে। এমত অপূর্ব্ব ভাব জন্মিব কেমনে ॥ রাণী ভাগ্যবতী রাজা ভাবে মনে মনে। সুপ্রসন্ন বিধি বুঝি হইলা এত দিনে ॥ ভাগ্যের অবধি নাহি কহে বার বার। চিত্তেতে জানিল রাজা প্রভুর ব্যবহার ॥ তবে রাজা তুষ্ট হইয়া প্রভু আনাইয়া। ভূমে পড়ি গড়ি যায় আনন্দ হইয়া ॥ নিবেদিল প্রভু পদে যতেক বৃত্তান্ত। শুনিয়া প্রভু ত মনে বুঝিল নিতান্ত ॥ তবে পট্ট-মহাদেবীর নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা রাণী চরণে পড়িয়া ॥ মোরে প্রভু অঙ্গীকার কর এই বার। ক্ষেম অপ-

রাধ প্রভু কর অঙ্গীকার॥ পতিত উদ্ধার হেতু তোমার অবতার॥ জানি প্রভু উদ্ধারিলে মো হেন দুরাচার॥ রাণীর আর্ত্তি দেখি প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া। সুখাবিষ্ট হইয়া প্রভু দিলা পদছায়া॥ আগে হরি নাম মন্ত্র করান শ্রবণ। তবে ত যুগল মন্ত্র করায় গ্রহণ॥ কামগায়ত্রী কামবীজ উপাসনা দিয়া। মঞ্জরী-যূথের কথা কহে বিবরিয়া॥ পরকীয়া লীলা এই মঞ্জরীযুথ বিনে। পরকীয়া রস তারে নামিলে কখনে॥ ইহা সবার অনুগা বিনা ব্রজ প্রাপ্তি নহে। নিশ্চয় করিয়া আমি কহিলাম তোঁহে॥ এই ভাব শুদ্ধ মত অতি নিরমলে। জাম্বুনদ হেম যেন পরম উজ্জ্বলে॥ নিজ মনঃকথা তোরে কহিল বিবরি। ভজহ কৃষ্ণের পদ কর্ম্মাদি দূর করি॥ সিদ্ধদেহে কর তুমি মানস সেবন। বাহ্যদেহে কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন॥ শুদ্ধভাবে ভজ সদা বৈষ্ণবচরণ। অনায়াসে পাবে রাধাগোবিন্দচরণ॥ এতেক বৃত্তান্ত প্রভু উপাসনা দিয়া। প্রসন্ন হইল চিত্ত আনন্দিত হিয়া॥ তবে রাজপুত্রে প্রভু করিলেন দয়া। আনন্দিত হইয়া প্রভু দিল পদচ্ছায়া॥ শ্রীধাড়িহাম্বীর নাম হয় যুবরাজ। প্রভু কৃপাপাত্র যিঁহো মহা ভক্তরাজ॥ তবে রাজা কালাচান্দের সেবা প্রকাশিল। শ্রীঅঙ্গ শোভা দেখি আনন্দে মজিল॥ কালাচান্দ রূপ শোভা আনন্দে বিলোকে। আপনি আনন্দে প্রভু কৈলা অভিষেকে॥ বৈষ্ণবের সেবা রাজা করে অনিবার। এইত কহিল যত রাজার ব্যবহার॥ রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞি। নাম শ্রীগোপালদাস থুইলা তথাই॥ ব্যাসাচার্য্য প্রতি কৃপা আগেত লিখিল। নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে করিল॥

তাহার পর শ্রীব্যাস আচার্য্য ঘরণী। তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥ নাম তার হয় ইন্দুমুখী ঠাকুরাণী। তাহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি॥ তার পুত্র শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাহারে করিলা দয়া প্রভু কৃপাময়॥ প্রভু কৃপা করে ভগবান্ কবিবরে॥ পণ্ডিত রসিক তিঁহো হয় মহা ধীরে। তবে প্রভু নারায়ণ কবি প্রতি দয়া। শরণ লইয়া তিঁহো দিলা পদছায়া॥ শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের হয় সহোদর। তাহার মহিম-সিন্ধু বাক্য অগোচর॥ বাসুদেব কবিরাজ বড় গুণবন্ত। কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক চিত্ত যাহার নিতান্ত। তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া। কৃতার্থ করিলা তারে পদচ্ছায়া দিয়া॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা বৃন্দাবন দাসে। কবিরাজ খ্যাতি তার জগতে প্রকাশে॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল নিমাই কবিরাজে। রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগমাঝে॥ লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা যে করিয়া। সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে সুখাবিষ্ট হইয়া॥ আবেশে অবশ তনু সঘনে ফুৎকার। লম্ফ ঝম্প করে ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার॥ নয়নের ধারা যার বহে অবিরাম। পুলকে আবৃত তনু সদা বহে ঘাম॥ তার পর কৃপা কৈলা শ্রীমন্তচক্রবর্ত্তী। পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইল কৃতকীর্ত্তি॥ লক্ষ হরিনাম লয় নামেত বিশ্বাস। বড়ই রসিক তিঁহো সংসারে উদাস॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীরঘুনন্দনে। যারে কৃপা করি প্রভু সুখাবিষ্ট মনে॥ তার পর কৃপা কৈলা গৌরাঙ্গ দাসেরে। তাহার অনন্ত গুণ কে বর্ণিতে পারে॥ সদা হরিনাম লয় ভাবাবিষ্ট মনে। নিজ প্রভুর পাদপদ্ম সদা চিন্তে মনে॥ সদা

হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা তার সদাই স্মরণ॥ রূপ সনাতন বলি সঘন হুংকার। ভট্ট গোসাঞি বলিতেই বহে অশ্রুধার॥ গৌরাঙ্গ বলিতে যিঁহো ভাবাবিষ্ট মন। নিজ প্রভুর পাদপদ্ম ভাবে তত ক্ষণ॥ শ্রীমন্ত ঠাকুর এক বিপ্রকুলে জন্ম। তারে কৃপা কৈলা প্রভু সুখা-বিষ্ট মন॥ গোপীজন বল্লভ প্রতি প্রভু দয়া কৈল। মহা ভাগবত তিঁহো জগৎ ব্যাপিল॥ যাহার ভজন কথা কহনে না যায়। মহামগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবায়॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্যদাসে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল, শ্রীগোবিন্দ নামে। শ্রী গৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোদ্দামে॥ তন্তুবায়-কুলোদ্ভব তুলসীরাম দাসে। সদা প্রভুপদ চিন্তে পরম লালসে॥ উৎকল দেশেতে জন্ম বলরাম দাস। বিপ্রকুলোদ্ভব তিঁহো সংসারে উদাস॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল চৌধুরী দয়ারামে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দুঁহে রহে এক গ্রামে॥ দুই জনে মহাপ্রীত কহনে না যায়। সর্ব্বস্ব সঁপিলা যিঁহো প্রভুর নিজ পায়॥ তার ভক্তরাজ এক শ্রীহরিবল্লভ। সরকার খ্যাতি তিঁহো জগত দুর্ল্লভ॥ প্রভুত করিলা কৃপা হইয়া সদয়। যাহার ভজন রীতি কহন না যায়॥ আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। প্রভুকৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা মহামতি॥ গৌড়দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতে। তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপান্বিতে॥ সেই দেশবাসী শ্যামভট্টে কৃপা কৈলা। দুই জনার শিষ্য প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিলা॥ একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী। প্রেমী জয়রাম বলি যার হৈল

খ্যাতি ॥ তবে কৃপা কৈলা প্রভু ঠাকুরদাস ঠাকুরে। তাহার ভজন রীতি বড়ই গম্ভীরে॥ মথুরানিবাসী হয় শ্রীমথুরাদাস। বিপ্রকুলে জন্ম তার মহাসুখোল্লাস ॥ শ্রীশ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ। লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ ॥ শ্রীআত্মারাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল। একত্র নিবাসী তিনে মহাপ্রীত হৈল ॥ বৃন্দাবনবাসী হয় মহা সুখরাশি। বৃন্দাবনদাস নাম মহাগুণরাশি ॥ তাহারে করিল দয়া প্রভু গুণনিধি। তার গুণ কি কহিব মুঞি হীনবুদ্ধি॥ তবে ত করিল দয়া গোবিন্দরাম প্রতি। আত্মসাৎ কৈল প্রভু করি মহা আর্ত্তি ॥ তার পর কৃপা কৈলা শ্রীগোপাল দাসে। একস্থানে স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে ॥ শ্রীকুণ্ডনিবাসী তিন মহাভক্ত ধীর। প্রভু কৃপা কৈল তিনে হইয়া সুস্থির॥ শ্রীমোহনদাস আর ব্রজানন্দদাস। শ্রীহরি প্রসাদ আর সুখানন্দ দাস॥ প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারামদাস। প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তর উল্লাস ॥ সবে মিলি একত্রেতে করেন ভজন। লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ ॥ ভজন-পরাকাষ্ঠা যার না পারি কহিতে। আবেশে রহেন সদা মানসসেবাতে॥ বঙ্গদেশে স্থিতি হয় নাম কলানিধি। বিপ্রকুলে জন্ম তার আচার্য্য উপাধি॥ তারে কৃপা কৈল প্রভু হইয়া কৃপাবান্। আর এক শিষ্য তাঁর রামশরণ নাম॥ প্রেমদাস রসিকদাস দুই সহোদর। বৈষ্ণবের সেবাতে দুঁহে বড়ই তৎপর ॥ বিষ্ণুপুর দেশে রহে কত কত জন। অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন॥ দেশেতে থাকিয়া কৈল শিষ্য বহুতর। নাজানি সে নাম তার আমি অজ্ঞবর ॥ নানা দেশ বিদেশ হইতে কত জন। আইলেন সবে হৈলা কৃপার ভাজন ॥ রাঢ়

বঙ্গ দেশ যত গৌড়দেশ আর। ব্রজভূমি মগধ উৎকল দেশ আর ॥ বড়গঙ্গা-পার আর বৃদ্ধকঙ্কাল। গঙ্গামধ্যে দেশ হয় যত কিছু আর ॥ যার শিষ্য উপশিষ্য তার উপশিষ্যে। সকল আশ্রিত হৈল কহিলা উদ্দেশে ॥ কে পারে কহিতে তার শিষ্যগণ যত। দিক্ দেখাইতে কিছু কহিলাম মাত্র ॥ শিষ্য উপশিষ্য যত কে পারে গণিতে। সহস্রবদন যদি পারে কোন রীতে ॥ সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রভুর শাখাগণ ॥ কৃষ্ণপ্রেম মিলে যার করিলে স্মরণ ॥ কৃষ্ণ কিবা কৃষ্ণভক্ত সমান চরিত। আপন পবিত্র হেতু গাও তার গীত ॥ ইহা যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান্। অনায়াসে কৃষ্ণপ্রেম হয় বিদ্যমান ॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস। শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর-কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শাখা বর্ণন নামক প্রথম নির্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

দ্বিতীয় নির্য্যাস।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ এবে কহি শুন প্রভুর উপশাখাগণ। প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন॥ রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের শাখা। কিছু মাত্র কহি আগে করি দিক্ লেখা॥ শ্রীবল্লভ মজুমদার বিপ্রকুলে জন্ম। কবিরাজ দয়া কৈল হইয়া কৃপাধীন॥ সদা কাল যায় যার কৃষ্ণ-পরসঙ্গে। আনন্দে অবশ যিঁহো প্রেমের তরঙ্গে॥ আরেক সেবক তাঁর হরিরাম আচার্য্য। পরমপণ্ডিত বড় সর্ব্বগুণে আর্য্য॥ তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিঁহো হরিনামে রত প্রেমময় কীর্ত্তি॥ পিতার সেবক তিঁহো অতি ভক্তরাজ। তাঁহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥ কবিরাজের শিষ্য বলরাম কবিপতি। প্রেমময় চেষ্টা যার অলৌকিক রীতি॥ কবিরাজের শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল। তারা সব ভাগবত, জীবে কৃপা কৈল॥ না পারি বলিতে কবিরাজের শিষ্যগণ। আপন পবিত্র হেতু গাই যার গুণ॥ জয়কৃষ্ণাচার্য্য আর জগদীশাচার্য্য। শ্যামবল্লভাচার্য্য এই তিন মহা আর্য্য॥ আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি গুণবান্। দুই বধূ গুণবতী অতি গুণধাম॥ দুয়েতে পরমপ্রীত প্রেম-চেষ্টাময়। নিস্তারিতে জীব সব করুণা হৃদয়॥ হরিনাম লয় দুঁহে সদা অবিরাম। রাত্রি দিনে জপে নাম সংখ্যা অবিশ্রাম॥ লক্ষ নাম না লইলে জল নাহি খায়। অশ্রুপূর্ণ রহে সদা

আনন্দ হিয়ায় ॥ দুই বধূর নাম শুন করি একমন। যে নাম শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ জ্যেষ্ঠা বধূ সত্যভামা নাম ঠাকুরাণী। আর বধূ চন্দ্রমুখী নাম গুণমণি॥ একত্র দুইজনের সদা ভজনপ্রসঙ্গ। প্রেমেতে পূরিত দেহ প্রফুল্লিত অঙ্গ ॥ নিজেশ্বরীমুখে যেবা করিল শ্রবণ। সুখাবিষ্ট হইয়া করে স্তবের পঠন॥ শ্রীরূপ গোসাঞি আর শ্রীদাস গোসাঞি। বলিয়াছেন দুই প্রভু আনন্দিত হই ॥ মহাপ্রভুর অষ্টক আর চৈতন্যকল্পবৃক্ষ। আনন্দে পড়েন স্তব পাইয়া বড় সুখ ॥ কার্পণ্যপঞ্জিকা আর হরিকুসুমাঞ্জলি। বিলাপকুসুমাঞ্জলি পড়ে হইয়া কুতূহলী ॥ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য চাটুপুষ্পাঞ্জলি। মনঃশিক্ষা আদি করি পড়েন সকলি ॥ ক্ষণে ক্ষণে পড়ে দুঁহে শ্রীরাধাগোবিন্দ। পূরানন্দে দুঁহে সদা ভজন স্বচ্ছন্দ॥ দুহাঁকার শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল। তা সবার নাম কিছু লিখিতে নারিল ॥ রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী আর বৃন্দাবন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভকত প্রধান ॥ বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাঁহার। রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী কিশোরী চক্রবর্ত্তী আর ॥ মাতার সেবক দুঁহে ইশ্বরীর অনুসেবক। ইহা সবার মত শিষ্য সকলি অনেক ॥ এবে কহি ঠাকুরঝি শ্রীল হেমলতা। শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার খ্যাতা ॥ শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর শিষ্য মহাশয় ॥ শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার। মহাদাতা প্রেমময় গম্ভীরআচার॥ আর শিষ্য তার রাধাবল্লভ ঠাকুর। মণ্ডলগ্রামবাসী তিঁহো হয় ভক্তশূর ॥ শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাহার। গোমাঞি নিবাসী তিঁহো অনুরাগসার ॥ দীন যদুনন্দন বৈদ্যদাস নাম

তার। মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥ করুণা চাহিয়ে তাঁর চরণে পড়িয়া। কভু যদি দয়া হয় হৃদয়ে ভাবিয়া॥ সেবকাভাস কভু সেবা না করিল। তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল॥ কাণুরাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার। দর্পনারায়ণ চণ্ডীসিংহ দুই ভৃত্য তার॥ রামচরণ মধু বিশ্বাস রাধাকান্ত বৈদ্য। কতেক কহিব আমি নাহি আর বেদ্য॥ জগদীশ কবিরাজ আর শিষ্য তার। রাধাবল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা ভক্তসার॥ শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥ শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্তশূর॥ তিন পত্নী মধ্যেতে কনিষ্ঠা যেই জন। তিঁহো ত হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠার নাম শ্রীসত্যভামা যিঁহো॥ শ্রীরাধামাধবকে কৃপা করিয়াছেন তিঁহো॥ জগদানন্দ ঠাকুর গতি প্রভুর সেবক। পরমমধুরাশয় গুণেতে অনেক॥ তুলসী-রাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম। তাহারে করিলা দয়া হইয়া কৃপাবান্॥ শ্রীকন্দর্প রায় চট্ট গতি প্রভুর দাস। তার কীর্ত্তি গুণগান জগতে প্রকাশ॥ শ্রীব্যাস কন্যার নাম শ্রীকনক-প্রিয়া। তাহারে করিলা কৃপা সদয় হইয়া॥ জানকী বিশ্বাস-পুত্র শ্রীহাড়ুগোবিন্দ। কায়মনে সেবে দুঁহে প্রভুপদদ্বন্দ্ব॥ প্রসাদ বিশ্বাস পুত্র বৃন্দাবন দাস। প্রভুপদে নিষ্ঠারতি পরম বিশ্বাস॥ ব্রজমোহন চট্টরাজ তাঁর শিষ্য আর। শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী আর শিষ্য তাঁর॥ আর শিষ্য প্রভুর জয়রামদাস নামে। মধুর চরিত্র বৈসে সোণারুন্ধি গ্রামে॥ আর ভৃত্য রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর। ভজন-পরাকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর॥

কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গতি প্রভুর শিষ্য। রাধাকৃষ্ণ লীলা রসে তিঁহো রহেন অবশ্য ॥ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদন চক্রবর্ত্তী। কৃষ্ণলীলামৃত রসে যার সদা আর্ত্তি॥ বল্লবীকান্ত চক্রবর্ত্তী তার এক শিষ্য। মধুর রসেতে মগ্ন রহেন অবশ্য ॥ ঘনশ্যাম কবিরাজ তার কৃপাপাত্র। উদ্দেশ লাগিয়া দেখাইল দিঙ্মাত্র ॥ অশেষ সেবক গতি প্রভুর ভক্তরাজ। না জানিয়ে নাম তার লিখিতে হয় ব্যাজ ॥ প্রভুর উপশাখা গণের না যায় লিখন। কিছু মাত্র দেখাইল দিগ্ দরশন॥ আমি অতি তুচ্ছবুদ্ধি না জানি মহিমা। অপরাধ না লইবে জন্মাবে করুণা॥ আগে পাছে নাম লিখি না লইবে দোষ। সবার চরণ বন্দি হইবে সন্তোষ॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস। শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাসে॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর উপশাখা বর্ণন নামক দ্বিতীয় নির্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

তৃতীয় নির্য্যাস।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ আর এক কথা কহি, শুন মন দিয়া। কহিব রহস্য কথা শ্রবণ পূরিয়া॥ যে কথা শ্রবণে হয় হৃদয়ে আনন্দ। কি কহিব সেই কথা মুঞি অতি মন্দ॥ শুন শুন ভক্তগণ রামচন্দ্রের মহিমা। যার গুণকীর্ত্তনে চিত্তে উপজয়ে প্রেমা॥ এক দিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা। কহিতে লাগিলা মোরে করি প্রসন্নতা॥ শ্রীমতীর মুখে আমি যে কথা শুনিল। শুনিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল॥ শ্রীরাম-চন্দ্র মহিমা সিন্ধু শ্রবণ পরশে। আনন্দে ভাসিল আমি মহাসুখোল্লাসে॥ প্রভুতে রামচন্দ্রে যেন একই শরীর। গম্ভীর আশয় যার মহাভক্ত ধীর॥ কিবা সে মাধুর্য্য রূপ চরিত্র মাধুর্য্য। যতেক শুনিল গুণ সকল আশ্চর্য্য॥ প্রভু মনোবেদ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। ব্যক্ত হইয়া আছে ইহা জগতের মাঝ॥ জগৎ বিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্রকীর্ত্তিগণ। সুশীল গাম্ভীর্য্য অতি বিখ্যাত ভুবন॥ ইহা কিছু ব্যক্ত করি করিব বর্ণন। আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি এক কণ॥ এক দিন বনবিষ্ণু-পুরের বাড়িতে। বসিয়া আছেন প্রভু উল্লসিত চিতে॥ দুই ঈশ্বরী দুই পাশে বসিয়া আছয়। আনন্দে প্রভুর রূপ নয়নে দেখয়॥ আপনার ভাগ্য দুঁহে বহু প্রশংসিল। হেন প্রভুর পাদপদ্ম বহুভাগ্যে পাইল॥ তবে প্রভু কৃষ্ণকথা

কহে পরানন্দে। শুনিতেই ঈশ্বরীর বাড়িল আনন্দে॥ এই মতে কতক্ষণ কৃষ্ণকথা-রসে। নিমগ্ন হইলা প্রভু মহাপ্রেমোল্লাসে॥ ভাবে গর গর মন স্থির নাহি হয়। অশ্রু কম্প পুলকেতে শরীর ব্যাপয়॥ ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূমে গড়ি যায়। ক্ষণেক ফুৎকার করি ডাকে উভরায়॥ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়। আবেশে অবশ হইয়া করে হায় হায়॥ শ্রীরূপসনাতন বলি ক্ষণে ডাকে মুখে। শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি ভাসে প্রেম সুখে॥ এই মত প্রভুর যবে কতক্ষণ গেল। অন্য কথালাপে প্রভুর মনস্থির হইল॥ তার পর কতক্ষণে স্নান করিয়া। শুভ্র বস্ত্র পরি তবে আসনে বসিয়া॥ তিলক অর্পিয়া ভালে গাত্রে নামাক্ষর। স্তবপাঠ করে প্রভু করিয়া সুস্বর॥ কিবা সে কণ্ঠের ধ্বনি কোকিল জিনিয়া। স্তব পাঠ করে প্রভু হৃষ্টচিত্ত হইয়া॥ আনন্দিত চিত্ত প্রভু বসিয়া আসনে। শ্রীবংশীবদন * সেবা করেন যতনে॥ চন্দন তুলসী দিয়া সেবা যে করিল। সেবা সমর্পিয়া প্রভু ধ্যানেতে বসিল॥ নিজাভীষ্ট সিদ্ধি দেহে মন স্থির করি। দেখে রাধাকৃষ্ণ লীলা আশ্চর্য্য মাধুরী॥ রাধাকৃষ্ণ জলকেলি করে দরশন। দেখিয়া ত সেই লীলা সুখাবিষ্ট মন॥ যমুনাতে জলকেলি রচিয়া সুঠাম। অন্য অন্যে জলযুদ্ধে করিলা পয়ান॥ বেড়িয়া ত কৃষ্ণচন্দ্রে যত গোপীগণ। মেঘেতে বেড়িল যেন তড়িতের গণ॥ অঙ্গের অলঙ্কার যত দাসীগণে দিল। জিনিব কৃষ্ণেরে বলি জলে প্রবেশল॥ সেবাপরা সখীগণ তীরেতে রহিয়া। অঙ্গশোভা দেখে দুঁহার নয়ন ভরিয়া॥ শ্রীরূপমঞ্জরী আর

* বংশীবদন বিগ্রহ বুধইপাড়াতে রাধামাধব জীউর মন্দিরে বর্ত্তমান।

লবঙ্গমঞ্জরী। শ্রীগুণমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী। শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাস মঞ্জরী॥ শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জর্য্যাদি যতেক মঞ্জরী॥ ইহা সবার পাছে রহি করে দরশন। সুস্থির হইয়া করে লীলা নিরীক্ষণ॥ কটি আঁটি সবে মেলি বসন পড়িল। অতিদৃঢ় করি সবে কেশ যে বান্ধিল॥ প্রথমেই যুদ্ধের যবে হইল আরম্ভ। কহিতে লাগিলা তবে করি মহাদম্ভ॥ তবে ত সে জলযুদ্ধ আরম্ভ হইতে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে জল দেন অলখিতে॥ কিবা সে অঙ্গের গতি কটির চালনি। কিবা সে হস্তের গতি কিবা ভ্রূ-ধুনায়নি *॥ কিবা গতিভঙ্গি কিবা পদের সঞ্চার। নিমগ্ন হইয়া জল বরিখে অপার॥ কিবা অদভুত গতি কুচের চালনী। কি মাধুর্য্য তাহে অতি গ্রীবা-ধুনায়নি॥ মধ্যে মধ্যে ভ্রূভঙ্গি ও বাক্যের তরঙ্গ। সুধাব্ধি জিনিয়া কিবা কণ্ঠের তরঙ্গ। রাধা সুবদনী তবে সখীগণ লইয়া। জল বরিষয়ে কৃষ্ণের নয়ন তাকিয়া॥ তার মধ্যে কত শত চাতুরী অপার। বৈদগ্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার॥ জল বরিষয়ে সবে আনন্দিত মনে। শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে॥ মুখে হাস্য কিবা তাহে লাবণ্যের সিন্ধু। সুধার সমুদ্রে মগ্ন হৈলা কৃষ্ণ ইন্দু॥ কভু জানুজলে যুদ্ধ কভু কটিজলে। কভু বক্ষজলে কভু কণ্ঠদঘ্ন † জলে॥ কভু যুদ্ধ মুখামুখি কভু বক্ষাবক্ষি। কভু নেত্রে নেত্রে যুদ্ধ কভু নখানখি॥ বাক্‌যুদ্ধ কভু হয় কভু হাতাহাতি। ক্রীড়ায় অবশ সবে আনন্দেতে মাতি॥ এইমত জলযুদ্ধ

---

* ধুনায়নি—চালনি।

† কণ্ঠদঘ্ন—কণ্ঠপরিমিত। "দঘ্ন মাত্র দ্বয়সট্ মানে" পরিমাণার্থে শব্দের উত্তর দঘ্ন, মাত্র এবং দ্বয়সট্ প্রত্যয় হয়। (মুগ্ধবোধ)।

বাড়িল অপার। বিক্রম করিয়া করে জলের সঞ্চার॥ তবে কৃষ্ণ সকলের হরিলা বসন। নির্ম্মল যমুনাজলে অঙ্গ নিরীক্ষণ॥ কিবা সে সৌষ্ঠব অঙ্গ লাবণ্য তরঙ্গ। হৃদয়ে আনন্দ বাড়ে সুখের তরঙ্গ॥ জলকেলি লীলা এই,অগাধ অপার। জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কি পাইবে পার॥ ইহার বিস্তার শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে। কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বেকতে॥ আনন্দে অবশ রাধা আপনা পাশরে। খসিয়া পড়িল তাতে নাসার বেশরে॥ লীলা সমাধিয়া সবে তীরেতে উঠিলা। সেবাপরা সখীগণ আনন্দ হইলা॥ যার যেই বস্ত্রালঙ্কার সবে পরাইয়া। অঙ্গশোভা নিরীখয়ে আনন্দিত হইয়া॥ তবে ধনি সুধামুখী সখীগণ লইয়া। কৃষ্ণসঙ্গে কুঞ্জগৃহে প্রবেশিলা গিয়া॥ বৃন্দাকৃত ভক্ষ্য যত আনিল তখন। সামগ্রী দেখিয়া সবার আনন্দিত মন॥ নানাজাতি ফল তাহা করিয়া রচনা। ভক্ষ্যের সামগ্রী দেখি আনন্দে নিমগ্না॥ কত প্রকার মিষ্টান্ন আর বিবিধ ব্যঞ্জন। আস্বাদয়ে তাহা দুঁহে আনন্দে মগন॥ সেবাপরা সখীগণ সেবা সে করয়। যার যেই সেবা তাহা সবেই রচয়॥ দেখি সখীগণ দুঁহার অঙ্গের মাধুরী। রূপ নিরখিয়া সবে আপনা পাশরি॥ কিবা সে লাবণ্যসার নিরমিল বিধি। কি মাধুর্য্য সুধাসিন্ধু রূপের অবধি॥ কিবা দিয়া দিব ভাই রূপের উপমা। মাধুর্য্য অবধি কিবা অঙ্গের সুষমা। উপমা দিবারে চাহি নাহিক উপমা। যাহার শ্রীঅঙ্গশোভা তাহার তুলনা॥ অমৃতের সার বিধি তাহাতে ছানিয়া। কোটিচন্দ্র মুখশোভা ফেলয়ে নিছিয়া॥ তবে রাধা মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ। নাসা শূন্য দেখি

কোথা নাসা আভরণ॥ বিলাস বিভ্রমে কিবা পড়িয়াছে জলে। আভরণ লাগি সবে হইলা বিকলে॥ অন্য অন্যে মনে সবে যুকতি করিল। নাসার বেশর লাগি ব্যগ্র চিত্ত হইল॥ ঈঙ্গিতে কহয়ে তবে শ্রীরূপ মঞ্জরী। শ্রীগুণমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ নিহারি॥ শ্রীগুণমঞ্জরী তবে ঈঙ্গিত করিয়া। মণি-মঞ্জরীকে কহে প্রসন্ন হইয়া॥ তুমি ধনি গুণবতী রাধাচিত্ত জান। কতবার আনিয়াছ রাধা—আভরণ॥ কভু কুণ্ডজলে লীলা কভু বঙ্কজলে। দিবসেই লীলা কভু হয় নিশা-কালে। এই মত কত বার আনিলে অলঙ্কার। এবে তুমি খুজি আন কহিলাম সার॥ তবে সেই মণিমঞ্জরী আদেশ পাইয়া। অন্বেষিতে গেলা ধনি আনন্দিত হইয়া॥ যমুনার তীরে তবে আসিয়া দেখিল। তটে নাহি পাই তবে জলে প্রবেশিল॥ নির্ম্মল যমুনাজলে করে নিরীক্ষণ। দেখিতে না পায় তাতে নাসা-আভরণ॥ দর্পণের প্রায় নীর দেখিতে উজ্জ্বল। রবির কিরণ তাতে করে ঝলমল॥ কতক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে। না পাইয়া চিত্তে তবে হইলা ব্যথিতে। লীলাকালে জলে দোঁহার হইল বহু রণ। দুঁহে সুবিদগ্ধ দুঁহে অতি বিচক্ষণ॥ যমুনাতে পদচিহ্ন অতি মনোহর। তার মাঝে পড়িয়াছে নাসার বেশর॥ তাতে ঢাকা পদ্ম-পত্র না হয় বিদিত। না পাইয়া আভরণ হইলা চিন্তিত॥ শুভ্রবর্ণ বালি আর শুভ্রবর্ণ পাত। ঢাকিয়াছে তেঁই তাহে না হয় বিদিত॥ এই মত কতক্ষণ করি অন্বেষণ। দুঃখ-চিত্ত হইয়া তবে করেন ভাবন॥ এথা শ্রীঈশ্বরী দুই প্রভুরে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু অতিব্যগ্র হইয়া॥ প্রহরেক

দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। এতক্ষণ গেল প্রভুর ধ্যান না হয় অন্ত॥ দেখিলেন অঙ্গের সব জড়িমা হইল। মহাপ্রভুর ভাব দুঁহার মনে পড়ি গেল॥ শ্বাস প্রশ্বাস নাহি হয় উদর স্পন্দন। দেখিতেই দুই জনার উড়িল জীবন॥ কর্ণ উচ্চ করি কত করিলেন ধ্বনি। না হয় চেতন তাতে হরিধ্বনি শুনি॥ এইরূপে রাত্রি যবে হইল প্রহরেক। মনে ঈশ্বরীর তবে বাঢ়ি গেল শোক॥ অনিষ্ট আশঙ্কা কত উঠি গেল মনে। এবে বুঝি বিধি মোরে হৈলা নিষ্করুণে॥ বক্ষে করাঘাত মারে ভূমে পড়ি যায়। কি করিলে বিধি! বলি করে হায় হায়॥ ক্ষণে স্থির হই দুঁহে মনে ধৈর্য্য করি। বদনে বাতাস দুঁহে করে ধীরি ধীরি॥ প্রভু ধ্যানভঙ্গ নহে রাজা ত শুনিয়া। শীঘ্র করি আইলেন ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥ প্রভুগৃহে আইলা রাজা হৃদয় কাতর। অষ্টাঙ্গ প্রণাম কত ভূমির উপর॥ দেখিলেন রাজা তবে ভাব গাঢ়তর। ভাব দেখি রাজা তবে অন্তরে কাতর॥ হেন সে ভাবের চেষ্টা না শুনি কোথায়। নাসাতে অঙ্গুলি ধরে করে হায় হায়॥ ঠাকুরাণী পাশে রাজা আসিয়া বসিল। শ্রীমতী দোঁহারে তবে কহিতে লাগিল॥ ঠাকুরাণী কহে শুন কহিয়ে বচন। লাগিলা কহিতে তারে ভাব বিবরণ॥ প্রহরেক দিন যবে ধ্যানেতে বসিলা। শ্রীমতীর মুখে রাজা সব তত্ত্ব পাইলা॥ রাজা মহাব্যগ্র হইয়া কি করে উপায়। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায়॥ সেই ক্ষণে শ্রীবল্লভী কবিরাজ আসিয়া। ঈশ্বরীরে প্রণমিল ভূমে লোটাইয়া॥ তবে শ্রীব্যাসাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভ। জানকী দাস প্রসাদ দাস আইলেন সব॥ প্রভু দেখি সবে তবে বিষণ্ণ

হইয়া। ভাবিতে লাগিলা সবে অধোমুখ হইয়া॥ নানা যত্ন করে সবে না হয় চেতন। ধ্যানভঙ্গ নহে দেখি উড়িল জীবন॥ তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল যে বহিয়া। হায় হায় করে কত বিলাপ করিয়া॥ হায় নিদারুণ বিধি কি করিলে তুমি। বুকে করাঘাত করে লোটাইয়া ভূমি॥ এত দিনে বিধি মোরে হইলা নিদারুণ। হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন॥ তবে প্রভু-ভক্তগণে একত্র হইয়া। কহিতে লাগিল সবে মহাব্যগ্র হইয়া॥ শুন শুন ঠাকুরাণি! স্থির কর চিত। প্রভু মোর ভাবে মগ্ন পাইব সম্বিত্॥ কিছু স্থির হৈলা দুঁহে বিষাদ সম্বরি। প্রভুর কাছে বসিলেন কিছু ধৈর্য্য ধরি॥ একত্র হইয়া সবে মনে ত ভাবয়। কোন প্রকারেতে প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ নয়॥ এই মতে রাত্রি গেল দিবস প্রবেশ। ধ্যান ভঙ্গ করিতে চিন্তা পাইল অশেষ॥ রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ। দুঃখিত চিত্ত হইয়া সবে করেন ভাবন॥ এই-মতে কত চিন্তা করিতে লাগিলা। তৃতীয় প্রহর দিবা প্রবেশ করিলা॥ তবু ত না হয় চেষ্টা বিষাদ-অন্তর। অনিষ্ট আশঙ্কা মনে সদা নিরন্তর॥ হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব। এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥ অন্তরে ব্যথিত সবে করেন বিষাদ। বিধি নিদারুণ বুঝি পাড়িল প্রমাদ॥ এই মতে সেই দিন গেল যে বহিয়া। তৃতীয় দিবস এবে প্রবেশিলা-সিয়া॥ উঠিল ক্রন্দনধ্বনি অতি উচ্চতর। আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমির উপর॥ সম্বরিয়া ঠাকুরাণী ধৈর্য্য করি মনে। নাসা তুলা আরোপিয়া করে নিরীক্ষণে॥ তুলা নাহি চলে নাসায় দেখিল যখন। কেশ ছিঁড়ি আছাড় খাই পড়িল তখন॥

গড়াগড়ি যায় ভূমে করে হায় হায়। বক্ষে করাঘাত মারি কান্দে উভরায় ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে অচেতন। ক্ষণে হাহাকার করি করেন ক্রন্দন ॥ এইমতে বিলাপ তবে করিতে লাগিলা। আকুল হইয়া সবে হইলা বিকলা ॥ হা হা বড় নিষ্করুণ নিদারুণ বিধি। কেন বা হরিয়া নিলে সুখের অবধি ॥ দিয়া বিধি-দয়ানিধি কেন হরি নিলে। মহারত্ন দিয়া পুন কাড়িয়া লইলে ॥ তবে ত শ্রীমতী জীউ ভাবে মনে মনে। ভাবিতেই এক বার্ত্তা পড়ি গেল মনে ॥ প্রফুল্ল হইল চিত্ত প্রফুল্ল বদন। কহিতে লাগিলা তবে হইয়া হৃষ্টমন ॥ ভক্তগণ সবে মেলি করে নিবেদন। কহ কহ ঠাকুরাণি! কিবা তব মন ॥ রাজা আদি করি সবে আইলা নিকটে। বার্ত্তা কহি স্থির কর যাইব সঙ্কটে ॥ তবে ত শ্রীমতী কথা কহেন আনন্দে। প্রসন্ন হইয়া শুন যত ভক্তবৃন্দে ॥ পূর্ব্বে আমি প্রভু মুখে যে কথা সুনিল। সেই সব কথা এবে মনেতে পড়িল ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুতত্ত্ব জানে। প্রভুর মনের বার্ত্তা অন্যে নাহি জানে ॥ তিঁহো যদি আইসেন তবে সে আনন্দ। কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ ॥ ঠাকুরাণী কহেন শুন প্রভু এক দিনে। কবিরাজের গুণ কথা করেন ব্যাখ্যানে ॥ পরম সুধীরাবধি ভজন গম্ভীর। তার মনোবৃত্তি জানে সেই মহাধীর ॥ আমার চিত্তবৃত্তি সব কবিরাজ জানে। কবিরাজ আসিব আজি দেখিনু স্বপনে ॥ এই কথা বার বার কহেন আনন্দে। হেন কালে রামচন্দ্র আইলা পরানন্দে ॥ প্রভু দেখি ভূমে পড়ি প্রণাম আচরি। বহু স্তুতি করি কহে যোড় হস্ত করি ॥ প্রভু উঠি তবে তারে আলিঙ্গন কৈল।

কুশল বার্ত্তা প্রভু তারে কহিতে লাগিল ॥ কবিরাজ কহেন তোমার দরশন বিনে। পদ দরশন বিনে কুশল কেমনে ॥ এখন মঙ্গল হৈল পাইনু দরশন। কৃতার্থ হইনু আমি সফল জীবন ॥ হাতে ধরি প্রভু তবে কবিরাজে লঞা। নিকটে বসাইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥ কৃষ্ণকথা আলাপনে কতক্ষণ গেল। দুঁহে দুঁহা দরশনে আনন্দ বাঢ়িল ॥ তবে কথক্ষণে দুঁহে স্নানাদি করিয়া। স্তব পাঠ করি দুঁহে আইসেন চলিয়া ॥ ক্ষণে গৌরচন্দ্র বলি সঘনে ডাকয়। রূপ সনাতন বলি অশ্রু-যুক্ত হয় ॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করেন ফুৎকার। মধ্যে মধ্যে "রাধাগোবিন্দ" করেন উচ্চার ॥ হেন মতে আইলা প্রভু স্নান যে করিয়া। শ্রীবংশী বদনে আসি প্রণমিলা সিয়া ॥ বস্ত্রাদি পরিবর্ত্ত করি তিলক অর্পণ। শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধন বলি ডাকে ঘন ঘন ॥ তবে নিজ কীর্ত্তি করি আনন্দিত হইয়া। তুলসীরে জল দিতে গেলা হৃষ্ট হইয়া ॥ তবে শালগ্রাম সেবা করিয়া যতনে। অনেক মিষ্টান্ন আদি কৈলা নিবে-দনে ॥ মুখবাস দিয়া তবে আরতি করিল। অঙ্গনে আসিয়া বহু পরণাম কৈল ॥ গৃহেত আসিয়া প্রভু প্রসাদ সেবা করি। কবিরাজে শেষ দিল বহু কৃপা করি ॥ তবে দুঁহে বসিলেন মহানন্দ সুখে। আশ্চর্য্য সে সব কথা কহিব বা কাকে ॥ তবে ত আমরা দুঁহে রন্ধন করিয়া। নানা অন্ন ব্যঞ্জন কৈলু আনন্দ পাইয়া ॥ রন্ধন প্রস্তুত হইল প্রভুকে কৈল নিবেদন। শালগ্রাম আনি তবে করাইল ভোজন ॥ মন্দিরে লইয়া পুন করাইল শয়ন। মন্দ মন্দ করি তবে করেন ব্যজন ॥ তার পরে প্রভু তবে অঙ্গনে আসিয়া। পরণাম কৈল বহু

ভূমে লোটাইয়া॥ আনন্দে নিরখে যত বৈষ্ণবের গণে। বৈষ্ণবের শোভা দেখি মহাহৃষ্ট মনে॥ বৈষ্ণবের গণে তবে প্রভু নিবেদিল। প্রসাদভোজন লাগি প্রভু জানাইল॥ সব বৈষ্ণব কহিলেন যে আজ্ঞা তোমার। অনুমতি পাই প্রভুর আনন্দ অপার॥ স্থান সংস্কার করাইল আনন্দিত মনে। আসিয়া ত বৈষ্ণবগণ বসিল ভোজনে॥ বৈষ্ণব সব বসিলেন হয়ে শারি শারি। দেখিয়া ত প্রভু সবে আপনা পাসরি॥ আপনে প্রভু পরিবেশন করিতে লাগিলা। আমি সব আনি দিয়ে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা॥ আকণ্ঠ ভরিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন। আর কিছু চাহি প্রভু করে নিবেদন॥ কিছু আর না চাহিয়ে শুন দয়ানিধি। পাইলাম প্রসাদ মোরা ভাগ্যের অবধি॥ ভোজন সমাপিয়া তবে আচমন কৈল। মুখশুদ্ধি করি তবে আসনে বসিল॥ তার পরে তবে প্রভু আইলা গৃহমাঝে। আনন্দে নিমগ্ন হৈলা দেখি কবিরাজে॥ তবে মোরা উভয়েতে স্নান সংস্কার করি। পিঠের উপরে তাথে উপবস্ত্র ধরি॥ প্রভু আসি বসিলা তবে করিতে ভোজন। আমরা ত দুইজন করি পরিবেশন॥ জিজ্ঞাসিলু কবিরাজ বসুন ভোজনেতে। প্রভু কহে প্রসাদ ইহোঁ পাইব পশ্চাতে॥ এত বলি প্রভু প্রসাদ পান হৃষ্ট মনে। রামচন্দ্র বসি তাহা করেন ব্যজনে। ভোজন সারিয়া প্রভু উঠিলেন তবে। আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে॥ আচমন করি প্রভু বসিলা সেই খানে। উঠিলেন কবিরাজ করিতে ভোজনে॥ প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র। ব্যঞ্জনের বাটী আর প্রভু জলপাত্র॥ বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া। প্রভুর আজ্ঞা বলি তাহা

মস্তকে করিয়া ॥ করিতে ভোজন কত ভাবের সঞ্চার। পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে জল ধার ॥ এইমতে কবিরাজ সমস্ত খাইয়া ॥ আচমন করি প্রভুর নিকটে বসিয়া। চর্ব্বিত তাম্বূল তাহা লইলাম গিয়া ॥ প্রভু যাই তবে শয্যায় করিলা গমন। শয়ন কৈল রামচন্দ্র চাপেন চরণ ॥ তবে কতক্ষণ প্রভু শয়ন করিয়া। উঠিলেন প্রভু হরিধ্বনি উচ্চারিয়া ॥ তবে আমরা প্রভুকে নিভৃতে পাইয়া। নিবেদিলাম প্রভু পদে বিনতি করিয়া ॥ নিরন্তর কবিরাজের প্রশংসা কর প্রভু। হেন পাত্র হেন কার্য্য নাহি দেখি কভু ॥ গুরুর আসন আর ভোজনের পাত্র। ব্যঞ্জনের বাটী আর যে বা জলপাত্র ॥ কেমতে বসিয়া ইহোঁ করিলা ভোজন। মনেতে সন্দেহ প্রভু কৈল নিবেদন ॥ প্রভু কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর। ইহার মনোবৃত্তি নহে তোমার গোচর ॥ পশ্চাতে জানিবা ইহা শুন দিয়া মন। দেখিবে তোমরা তাহা ভরিয়া নয়ন ॥ প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন। চর্ব্বিত তাম্বূল লইয়া করিলা ভোজন ॥ তার পরদিন প্রভু রামচন্দ্র লইয়া। আইলেন তবে দুঁহে আনন্দিত হইয়া ॥ অঙ্গনে আসিয়া ফিরে একত্র হইয়া। কবিরাজে লইয়া ফিরে আনন্দিত হইয়া ॥ আগে প্রভু পিছে কবিরাজ করেন গমন। হাত ধরাধরি দুঁহে ফিরেন অঙ্গন ॥ আঙ্গিনাতে এক বড়্ * আছয়ে পড়িয়া। কহিতে লাগিলা প্রভু ত্রাসযুক্ত হইয়া ॥

---

* বড়্—পলাল (পোয়াল বা বিচ্যালী, আওড়্) দ্বারা নির্ম্মিত ধান্যাদি রাখিবার পাত্র, রাঢ় বরিন্দ্রে প্রসিদ্ধ। কিম্বা বেঁড়ে, জলের কলশী প্রভৃতির স্থাপন পদার্থ। (ভক্তমাল গ্রন্থে উল্লেখ আছে)।

লক্ষিয়া পড়িলা প্রভু সর্প যে বলিয়া। সর্প দেখ কবিরাজ নয়ন ভরিয়া॥ কবিরাজ কহে প্রভু সর্প এহি হয়। দেখিল দেখিল প্রভু করিয়া নিশ্চয়॥ তার পর কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়া। সর্প নহে বড় এই দেখি নিরখিয়া॥ কবিরাজ কহে ইহা সত্য হয় প্রভু। বড় হয়ে সর্প ইহা নাহি হয় কভু॥ আমরা বসিয়া ইহা করি নিরীক্ষণ। দুঁহ রূপ শোভা দেখি জুড়ায় নয়ন॥ এই মত দুই জনে আনন্দিত হৈয়া। গৃহ মাঝে দুই জন বসিলেন গিয়া॥ আমরা দুঁহে মিলি তবে করি অনুমান। বুঝিলাম রামচন্দ্র গুণের নিধান॥ তার পরে আমরাত আছিয়ে নির্জ্জনে। হেন কালে প্রভু তথা কৈলা আগমনে॥ আসিয়া কহেন কথা মধুর করিয়া। শুন শুন তোমা দুঁহে কহি বিবরিয়া॥ নয়নে দেখিলে এবে রামচন্দ্রের গুণ। ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন॥

"পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণ লইয়া। অস্ত্র শিক্ষা করায়েন আনন্দে বসিয়া॥ দুর্য্যোধন আদি করি যত সহোদর। যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর॥ কত দিন সবাকারে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া। আজি পরীক্ষা লইব সবায় কহিল হাসিয়া॥ এত বলি এক বৃক্ষ অতি উচ্চতর। এক পক্ষী রাখিলেন তাহার উপর॥ ক্রমে ক্রমে সবারে গুরু কহেন ডাকিয়া। অস্ত্র মারহ পক্ষীর নয়ন তাকিয়া॥ এক চক্ষে মার বাণ আর চক্ষে যায়। এইমত কথা গুরু কহেন সবায়॥ দুর্য্যোধন আদি করি যত সহোদর। ধনুর্ব্বাণ লৈয়া আইলা হরিষ অন্তর॥ একে একে সবে তবে ধনুর্ব্বাণ লৈয়া। বিন্ধিবার তরে আইলেন সন্ধান পূরিয়া॥ ধনুকে সন্ধান বাণ করিলেন যবে। কি

দেখিতে পাও দ্রোণ ডাকি কহে তথে ॥ ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কহে শিষ্যগণ। বৃক্ষ দেখি ডাল দেখি কহিল বচন ॥ ক্রোধ করি দ্রোণ তবে কহেন উত্তর। বসিয়া ত রহ গিয়া লৈয়া ধনু শর। এইমতে সবাকারে করিয়া পরীক্ষা। তোমাদের নহি বেক ধনুকের শিক্ষা ॥ পশ্চাতে ডাকিয়া দ্রোণ বলিল অর্জ্জুনে। সন্ধান পূরিয়া বীর আইল তৎক্ষণে ॥ গুরু প্রণমিয়া বীর ধনুক লইয়া। বিন্ধিবার তরে গেলা আনন্দিত হৈয়া ॥ ডাকিয়া কহেন বীর অর্জ্জুনের প্রতি। কি দেখিতে পাও তাহা কহ শুদ্ধমতি ॥ অর্জ্জুন কহেন গুরু পক্ষ মাত্র দেখি। এবে পক্ষ নাহি দেখি দেখি মাত্র আঁখি ॥ দ্রোণ কহে মার বাণ পূরিয়া সন্ধান। তাকিয়া বিন্ধহ বাণ পক্ষের নয়ন ॥ তবে ত অর্জ্জুন বীর বাণ ছাড়ি দিল। এক নেত্রে ফুটি বাণ অন্য নেত্রে বাহির হৈল ॥ ধন্য ধন্য বলি দ্রোণ কহেন ডাকিয়া। কহিতে লাগিলা সব শিষ্য নিরখিয়া ॥ বৃক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র পক্ষ। পক্ষ নাহি দেখে পুনঃ দেখে মাত্র চক্ষ ॥ আমি যে কহিলাম তাহা দেখিতে সে পায়। বৃক্ষকে না দেখিবেক বৃক্ষের কিবা দায় ॥ তবে ত অর্জ্জুন পুনঃ গুরুকে প্রণমিয়া। শিষ্যগণ মাঝে যাই বসিলেন গিয়া ॥ আনন্দে পূর্ণিত হইলা দ্রোণাচার্য্যের মন। পুনঃ পুনঃ এই বাক্য কহে ঘন ঘন ॥ তুমিহ আমার সম হও সর্ব্বথায়। এমত অদ্ভুত কার্য্য না দেখিয়ে কায় ॥ হইতে প্রিয় সবা শিষ্য তুমি যে আমার। অন্যথা নাহিক আমি কৈল সারোদ্ধার ॥ শুনিয়াত দুর্য্যোধন বিমগ্ন হৈলা মনে। দুঃখচিত্ত হৈলা রাজা ভাবে মনে মনে ॥”

ইহা কহি আনন্দ পাইলা প্রভু মনে। রামচন্দ্র গুণ গান বুঝি দেখ মনে॥ অ: ম যে কহিল তাতে নাহি অন্যথায়। ভোজন করিলা আজ্ঞা মানি সর্ব্বথায়॥ আর দেখ বড় এক আছিল অঙ্গনে। সর্প কহিলাম তাতে সর্প করি মানে॥ পুনঃ কহিলাম সর্প নহে বড় হয়। কবিরাজ কহে বড় এইত নিশ্চয়॥ তোমরা দুই জনে ইহা বুঝ মন দিয়া। কহিতে লাগিলা প্রভু আনন্দ পাইয়া॥ সন্দেহ ঘুচিল এবে কহ বিবরণ। প্রভুকৃপায় হৈল মোর সন্দেহ ছেদন॥ তোমার কৃপা বিনা ইহা জানিব কেমতে। জানিলাম আমরা এবে চিত্তের সহিতে॥ প্রভু কহে আজি হৈতে তোমরা ভাগ্যবান্। দেখিলে শুনিলে রামচন্দ্রের গুণগ্রাম॥ দ্রোণাচার্য্য শিষ্যমধ্যে যেমন ফাল্গুনি * । তে মতি রামচন্দ্রের বুঝহ অনুমানি॥ রামচন্দ্র গুণসিন্ধু মহিমা অপার। কহিলাম তোমারে আসি করি সারোদ্ধার॥ মোর গণে যে লইবে রামচন্দ্রের মত। সেই সে আমার গণে হইব মহত্॥ রামচন্দ্র নরোত্তম নয়ন যুগল। নেত্র বিনা শরীরের সকল নিষ্ফল॥ যেন রামচন্দ্র গুণ তেন নরোত্তম। দুই জনে ভেদ নাহি দুঁহে এক সম॥ এ দোঁহার মর্ম্ম জানে কবিরাজ গোবিন্দ। আর সে জানিল ইহা চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ॥ যেই জন লইবে রামচন্দ্র অনুসার। সেই সে পাইবে রাধাকৃষ্ণ-লীলাপার॥ মঞ্জরীর যূথ মাঝে পরকীয়া মতে। বৃন্দাবনধাম প্রাপ্তি হইব নিশ্চিতে॥ তোমরা শুনহ ইহা মনের সহিতে। নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোতে॥ কহিতে কহিতে

* ফাল্গুনি—অর্জ্জুন।

প্রভুর বাঢ়ে অতি সুখ। রামচন্দ্র গুণ কহে হইয়া পঞ্চমুখ॥ এইমত কত প্রভু করেন ব্যাখ্যান। আমরা শুনিয়ে তাহা পাতি দুই কাণ॥ ভক্তগণে ঠাকুরাণী কহিতে কহিতে। আরেক অপূর্ব্ব কথা পড়ি গেল চিতে॥ তোমরা শুনহ তাহা করি এক মন। গাঢ় শ্রদ্ধা করি শুন করিয়া যতন॥ হেন অদভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল। পরম পবিত্র কথা অতি নিরমল॥ এক দিন পূর্ব্বে প্রভু করেন ভোজন। দক্ষিণ বামেতে তবে বসিলা দুই জন॥ এক ভিতে রামচন্দ্র আর ভিতে নরোত্তম। ভোজন করয়ে তিনে অতি মনোরম॥ ভোজন-আনন্দ-কথা কহিতে না পারি। দেখিয়া আমরা তাহা আপনা পাশরি॥ কৃষ্ণ-কথা-রসাবেশে মনের আহ্লাদ। দুই জনে পরশিয়া দিছেন প্রসাদ॥ পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিছেন ব্যঞ্জন। আমরা থাকিয়া তাহা করি নিরীক্ষণ॥ সেব্য হইয়া সেবকেরে পরশে কিমতে। মনেতে সন্দেহ মোর বাঢ়ি গেল চিতে॥ তার পর সকলে ভোজন সমাপিয়া। আচমন করিলেন মহা-হৃষ্ট হৈয়া॥ তবে আসি তিন জনে বসিয়া নিভৃতে। কৃষ্ণের চরিত্র-কথা লাগিল কহিতে॥ কহিতে কহিতে কথা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ। আনন্দে অবশ তিনে প্রফুল্লিত অঙ্গ॥ প্রেমে গর গর চিত্ত নাহি হয় স্থির। পুলকে পূরিত দেহ নেত্রে বহে নীর॥ আর কত বহে তাতে প্রেমের সঞ্চার। কত শত ভাব তাতে না জানিয়ে পার॥ এইমত কত ক্ষণ কৃষ্ণ-পরসঙ্গে। আর কত রহে তাতে সুখের তরঙ্গে॥ তার পর কত ক্ষণে অবসর পাইয়া। জিজ্ঞাসিলুঁ প্রভুকে মোরা বিনয় করিয়া॥ প্রভু কহে কহ কহ শুনিয়ে বচন। তবে প্রভু-পদে মোরা

কৈল নিবেদন ॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে ভোজন করিতে। পরশিলে ইহা আমি দেখেছি সাক্ষাতে ॥ কৃপা করি কহ প্রভু ইহার কারণ। গুরু হইয়া শিষ্যে পরশি করিলা ভোজন ॥ প্রভু কহে শুন শুন সাবধান হইয়া। দুই জনে দুই হস্ত কহি বিবরিয়া ॥ কিবা দুই জন হয় আমার নয়ন। অভেদ শরীর রামচন্দ্র নরোত্তম ॥ নিশ্চয় জানিহ ইহা শুনহ কারণ। নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ ॥ ইহা আমি দেখিলাম শুনিনু শ্রবণে। মনোমধ্যে তোমরা এবে কর অনুমানে ॥ এই সব কথা ঈশ্বরী কহিতে কহিতে। আচম্বিতে বাম চক্ষু লাগিল নাচিতে ॥ বাম উরু বাম অঙ্গ করয়ে নর্ত্তন। রামচন্দ্র আগমন জানিলা কারণ ॥ নিজেশ্বরী মুখে সবে বচন শুনিয়া। দেখিব যে রামচন্দ্র নয়ন ভরিয়া ॥ এইমতে সবে ভেল আনন্দে পূরিতে। সবাকার দক্ষিণ চক্ষু লাগিলা নাচিতে ॥ জানিলাম বিধি এবে পূরাবে মনোরথ। একত্র হইয়া সবে নিরীক্ষয় পথ ॥ সবেই আনন্দ পাইলা ভাবে মনে মন। হেন কালে রামচন্দ্রের হৈল আগমন ॥ দূরে হইতে সবে রামচন্দ্রেরে দেখিয়া। আনিবারে গেলা তবে হৃষ্টচিত্ত হইয়া ॥ আপনি ঈশ্বরী দুই করিলা গমন। রামচন্দ্রে দেখে দুঁহে ভরিয়া নয়ন ॥ ঈশ্বরী দেখিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ। পুলকে পূরিত দেহ অশ্রু হৃদি মাঝ। কবিরাজ তবে ঠাকুরাণীকে দেখিয়া। কত পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া ॥ দেখি রামচন্দ্র সবে উল্লাস-হৃদয়। অন্ধকার নাশি যেন রবির উদয় ॥ উঠে কবিরাজ তবে করযোড় করি। বিষণ্ণ দেখিয়ে কেন কহ ত ঈশ্বরি ! ॥ প্রভুভক্তগণ সবে ব্যাকুল দেখিয়া। কি লাগি বিষণ্ণ দেখি কহ বিবরিয়া ॥

ঠাকুরাণী কহে তবে প্রভুর সমাচার। বুঝিলেন রামচন্দ্র প্রভুর বিচার ॥ তবে ঠাকুরাণী তারে গৃহেতে লইয়া। আনিলেন তারে অতি যতন করিয়া ॥ হাতে ধরি লইলেন হৃষ্টচিত্ত হইয়া। ভক্তগণ আইলেন পাছে ত লাগিয়া ॥ ঠাকুরাণী কহে শুন পুত্র রামচন্দ্র ! । তুমি আইলে এবে সবার হইবে আনন্দ ॥ প্রভুরে যাইয়া তবে পরণাম করে। লোটাঞা লোটাঞা পড়ে ভূমির উপরে ॥ প্রণাম করিয়া তবে পুছেন কারণ। ঠাকুরাণী কহে তবে সব বিবরণ ॥ তিন দিন তোমার প্রভু বসিয়া সমাধি। তোমা দেখি গেল মোর হৃদয়ের ব্যাধি ॥ তোমার নিমিত্তে প্রাণ ধরিয়া আছিয়ে। শুন শুন অহে পুত্র নিশ্চয় কহিয়ে ॥ তোমার যত গুণ পুত্র প্রভু-মুখে শুনি। তোমা দেখি অহে পুত্র জুড়ায় পরাণি ॥ যত যত শুনি পুত্র তোমার গুণ গান। প্রভু-মুখে শুনি তাহা আনন্দিত মন ॥ তোমার গুণ আমি কত করিব ব্যাখ্যান। আমরা নহিয়ে পুত্র তোমার সমান ॥ তুমি সে জানহ পুত্র প্রভুর হৃদয়। অন্যথা নাহিক ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥ ধন্য ধন্য অহে পুত্র তুমি ভাগ্যবান্। প্রভু সদা তোমার গুণ করেণ ব্যাখ্যান ॥ ঈশ্বরীর মুখে রামচন্দ্র বচন শুনিয়া। পরণাম করে কত ভূমে লোটাইয়া ॥ উঠি রামচন্দ্র তবে যোড় হাত করি। শ্রীমতীর আজ্ঞা লইয়া করে শিরোপরি ॥ তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রের হস্তেত ধরিয়া। লইলেন যথা প্রভু ধ্যানেতে বসিয়া ॥ রামচন্দ্র যাই তবে প্রভুরে দেখিয়া। ভাবেতে নিমগ্ন দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ জড়প্রায় বসিয়াছে নাহিক চেতন। শ্বাস প্রশ্বাস নাহি দেখে উদর-স্পন্দন ॥

দেখি রামচন্দ্র তবে নাসায় হাত দিয়া। কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া॥ হেন অদভুত ভাব না দেখি নয়নে। পূর্ব্বে মহাপ্রভুর ভাব শুনেছি শ্রবণে॥ এবে তাহা সাক্ষাতে ভাব দেখিল নয়নে। প্রগাঢ় প্রগাঢ় ভাব জানিলেন মনে॥ বস্ত্রেতে আবৃত তবে প্রভুরে করিয়া। শ্রীমতীর পাদপদ্ম মস্তকে বন্দিয়া॥ বস্ত্রেতে আবৃত তাঁতে করিলা প্রবেশ। জানিলেন সর্ব্বকার্য্য অশেষ বিশেষ॥ তবে রামচন্দ্র কহে শ্রীমতীর প্রতি। দণ্ড দুই অবধি প্রভু করিবে সম্প্রতি॥ দুই দণ্ড ব্যতীত তবে উচ্চ করিয়া। শুনাইবেন হরিনাম শ্রবণ পরশিয়া॥ ধ্যান ভঙ্গ হইবেক কহিল নিশ্চয়। জানিবেন সব কাজ ইথে অন্য নয়॥ প্রভুদত্ত সিদ্ধদেহ করি আরোপিত। জানিল সকল কার্য যেবা মনোনীত॥ যমুনাতে আভরণ পদ-চিহ্ন পরে। পদ্মপত্র ঢাকিয়াছে তাহার উপরে॥ তাহা না পাইয়া এবে হৃদয়ে চিন্তিত। হেনকালে সেই স্থানে গেলা আচম্বিত॥ শ্রীমণিমঞ্জরী তবে তাহারে দেখিয়া। আইস আইস বলি কহে উল্লসিত হইয়া॥ ইবে সে না পাইনু আমি রাধার আভরণ। তোমারে দেখিয়া আমি হইনু প্রসন্ন॥ তবে দুই জনে করে জল নিরীক্ষণ। খুজিতে খুজিতে দুঁহে ফেরে অনুক্ষণ॥ পদ্মপত্রঢাকি যথা আছে অভরণ। পত্র দূর করি তাতে পাইল তখন॥ পাইল আভরণ তবে হাতে ত লইয়া। মনের আনন্দে তাহা লইল হাঁসিয়া। ধন্য ধন্য তুমি সখী অতি ভাগ্যবান্। এইমত কত কত করেন ব্যাখ্যান॥ জলে হইতে উঠিলেন আভরণ লইয়া। তীরে ত আইলা দুঁহে মহাহৃষ্ট হইয়া॥ তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভোজন সমাপিয়া

শুতি আছেন দুই জনা আনন্দ পাইয়া॥ সেবাপরা সখী যত হৃদয়ে চিন্তিত। না পাইয়া আভরণ অন্তরে ভাবিত॥ কুঞ্জ দ্বারে সবে মেলি নয়ন অর্পিয়া। বসিয়াছেন সবে তাহা পথ নিরখিয়া॥ হেন কালে পথে আইসেন দেখিতে পাইল। পাইয়াছেন আভরণ মনে ত জানিল॥ মন্থর গমনে আইসে প্রসন্ন বদন। কত ভাব তরঙ্গ তাতে চঞ্চল লোচন॥ নিকটে আইলা দুঁহে আনন্দ হইয়া। দেহ আভরণ যাহা পাইলা খুঁজিয়া॥ তুমি সতী কুলবতী রাধাচিত্ত জান। তোমা অনুগত ইহোঁ তোমার সমান॥ রাধা-মনোবেদ্য তুমি ইহা আমি জানি। মণিমঞ্জরী নাম তাতে সবে অনুমানি॥ তুমি মণিমঞ্জরী জান রাধার বেদন। এই মত কত শত করেন ব্যাখ্যান॥ গুণমঞ্জরী হাতে দিল নাসার বেসরে। দিলেন আভরণ ভাসি আনন্দ সাগরে॥ শ্রীগুণমঞ্জরী দিল রূপ মঞ্জরী হাতে। পাইয়া ত আভরণ পূরিল মনোরথে॥ আভরণ লইয়া সবে করেন গমন। দেখিলেন দুই জনে করিয়াছে শয়ন॥ কৃষ্ণ-ভুজ-দেশে রাধা মস্তক অর্পিয়া। রসের আবেশে দুঁহে আছেন শুতিয়া॥ নিরখিয়া মুখশোভা মনের উল্লাস। আভরণ পরাইতে হৃদে অভিলাষ॥ পরাইল আভ-রণ নাসাছিদ্র দেখিয়া। শ্রীরূপমঞ্জরী পরাইল কৌশল করিয়া॥ বিকাশে বৈদগ্ধী ইহার কহনে না যায়। মনের কৌতুকে বেশর পরাইলা নাসায়॥ নিশ্বাসে দুলিছে তাতে অতি মন্দ মন্দ। মুখচন্দ্র-শোভা দেখি মনের আনন্দ॥ তবে রূপমঞ্জীর চরণ দেখিয়া। পদসেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া॥ শ্রীগুণমঞ্জরী তবে এক পদ লইয়া। আপনার

জানূপরে অর্পণ করিয়া ॥ মন্দ মন্দ করিতেছেন পাদসম্বাহন। সেবন করয়ে দুঁহে সুখাবিষ্ট মন ॥ কতক্ষণ ব্যতিরেকে শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীমণিমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি ॥ ঈঙ্গিতে কহিলেন তুমি পদসেবা কর। আইস আইস সখী বলি কহেন বার বার ॥ তবে মণিমঞ্জরী শ্রীচরণস্পর্শিয়া। পদ সেবা করে চিত্তে সন্তোষ পাইয়া ॥ দেখিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী হৃদয়ে আনন্দ ॥ কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ ॥ তোমার নিমিত্ত রাধাচর্ব্বিততাম্বূলে। বান্ধা আছে এই দেখ আমার আঁচলে ॥ লইল অধরশেষ যতন করিয়া। কত সুখ উপজিল প্রসাদ পাইয়া ॥ নিজসখী লাগি কিছু আঁচলে বান্ধিল। শ্রীগুণমঞ্জরী দেখি সন্তোষ পাইল ॥ এথা শ্রীমতী দণ্ড দুই অপেক্ষা করিয়া। বস্ত্রেতে আবৃত তাতে প্রবেশিলা গিয়া ॥ বাহিরে রহিল যত প্রভুর ভক্তগণ। শ্রীমতী সবার প্রতি কহেন বচন ॥ সবে মেলি উচ্চ করি কর হরিধ্বনি। আনন্দিত হইয়া এই কহিলেন বাণী ॥ তবে ঠাকুরাণী দুই জনেরে দেখিয়া। দুই জনে ভাবে মগ্ন আছেন বসিয়া ॥ মনে ত জানিল দুঁহার অদ্ভুত চরিত। দেখিয়া ত ঠাকুরাণী পাইলা বহুপ্রীত ॥ তবে শ্রীমতী প্রভুর কর্ণে উচ্চ ত করিয়া। হরিধ্বনি করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥ বাহিরেতে সবে মেলি করে হরিধ্বনি। হরিধ্বনি বিনা আর কিছুই না শুনি ॥ এইমত বহু বেরি করিতে করিতে। হরিধ্বনি প্রবেশিলা প্রভুর কর্ণেতে ॥ প্রবেশিতে হরিনাম বাহ্য পাইল চিত্তে। হুহুঙ্কার করি প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ বাহ্য যে পাইয়া প্রভু ইতি উতি চায়। যে দেখিতে

চাহে তাহা দেখিতে না পায় ॥ বাহ্যাবেশে প্রভু তবে গর গর মন। নিপট্ট বাহ্য হইল যেন হারাইলা ধন ॥ প্রভুর ভক্তগণ তবে বস্ত্র দূর করি। দেখিলেন অঙ্গশোভা অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ আনন্দ অবধি সবার নাহি কিছু ওরে। ডুবিলেন সবে যেন আনন্দসাগরে ॥ তবে প্রভু ক্ষণে ধৈর্য্য ক্ষণেতে অস্থির। স্তম্ভপ্রায় ক্ষণে রহে ক্ষণেত গম্ভীর ॥ এই মতে প্রভু নিজভাব সম্বরিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু সবা নিরখিয়া ॥ রামচন্দ্র আদি করি প্রভুর ভক্তগণ। শুনিয়া প্রভুর বাক্য হরষিত মন ॥ আনন্দের অবধি কিছু নাহিক সবার। যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্ণিবার ॥ আনন্দের সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া রহিলা। প্রাণ ছাড়ি গেল দেহে আসিয়া বসিলা ॥ কত কত আনন্দ সিন্ধু কহনে না যায়। রামচন্দ্রে দেখে সবে হরিষ হিয়ায় ॥ শ্রীমতী কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর। প্রভুর চিত্তবৃত্তি পুত্র তোমার গোচর ॥ পূর্ব্বে মহাপ্রভু প্রিয় যেন রামানন্দ। প্রভু প্রিয় তেন তুমি হও রামচন্দ্র ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যেন সুবল মহাশয়। তেন তুমি প্রভু প্রিয় জানিল নিশ্চয় ॥ প্রাণদান দিলে পুত্র কহ সমাচার। বিবরি কহ পুত্র প্রভুর ব্যবহার ॥ তিন দিন ধ্যানে বসি ছিলা প্রভু তোর। কারণ কহ রামচন্দ্র গোচর নহে মোর ॥ তবে রামচন্দ্র কহে যোড়হস্ত করি। প্রভুর ভাবের কথা কহেন বিবরিয়া ॥ মদীশ্বরী প্রভু তুমি শুনহ কারণ। তিন দিন ধ্যানে ছিলা যাহার কারণ ॥ রাধাকৃষ্ণ জলকেলি মনেত চিন্তিয়া। যমুনাতে দেখি লীলা সুখাবিষ্ট হইয়া। নানান তরঙ্গে লীলা কথনে না যায়। উনমত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায় ॥ কত কত

ভাবসিন্ধু তাতে প্রকাশিয়া। নাসায় বেসর তাতে পড়িল খসিয়া॥ রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে। না পাইয়া আভরণ হইলা ব্যাকুলে॥ এই মত যত কথা কহে বিবরিয়া। শুনিয়া ত ঠাকুরাণীর আনন্দিত হিয়া॥ যত কিছু বিবরণ সকলি কহিলা। অনন্ত প্রভুর ভাব নিশ্চয় জানিলা॥ ধন্য ধন্য রামচন্দ্র তুমি গুণসিন্ধু। কহিতে না পারি কিছু তার এক বিন্দু॥ পূর্ব্বে আমি প্রভু মুখে শুনিল তব গুণ। তোমার গুণকীর্ত্তি পূর্ব্ব করিয়াছি শ্রবণ॥ শুন শুন রামচন্দ্র তুমি গুণনিধি। তোমা পুর্ব্ব পাইল মোরা ভাগ্যের অবধি॥ এই মতে রামচন্দ্রে বহু প্রশংসিয়া। নয়নে ঝরয়ে নীর মুখ বুক বৈয়া॥ সুখের অবধি কিছু কহনে না যায়। রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়॥ নিছনি যাইয়ে পুত্র ইথে নাহি দায়। তব গুণে বিক্রীত হইলাম সর্ব্বথায়॥ বাহিরে আইলা তবে রামচন্দ্রে লইয়া। সবে ত আনন্দ পাইলা প্রভুকে দেখিয়া॥ যেবা সুখ উপজিল প্রভুর মন্দিরে। সহস্র মুখে তাহা কেবা পারে বর্ণিবারে॥ রামচন্দ্র চরিত্র দেখি সবে চমৎকার। ইহোঁ প্রভুর প্রিয় অতি জানিলা নির্দ্ধার॥ তবে ত শ্রীমতী দুই মহানন্দ পাইয়া। রামচন্দ্র গুণ কথা কহে ফুকরিয়া॥ শুন শুন ভক্তগণ শুনহ বচনে। রামচন্দ্র-চরিত্র-গুণ দেখিল নয়নে॥ অদ্ভুত কার্য্য ইহার বাক্য অগোচর। কি কহিব রামচন্দ্র গুণের সাগর॥ তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রে লইয়া যতনে। সঙ্গেত লইয়া আর যত ভক্তগণে॥ নিকটে প্রভুর যাই করে নিবেদন। এই রামচন্দ্র পাইল অমূল্য রতন॥ যেন তুমি তেন ইহ সমান চরিত্র। মনোমাঝে ইহা আমি

জানিলু নিশ্চিত ॥ শুন প্রভু দয়াময় গুণের সাগর। না জানে চরিত্র তোমার বাক্য অগোচর ॥ দয়া কর অহে প্রভু লইনু স্মরণ। ভাল মন্দ না জানিয়ে কৈল নিবেদন ॥ আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। কেবল ভরসা তোমার পাদ দুইখানি ॥ পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার। বারেক করুণা করি কর অঙ্গীকার ॥ আমি অতি হীনবুদ্ধি কি বলিতে জানি। নিজগুণে দয়া কর তুমি গুণমণি ॥ বহুভাগ্যে পাইলাম তোমার চরণ। কৃতার্থ করহ প্রভু লইলাম স্মরণ ॥ রামচন্দ্র হেন মোরে দয়া কর প্রভু। এমত গুণের নিধি দেখিনাই কভু ॥ এই মত প্রভু স্তুতি করিতে করিতে। প্রসন্ন হইলা প্রভু মনের সহিতে ॥ তবে প্রভু রামচন্দ্র শ্রীমতী লইয়া। নিজ-মন-কথা কহে নিভৃতে বসিয়া ॥ শ্রীরাধার অধর শেষ রামচন্দ্র লাগিয়া। রাখিয়াছি আমি তাহা অঞ্চলে বান্ধিয়া ॥ এত বলি প্রভু নিজ অঞ্চল খুলিয়া। দিলেন অধর সুধা আনন্দ পাইয়া ॥ আগে রামচন্দ্রে দিল তবে ঈশ্বরী দু জনে। মহানন্দে তিন জনে করিলা ভোজনে ॥ প্রসাদ মাধুরী গন্ধ অতি মনোহরে। প্রসাদ সৌরভ পাইয়া আপনা পাসরে ॥ আবেশে অবস তনু নাহি কিছু ওর। ভাবে ত নিমগ্ন হইয়া হইলেন ভোর ॥ পুলকে পূর্ণিত দেহ সঘনে হুঙ্কার। নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার ॥ হায় হায় কি মাধুর্য্য কৈল আস্বাদন। সুধা গর্ব্ব খর্ব্ব যাতে করয়ে নিন্দন ॥ প্রভু কহে শুন দুঁহে সাবধান হইয়া। আনিনু প্রসাদ আমি রামচন্দ্র লাগিয়া ॥ দুর্ল্লভ এই প্রসাদ করিলে ভোজন। আজি হৈতে হইল দুঁহে রামচন্দ্র সম ॥ ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই

শ্রীরাধাধরামৃত। তাহা পান কৈলা এবে হৈলা কৃত কৃত্য॥ অন্যের আছুক দায় শ্রীকৃষ্ণের দুর্লভ। রামচন্দ্র হইতে তুমি পাইলা এ সব॥ শুন শুন প্রিয়া মোর কহিয়ে বচন। রামচন্দ্র হয় মোর জীবনের জীবন॥ রামচন্দ্র নরোত্তম দুঁহে এক দেহ। নিশ্চয় কহিলা ইহা নাহিক সন্দেহ॥ আর আমি কি কহিব ইথে নাহি দায়। দুই জনে মোর প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়॥ নিশ্চয় নিশ্চয় এই কহিয়ে নিশ্চয়। দুই জনে মোর প্রাণ ইথে অন্য নয়॥ তবে প্রভু সব ভক্তগণেরে লইয়া॥ এইমতে সব জনে কহেন ডাকিয়া॥ সবেই শুনিল রামচন্দ্রের গুণগণ। কৃতার্থ করিয়া তবে মানে সব জন॥ নিশ্চয় জানিলাম এবে রামচন্দ্র বিনে। প্রভুর মনের বেদ্য নহে কোন জনে॥ তবে সব ভক্ত প্রভুরে বিনতি করিয়া। নিবেদন করে সবে চরণে পড়িয়া॥ অহে রামচন্দ্রনাথ দয়া কর মোরে। করুণা করিয়া এবে করহ উদ্ধারে॥ তুমি বিনা অন্য নাহি আমা সবার গতি। রামচন্দ্র হেন দয়া করহ সংপ্রতি॥ বহু জন্ম ভাগ্যে মিলে তোমার চরণ। করুণা করহ মোরে লইনু শরণ॥ কৃতার্থ করহ প্রভু তুমি দয়ানিধি। পতিতের ত্রাণ হেতু তুমি গুণনিধি॥ দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ পদচ্ছায়া। দয়া কর অহে প্রভু না করহ মায়া॥ দুর্গতির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার। নিশ্চয় জানিল প্রভু এই সারাৎসার॥ যার কৃপাপাত্র রামচন্দ্র মহা ভাগবত। কি কহিব তাঁর গুণ জগতে বিখ্যাত॥ হেন সে দয়ার পাত্র জগতে নাহি আর। নিবেদিব কত প্রভু কর অঙ্গীকার॥ এতেক ভক্তগণের বিনতি শুনিয়া। বাঢ়ল

করুণা চিত্তে উল্লসিত হইয়া। প্রভু কহে তুমি সব আমার নিজ দাস। তোমা সব দেখি মোর চিত্তের উল্লাস॥ এতেক প্রভুর মুখে বচন শুনিয়া। আনন্দ হইলা সবে কহে বিবরিয়া॥ তিন দিন ধ্যানে প্রভু আছিলা বসিয়া। ইহার কারণ প্রভু কহ বিবরিয়া॥ প্রভু কহে শুন শুন করি একমন। রামচন্দ্র জানে মোর মনের বেদন॥ ইহার স্থানে পাবে মোর চিত্তের বিশেষ। রামচন্দ্র কহিবেন ইহার উদ্দেশ॥ এত বলি রামচন্দ্রে ঈঙ্গিত করিয়া। কহিলেন শ্রীমতীর মুখ নিরখিয়া॥ তবে দুই ঈশ্বরী প্রভুর ঈঙ্গিত জানিয়া। জানিল কারণ তবে প্রসন্ন হইয়া॥ তিন জনে ইহা সবায় কহিবে কারণ। এত শুনি সবাকার আনন্দিত মন॥ ভক্তগণে তিন জনে কহেন বচন। পশ্চাতে তোমা সবায় কহিব কারণ॥ নিজেশ্বরীমুখে সব বচন শুনিয়া। শুনিব যে প্রভুর ভাব শ্রবণ পূরিয়া॥ এই ত কহিল প্রভুর ভাবের মহিমা। সহস্র মুখে কহি যদি নাহি পাই সীমা॥ মহাশ্চর্য্য প্রভুর ভাব মহিমার সিন্ধু। আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি এক বিন্দু॥ তবে সবে প্রভু গৃহে হইয়া আনন্দ। পরম আনন্দে সবে রহিলা স্বচ্ছন্দ॥ তবে শ্রীমতী প্রভুর ঈঙ্গিত পাইয়া। স্নান করি গেলা দুঁহে রন্ধন লাগিয়া॥ তার পর প্রভু রামচন্দ্র আদি করি। স্নানার্থে চলিলা সবে মহাকুতূহলি। স্নান করি আসি সবে আইলা স্বচ্ছন্দ। প্রভু নিজকৃত্য করে হইয়া আনন্দ॥ রন্ধন প্রস্তুত হৈল কৃষ্ণে কৈল নিবেদন। তবে বৈষ্ণবগণের করাইলা ভোজন॥ তার পর প্রভু নিজ ভক্তের সহিতে। বসিলেন সবে মেলি ভোজন

করিতে ॥ রামচন্দ্রে বসাইলা মনের হরিষে। আর যত ভক্ত-গণ বসিলা তার পাশে ॥ তার পর দুই ঈশ্বরী প্রসাদ লইয়া। প্রভুরে আনিয়া দিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া। তবে সব ভক্তগণে দিলেন প্রসাদ। পরিবেশন করে দুঁহে পাইয়া আহ্লাদ ॥ প্রভু বসিলেন তবে ভোজন করিতে। শ্রীমতী যাইয়া তবে পাতিলেন হাতে ॥ প্রভুর অধর শেষ লইয়া কৌতুকে। সবাকারে দিলা তাহা মহানন্দ সুখে ॥ তিন দিন বহি অন্ন জল দিলা মুখে। প্রসাদ সেবন করেন পরম কৌতুকে ॥ এইমতে সবেই ভোজন সমাপিয়া। আচমন করি সবে বসি-লেন গিয়া ॥ মুখশুদ্ধি করিলেন মনের আনন্দে। শয্যালয়ে গমন তবে করিলা স্বচ্ছন্দে ॥ তবে প্রভু শয্যায় যাই করিলা শয়ন। রামচন্দ্র করিতেছেন পাদসম্বাহন ॥ রাজা আদি করি যত প্রভুর ভক্তগণ। প্রভু রামচন্দ্র রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ পশ্চাতে শ্রীমতী দুই প্রসাদ পাইয়া। বসিয়াছেন দুই জনে আনন্দ পাইয়া ॥ নিদ্রাতে আবেশ প্রভু হইলা যখন। রাম-চন্দ্র লইয়া সবে আইলা তখন॥ শ্রীমতীর নিকটেতে সবেই আসিয়া। কহিতে লাগিলা সবে বিনয় করিয়া ॥ এইমতে দেখিল যত প্রভুর ভক্তগণ। জানিলেন শ্রীমতী যে লাগিয়া গমন ॥ রামচন্দ্র মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ। সাবধান হইয়া শুন করি একমন ॥ শুন শুন ভক্তগণ শ্রবণ পূরিয়া। ধ্যানে বসিছিলা প্রভু যাহার লাগিয়া ॥ পরম আনন্দ এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা। কহিতে না পারি তাহা অতি নিরমলা ॥ কে কহিতে পারে তাহা করিয়া বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যেবা বার্ত্তা সার ॥ অদভুত এই জলকেলি সুবিহার।

পরম আশ্চর্য্য লীলা কে কহিবে পার ॥ যমুনাতে যেন মতে শ্রীরাধার বেসর। জলযুদ্ধে পড়িল নহে তাহার গোচর ॥ তাহার প্রাপ্তি লাগিয়া শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীমণিমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি ॥ তোমার প্রভুরে তবে লইতে আভরণ। তাহা আনি দেহ তুমি করিয়া যতন ॥ যমুনাতে পদচিহ্ন উপরে অভরণ। তাহাতে ঢাকিল পুষ্প পত্র বিলক্ষণ ॥ পদ্মপত্রে ঢাকা আছে না পায় দেখিতে। না পাইয়া অভরণ মহা ব্যগ্র চিত্তে ॥ শ্রীরামচন্দ্র জানেন প্রভুর অন্তর। খুজি আনি দিল তাতে নাসার বেসর ॥ এই হেতু তিন দিন বসিয়া ধেয়ানে। রামচন্দ্র বিনা ইহা জানিব কোন্ জনে ॥ এ আদি করিয়া যত যত্কেক প্রকার। কহিলেন সব কথা করিয়া নির্দ্ধার ॥ শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ অপার। রামচন্দ্র হেন রত্ন জগতে নাহি আর ॥ রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ। পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু যে নয়ন ॥ স্তম্ভ কম্প আদি করি ভাবের তরঙ্গ। পূরিত হইল তাতে বিকসিত অঙ্গ ॥ ভাব সম্বরিয়া তবে প্রভু ভক্তগণ। রামচন্দ্রে কহে সবে ধরিয়া চরণ ॥ যেন প্রভু গুণাশ্চর্য্য তেন তুমি মহিমার সিন্ধু। তোমার চরিত্রার্ণবের না পাই এক বিন্দু ॥ কাতর হইয়া মোরা করি নিবেদন। স্মরণ লইনু পদে কর কৃপা নিরীক্ষণ ॥ মোর প্রভুবন্ধু হও তুমি রামচন্দ্র। মহারত্ন নিধি পাইনু মোরা পরানন্দ ॥ রাজা আদি করি আর শ্রীব্যাস আচার্য্য। দেখিয়া রামচন্দ্র গুণ মানিল আশ্চর্য্য ॥ তথা প্রভু নিজশয্যা হইতে উঠিয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ কহেন ডাকিয়া ॥ তাহা শুনি ভক্তগণ মনের আনন্দে। প্রভুর

নিকটে আইলা হৈয়া পরানন্দে॥ প্রভু স্থানে তবে সবে সম্মতি লইয়া। চলিলেন সবে প্রভুর চরণ বন্দিয়া॥ সুখের অবধি নাই উল্লসিত হৈয়া। শ্রীমতীর নিকটে আইলা কবিরাজে লইয়া॥ আজ্ঞা হয় গৃহে এবে করিয়ে গমন। অনুমতি দিলেন তবে করিয়া যতন॥ তার পরে রামচন্দ্রের লইয়া সম্মতি। তিন জনে প্রণমিলা পরম ভকতি॥ শ্রীমতী দুই রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ। চলিলেন সবে মেলি আপন ভবন॥ এই ত কহিল প্রভুর আশ্চর্য্য ভাব কথা। যাহা শুনি প্রেমভক্তি মিলয়ে সর্ব্বথা॥ শ্রীরামচন্দ্রের গুণ শ্রীমতীর মুখে। ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥ শ্রদ্ধা করি শুনে যেই করি এক মন। সেই সে হইবে প্রভুর কৃপার ভাজন॥ গাঢ়শ্রদ্ধা করি যেই শুনে কর্ণদ্বারে। তার কর্ণ তৃষ্ণা কভু ছাড়িতে না পারে॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস। শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহিমাবর্ণনং নাম তৃতীয় নির্যাস ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

চতুর্থ নির্যাস

·০:*:০

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পতিতপাবন যাহা বিনা নাহি অন্য॥ আর এক কথা শুন করিয়া যতন। মদীশ্বরী মুখে যাহা করেছি শ্রবণ॥ রাজা ত যাইয়া তবে আপনার ঘরে। রামচন্দ্র গুণকথা চিন্তেন অন্তরে॥ সদা গর গর রাজা ভাবে মনে মনে॥ রামচন্দ্র-গুণ সদা ভাবে রাত্রি দিনে॥ রামচন্দ্র হেন রত্ন নাহি পৃথিবীতে। জানিলাম ইহা আমি চিত্তের সহিতে॥ মনে ত বিচারি ইহা জানিল নিশ্চয়। ইহাঁর মুখে শুনি সাধন যদি ভাগ্য হয়॥ তবে ত রাজা যাইয়া প্রভুর গৃহেতে। পরণাম করে বহু লোটাঞা ভূমিতে॥ শ্রীসতীরে যাইয়া তবে পরণাম করি। তবে রামচন্দ্রে যাই প্রণাম আচরি॥ প্রভুর নিকটে রাজা অতিদীন হইয়া। করযোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া॥ পতিতের ত্রাণ হেতু তোমার অবতার। করুণা করিয়া মোরে কর অঙ্গীকার॥ দন্তে তৃণধরি প্রভু করহ করুণা। মো ছার অধমে প্রভু না করিবে ঘৃণা॥ করুণা করিয়া যদি দিলে পদচ্ছায়া। ত্রিতাপে-তাপিত আমি না করিহ মায়া॥ এত দিন কাল মোর ব্যর্থ বহিগেল। রামচন্দ্র দেখি চিত্ত নির্ম্মল হইল॥ সাধ্যসাধন আমি কিছুই না জানি। নিজ গুণে দয়া কর তুমি গুণমণি॥ ব্যাসের মুখেতে আমি যে কিছু শুনিল। তাহা শুনি মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল॥ রাজা কহে প্রভু তুমি হও দয়াময়। মোর প্রতি কৃপা কর হইয়া সদয়॥ তুমি ত দয়ার সিন্ধু পতিতপাবন। করুণা করহ প্রভু লইনু শরণ॥ অঙ্গীকার

কর প্রভু আপন জানিয়া। এত বলি রাজা পড়ে ভূমে লোটা-ইয়া ॥ আপনে প্রভু তবে উঠাইল যতনে। করুণা করিয়া কৈল গাঢ়আলিঙ্গনে ॥ সাধ্য-সাধন এই গোস্বামির মতে। শুনাইবে রামচন্দ্র করিয়া বেকতে ॥ এত বলি প্রভু রাম-চন্দ্রেরে ডাকিয়া। রাজায় সমর্পিল তার হাতে ত ধরিয়া ॥ শুন রামচন্দ্র তুমি এই কার্য্য কর। ছোট ভ্রাতা বলি ইহার কর অঙ্গীকার ॥ এত শুনি রামচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া। শুনা-ইব কৃষ্ণকথা বিশেষ করিয়া ॥ পুন রামচন্দ্রে রাজা পরণাম করি। বিনয় করিয়া তবে বহু স্তুতি করি ॥ তাহা দেখি প্রভু তবে আনন্দিত হইয়া। রাজায় কহিতেছেন সন্তোষ পাইয়া ॥ শুন শুন রাজা তুমি করি একমন। তোমাতের ত কৈল কৃপা রূপ সনাতন ॥ অনুগ্রহ তোমারে যে করিবার তরে। গ্রন্থরূপী মহাপ্রভু প্রবেশিলা ঘরে ॥ তুমি মহারাজা হও মহাভাগ্যবান্। পৃথিবীতে ভাগ্য নাহি তোমার সমান ॥ মহারত্ন গ্রন্থ এই পরম উজ্জ্বল। প্রবেশিতে তোমার চিত্ত হইল নির্ম্মল ॥ কিবা ছিলে তুমি দেখ মনেতে বুঝিয়া। হেন জনে কৃপা কৈল শক্তি-সঞ্চারিয়া ॥ মোর প্রভু আর শ্রীরূপ সনাতনে। তোমারে করিলা কৃপা আনন্দিত মনে ॥ ছয় গোসাঞি তোমায় করিতে অঙ্গীকার। চুরিছলে তোমারে কৃপা করিলা নির্ভর ॥ ইহা শুনি মহারাজা গর গর মন। পুলকে পূরিত দেহ সজল-নয়ন ॥ প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ বাণী। ফুকারি ফুকারি কান্দে লোটাঞা ধরণী ॥ তবে প্রভু তাঁহারে যতনে উঠাইয়া। হর্ষে গাঢ়-আলিঙ্গন দিল করি দয়া ॥ রাজারে লইয়া পুন রামচন্দ্র হাতে। সমর্পণ কৈল

তারে হরষিত চিতে॥ পুন পুন কহে প্রভু অতিব্যগ্র-চিতে। সাধ্য-সাধন কহ ইহায় গোস্বামির মতে॥ আর এক কথা ইহায় করাহ শ্রবণ। যেহেতু তোমার প্রতি গোস্বামি-লিখন॥ রামচন্দ্র প্রভু আজ্ঞা লইয়া সেইক্ষণে। রাজারে কহিল কিছু আনন্দিত মনে॥ কিবা বা কহিব তোমায় সাধনের কথা। তোমা প্রতি গোস্বামিকৃপা হৈয়াছে সর্ব্বথা॥ মোর প্রভু পদাশ্রয় করে যেই জন। আগে কৃপা করে তারে রূপ সনাতন॥ ব্রজ হইতে গ্রন্থ গৌড়ে প্রচার লাগিয়া। লইয়া আইলা প্রভু যতন করিয়া॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রভু আইলা গৌড়দেশে। প্রতিজ্ঞার হেতু আগে কহিব বিশেষে॥ গোস্বামি সকল তোমায় পাইয়া পিরীতি। গ্রন্থরূপে তোমার ঘরে করিলা বসতি॥ এতেক প্রভুর দয়া তোমার উপরে। তোমার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে॥ প্রথমেই তোমার ঘরে গোস্বামি সকল। তাহাতে তোমার চিত্ত হইয়াছে নির্ম্মল॥ তুমি মহাভাগ্যবান্ বুঝি নিজ চিত্তে। তোমার মহিমা ভাই কে পারে কহিতে॥ এবে তোমায় কহি আমি করিয়া নিশ্চয়। সাধনাঙ্গ শুনিতেই যদি চিত্ত হয়॥ বৈষ্ণব-সেবন আর তুলসী-সেবন। অনায়াসে পারে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ মোর প্রভুর ধর্ম্ম দেখ বৈষ্ণবসেবন। শ্রীবিগ্রহ সেবা ছাড়ি কৈল নিরূপণ॥ অতএব প্রভুর ধর্ম্ম এই সুনিশ্চয়। করহ বৈষ্ণবসেবা আনন্দহৃদয়॥ একান্তে করহ তুমি বৈষ্ণবসেবন। চরণামৃত-পান আর প্রসাদ ভক্ষণ॥ বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ভূষণ। নিষ্কপটে বৈষ্ণবের সঙ্গ অনুক্ষণ॥ নিরপরাধ হৈয়া বৈষ্ণবসেবা

কর তুমি। অনায়াসে কৃষ্ণ পাবে কহিলাম আমি॥ বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ। মহাপ্রেমি ভক্তের প্রেমে পড়ে বাধ॥ কৃষ্ণ দিতে নিতে পারে বৈষ্ণবের শক্তি। হেন বৈষ্ণব ভজ ভাই করি মহাআর্ত্তি॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত দুই সমান গুণ-গণ। ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাণ-বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা।
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতেস্বরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ॥ ইতি॥

এই সব মহাগুণ বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণের যত গুণ সব ভক্তেতে সঞ্চারে॥ এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ। কিছু মাত্র কহি নিজপবিত্র কারণ॥ কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যবাক্য সম। নির্দোষ দান্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥ সর্ব্বোপকারক সান্ত কৃষ্ণৈক শরণ। অকামী নিরীহ স্থির বিজিতষড়্গুণ॥ মিত-ভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অনভিমানী। গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥ কৃষ্ণপ্রেমজন্মাইতে ইহ মুখ্য অঙ্গ। অতএব সব ছাড়ি কর বৈষ্ণবসঙ্গ॥ অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। এই সব বস্তু তোমায় কহিলাম সার॥ এইত কহিল ভাই বৈষ্ণবসেবন। এবে ত কহিয়ে তোমায় তুলসী-সেবন॥ নবপ্রকার তুলসী সেবা করে যেই জন। সেই সে হয়েন কৃষ্ণের কৃপার ভাজন॥ তুলসী দর্শন স্পর্শ আর কর ধ্যান। সদাই করহ ইহা হৈয়া সাবধান॥ তুলসীর নাম লও আর নমস্কার। তুলসীর নাম শ্রবণ কর অনিবার॥ তুলসী

রোপণ কর তুলসীসেচন। তুলসীর সর্ব্বদাই পূজা অনু-
ক্ষণ॥ এ নবপ্রকারে যেই করে তুলসীসেবা। তাহার মহিমা
গুণ কহিবেক কেবা॥ শ্রীকৃষ্ণ তারে প্রীত করে সুনিশ্চিতে।
কৃষ্ণ স্থানে সেই রহে পাইয়া পিরীতে॥

তন্ত্র-প্রমাণং॥

দৃষ্টা-পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেচিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥ ১॥
নবধা তুলসীদেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি সহস্রাণি তে বসন্তি হরেগৃ্হে॥ ২॥

এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত মন। রামচন্দ্র পদে
কিছু করে নিবেদন॥ চতুঃষষ্টি ভক্তি আদি যতেক সাধন।
তাহা শুনিবারে ইচ্ছা হয় মোর মন॥ রামচন্দ্র কহে ভাই
এক চিত্ত হৈয়া। আনন্দে শুনহ তাহা শ্রবণ ভরিয়া॥
এই ত সাধনাঙ্গ ভক্তি শুনহ রাজন্। যাহার শ্রবণে পাই কৃষ্ণ
প্রেমধন॥ শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ
লক্ষণে উপজয়ে প্রেমধন॥ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু
নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ সেই ত সাধন-
ভক্তি হয় দুই প্রকার। বৈধিভক্তি হয় রাগানুগা ভক্তি
আর॥ শাস্ত্র আজ্ঞা লইয়া ভজে রাগহীন জন। বৈধিভক্তি
বলি শাস্ত্রমত আচরণ॥ বহুপ্রকার সাধন ভক্তি হয় বিবিধা
অঙ্গ। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রসঙ্গ॥ গুরুর সেবন
দীক্ষা গুরুপদাশ্রয়। সাধুমার্গানুগমন শিক্ষা পৃচ্ছা সদ্ধর্ম্ম-
ময়॥ কৃষ্ণের পূজন ভোগত্যাগ করি কৃষ্ণপ্রীতে। একাদশ্যু-
পবাস প্রতিগ্রহ নির্ব্বাহ যাহাতে॥ গো বিপ্র বৈষ্ণব

পূজন ধাত্রী অশ্বত্থ। বিদূরে বর্জ্জন নানাপরাধ সেবা যে সমর্থ॥ বহুশিষ্য না করিবে অবৈষ্ণব সঙ্গ। বহুগ্রন্থাভ্যাস যাতে নহে ভক্তি অঙ্গ॥ হানি লাভ সম শোকাদির না হইবে বশ। অন্য শাস্ত্র অন্যদেব নিন্দ না বিশেষ॥ গ্রাম্যবার্ত্তা না শুন আর বৈষ্ণবনিন্দন। প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ বর্জ্জন॥ স্মরণ পূজন বন্দন আর সঙ্কীর্ত্তন॥ দাস্য সখ্য পরিচর্য্যা আত্মনিবেদন॥ বিজ্ঞপ্তি আর দণ্ডবৎ প্রণতি অগ্রে-গীতি। অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে স্থিতি॥ স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন পরিক্রমা। মহাপ্রসাদ পান মাল্য ধূপগন্ধ মনোরমা॥ শ্রীমূর্ত্তির দর্শন আরাত্রিক মহোৎসব। তদীয় সেবন নিজপ্রীত্যর্থে দান ধ্যান সব॥ তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত। এই চারি সেবা কৃষ্ণের বড় অভিমত॥ কৃষ্ণ-কৃপার্থে অখিল চেষ্টা যে করিব। কৃষ্ণজন্মাদি যাত্রা ভক্ত লইয়া মহোৎসব॥ সর্ব্বথা শরণাপত্তি কীর্ত্তিকাদি ব্রত। চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরমমহত্ত্ব॥ সাধুসঙ্গ নামসঙ্কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধন হৈতে এই মুখ্য অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প অঙ্গ॥ বৈধিভক্তি সাধনাঙ্গ কৈল বিবরণ। যাহার শ্রবণে চিত্তে জন্মে প্রেমধন॥ তবে রাজা সাধন অঙ্গ ভক্তি যে শুনিয়া। রামচন্দ্রে কহে কিছু বিনতি করিয়া॥ বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি করিয়া শ্রবণ। রাগানুগা-মার্গ-ভক্তি শুনিতে হয় মন॥ তবে রামচন্দ্র মনে আনন্দ পাইয়া। রাজারে কহয়ে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥ শুন শুন ভাই তুমি রাগানুগা ভক্তি। শুনিতেই তোমার চিত্ত হৈল বড় আর্ত্তি॥

রাগানুগাভক্তি এই সর্ব্বসাধ্য সার। সম্যক্ কহিতে শক্তি নাহিঁক আমার॥ কিছু মাত্র কহি তাহা শুন দিয়া মন। রাগানুগা ভক্তি-লক্ষণ শুনহ রাজন্॥ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি বৈধী লিখিল। রাগানুগা ভক্তি মধ্যে তাহাতে স্থাপিল॥ গোস্বামিলিখন এই অতি সুনিশ্চয়। বৈধীভক্তি হইয়া যাতে রাগভক্তি হয়॥ শ্রবণ কীর্ত্তনের ইহা মহিমা শুনিয়া। যাজন করয়ে যেবা শাস্ত্র-আজ্ঞা লৈয়া॥ এই হেতু বৈধীভক্তি গোস্বামিলিখন। যেহেতু রাগাঙ্গ হয় তাহা কহি শুন॥ শ্রবণ কীর্ত্তন বিনা রাগভক্তি নয়। তাহার কারণ কহি করিয়া নিশ্চয়॥ অন্যের আছুক্ কাজ রাধা ঠাকুরাণী। মাধুর্য্য অবধি যিঁহো গুণরত্ন খনি॥ সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সবার আরাধ্য। যাঁহার সৌন্দর্য্যাদি কৃষ্ণের নহে বেদ্য॥ তিঁহো যদি কৃষ্ণ নাম শুনে আচম্বিতে। শুনিবা মাত্রেতে ধনি লাগিল কাঁপিতে॥ বৈবশ্য দশা ধনির হৈল আচম্বিতে। নানা ভাব তরঙ্গ তাহা কে পারে কহিতে॥ সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আর সর্ব্বারাধ্য। যাহার সদ্গুণ গণের কৃষ্ণ নহে বেদ্য॥ সর্ব্বাঙ্গে পুলক হৈল বিবশিত অঙ্গ। আর তাহে কত উঠে ভাবের তরঙ্গ॥ সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপৃত ভাব কহিতে কি পারি। ভাব হাব আদি যত সাত্ত্বিক ব্যভিচারি॥ ভাবের তরঙ্গে দেহ নাহি হয় স্থির। শুনিতেই কৃষ্ণ নাম হয়েন অস্থির॥ বহুমুখ ইচ্ছে যিঁহো কৃষ্ণ নাম লিতে। অর্ব্বুদার্ব্বুদ কর্ণ ইচ্ছে যে নাম শুনিতে॥ উন্মাদিয়া নামের গুণ কে পারে কহিতে। অচেতনে চেতন যিঁহো পারেন কহিতে॥ কৃষ্ণনাম চেতনেরে করে অচেতন। সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষয়ে হেন নামের গুণ॥ হেন

কৃষ্ণনামামৃতে যার লোভ হয়। লোকধর্ম্ম বেদ ছাড়ি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ হেন নাম মহাবল কি কহিতে জানি। শ্রীরূপের মুখে বহে সুধারস ধ্বনি॥ অক্ষরে অক্ষরে বহে মাধুর্য্যের সার। হেন অদভুত শ্লোক গোসাঞি কৈল পরচার॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে শ্রীমদ্রূপকৃতঃ শ্লোকঃ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিং লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ইতি॥

অথ স্তবাবল্যাং প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তোত্রে
শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনোক্তং॥

প্রচ্ছন্নমাননধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাববতংসোল্লাসকর্ণিকাং॥

প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্ল যাহার। সৌভাগ্য তিলক চারু লাবণ্যের সার॥ কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে। কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥ সেই রাধাভাব লঞা আপনে গৌরচন্দ্র। কৃষ্ণনাম আস্বাদিলা পাইয়া আনন্দ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনোক্তং॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরতি রসনো নাম গণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল যুগলখেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥ ইতি॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় ব্রজেন্দ্রকুমার। নামামৃত আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥ হেন কৃষ্ণনাম রাজা কর অনিবার। যাহা

হৈতে প্রাপ্তি হয় মাধুর্য্যের সার ॥ আর শুন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে। হৃদয়ের তম নাশ উদয় চন্দ্রিকে ॥ সদা আস্বাদিলা প্রভু স্বরূপাদি সাঁথে। যাহার শ্রবণে অতি শুদ্ধ হয় চিত্তে ॥ সেই শিক্ষাষ্টক ভাই কহিয়ে তোমারে। শ্রদ্ধাসূত্রে গাঁথি পর হৃদয় উপরে ॥ এই শুদ্ধ রাগ-ভক্তি কহিয়ে নিশ্চয়। যাহার শ্রবণে চিত্তে প্রেম উপজয় ॥ প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামানন্দরায়। নাম সংকীর্ত্তন কলিতে পরম উপায় ॥ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলিতে কৃষ্ণ আরাধনে। সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ইতি ॥

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ। সর্ব্ব সুখোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত শ্লোকঃ ॥

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং ॥

সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ শ্লোক। যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ॥

নাম্না মকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি

স্তত্রার্পিতানিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ সর্ব্ব শক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নহিল অনুরাগ॥ যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বলয়। সুখাইঞা মৈলে কারে পানি না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহ আনের করয়ে রক্ষণ॥ উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥ এই মত হইঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়। কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥ কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়ি গেলা। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥ প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ইতি॥

ধন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥ অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তি দান। আপনাকে করি সংসারি জীব অভিমান ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোক ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপায়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ইতি ॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া ॥ কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম। তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥ পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম। কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে সপ্রেম নাম-সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ। উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগসম। বর্ষামেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥ গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন। তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে

পরীক্ষণ। সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥ এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়। স্বাভাবিক প্রেমস্বভাব করিল উদয়॥ হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়। এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥ এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল। সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি যে শ্লোক পড়িল॥ সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনুষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথ স্তু স এব নাপরঃ॥ ইতি॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥

তথাহি যথারাগ॥

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহো রসসুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ। কিবা না দেন দর্শন, জারে মোর তনু মন, তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ১॥

সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোরে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ২॥

কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট, অন্য নারীগণ

করি সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর-আগে করে ক্রীড়া, তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥

এ আদি করিয়া যত শ্লোকার্থগণ। স্বরূপাদি-সঙ্গে তাহা কৈল আস্বাদন ॥ এই মতে প্রভু তত্তদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া। প্রলাপ আস্বাদিলা তত্তৎ শ্লোক উচ্চারিয়া॥ পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিক্ষাইল। সে অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥ প্রভুশিক্ষাষ্টকশ্লোক যেই পড়ে শুনে। কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর। নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে। রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন। সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥ দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে। কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে স্বরূপাদি সনে ॥ শ্রবণাদি মাহিমা আমি কি বলিতে জানি। যাহাতে রহয়ে সদা অমৃতের ধুনি ॥ শুদ্ধরাগে আবিষ্টতা মন হয় যার। সেই সে জানয়ে ইহা নাহি জানে আর ॥ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যত রাগ ভক্তিসার। রাগানুগা ভক্তজনে এই কার্য্য সার ॥ রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে ॥ ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ॥ রাগময়ী ভক্তির রাগানুগা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা প্রকৃতি ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
২ লহর্য্যাং ১৩১। ১৪৮ অঙ্কে ॥

বিরাজন্তীমভিব্যাপ্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন। বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ নিজ ভাবাশ্রয় জনের পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
২ লহর্য্যাং ১৫১ অঙ্কে॥
শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনোক্তং॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

হেন সে গম্ভীর ভাব অকথ্য কথন। যাহা প্রবেশিতে নারে আমা সবার মন॥ পূর্ব্বে ব্রজে যবে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। রাধা শুদ্ধভাবে যবে প্রবেশিলা মন॥ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি। তাহা আস্বাদিতে নবদ্বীপে অবতরি॥ হেন অদভুত ভাব ক্ষুদ্রজীব হইয়া। কহিতে বা কেবা পারে প্রবেশ করিয়া॥ কবিরাজ গোসাঞি ইহার মরম জানিয়া। লিখিয়াছেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া॥ দাসীভাবাক্রান্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন। আনুগত্য ভাবে কৈল তাহা আস্বাদন॥ অন্ত্যলীলা মধ্যে ইহা লিখিলা বিস্তার। দেখহ সেই লীলার করিয়া নির্দ্ধার॥ সপ্তদশ আর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে। বেকত করিলা তাহা করিহ আস্বাদে॥ কূর্ম্মাকৃতি-

ভাবে প্রভু পড়িয়া আছিলা। তাহাতেই যেই ভাব আস্বাদন কৈলা ॥ স্বরূপগোসাঞি আসি করাইলা চেতন। স্বরূপেরে কহে তবে মনের বেদন ॥ চেতন হইতে হস্তপদ সব বাহির হৈল। পূর্ব্ববদযথা যোগ্য শরীর হইল ॥ উঠিয়া বসিলা প্রভু চাহে ইতি উতি। স্বরূপেরে পুছে প্রভু আমা আনিলে কতি ॥ বেণুনাদ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি গোষ্ঠে বেণু-বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জ-ঘরে। কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণক্রীড়া করিবারে ॥ তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন। তার ভূষণ ধ্বনিতে মোর হরিল শ্রবণ ॥ গোপীগণ সঙ্গে করি হাস পরিহাস। কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥ কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে। পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জলকেলি লীলা। তাহাতেই যেই ভাব প্রকাশ করিলা ॥ জলকেলি লীলা এই করি দরশন। নানান কৌতুক দেখে প্রবেশিয়া মন ॥ কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি। যমুনাতে মহা রঙ্গে করে জল-কেলি ॥ তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে। এক সখী দেখায় মোর জলকেলি রঙ্গে ॥ স্বরূপেরে কহে প্রভু আবেশ হইয়া। আপন মনের কথা প্রকাশ করিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা কৈল আস্বাদনে। সবে এক বেদ্য তাহা স্বরূপাদিগণে ॥ স্বরূপাদি বিনা তাহা অন্য বেদ্য নয়। নিশ্চয় করিয়া ইহা গ্রন্থকার কয় ॥ আর এক কথা তাহা মন দিয়া শুন। মাৎ-সর্য্য ছাড়িয়া রাজা করহ শ্রবণ ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী যবে শ্রীরা-

ধার সাক্ষাতে। প্রার্থনা করিলা এই তাঁহার অগ্রেতে॥

তথাহি স্তবমালায়াং চাটুপুষ্পাঞ্জলৌ।
শ্রীরূপগোস্বামিনো বাক্যং॥

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে॥
কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি॥

অস্যার্থ॥

শ্রীরাধা বিম্বোষ্ঠী কবে তোমার অধরে। তাম্বূল রচিয়া দিব সুগন্ধি কর্পূরে। তোমার মুখে দিব তাহা আনন্দিত হঞা। ব্রজরাজনন্দন তাহা খাইব কাড়িঞা॥ মদীশ্বরী মুখ হৈতে লইয়া বীটিকা। পান করি মহানন্দ পাইব অধিকা॥ তুমি মোরে কৃপা কর প্রসন্ন হইয়া। দেখিব কবে বা তাহা নয়ন ভরিয়া॥ হে দেবি তুমি যবে বিলাস বিভ্রমে। কেলি-ক্লান্তিযুক্ত হঞা হইবেক শ্রমে॥ বিলাসে আনন্দে তাহা করিব সংস্কার। কবে সে রচিয়া দিব কুন্তলের ভার॥ এইসব গুহ্য কথা রাজারে কহিল। শুনিতেই রাজার অতি সন্তোষ হইল॥ পুন রামচন্দ্র কহে শুনহ রাজন্। গুহ্যাতি গুহ্য এই কথা মনোরম॥ নিত্যসিদ্ধ হইয়া যার এইসব কায। ইহা বুঝ দেখি তুমি নিজ হিয়া মাঝ॥ শ্রীরাধার যারা সব নিত্য পরিকর। তা সবার হেন ভাব বড়ই দুষ্কর॥ মঞ্জরী রূপে যিঁহো সদা করেন সেবন। সাধকাবস্থায় সদা তাহাই স্ফূরণ॥ অতএব সিদ্ধ হঞা সাধন করণে। প্রকারে জানাইলা তাহা নিজ ভক্তজনে॥ ইথে অনুগত যিঁহো তার হেন

রীতি॥ হেন সে সাধন কর পাইয়া পীরিতি॥ তবে শুন দাসগোসাঞির প্রার্থনা বচন। সাধক দেহেতে সদা সিদ্ধের করণ॥ নিজাভীষ্ট দেহে রাধার পাইয়া দর্শন। শ্রীরাধার পদসেবা করেন প্রার্থন॥ শুন দেবি তোমার শ্রীচণের দাসী। হইতেই মোর ইচ্ছা সদা অভিলাষি॥ তোমার সঙ্গের সখী তোমার সমান। হেন সখী ভাবে সদা মোর পরণাম॥ অতএব তুয়া পদে এই নিবেদন। কৃপা করি দেহ নিজ পদের সেবন॥ সদা অভিলাষ মোর চরণের সেবা। ইহা ছাড়ি মোরে কভু অন্য নাহি দিবা॥

তথাহি স্তবাবল্যাং বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ ১৬ শ্লোকে॥
শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনোক্তং॥

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যং কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যং॥

আর কিছু শুন ভাই অপূর্ব্ব কথন। সুদৃঢ় সুদৃঢ় এই গোস্বামিলিখন॥ শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি রাধাসরোবর। ইহা দেখি যেই ভাব উঠয়ে অন্তর॥ শুনহ দেবি যবে তোমার সরোবর। হইলেন মোর যবে নয়ন গোচর॥ তবে সে আইলা মোর নয়নের পথে। সুপদ্ম-সরনী ধনি দেখিনু সাক্ষাতে॥ সেই হৈতে চিত্তে মোর লালসা জন্মিল। চরণ কমলে দাসী হৈতে ইচ্ছা হইল॥ শ্রীরূপমঞ্জরী মোর নয়নযুগল। বৃন্দাবনে নেত্রদিপ্তী করিলা সকল॥ সেই হৈতে তোমার শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী। শ্রীচরণে অলক্তক দিতে ইচ্ছা

করি॥ কভু যদি ইহা কর করুণা করিয়া। সেবন করিবে আমি তব আজ্ঞা পাঞা॥ রামচন্দ্র কহে কথা শুনহ রাজন্ পরম আশ্চর্য্য কথা শুন দিয়া মন॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ করিবারে সেবা। মনের লালসা তোমার হঞাছে যদি বা॥ রাগের সহিতে যদি চরণসেবন। হইতে পারি যদি দুঁহার কৃপার ভাজন॥ জন্মে জন্মে যদি বাস শ্রীব্রজমণ্ডলে। প্রচুর পরিচর্য্যা সেই পরম নির্ম্মলে॥ তবে ত স্বরূপ রূপগোসাঞি সনাতন। গণের সহিত গোপালভট্টের চরণ॥ ইহা সবার পদে নিষ্ঠা যার চিত্ত হয়। তবে সেই জন দুঁহার চরণ সেবয়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ
১৫। ১৪ শ্লোকে॥

যদা তব সরোবরং সরসভৃঙ্গসংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারিসম্পূরিতং।
স্ফুটং সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে॥
যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ॥
স্তবাবল্যাং মনঃশিক্ষায়াং ৩ শ্লোকে॥
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতি জনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥

স্মরযুদ্ধে বিবশ শ্রীরাধা গিরিভৃতে। সেবন করিয়ে যদি রূপের সহিতে॥ তবে সে পাইয়ে ব্রজে সাক্ষাৎ সেবন। তদাশ্রিত জনে মাত্র মিলে এই ধন॥ রাধাকৃষ্ণ পূজা নাম সদাই গ্রহণ। দুঁহাকার ধ্যান আর নাম সংকীর্ত্তন॥ বহু পর-নাম সদা মনের আনন্দে। অবিরত এই সেবা করহ স্বচ্ছন্দে॥ এই পঞ্চামৃতপান সুনিয়ম করি। আনন্দে সেবহ সদা গোব-র্দ্ধন গিরি॥ যূথের সহিতে শ্রীরূপানুগা হইয়া। সেবন করহ দুঁহার মন মজাইয়া॥

তথাহি স্তবাবল্যাং মনঃশিক্ষায়াং ১১ শ্লোকে॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যান শ্রবণ নতিপঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নিত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীগুণমঞ্জরী। উপমা দিবার নাহি সমান মাধুরী॥ শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীগুণমঞ্জরীর প্রতি। প্রার্থনা করিলা তারে পাইয়া পীরিতি॥ উদয় হইল যবে মধুর উৎ-সব। বহুব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণে বেড়িলেন সব॥ হাস্য পরিহাস্য কত লাবণ্য মাধুরী। নানান কৌতুক লীলায় আপনা পাশরি॥ হাস্যরসে উজ্জ্বল শ্রীরাধা সুধামুখী। শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করে হইয়া বড় সুখী॥ নেত্রের অঞ্চলে তারে প্রেরণ করিয়া। দেখহ যে গুণমঞ্জরী আছে লুকাইয়া॥ ইহার বদন যাই করহ চুম্বন। কৌতুক দেখিব কবে ভরিয়া নয়ন॥

তথাহি স্তবমালায়াং উৎকলবল্লরীস্তবে ৪৬ অঙ্কে॥

উদঞ্চতি মধূৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে

কদা ত্বমবলোকয়ে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরী চলদৃগঞ্চলপ্রেরণা-
ম্নিলীনগুণমঞ্জরীবদনমত্র চুম্বন্ময়া॥

এই ভাবদৃঢ় করি শ্রীদাস গোসাঞি। নিজগ্রন্থ মাঝে তাহা লিখিলা তথাই॥ শ্রীবিশাখানন্দস্তবে লিখিলেন শেসে। তার মধ্যে এই বাক্য পরমনির্যাসে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং, বিশাখানন্দস্তোত্রে ১৩৪ অঙ্কে॥

শ্রীমদ্রূপপাদাম্ভোজধূলীমাত্রৈকসেবিনা।
কেনচিৎগ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ॥

অস্যার্থ॥

শ্রীমদ্রূপের পাদধূলির সেবন। কোন জন এই পদ্য করিলা গ্রন্থন॥ এই পদ্যমালা গাঁথি আনন্দিত মন। মনোহর মাল্যগন্ধ পাবে কোন জন॥ শ্রীরূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়। সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায়॥ অতএব গোসাঞি ইহা মনেতে জানিয়া। মনের আনন্দে লিখেন বেকত করিয়া॥ শ্রীরূপ সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে। বসতি করিলা যিঁহো রাধাকুণ্ডতীরে॥

তথাহি॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্নিয়তঃ সভ্রাতৃরূপাজ্ঞয়া। ইত্যাদি॥

নিয়ম করিয়া গোসাঞি তথা বাস কৈল। নিরবধি এই তার নিয়ম হইল॥ অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিব লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মদশকে ১ শ্লোকে॥

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবরশচীগর্ভজপদে

স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বীসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥

অস্যার্থঃ॥

শ্রীগুরু আর মন্ত্র আর কৃষ্ণনাম। অতি রসময় তনু চৈতন্যগুণধাম॥ স্বরূপ গোসাঞি আর শ্রীরূপ গোসাঞি। গণের সহিত আর তার বড় ভাই। শ্রীগিরীন্দ্র আর গান্ধর্ব্বী-সরোবর। শ্রীমথুরামণ্ডল আর বৃন্দাবন স্থল॥ শ্রীব্রজমণ্ডল আর ব্রজভক্ত জনে। পরমাস্থা রতি মোর এই সব স্থানে॥ এই সব কথা রাখ চিত্তের ভিতরে। ইহাতে রহিত যেই সেই মতান্তরে॥ পরকীয়া লীলা এই অতিগাঢ় তর। ভাগ্যহীন জনের ইহা না হয় গোচর॥ এই ভাব প্রাপ্তি লাগি যদি লোভ থাকে। নিয়ম করিয়া সেব আপন প্রভুকে॥ শ্রীকবি-রাজ গোসাঞি মরম জানিয়া। লিখিলেন নিজগ্রন্থে বেকত করিয়া॥ পরকীয়া ভাবে অতি রসের নির্যাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস॥ পরকীয়া লীলা এই রূপের সম্মত। নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ত্ব॥ মহাপ্রভু যেবা লীলা কৈল আস্বাদন। সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ॥ পর কীয়া রসে প্রভুর সদা অভিলাষ। সামান্য শ্লোকেতে কেন মনের উল্লাস॥

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে॥
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ।
সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপাররলীলাবিধৌ

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে-চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

নৃত্য মধ্যে এই শ্লোক পড়ে বার বার। স্বরূপ বিনা অর্থ কেহো না বুঝে ইহার॥ দৈবে নীলাচলে আইলা শ্রীরূপ গোসাঞি। শ্লোক শুনি অভিপ্রায় করিলা তথাই॥ শ্রীরূপ জানিল প্রভুর ভাব গাঢ়তর। শ্লোক লিখিলেন প্রভুর জানিয়া অন্তর॥ শুন পূর্ব্বে দেখ দুঁহে কৌমারের কালে। বেতসীর বনে লীলা কৈল কুতূহলে॥ দৈবসংযোগে দুঁহার বিবাহ হইল। বিবাহ হইতে সেই সুখ না জন্মিল॥ বিবাহ হইলে পুন দুঁহার হইল মিলন। পূর্ব্ববৎ সুখ তাতে নহে আস্বাদন॥ পূর্ব্বে পরকীয়া দুঁহার ভাব বিশেষে। অতএব শ্লোকে প্রভুর হয়েত আবেশে॥ মহাপ্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে। শ্রীরূপ গোস্বামী জানি কৈলা প্রকাসনে॥

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে
শ্রীরূপকৃতশ্লোক॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম। তথাপি আমার মন রে বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবনে তোমা লৈয়া যে সুখ আস্বাদন। স সুখ মাধুর্য্যের ইহা নাহি এক কণ॥ সেই রাধা সেই কৃষ্ণ াই বৃন্দাবন। অচিরে মিলন হেতু বাঞ্ছা অনুক্ষণ॥ বৃন্দা-বিনা নহে পরকীয়া ভাব। অন্যত্র সঙ্গ হৈলে নহে সেই

সুখ লাভ॥ অতএব এই ভাবের ব্রজেই বসতি। বৃন্দাবন-ধামে কৃষ্ণের অত্যন্ত পীরিতি॥ এতেক বচন যদি রামচন্দ্র কহিল। শুনিয়া রাজার চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥ রামচন্দ্রে কহে রাজা বিনয় করিয়া। ধামশ্রেষ্ঠ হয় কিবা কহ বিবরিয়া॥ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন ধাম। কোন ধামে কৃষ্ণ সদা করেন বিশ্রাম॥ এই সব কথা মোরে কহ মহাশয়। রামচন্দ্র কহে তবে হইয়া সদয়॥

তথাহি শ্রীবারাহে॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ত্রিগুণোচ্ছয়ে।
তৎ কলা কোটিকট্যাংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ইতি॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব অবতরি সর্ব্ব কারণ প্রধান॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠে যার অনন্তাবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥ সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব পরিপূর্ণ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥ পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥ এই শুদ্ধ ভাবে যেই করয়ে ভজন। অনায়াসে মিলে তারে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১ শ্লোকে॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামালিলতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধু র্জয়তি॥

তথাহি বারাহে ॥

অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ং।
গোবিন্দদেহতো ভিন্নং পূর্ণং ব্রহ্মসুখাশ্রয়ং ॥
যদ্ব্রহ্ম পরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং।
তদ্দেবি মাথুরং মধ্যে বৃন্দারণ্যং বিশেষতঃ ॥
গুহ্যাদগুহ্যতমং রম্যং মধ্যে বৃন্দাবনং স্থিতং।
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ং।
বৈকুণ্ঠাদি তদেবাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥ ইতি ॥

ব্রহ্মশব্দে কহি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় যিঁহো গোলক নিত্যধাম ॥ নিত্য আনন্দ যার অক্ষয় অব্যয়। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ যার পার্ষদগণোচ্চয় ॥ স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং ধাম ইথে অন্য নয় ॥ বৃন্দাবন স্বয়ং ভুবি ইথে কি সংশয় ॥ বৈকুণ্ঠাদি ধাম যার হয়েন সে অংশ। স্বয়ং বৃন্দাবন ভুবি সর্ব্ব অবতংশ ॥ গোলক শব্দেতে কহি গোকুলনগরী। গোকুলের আখ্যা গোলোক কহিল বিবরি ॥ অন্য গোলোক গোকুলের হয়েন বৈভব। তাহার প্রমাণ কহি শুন যেই সব ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ধামপ্রকরণে ৭২ অঙ্কে ॥

যত্তু গোকলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবমিতি ॥

রাজা কহে ষড়ৈশ্বর্য্য কাহারে বলয়ে। শুনে রামচন্দ্র তার প্রমাণ কহয়ে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে ॥

বিবিধাদ্ভুত মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যৈশ্বর্য্যবীর্য্যকং ॥
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতৎ ষড়ৈশ্বর্য্যমুদীরিতং ॥

নানা আশ্চর্য্য মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য যাহার। বীর্য্যৈশ্বর্য্য

ঔদার্য্য ধৈর্য্য নাহি তার পারে ॥

তথাহি ॥

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য আর বীর্য্য সমগ্র হয়। যশঃশ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্য সমগ্র নিশ্চয় ॥ পুন রাজা কহেন শ্রীরামচন্দ্র প্রতি। এই সব কথা কহ পাইয়া পীরিতি ॥ গঙ্গা যমুনার এই মহিমা শুনিতে। গুণাধিক্য কেবা তাতে কহ ত নিশ্চিতে ॥ কৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য হয় এবে যে শুনিল। শ্রীরাধিকার মহিমা শুনিতে ইচ্ছা হইল ॥ কৃষ্ণের স্বকীয়া লীলা আর পরকীয়া। এই সব কথা কহ বিস্তার করিয়া ॥ এত শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে। কহিতে লাগিলা তাতে করিয়া বিস্তারে ॥ শুনহ রাজন্ তুমি বড় প্রশ্ন কৈলে। পরম পবিত্র এই কথা নিরমলে ॥ গঙ্গার মহিমা যত শাস্ত্রে আছে খ্যাতি। তাহা হৈতে যমুনার কোটিগুণ খ্যাতি ॥ শাস্ত্র পরসিদ্ধ ইহা কিছু অন্য নয়। পুরাণবচনে ইহা আছয়ে নিশ্চয় ॥ যে যমুনার উভয় তটে মনোরম। শুদ্ধস্বর্ণ বদ্ধ যাকে মাণিক্য রতন ॥ হেন সেই যমুনার পরশ মাত্রেকে। কোটি গঙ্গাসমগুণ কহিল তোমাকে ॥ যমুনার মহিমা ভাই কি কহিব আর। যাতে নিত্য লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

তথাহি ॥

তত্রোভয়তটী রম্যং শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতং।
গঙ্গাকোটিগুণপ্রোক্তং যস্য স্পর্শবরাটকঃ ॥ ইতি ॥

এবে ত কহিয়ে শুন শ্রীরাধার মহিমা। আপনেই কৃষ্ণ

যার নাহি পায় সীমা॥ শ্রীরাধা হয়েন গুণরতনের খনি। যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥ শ্রীরাধার গুণসিন্ধু কৃষ্ণ না পায় পার। তার গুণ কি কহিব মুঞি নির্ব্বুদ্ধি ছার॥ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবীগণ। সবার হয়েন ইহোঁ শিরের ভূষণ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়ে।

চরিতামৃতে আদিখণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদে॥

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ইতি॥

কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর॥ ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥ অবতরি কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গুণের বিস্তার॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ তাঁর বৈভব প্রকাশ স্বরূপ॥ আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহ-রূপ তার রসের কারণ॥ বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণক্রীড়া পূজা বসতি নগরী॥ কিম্বা রসময় প্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥ কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকারূপ পুরাণে বাখানে॥

তথাহি শ্রীদশমে ৩০ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ইতি॥

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগ-তের মাতা॥ সর্ব্বলক্ষ্মীগণ পূর্ব্বে করেছি আখ্যানে। সর্ব্ব লক্ষ্মীগণ যাহা হৈতে বিদ্যমানে॥ কিম্বা কান্তাশব্দে কৃষ্ণের সর্ব্ব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥ রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। সর্ব্বকান্তিশব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥ জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ কৃষ্ণ যেন আদিপুরুষ স্বয়ং ভগ-বান্। সর্ব্বপ্রকৃতি আদি রাধা শাস্ত্র পরমাণ॥ হেন কৃষ্ণ প্রিয়া রাধা গুণের অবধি। যার গুণ কৃষ্ণচিত্তে স্ফুরে নিরবধি॥ দুর্গাদি ত্রিগুণ যার কলাকোটি অংশ। শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা রাধা সর্ব্ব অবতংস॥

তথাহি শ্রীবারাহে॥

তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভা।
তৎকলা কোটিকট্যংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥ ইতি॥

সর্ব্ব শিরোমণি ভাব মহাভাব হয়। আর যত ভাব সেই ভাবের আশ্রয়॥ হেন মহাভাব যার শরীরে নিবাস। অন্য ধামে যেই ভাবের কভু নহে বাস॥ মহাভাবে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় মন। সদা কৃষ্ণ যার চিত্তে হয়ে ত স্ফুরণ॥ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্ব গুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥ স্বকীয়াতে মহাভাব কভু নহে গতি। পরকীয়া ভাবে যার সদাই বসতি॥ সেই পরকীয়া ভাবের বৃন্দাবনে বাস। নিরন্তর উঠে যাতে রসের উল্লাস॥ মহাভাব স্বরূপ এই শ্রীদাস গোসাঞি। প্রেমাম্ভোজ মর-

ন্দাকে লিখিলা তথাই ॥

তথাহি প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তোত্রে ॥

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ রবোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাং ॥ ইতি

এ আদি করিয়া গোসাঞি যত যত শ্লোকে। লিখিলেন সেই ভাব করিয়া প্রত্যেকে ॥ হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেমসার ভাব। ভাবের পরাকাষ্ঠা এই হয় মহাভাব ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাপ্রকরণে ২ অঙ্কে ॥

মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ইতি ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইতি ॥

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ ॥ রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন। তাহে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥ কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম। তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥ লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান। নিজলজ্জা শ্যামপট্টশাড়ী পরিধান ॥ কৃষ্ণানুরাগে দ্বিতীয় রক্তিম বসন। প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন। স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গবিলেপন ॥ কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর। সেই

মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥ প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস। ধীরা অধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস॥ রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল। প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি। এই সব ভাব ভূষা রাধা অঙ্গ ভরি॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত। গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥ সৌন্দর্য্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্ত্য রত্নহার হৃদয় তরল॥ মধ্যবয়ঃ স্থিত সখীস্কন্ধে করন্যাস। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥ নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্বপর্য্যঙ্ক। তাঁহে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥ কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংস কানে। কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥ যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা॥ যাঁহার সৌন্দর্য্য গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতি॥ যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার। তার গুণ গণিবেক জীব কোন ছার॥

তথাহি॥

সৌভাগ্য বর্গমতনোঃ মৌলিভূষণমঞ্জরী।
আবৈকুণ্ঠমজাণ্ডানি চকসিমাস তদ্দশা।
আনন্দৈক সুধাসিন্ধু চাতুর্য্যৈক সুধাপুরী।
মাধুর্য্যৈক সুধাবল্লী গুণরত্নৈকপেটিকা॥ ইতি॥

আনন্দ-সুধাসিন্ধু এক বিধি সিরজিল। চাতুর্য্যের পুরি করি রাধা নিরমিল॥ কিবা বিধি সিরজিল এক মাধুর্য্যের লতা। গুণরত্নপেটিকা এক নিরমিল ধাতা॥ রাধাপাদপদ্ম-

রেণু যার অনারাধ্য। সুমাধুর্য্যরস তারে কভু নহে বেদ্য ॥ শ্রীরাধার পাদাঙ্কিত ভূমি বৃন্দাবন। ইথে অনাশ্রিত জনে প্রাপ্তি নহে ধন ॥ রাধাভাবে গম্ভীরচিত্ত যেবা সাধুজনে। তাহাকে সম্ভাষ না করে যেই জনে ॥ সেই জনে কভু নহে শ্যামসিন্ধু অবগাহ। নিশ্চয় কহিল ইহা নাহিক সন্দেহ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং সংকল্পপ্রকাশস্তোত্রে ১ শ্লোকঃ ॥

অনারাধ্য রাধাপাদাম্ভোজ রেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাং।
অসংভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর। স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাঁহা সদা নিরন্তর ॥ আগম নিগেম সেই রাধার গুণগণ। নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন ॥ হেন রাধা-পাদপদ্মে করি অনাদর। গোবিন্দভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর ॥ হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি। সে বড় কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি ॥ তাহার নিকটে বাস কভু যেন নয়। সেইসে পতিত স্থান বানিহ নিশ্চয় ॥ সেই স্থানে নহে যেন আমার বসতি। ক্ষণমাত্র নহে যেন সেই স্থানে গতি ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৬ শ্লোকঃ ॥

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈ র্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥ ইতি ॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে এই রাধানাম কীর্ত্তি। সাধু জন চিত্তে

তাহা সদা আছে স্ফূর্ত্তি॥ রাধাজনে সিক্তচিত্ত অবশ্য করিয়া। রাধা সহ কৃষ্ণ-ভজে দৃঢ় চিত্ত হইয়া॥ তাহাকে প্রণাম করি প্রেমের সহিতে। নিরন্তর এই বাঞ্ছা মোর অবিরতে॥ তাঁর পাদপদ্ম দুটী প্রক্ষালন করি। ভক্ষণ করিয়ে পুন ধরি শিরোপরি॥ প্রতিদিন এই নিত্য নিয়ম আমার। করুণা করেন যেন রাধাপরিবার॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৭ শ্লোকে॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া
হনয়াসাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষালৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং॥ ইতি॥

এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীদাসগোসাঞি। নিয়ম করি কুণ্ড-তীরে বসিলা তথাই॥ সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ। দিবানিশি কৃষ্ণকথা সদা অবিরত॥ হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপালচম্পূ নাম। সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥ আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উল্লাস। অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ॥ বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া॥ ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া॥ শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া। বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥ গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া। আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া॥ পরকীয়া লীলা এই স্থান বৃন্দাবন। ইহা ছাড়ি অন্যধামে নহে আগমন॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ২ শ্লোকঃ॥

নচান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু সনাথেত্যাদিঃ॥

এই বৃন্দাবন মোর সাধন ভজন। এইস্থানে দেহত্যাগ আমার নিয়ম॥ ব্রজোদ্ভব ক্ষীর যেরা আমার ভক্ষণ। ব্রজ-বৃক্ষপত্র এই আমার বসন॥ ইহাতেই নির্ব্বাহ মোর দম্ভ দূর করি। শ্রীকুণ্ডে রহিয়ে কিবা গোবর্দ্ধন গিরি॥ রাধাপ্রেম-সরোবরের নিকটে নিশ্চয়। এইস্থানে মরি যেন হেন বাঞ্ছা হয়॥ শ্রীজীব রহেন যেন আমার অগ্রেতে। শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি গোসাথে॥ দেহত্যাগ করিব আমি ইহা সবার আগে। হেন দশা কবে মোর হইব মহাভাগে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়ম দশকে ৯ শ্লোকে॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং স নিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ॥ ইতি॥

চম্পূ গ্রন্থ মর্ম্ম জানি গোসাঞি কবিরাজ। নিত্যলীলা স্থাপন লিখিলা গ্রন্থ মাঝ॥ শ্রীগোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহা-শূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাতে ব্রজরসপূর॥ রসপূর শব্দে কহি নিত্য পরকীয়া॥ হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া॥ এই রস লীলা নিত্য নিত্য করি জানে। সেই জন পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ যেই লীলা সেই নিত্য ইথে নাহি আন। প্রকটাপ্রকটে মাত্র লীলার বিধান॥ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণলীলা করে অবিরতে। লীলা প্রকাশিলা তাতে নিত্য লীলা ইথে॥

তথাহি॥

প্রকটাপ্রকটে নিত্যং তথৈব বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং॥

গোচারণ বয়স্যাদি সঙ্গে লীলাগণ। নিত্যলীলায় মাত্র-নাহি অসুর মারণ॥ নিত্যলীলায় লীলায় এই ভেদ মাত্র। কহিলাম তোমারে ইহা পরম পবিত্র॥ নিত্যলীলাদি রস সব কহিল কারণ। যাহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥ ইহাতে দৃষ্টান্ত আছে শুনহ রাজন্। তাহার প্রমাণ কহি শাস্ত্রের বচন॥ ধামান্তর হৈতে যবে কৃষ্ণ বৃন্দাবন আইলা। নিত্যপরিকর সঙ্গে সদা বিহরিলা॥ দ্রোণ ধরা আদি করি বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া। বিহার করেন সদা আনন্দিত হৈয়া॥ দ্রোণ ধরা আদি করি নন্দাদির অংশে। প্রকট হইলা আসি ব্রজ অবতংসে॥ প্রেষ্ঠ হইতে প্রেষ্ঠ এই বন্ধুগণ লইয়া। নিত্যলীলা বিরাজমান ব্রজেতে রহিলা। এই নিত্য লীলা তোমায় কহিলাম সার। অনন্ত কহিতে নারে তাহার বিস্তার॥ মুঞি ছার হীন নহে লীলার গোচর। কি কহিব সেই লীলা সর্ব্ব পরাৎপর॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে প্রকটাপ্রকটলীলায়াং ৬১।৬২ অঙ্কে॥

ব্রজেশ্বরাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাংপ্রতং॥ ১॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈ র্জনৈ র্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥ ২॥

এই সব সাধনাঙ্গ কহিলাম সার। সম্যক্ কহিতে তার কে পাইব পার॥ নিত্যলীলা আদি করি নানা পরকার॥ কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব আর॥ আশ্রয়ালম্বন উদ্দীপন আদি করি। রতিভেদ তাহাতে সামর্থ্য সর্ব্বোপরি॥ রামানন্দরায় সঙ্গে যতেক সিদ্ধান্ত। রাজায় শুনাইলা তার

বিস্তার একান্ত ॥ শ্রীসনাতনে যত সিদ্ধান্ত কহিল। ক্রমে ক্রমে সব তাহা রাজারে বলিল॥ তবে রাজা রামচন্দ্রে প্রণাম করিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু বিনতি করিয়া॥ শিক্ষা পাই মহারাজার মনের আনন্দ। কহিতে লাগিলা কিছু করি মন্দ মন্দ॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস॥ শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল-হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীবীরহাম্বীর মহারাজার প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শিক্ষানাম চতুর্থ নির্যাস॥ *॥ ৪ ॥ * ॥

পঞ্চম নির্য্যাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ তবে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পদধরি। কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী॥ পূর্ব্বে যে প্রভু তোমায় কহিলা বচনে। তাহা শুনিয়াছি আমি আপন শ্রবণে॥ কি হেতু তোমাদের প্রতি গোস্বামিলিখন। কৃতার্থ করহ তাহা করাইয়া শ্রবণ॥ তবে রামচন্দ্র কহে শুনহ কারণ। যে হেতু মোদের প্রতি শ্রীজীব লিখন॥ পূর্ব্বে শ্রীজীব-গোস্বামী মোর প্রভুস্থানে। পাঠাইলা গোপালচম্পূ করিয়া যতনে॥ গ্রন্থ দেখি প্রভু মোর আনন্দ হৃদয়। কিবা গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি অতি রসময়॥ শুদ্ধ পরকীয়া লীলা গ্রন্থেতে লিখিল। তাহা দেখি প্রভু মোর সুখ বড় পাইল॥ শ্রীরূপের গম্ভীর হৃদয় না জানিয়া। বহিঃ শ্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥ ভিতরের অর্থে কেহো নারে প্রবেশিতে। শুদ্ধ পরকীয়া লীলা লিখিলা নিতান্তে॥ রসগ্রন্থ প্রকাশিলা অমৃতের সার। কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ইহা কহে বার-বার॥ কেহো যেন কোথায় মহারত্ন পাইয়া। সম্পুটে রাখয়ে তাহা গোপন করিয়া॥ ভিতরের বস্তু কেহো দেখিতে না পায়। সম্পুটে দেখয়ে বস্তু সনে কিবা দায়॥ বস্তু যেবা রাখিয়াছে সেই জন জানে। অন্য লোকে হয় মাত্র সম্পুট গিয়ানে॥ এইমত সিদ্ধান্ত গোসাঞির বড়ই গম্ভীর। প্রবেশ করয়ে তাতে যিঁহো ভক্তধীর॥ নির্য্যাস রসতত্ত্ব ইহা কেহো না বুঝয়। অতএব প্রভু মোর সবার প্রতি কয়॥ না দেখিল

এই গ্রন্থ কহিল নিশ্চয় ॥ সেই হৈতে সেই গ্রন্থ নিত্য পূজা করে। ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ দৈব-যোগে সেই গ্রন্থ শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী। সেই গ্রন্থ দেখি তার ফিরি গেল মতি ॥ ভিতরের অর্থ তাহা কিছু না বুঝিয়া। বাহ্য অর্থ বুঝিল তাহা স্বকীয়া বলিয়া ॥ পূর্ব্বে আছিলা ইহোঁ বড় বিজ্ঞবর। দৈবক্রমে তাহার হইল মতান্তর ॥ পূর্ব্বে যবে প্রভু মোর যাজিগ্রামপুরে। মোর ভ্রাতায় কহিলা কৃষ্ণলীলা বর্ণি বারে ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলারস করিল বর্ণন। রসপদ্য গুণ শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥ শুদ্ধ পরকীয়া লীলা বর্ণন করিলা। যাহা আস্বাদিয়া লোক উন্মত্ত হইলা ॥ খেতরি মধ্যে ঠাকুর মহাশয় সঙ্গে। পদ আস্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥ আমি সহোদর তার সঙ্গেতে রহিয়া। কৃষ্ণকথা-রস কহি আনন্দিত হইয়া ॥ হেন কালে তথা আইলা শ্রীব্যাসচক্রবর্ত্তী। চারি জনে এক সঙ্গে রহি দিবা রাতি ॥ তার মধ্যে তিঁহো কিছু বাদার্থ করিলা। তাহা শুনি চিত্তে মোর দুঃখ বড় পাইলা ॥ কহ দেখি তোমরা নিত্যস্মরণ-প্রক্রিয়া। কিরূপে করহ তাহা কহ বিবরিয়া ॥ তবে ত আমরা স্মরণ-ব্যবস্থা কহিল। তাহা শুনি চিত্তে কিছু কুণ্ঠ উপজিল ॥ তবে ত কহিল এই পর-কীয়া ভজন। স্বকীয়াতে প্রাপ্তি হয় শুনহ বচন ॥ শ্রীজীবের বাক্য এই অতি অনুপম। তাহাতেই এই বাক্য আছে পর-মাণ ॥ মোর প্রভুর হৃদয় না বুঝহ তুমি। নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম আমি ॥ ইহা শুনি তিন জনে বিচার করিল। প্রভু বুঝি মনোবৃত্তি ইহারে কহিল ॥ বড়ই সন্দেহ মনে বাড়ি গেল অতি। কি করিব বলি ইহা ভাবে দিন রাতি ॥ সাধন এক

প্রাপ্তি এক ইহা কেমনে হইব। সদাই অন্তরে ভাবি কাহারে পুছির॥ মোর ভ্রাতা পদ্দ কৈল পরকীয়া মতে। মনে ছিল সেই পদ্দ গৌড়ে প্রকাশিতে॥ এত চিন্তি তিন জনে বিচার করিল। ভাবিতে ভাবিতে ইহা নিশ্চয় জানিল॥ শ্রীজীব গোসাঞির স্থানে পত্রী করিয়া লিখন। পাঠাইব পত্র দঢ়াইলাম তিন জন॥ গোস্বামি-পার্ষদবর্গে এক লিখন। মনে বিচারি ইহা লঞা যাবে কোন জন॥ রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত। বৃন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত॥ আমরা কহিল তারে যত বিবরণ। তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলু তিন জন॥ শ্রীজীব গোস্বামিআর যত পার্ষদ্‌বর্গে। কহিবে সকল কথা যত মহাভাগে॥ পত্রী তবে লইয়া রায় গেলা বৃন্দাবন। শ্রীগোস্বামিপদে যাই দিলেন লিখন॥ তার পর পার্ষদ্‌বর্গে পত্র দিলেন লৈয়া। কহিলেন সব কথা বিস্তার করিয়া॥ কত দিন ব্যতীত গোসাঞি দিল প্রত্যুত্তর। পার্ষদ্‌গণ পত্র লইয়া আইল সত্বর॥ লিখিলেন গোসাঞি এক আমার প্রভুরে। ব্যাসপ্রতি কিছু কহে বিতৃষ্ণ অন্তরে॥ আবেশ করিয়া এই গোস্বামিলিখনে। ব্যাস শর্ম্মা সংপ্রতি আছেন কোন স্থানে॥ অবশ্যই এই বার্ত্তা লিখিবে আমারে। বুঝিতে নারিয়ে আমি তাহার অন্তরে॥ তবে আমাদের প্রতি গোস্বামিলিখন। পরম আশ্চর্য্য পত্রী কর্ণরসায়ণ॥ মোরে পত্র লিখিবারে কিবা প্রয়োজন। শ্রীমৎ আচার্য্য যাহে কৃপার ভাজন॥ বিশেষে উপদেশিলা আচার্য্য মহাশয়। তাঁর যেই মত সেই মোর মত হয়॥ সাধনে যেই ভাব্য সেই প্রাপ্তি বস্তু হয়। পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয়॥ এই তত্ত্ববস্তু শ্রীগোসাঞি কৃষ্ণদাস।

নিজগ্রন্থ মাঝে তাহা করিলা প্রকাশ॥ ব্রজের কোন ভাব লইয়া যেই জন ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥ এই সব সারবস্তু কহিল নিশ্চল। শুনহ গোস্বামি পত্র শ্রবণ মঙ্গল॥ মোর প্রভু প্রতি আগে গোস্বামিলিখন॥ তাঁহি মধ্যে তোমার নাম করহ শ্রবণ॥ রায় বসন্ত যবে বৃন্দাবন গেলা। মোর প্রভুর বার্ত্তা গোসাঞি জিজ্ঞাসিলা॥ জানাইলা সব বার্ত্তা শ্রীরায়বসন্ত। জানিলেন গোসাঞি যতেক বৃত্তান্ত॥ আগে পত্রী পঠাইলা আমার প্রভুকে। পত্রি পাই মোর প্রভু ধরিলা মস্তকে॥ পত্রে বেদ্য হইলা প্রভু যত সমাচার। পত্রী পড়ি প্রভুর নেত্রে বহে জলধার॥ তার পরে রায় যবে আইলা গৌড়দেশে। পত্রী পাইয়া আমাদের বাড়িল সন্তোষে॥ তাহারে পুছিনু আমি সকল কারণ। শর্ম্মা উক্তি কেন হবে গোস্বামিলিখন॥ রায় কহে যবে গোসাঞি শুনিলা কারণ। শর্ম্মা বিনা হেন উক্তি করিব কোন জন॥ ভক্তমুখে হেন বাক্য কভু নাহি হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত এই ত নিশ্চয়॥ ভাদ্রমাসে প্রভু প্রতি গোস্বামিলিখন। বৈশাখে মোদের প্রতি পত্রী করহ শ্রবণ॥

তত্র পত্রী॥

স্বস্তি মদীয় সমস্তসুখপ্রদপদদ্বন্দ্ব-

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু—

জীবনামা সোঽয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতাং কুশলং সদা সমীহে তত্তু বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দশীয়াঃ। অত্রাহং সংপ্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তে কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিচরণাঃ দেহং সমর্পিতবন্তঃ

আত্মানস্তু শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ। স্ব-পরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেতি। পরঞ্চ শ্রীব্যাস শর্ম্মা সংপ্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে। শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং। অপরঞ্চ রসামৃতসিন্ধু মাধবমহোসবোত্তরচম্পূ হরিনামা-মৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সংপ্রতি ন প্রস্থাপিতানি পশ্চাত্তু দৈবানুকুল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাত্রকীয় সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়োজ্ঞেয়াঃ তত্রকী-য়েষুতু মম নমস্কারাদয়োবাচ্যা ইতি ভাদ্রে সুদি॥

শ্রীরাজ মহাশয়েষু শুভাশিষঃ॥

স্বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্রশস্ত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরো-ত্তমদাস শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য মদ্বিধসুখাস্পদ সম্পদ্রূপেষু শ্রীবৃন্দ-বনাজ্জীব নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি। সমীহে বিশেষতস্তু ভবতাং কুশলং স্নেহসূচক পত্রস্য সমুপলম্ভাত্তদেব মুহুর্ব্বা-ঞ্চামি তত্র যষ্ময়া স্নেহং বিধায় শ্রীমতি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন ত্বরিতমঙ্গল সঙ্গতোহস্মি কিং বহুনা নিরুপাধি স্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহু নিত্যস্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তথা শ্রীরসামৃত-সিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি সেবাসাধকরূপেণেত্যাদিনা। তত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্ট সেবানুরূপা-চিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুগানুসারে-ণৈবেতি কালদেশ লীলা ভেদা বহুধেতি কিয়তী লেখ্যা সাধকরূপেণ সেবাতু বৈধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য্য মহাশয়া স্তত্র বিশেষং উপদেক্ষ্যন্তি এতেহস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি কিমধিকেন। বৈশাখস্য চতুর্দ্দশে হহনি॥

শ্রীগোবিন্দ--পদারবিন্দ--নির্গলন্মকরন্দপানতুন্দিলমত্তমনো ভৃঙ্গসদ্বৈষ্ণবানুশাসনপরিশীলনপবিত্রচরিত্রসজাতীয়সাধুগোষ্ঠী চরণামৃতাস্বাদনাপ্যায়িতাশেষান্তঃকরণপরমারাধ্যতমেষু,—

কস্যচিৎ সংসারার্ণবনিমজ্জিনঃ প্রণতিপুরঃসরালিঙ্গন পূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিঃ।

এবং ভবদ্ভবতাং দর্শনাভাববতো দূরস্থস্য মমানন্দকারিভাগ্যোদয়ো যথা ভবতি তথা বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ। যতঃ পরমহংসসঙ্গবাসবিচারপারাবার ভবানেব কর্ণধারঃ। পরন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলয়া বিরচিতানি শ্রীমদ্ভি গীতানি লব্ধানি অপরং যদযাচিতং তদনুসন্ধেয়ং। শ্রীমতো গোস্বামিনঃ পত্রেণ সাধনপ্রক্রিয়া বিজ্ঞাতব্যা শ্রীমদ্ভিরিতি।

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং॥

ইতি সঙ্ক্ষেপলিখনং॥

পত্রী শুনি মহারাজের আনন্দ অপার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক কম্প নেত্রে জলধার॥ ভাবে গদ গদ রাজা পড়িলা ভূমিতে। চিৎকার করিয়া তরে উঠে আচম্বিতে॥ রামচন্দ্র পদ ধরি করয়ে ক্রন্দন। উঠাইয়া তবে কৈল গাঢ় আলিঙ্গন॥ দুই জনে গলা ধরি অত্যুচ্চ রোদন। হায় হায় শব্দমাত্র কহে ঘনে ঘন॥ ভাগ্যবান্ তুমি রাজা স্থির কর চিত। তোমারে প্রভুর কৃপা হৈল যথোচিত॥ তবে রাজা কহেন এই শুন মহাশয়। মোর পরিত্রাণ হেতু তুমি দয়াময়॥ তোমা হৈতে

পাইলাম রসের সিদ্ধান্ত। নিজ প্রভুর মত এবে জানিল নিতান্ত॥ তুমি মহাভাগবত তোমার কৃপা হৈতে। ব্রজের নির্ম্মল ভাব জানিল নিশ্চিতে॥ রামচন্দ্র কহে শুন বচন আমার। তোমারে কহিলাম এই সিদ্ধান্তের সার॥ মনমাঝে ইহা তুমি করিবে গোপন। অন্যত্র প্রকাশ যেন না হয় কথন॥ তুমি মহারাজ হও বিজ্ঞশিরোমণি। নিজ হিয়া মাঝে তুমি বুঝহ আপনি॥ আর এক কথা কহি শুনহ রাজন্। জ্ঞান কর্ম্ম ছাড়ি কর ভাব আস্বাদন॥ জ্ঞান কর্ম্মাদি হৈতে ইহা কভু প্রাপ্তি নহে। নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোহে॥ তবে রাজা পুন রামচন্দ্র প্রতি কয়। কৃপা করি কহ তাহা ঘুচুক সংশয়॥ ইবে কহ মোরে ভট্টগোস্বামির মিলন। কিরূপে মহাপ্রভু সঙ্গে হৈল দরশন॥ রামচন্দ্র কহে কহি শুনহ রাজন্। কহিয়ে তোমারে আমি তাতে দেহ মন॥ শ্রীরূপ দক্ষিণতীর্থ কৈল পর্য্যটন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে সকল লিখন॥ মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে। দক্ষিণের তীর্থযাত্রা করিহ আস্বাদে॥ ব্যক্ত করি তার মাঝে নাম না লিখিল। গোপনে রাখিল তাতে প্রকাশ না কৈল॥ তাতে এক লিখিলেন বচনের সার। শ্রবণ করহ তুমি এই বার্ত্তার সার॥ চৈতন্যচরিতামৃতে এই ব্যক্ত হয়। গোস্বামির মিলন তাতে লিখিল নিশ্চয়॥ "শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম। প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥ নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন। সে জল স্ববংশ সহ করিলা ভক্ষণ॥" সংক্ষেপে এই বাক্য করিলা স্ফুটন। তাঁহার বৃত্তান্ত কহি তাতে দেহ মন॥ মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ করিতে করিতে।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রভু গেলা আচম্বিতে॥ সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ। শ্রীত্রিমল্লট ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ-সমাজ॥ মধ্যাহ্ন-স্নান করি প্রভু তার ঘরে আইলা। গোষ্ঠীর সহিত দেখি প্রেমাবিষ্ট হইলা॥ বহু প্রণমিয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন। চরণোদক লৈয়া সগোষ্ঠী করিলা ভক্ষণ॥ যোগ্যাসনে বসাইয়া বহু নিবেদন। করহ করুণা প্রভু লইনু স্মরণ॥ সেই খানে প্রীতি পাই প্রভু যে রহিলা। মহানন্দে তাঁর ঘরে ভিক্ষা যে করিলা॥ মহাপ্রভুর অবশেষ লইয়া যতনে। সগোষ্ঠীতে সেই প্রসাদ করিলা ভক্ষণে॥ প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে ভাসিলা। ভোজনান্তে প্রভুকে তবে মুখবাস দিলা॥ বিনতি করিয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া। প্রার্থনা করয়ে আগে কৃতাঞ্জলি হইয়া॥ সংপ্রতি আইল প্রভু বর্ষা চতুর্মাস। তীর্থ নাহি ফেরে প্রভু করিয়া সন্ন্যাস॥ কৃপা করি রহ যদি এই চতুর্মাস। তবে সে আমাদের হয় অন্তরে উল্লাস॥ প্রসন্ন হইয়া প্রভু অনুমতি দিল। শুনিয়া ত তা সবার সুখ বড় হৈল॥ মহাপ্রভু তার ঘরে কৈল অবস্থানে। পরম আনন্দে ভট্ট করেন সেবনে॥ কাবেরীতে স্নান রঙ্গনাথ দরশন। ভক্তগণ সঙ্গে সদা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ সেই খানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা। এইমতে চাতুর্মাস্য ব্যতীত হইলা॥ বেঙ্কটের বালক শ্রীগোপাল ভট্ট নাম। নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গৌরধাম॥ তার পিতা সুচরিত্র তাহারে জানিয়া। পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া॥ চারি মাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে। কহিল না হয় অতি তাহার বিস্তারে॥ গৌরকান্তি সুপাণ্ডিত্য বচন মধুর। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর বহে লাবণ্যের পুর॥ কিবা সে আশ্চর্য্য তার অঙ্গের

মধুরিমা। মধুর মূরতি অতি কি দিব উপমা ॥ আজানু লম্বিত ভুজ নাভি যে গম্ভীর। মহানুভব যাহার চরিত্র সুধীর ॥ পদ্ম জিনি নেত্র যার উন্নত বক্ষঃস্থল। রক্তবর্ণ তুল্য যার করপদতল ॥ মহাপ্রভুর মনোরথ মনে ত জানিয়া। না বলিতে করে কার্য্য আনন্দিত হইয়া ॥ সেবার বৈদগ্ধ্য দেখি প্রভু তুষ্ট মনে। মোর মনের কার্য্য ইহোঁ জানিল কেমনে ॥ এত বলি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈলা মনে। সগোষ্ঠীকে কৈলা কৃপা দাস দাসীগণে ॥ একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন। ভট্টগোসাঞি করেন চরণ সেবন ॥ চরণ সেবনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা। নির্জ্জনে তাহারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ শুনহ গোপাল তুমি সঙ্গিনী রাধার। ভট্ট কহে তুমি হও ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ রাধিকার ভাব লইয়া হৈলা অবতীর্ণ। শ্যামবর্ণ ছাড়ি এবে হৈলা গৌরবর্ণ ॥ এত কহি দুঁহাকার ভাব বিশেষে। স্বাভাবিক দুঁহ ভাব করিয়া প্রকাশে ॥ বাহ্য পাই দুঁহে যবে হইলেন স্থির। তবে তারে কহে প্রভু বচন মধুর ॥ কত দিন পিতা মাতার করিয়া সেবন। পশ্চাতে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন ॥ বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে। সেখানে পাইবে বহু সুখের তরঙ্গে ॥ এত বলি মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া। কৌপীন বহির্ব্বাস দিল প্রসন্ন হইয়া ॥ কৌপীন বহির্ব্বাস মস্তকে লইয়া। বহু পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া ॥ তবে মহাপ্রভু তার মস্তকে পদ দিয়া। উঠাইলা প্রভু তারে আলিঙ্গন দিয়া ॥ প্রভু কহে শুন কিছু তোমারে কহিয়ে। এই মোর আজ্ঞা তুমি পালহ নিশ্চয়ে ॥ গৌড় হইতে আসিবে এক ব্রাহ্মণ কুমার। নিশ্চয় জানিহ

তিঁহো শক্তি যে আমার॥ শ্রীনিবাস নাম তার মোর অদর্শনে। অল্প বয়সে তিঁহো আসিবে বৃন্দাবনে॥ এই কৌপীন বহির্ব্বাস তারে তুমি দিবে। লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে॥ সনাতন রূপে কহিবে এ সব কারণ। ব্রজের বিলাসগ্রন্থ যেন করে সমর্পণ॥ মোর নিজ শক্তি তিঁহো ইথে অন্য নয়। এ সব রহস্য কথা কহিবা নিশ্চয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া শিরে বন্দিলা চরণ। ভূমে লোটাইয়া কৈল চরণ বন্দন॥ প্রভু কহে আর এক কহিয়ে তোমারে। দক্ষিণতীর্থ করি মুঞি আসিব সত্বরে॥ তবে তুমি বৃন্দাবনে করিবে গমন। আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ॥ সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা। প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিবাসে কৃপা যে করিবা॥ তাহারে কহিবা এই বচনের সার। তোমার কৃপাতে মোর কৃপা কি কহিব আর॥ প্রভুদত্ত বস্ত্র দ্রব্য লইয়া যতনে। লুকাইয়া রাখিল অতি করিয়া গোপনে॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা॥ শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গেই রহিলা॥ এসব প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতে। কবিরাজ গোসাঞি করিয়াছেন বেকতে॥ মহাপ্রভুর শাখা যবে করিলা বর্ণন। তাহাতেই এই বাক্য করহ শ্রবণ॥ শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা মহোত্তম। রূপসনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন॥ ভট্টগোসাঞির স্তব গোস্বামী কৃষ্ণদাস। তাহাতেই এই সব করিলা প্রকাশ॥ নিরন্তর হরিভক্তি কথনে যার শক্তি। সদা সৎ-অনুভব যিঁহো বিষয়ে বিরক্তি॥ মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যার পাট। কে বুঝিতে পারে সেই চৈতন্যের নাট॥ হেন সে সৌভাগ্য যার কহনে না যায়। যার গৃহে

রহে প্রভু আনন্দে সদায়॥ সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে॥ অবিরত গলয়ে অশ্রু যাহার নয়নে। শ্রীঅঙ্গেতে শ্বেত ধারা বহে অনুক্ষণে॥ প্রচুর পুলক কম্প সদা অনিবার। কণ্ঠ ঘর্ঘর করে তাতে নামের সঞ্চার॥ হরেকৃষ্ণ নাম মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে। হ হ হ হ হ হ শব্দ করে অবিরতে॥ ইহা বলিতেই যিঁহো হয় অচেতন। সেই গোপাল কর মোরে কৃপা নিরীক্ষণ॥ বৃন্দাবনে খ্যাতি যিঁহো শ্রীগুণমঞ্জরী। সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী॥ কলি-নরে কৃপা করি হৈলা অবতীর্ণ। মধুর রস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ॥ হেন সে মধুর রসে যাহার আস্বাদ। বিতরণ হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥ প্রেমভক্তি রসে যিঁহো রহে অনিবার। আস্বাদন কৈলা যিঁহো অনেক প্রকার॥ আশ্রয় রতি রস ভেদে যিঁহো হয় সমর্থ। তাহাতেই পুণ্য যিঁহো কহিল যথার্থ॥ এ আদি করিয়া ভট্ট গোস্বামিগুণগাণ। কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বর্ণন॥

তথাহি॥

নিরবধি-হরিভক্তিখ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত-সদনুভূতি নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবরগতিসৌভাগ্যেন বিখ্যাতপট্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ॥ ১॥
ব্রজভুবি গুণমঞ্জর্য্যাখ্যায়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন-করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুর-রসবিশেষাহ্লাদ-বিস্তারণায়

স্ফুরতু স হৃদি মে-গোস্বামিগোপালভট্টঃ ॥ ২ ॥
অবিরলগলদশ্রুস্বেদধারাভিরাসঃ
প্রচুরপুলককম্পাস্তম্ভউচ্চর্য্য-নাম।
হরি-হ হ হ হরিত্যদ্যক্ষরাদেযাহস্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥ ৩ ॥
ব্রজগতনিজভাবাস্বাদমাস্বাদ্য মাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ
কলিত-কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহুদৃষ্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামিগোপালভট্টঃ ॥ ৪ ॥
বিদিতপদপদার্থঃ প্রেমভক্তেরসার্থঃ
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং
পঠতি ভবতি সোঽয়ং মঞ্জরীযূথলীনঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তব অখিলের তম দূর করে। স্তোত্রগণ মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে ॥ যেই জন পড়ে ইহা করি এক চিত্তে। মঞ্জরীর যূথপ্রাপ্তি হয় আচম্বিতে ॥ যেই জন পড়ে ইহা ভাল এতাদৃশ। রাধাকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি হইব অবশ্য ॥ সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তিবিলাস। তাহাতেই এই বাক্য আছয়ে প্রকাশ ॥ হরিভক্তি বিলাস সে গোসাঞি করিল। সর্ব্বমতে ভোগ ভট্ট গোস্বামিরে দিল ॥ ইহাতে জানাইলা তিঁহো অভেদ শরীর। ইহা যেই জানে সেই ভক্ত মহাধীর ॥ গোস্বামী করিলা গ্রন্থ বৈষ্ণবতোষণী। তাহাতে এই বাক্য আছে অমৃতের ধ্বনি ॥ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে পুষ্ট বিশেষ প্রকার। শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ দাস আর ॥ সেই দুই জন যদি হয়েন

সহায়। তবে আর সুসিদ্ধ কি নহিব আমায়॥ তাহার প্রমাণ শুন কহিয়ে তোমাতে। সাবধান হইয়া শুন করি এক চিত্তে॥

তথাহি॥

রাধাপ্রিয়-প্রেম-বিশেষপুষ্টৌ
গোপালভট্টো রঘুনাথ দাসঃ।
স্যাতামুভৌ যস্য সকৃৎ সহায়ৌ
কো নাম সার্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥ ১॥

আর এক কথা তাহা করহ শ্রবণ॥ এ সব প্রসঙ্গ কথা কর্ণ-রসায়ন॥

অত্র প্রাচীনোক্তং প্রমাণং॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং॥

এ তিনেতে তিল মাত্র ভেদ বুদ্ধি যার। সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার॥ সনাতন গোসাঞি-প্রেমে পূর্ণ যার দেহ। এ সব রহস্য কথা বুঝিব বা কেহ॥ শ্রীরূপের সঙ্গে যার সখ্য-ব্যবহার। তাহাতে বিখ্যাত আছে সকল সংসার॥ শ্রীরাধারমণ এক জীবন যাহার। হেন সে গোস্বামিপদে কোটি নমস্কার॥ দৈবকীনন্দন কৈল বৈষ্ণব-বন্দন। তাহাতেই এই বাক্য করিল লিখন॥ "বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে। রূপ সনাতন সঙ্গে সতত বিরাজে॥" এই বাক্য সর্ব্বত্র আছয়ে প্রকাশ। এক করি জানে তিনে করিয়া বিশ্বাস॥ এই ত কহিল ভট্ট গোস্বামি-প্রসঙ্গ। যাহার শ্রবণে বাড়ে প্রেমের

তরঙ্গ ॥ এবে ত কহিতে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা। যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥ তোমায় কহিয়ে ভাই বচনের সার। যত্ন করি পর কণ্ঠে নবরত্নহার ॥ এত কহি নবরত্ন শ্লোক যে কহিল। তাহা শুনি রাজা সুখ বড়ই পাইল ॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস। শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল-হেমলতা। প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাসে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীল জীবগোস্বামির পত্রিকা-শ্রবণ এবং শ্রীগোপালভট্টগোস্বামির সহিত মিলন নামক পঞ্চম নির্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ষষ্ঠ নির্যাস।

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা-নিধান॥ এবে ত কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা। যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা॥ প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্লোক করহ শ্রবণ। করহ শ্রবণ তাহা কর্ণরসায়ন॥

তথাহি নব শ্লোকাঃ॥

শুদ্ধং সাত্ত্বত-তত্ত্বমত্র ভগবানুদ্ভাব্য শুক্ত্যৈকয়া
শ্রীরূপাভিধয়া প্রকাশয়িতমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যান্যয়া।
শ্রীমদ্বিপ্রকুলে হমলে প্রকটয়ন্ শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলাসম্বরণং স্বয়ং স বিদধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ॥ ১॥
গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাং।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুমোহ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্॥ ২॥
ত্বং ভাবজ্জনিতো ময়ৈব নিজয়া শক্ত্যেতি তূর্ণং ব্রজ
শ্রীবৃন্দাবনমত্র সন্তি কৃতিনঃ শ্রীরূপজীবাদয়ঃ।
আদিষ্টাঃ পুরতস্ত্বমী ত্বয়ি ময়া তদগ্রন্থরাশ্যর্পণে
নিঃসন্দেহতয়া গৃহাণ তদমুং গৌড়ে জনান্ শিক্ষয়॥ ৩॥
ইত্যাদেশমবাপ্য তদ্ভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ পুনঃ
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জপুঞ্জসুষমাদৃষ্টৌ মনঃ সংদধে।
শ্রুত্বাথাপ্রকটত্বমত্রভবতাং গোস্বামিনাং শোকতো
হা হেত্যাকুলচিত্তবৃত্তিরপতন্মার্গান্তরে মূর্চ্ছিতঃ॥ ৪॥

মার্গান্তরে—মধ্যপথে।

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনাগাদয়ঃ।
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি-যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥ ৫ ॥
ইত্যাদেশরসামৃতাপ্লুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
ভক্ত্যাদায় স মন্ত্রতত্ত্বমখিলং গোপালভট্টপ্রভোঃ।
তত্রাস্থায়িবিচারচারুচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
তেন প্রেমভরেণ গৌড়গমনে তং প্রত্যবাচোৎসুকঃ ॥৬॥
রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলপ্রাপ্তেঃ প্রসাদেন তে
সংসম্বন্ধভৃতাং ভবিষ্যতি যদি প্রায়ঃ প্রযাস্যাম্যহং।
নোচেদ্ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষোদয়া-
ত্তে গোস্বামিবরাস্তদর্থমুদগুর্গোবিন্দসান্নিধ্যকং ॥ ৭ ॥
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দযুগলধ্যানৈকতানাজ্ঞনা-
স্যাদেশঃ সফলো ভবিষ্যতি তথা শ্রীশ্রীনিবাসাশ্রয়াৎ।
এতদ্দেয়তয়া ময়া রসবনীমাস্বাদিতঃ সাম্প্রতং *
তস্মাদ্গৌড়মলং প্রয়াতু, ভবতাং কিং চিন্তয়াত্রানয়া ॥৮॥
শ্রীগোবিন্দমুখেন্দুনির্গতমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
তং গোস্বামিগণং প্রসন্নমনসং নত্বা পরিক্রম্য চ।
ভক্ত্যা গ্রন্থচয়ং প্রগৃহ্য কুতুকান্নির্গত্য গৌড়ক্ষিতৌ
কারুণ্যৈকনিধিঃ সদা বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥
শুদ্ধ ব্রজলীলা গৌড়ে করিতে প্রকাশ। শ্রীরূপেরে শক্তি

এতেষাং গ্রন্থানাং দেয়তয়া দাতব্যতয়া অয়ং শ্রীনিবাসঃ অবনীঃ ভুবং আস্বাদিতঃ প্রাপিতঃ। তস্মাৎ অয়ং গৌড়ং সম্যক্ প্রয়াতু গচ্ছতু। ভবদ্ভিশ্চিন্তা অত্র ন কর্ত্তব্যা।

দিল মনের অভিলাষ ॥ এক শক্তি প্রকাশে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া। গ্রন্থ প্রকাশিলা অতি আনন্দ পাইয়া ॥ নিজমনো-বৃত্তি গৌড়ে করিতে প্রকাশ। বিতরণ হেতু গৌরের মনে অভিলাষ ॥ বড়ই আশ্চর্য্য গৌর প্রকাশিলা শক্তি। কে বুঝিতে পারে সে চৈতন্যের মনোবৃত্তি ॥ নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রকট বিহার। মনে ইচ্ছা হইল শ্রীচরণ দেখিবার ॥ সকল তেজিয়া প্রভু করিলা গমন। শ্রীল-পদাশ্রয় হেতু নিবেশিলা মন ॥ মনে অভিলাষ করি যাইতে যাইতে। প্রভুর অদর্শন বার্ত্তা পাইলেন পথে ॥ শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা ভূমিতে। দুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে ॥ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রভু ক্ষণে অচেতন। ক্ষণে হাহাকার করি করয়ে রোদন ॥ তবে মহাপ্রভু ভক্তের দুঃখ ত দেখিয়া। কহিতে লাগিলা প্রভু সম্মুখে আসিয়া ॥ আশ্বাস করিলা প্রভু মাথে পদ দিয়া। কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া ॥ তুমি মোর নিজ শক্তি করহ শ্রবণ। দুঃখ তেয়াগিয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন ॥ শ্রীরূপ সনাতন যাঁহা করেন বসতি। রাধাকৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ বিস্তারিলা তথি ॥ সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে ত প্রকাশে। বিতরণ কর তাহা মনের উল্লাসে ॥ তবে বাক্যামৃতরস আদেশ পাইয়া। চলিলেন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ॥ শ্রীল-বৃন্দাবনে তবে করিলা গমনে। কুঞ্জপুঞ্জ-শোভা তাঁহা দেখিব নয়নে ॥ শ্রীমথুরামণ্ডলে যাইয়া উত্তরিলা। দুই ভাইর অপ্রকট তাহাত্রি শুনিলা ॥ শুনিবাই মাত্র প্রভু আছাড় খাইয়া। হাহাকার করে কত বিলাপ করিয়া ॥ যদি দুই ভাইর নহিল দরশন। তবে আর জীবনের কিবা

প্রয়োজন ॥ মনে নির্দ্ধারিলা ইহা নিশ্চয় করিয়া। পড়িয়াছেন বৃক্ষমূলে অচৈতন্য হঞা ॥ তবে সেই দুই ভাই ভক্তের দুঃখ দেখি। দরশন দিতে আইলা হইয়া বড় সুখী ॥ কহিছেন প্রভু মাথে চরণ ধরিয়া। দেখহ আমারে তুমি নয়ন ভরিয়া ॥ শ্রীরূপ সনাতন শোভা দেখিয়া নয়নে। যে আনন্দ হইল তাহা না যায় কহনে ॥ কহিছেন দুই ভাই পাইয়া আনন্দ। তোমা হৈতেই উদ্ধার হব দীন হীন মন্দ ॥ শোক ত্যাগ করি শীঘ্র করহ গমন। শ্রীভট্টগোসাঞিের আশ্রয় করহ চরণ ॥ তাঁর স্থানে মন্ত্র দীক্ষা করিবে যে তুমি। সেই দ্বারে মোর কৃপা কি কহিব আমি ॥ গ্রন্থরাশি লইয়া তুমি গৌড়েতে যাইবা। কলিহত জীব তুমি উদ্ধার করিবা ॥ এই রসামৃত বাক্য পাইয়া আদেশে। বৃন্দাবনে গমন করিলা প্রত্যাদেশে ॥ যাইয়া দেখিলা শ্রীল-গোস্বামি-চরণ। ভূমিতে পড়িয়া বহু করিল স্তবন ॥ মোরে কৃপা কর প্রভু সদয় হইয়া। কৃতার্থ করহ প্রভু করুণা করিয়া ॥ দুই ভাইর আজ্ঞা প্রভু সব নিবেদিলা। যে লাগি গমন গোসাঞি সকল জানিলা ॥ শুনিয়া ত গোস্বামির আনন্দ অপার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ শুন শ্রীনিবাস তুমি আমার জীবন। তোমা দেখিবাক প্রাণ করিয়ে ধারণ ॥ তুমিই সে হও মোর জীবনের জীবন। তোমা লাগি মহাপ্রভু দিলা এই ধন ॥ এই দেখ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখন। তোমা লাগি রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥ দেখহ নয়ন ভরি প্রভু হস্তাক্ষর। তোমার সৌভাগ্য বাপু বাক্য-অগোচর ॥ আর দেখ মহাপ্রভুর বসিবার আসন। ডোর পাঠাইলা মোরে করিয়া

যতন ॥ মহাপ্রভু-দত্ত যেই আসনে বসিয়া। মন্ত্র দীক্ষা দিব তোরে মহানন্দ পাঞা ॥ আসনে বসিয়া তবে কৈল মন্ত্র দীক্ষা। গ্রন্থাবলী দিয়া তরে করাইল শিক্ষা ॥ গ্রন্থেতে নিপুণ যবে প্রভু মোর হইলা। দেখিয়া ত সব গোসাঞির সন্তোষ জন্মিলা ॥ আজ্ঞা করিলেন তুমি গৌড়দেশে যাহ। শ্রীরূপের আজ্ঞা ইথে নাহিক সন্দেহ। শ্রীজীব কহেন শুন আচার্য্য মহাশয়। মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই জানিহ নিশ্চয় ॥ পূর্ব্বে মহা প্রভু এই তোমার নিমিত্তে। পত্রী পাঠাইয়াছিলা নীলাচল হইতে ॥ পত্রী দেখি মোর প্রভু কান্দিতে লাগিলা। কান্দিতে কান্দিতে প্রভু ভাবিতে লাগিলা ॥ প্রেমরূপে জন্ম এই নাম শ্রীনিবাস। দেখিতে না পাইব বিধি করিলা নিরাশ ॥ মোর প্রতি কহিলা গোসাঞি হইয়া সদয়। শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া যত গ্রন্থচয় ॥ এই গ্রন্থ লইয়া তুমি গৌড়দেশে যাহ। মহাপ্রভুর আজ্ঞা যাতে গ্রন্থরাশি লহ ॥ তবে মোর প্রভু কিছু কহিতে লাগিলা। প্রভুর সঙ্গে রহি সদা মোর মনে ছিলা ॥ বৃন্দাবনে বাস আর প্রভুর সেবন। ইহা ছাড়ি কেমনে গৌড়ে করিব গমন ॥ গুরু-আজ্ঞা বলবতী ইথে অন্য নয়। নিজ মনোরথ-কথা তবে নিবেদয় ॥ নিশ্চয় করিয়া যদি যাব গৌড়দেশে। তবে মোরে এই আজ্ঞা করহ সন্তোষে ॥ আমার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জনে। সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ আজ্ঞা কর সবে মিলি সদয় হইয়া। নতুবা না যাব আমি শুন মন দিয়া ॥ ইহা শুনি গোসাঞি সব আনন্দ অপার। নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার ॥ গোসাঞি সব একত্র হইয়া গোবিন্দ নিকটে। নিবেদন করে

সবে করি করপুটে॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি আর শ্রীদাস রঘুনাথ। শ্রীজীব গোসাঞি আর ভট্ট রঘুনাথ॥ লোকনাথ গোসাঞি আর ভূগর্ভ-ঠাকুর। শ্রীগোবিন্দের প্রার্থনা সবে করিলা প্রচুর॥ শ্রীগোবিন্দ-পদযুগ ধ্যান চিত্তে করি। এই আজ্ঞা শ্রীনিবাসে দেহ কৃপা করি॥ ইহার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন। সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ এই নিবেদন সবে করিলা সন্তোষে। তাহা শুনি শ্রীগোবিন্দের হইল আদেশে॥ রস আস্বাদন হেতু গৌড়ে অবতার। আস্বাদন কৈলা রস বিবিধপ্রকার॥ যে লাগিয়া অবতার জানহ কারণ। ভাসাইলাম সব জগে দিয়া প্রেমধন॥ মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ। প্রেমরূপে জন্ম হৈল নাম শ্রীনিবাস॥ ইহার সম্বন্ধ চিত্তে ধরিব যেই জন। সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ শ্রীগোবিন্দ মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া। শুনিলেন সবে মেলি শ্রবণ পাতিয়া॥ শীঘ্র গৌড়দেশে সবে দেহ পাঠাইয়া। গমন করুন ইথে গ্রন্থরাশি লইয়া॥ তবে মোর প্রভু সবারে প্রদক্ষিণ করি। ভূমে পড়ি কান্দে বহু ফুকরি ফুকরি॥ সবাকার আনন্দ সিন্ধু বাড়ি গেল চিতে। যে আনন্দ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥ মোর প্রভু শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞামৃত পাইয়া। চলিলেন শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্র চাঞা॥

তথাহি পদং॥

রাগ সুহই॥

বদনচাঁদ কোন কুন্দরে কুন্দিল গো, কেনা কুন্দল দুটী আঁখি। দেখিতে পরাণ মোর, কেমন কেমন করে গো, সেই সে পরাণ তার সাখি॥ ১॥ রতন কাটিয়া কেবা, যতন করিয়া

গো, কে না গড়িয়া দিল কানে। মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণি গো, যোগী হইলাম ওহারি ধেয়ানে ॥ ২ ॥ নাসিকা উপরে শোভে,এ গজমুকুতা গো, সোনায় মণ্ডিত তার পাশে। বিজুরী সহিতে কেবা, চান্দের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাঁসে ॥ ৩ ॥ সুন্দর কপালে শোভে, কিবা সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি। হিয়ার ভিতরে মোর,ঝলমল করে গো,চান্দে যেন ভ্রমরের পাঁতি ॥৪॥ মদন-ফাঁদ ওনা, চূড়ার টালনি গো, উহা নাকি শিখিয়াছে কোথা। এবুক ভরিয়া মুঞি,উহা না দেখিনু গো,এই বড় মরমের ব্যথা ॥৫॥ কেমন মধুর রসে, সেনা বোল খানি গো, হাতের উপরে লাগি পাও। তেমন করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাও ॥ ৬ ॥ করিবর কর জিনি, বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে। যৌবন বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গো, তাহার পরশ রস মাগি ॥ ৭ ॥ অমিয়া মাখল কিবা, চন্দন তিলক গো, কপালে সাজিয়া দিল কে। নিরখিয়া চাঁদমুখ, কেমনে ধরিব বুক, পরাণে কেমনে জীয়ে সে ॥ ৮ ॥ চরণে নূপুরধ্বনি, খঞ্জ-নরব জিনি গো, গমন মন্থর গজমাতা। অমিয়া রসের ভাসে, ডুবল তাহে শ্রীনিবাস গো, প্রেমসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥ ৯ ॥

আস্বাদিয়া অন্যান্যে গলা ধরিয়া রোদন। যে আনন্দ হইল তাহা বলিব কোন জন ॥ মোর প্রভু যথাযোগ্য সম্ভাষে সবারে। দণ্ডবৎ প্রণাম করি প্রেম গর গরে ॥ কেহ করে আলিঙ্গন কেহ করে নতি। সবাকারে হইল কৃপা গৌর-বের স্থিতি ॥ তবে অধিকারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত।

গোবিন্দের শয়ন করাইলা আনন্দিত ॥ আজ্ঞা মালা গোবিন্দের আনিয়া ধরিল। আনন্দিত হইয়া সবে প্রভুর গলে দিল ॥ প্রসাদ মালা পাইয়া সবার বাঢ়িল আনন্দ। প্রসাদ ভোজন সবে করিলা স্বচ্ছন্দ ॥ তাম্বূল তুলসীমালা সবাকারে দিলা। তবে সবে নিজ নিজ বাসারে আইলা ॥ আর এক দিনে সবে একত্র যবে হইলা। মোর প্রভু প্রতি সবে আজ্ঞা যে করিলা। শুন শ্রীনিবাস গৌড়ে করহ গমন। গ্রন্থরাশি লেহ তুমি করিয়া যতন ॥ ভট্ট গোসাঞি কহে শুন বচন আমার। সবে গেলি শুন এই প্রভুর ব্যবহার ॥ এত কহি গোস্বামির মনের উল্লাস। আনিয়া ধরিলা গৌরের কৌপীন বহির্ব্বাস ॥ মোর প্রভুর মাথে তাহা বান্ধিয়া ত দিল। দক্ষিণ যাইতে প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল ॥ আমার প্রসাদি বস্ত্র কৌপীন বহির্ব্বাস। শ্রীনিবাসে দিতে আজ্ঞা অত্যন্ত উল্লাস ॥ পুন আজ্ঞা হইল তাহা শুনহ সত্বরে। তব কৃপায় মোরে কৃপা জানাইবে তারে ॥ এসব প্রসঙ্গ কথা কহিনু দুই জনে। শ্রীরূপ সহিত কথা কহিনু সনাতনে ॥ তবে দুই ভাই এই প্রসঙ্গ শুনিয়া। কত সুখ উপজিল প্রেমে পূর্ণ হঞা ॥ এত শুনি যত গোসাঞি আনন্দ পাইলা। গৌড়েতে যাবার লাগি অনুমতি দিলা ॥ তাহা শুনি প্রভু মোর ভট্ট গোস্বামিরে। শ্রীগুণমঞ্জরী রূপ বর্ণনু আচরে ॥

তথাহি পদং ॥

প্রেমকপুঞ্জরী, শুন গুণমঞ্জরী, তুঁহু সে সকল শুভদাই। তুঁহারি গুণ গণ, চিন্তই অনুক্ষণ, মঝু মন রহল বিকাই ॥ হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়। কিশোরী কিশোর পুর,

মিলন সম্পদ, তুয়া সনে মিলব মোয় ॥ হেরি কাতর জন, কর কৃপা নিরীক্ষণ, নিজ গুণে পূরবি আশে। তো বিনু নবঘন, বিন্দু বরিষণ, কেতোড়ই পাপিহা পিয়াশে ॥ তুঁহু সে কেবল গতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি, মঝু মনে ইহ পরমাণে। কহই কাতর ভাসে, পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে, করুণায় কর অবধানে ॥১॥

তুঁহ গুণমঞ্জরী, রূপে গুণে আগরী, মধুর মাধুরী গুণধামা। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব, প্রেমসেবা নিরবন্দ, বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা ॥ কি কহব তুঁয়া যশ, রঁহুসে তোহারি বশ, হৃদয় নিশ্চয় মঝু-জানে। আপন অনুগ করি, করুণা কটাক্ষ হেরি, সেবা সম্পদ্ কর দানে ॥ হোই বামন তনু, চাঁদ ধরিব যনু, মঝু মনে ইহ অভিলাষে। এজন কৃপণ অতি, তুঁহু সে কেবল গতি, নিজ-গুণে পূরবি আশে ॥ মূর্দ্ধন্য অঞ্জলি করি, দশনে হ তৃণ ধরি, নিবেদহুঁ বারহুঁ বারে। শ্রীনিবাস দাস নামে, প্রেমসেবা ব্রজ-ধামে, প্রার্থই তুয়া পরিবারে ॥ ২ ॥

প্রভু যবে এই পদ করিলা বর্ণনে। সবেই আনন্দ অতি পাইলেন মনে ॥ পদ শুনি সকলেই পরম হরিষে। শ্রীদাস গোস্বামী বড় পাইলা সন্তোষে ॥ ধন্য ধন্য বলি প্রভুরে করি-লেন কোলে। ভিজাইলা সব অঙ্গ নয়নের জলে ॥ শুন শুন শ্রীনিবাস পরম হরিষে। তোমা দেখিবার লাগি দুভাই আদেশে ॥ শ্রীকুণ্ড ছাড়িয়া আমি না যাই এক-ক্ষণ। তোমা দেখিবারে লাগি এথা আগমন ॥ যেন শুনি-লাম তেন, দেখিনু নয়নে। তোমার ভাগ্যের সীমা কহিব কোন জনে ॥ শ্রীরূপবিচ্ছেদে মোর শরীর জর জর। সনাতন বিচ্ছেদে মোর পুড়য়ে অন্তর ॥ দুভাই বিচ্ছেদে

প্রাণ ধরি বারে নারি। দেখিয়া যুড়াইল তোমার গুণের মাধুরী॥ যেবা সুখে ছিনু আমি তুঁহার দর্শনে। সেই সুখ লভ্য হবে তোমার মিলনে॥ এই দেখ প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা। স্পর্শ করাইলা তবে শিলা গুঞ্জামালা॥ তোমা লাগি মহাপ্রভুর হস্তের লিখন। সবেই শুনিল মোরা করিয়া যতন॥ তোমা লাগি গোবিন্দের আজ্ঞামৃত ধ্বনি। তোমা লাগি দুই ভাই কহিলা আপনি॥ তোমা লাগি এই যত গ্রন্থ পরকাশ। তোমা দেখিবারে ছিল সবাকার আশ॥ ভট্টগোস্বামির যাতে কৃপার ভাজন। অনায়াসে প্রাপ্তি তারে এই সব ধন॥ শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীদাস গোস্বামির সঙ্গে। আনন্দ-তরঙ্গে দুঁহে ধরিতে নারে অঙ্গে॥ মহাপ্রভুর দত্ত কৌপীন বস্ত্র-বহির্ব্বাসে। মস্তকে বান্ধিয়া দিল পরম সন্তোষে॥ গোবিন্দের প্রসাদি মালা আনি দিল গলে। বংশীবদন শালগ্রাম দিল সেই কালে॥ আশীর্ব্বাদ করে সবে মনের আনন্দে। তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন শ্রীরাধাগোবিন্দে॥ তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন রূপ সনাতন। অবিলম্বে শীঘ্র গৌড়ে করহ গমন॥ তবে প্রভু নিজ প্রভুর চরণ বন্দিয়া। সবারে বন্দিলা তবে আনন্দ পাইয়া॥ সবাকার অনুমতি লইয়া মস্তকে। যত ব্রজবাসিগণে বন্দিলা প্রত্যেকে॥ মনের আনন্দে তবে গ্রন্থরাশি লইয়া। গৌড়েতে গমন শীঘ্র মন নিবেশিয়া॥ গোস্বামি সকল তবে অনুব্রজি আইলা। যত ব্রজবাসী তার সঙ্গেই চলিলা॥ এক ক্রোশ অনুব্রজি আইলা যখন। সবাকার উৎকণ্ঠা আসি হইল তখন॥ হায় হায় বিধি তুমি কি কাজ করিলে। নিধি দিয়া কেন পুনঃ হরিয়া লইলে॥ সে

কালের বিচ্ছেদ কেবা করিব বর্ণন। পশু পক্ষী আদি সবে করিলা ক্রন্দন॥ বিবর্ণ হইয়া কিছু হইলেন স্থিরে। প্রভু প্রতি বাক্য সবে কহে ধীরে ধীরে॥ শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমারে। নির্ব্বিঘ্নে তুমি আইস গৌড় নগরে॥ ইহোঁ গৌড়ে আইলা গোস্বামী বৃন্দাবনে। পথে পথে যায় সবে করিয়া ক্রন্দনে॥ যে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা। প্রেমবিলাস গ্রন্থমাঝে বিস্তারি বর্ণিলা। লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবা আদেশে। গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দদাসে॥ তাহাতে বিস্তার আছে এ সব প্রসঙ্গ। অমৃত জিনিয়া কিবা বাক্যের তরঙ্গ॥ গ্রন্থ লইয়া প্রভু মোর আইলা গৌড়দেশে। তথাতে তোমারে কৃপা করিলা বিশেষে॥ যেবা প্রতিজ্ঞা করি প্রভু মোর আইল। আহার করাণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিল॥ যে প্রতিজ্ঞা কৈল প্রভু তার এই সাক্ষী। সিদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রভু তোমাতেই দেখি॥ তুমি ভাই পদ যবে করিলা বর্ণন। তাহাতেই এই বাক্যে করিয়াছ সূচন॥ দুই পদ দুই কথা আছে পরকাশ। কিবা সে আশ্চর্য্য কথা সুধার নির্যাস॥

তথাহি পদং॥

রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিল চিত। শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইল কুঞ্জগৃহ, দেখাইলা দুঁহু প্রেম রীত॥

অপরাধে জানাইল আপন ব্যবহার। কি কহিব যেন তোমার আচার বিচার॥

বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লইয়া যায়

যমুনার তীর। কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলে এক নাহি রহি স্থির॥

আপনকার কথা ভাই কহিলা আপনে। তোমার ভাগ্যের কথা কহিব কোন জনে॥ তোমার প্রতি প্রভু মোর করেছেন দীক্ষা। আমি আর কি কহিব তোমার প্রতি শিক্ষা॥ এই ত কহিল ভাই কি কহিব আর। নিশ্চয় করিয়া সেব প্রভু পদ সার॥ তার কৃপায় তোমার এ দশা উপজিল। তোমার সঙ্গেত আমি বড় সুখ পাইল॥ সংক্ষেপে কহিল এই রাজা প্রতি শিক্ষা। অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা॥ নির্জনেতে রহিয়া রাজারে শিক্ষা দিল। এক মাস রহি রাজায় সব শুনাইল॥ শিক্ষা করি এক গ্রাম কবিরাজে দিয়া। দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥ রামচন্দ্র সঙ্গে রাজা পাইল আনন্দ। সদা কৃষ্ণকথা রসে রহিলা স্বচ্ছন্দ॥ এই ত কহিল শ্রীআচার্য্য গুণগাণ॥ ভাগ্যবান্ জনে ইহা করয়ে শ্রবণ॥ শুদ্ধ চিত্ত হইয়া যেবা এই কথা শুনে। তার পদরজ কর মস্তকভূষণে॥ শ্রীরামচন্দ্র-পদে মোর কোটি নমস্কার। যার মুখে শুনিলা রাজা সিদ্ধান্তের সার॥ দয়াকর অহে প্রভু রামচন্দ্রের নাথ। করুণা করিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥ স্বগণে করুণা কর শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। জন্মে জন্মে হঙ তোমার উচ্ছিষ্টের কুক্কুর॥ কুক্কুর হইয়া রহিব সেই স্থানে। কভু যদি দয়া কর নয়নের কোণে॥ দয়া কর অহে প্রভু সদয় অন্তরে। জন্মে জন্মে রহ যেন তুয়া পরিকরে॥ তোমার প্রতিজ্ঞা শুনি মনের উল্লাস। নিজগুণে দয়া কর পূর মোর আশ॥ কৃপা কর অহে

প্রভু করুণার সিন্ধু। পাতকির ত্রাণ হেতু তুমি দীনবন্ধু॥ দন্তে তৃণ ধরি আমি এই মাত্র চাও। জন্মে জন্মে যেন তুয়া পরিকরে গাঙ॥ তুয়াপদে ওহে প্রভু কি কহিব আর। অধম দুর্গম জনে কর অঙ্গীকার॥ পাতকির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার। অতএব উদ্ধার প্রভু মো হেন দুরাচার॥ যঞি ছার হীনবুদ্ধি নিবেদিব কত। নিজ চিত্তে বুঝি কর যেবা মনোনীত॥ নিগ্রহ করহ কিবা কর অনুগ্রহ। জগমাঝে কেহ নাহি বুঝি দেখ এহ॥ দয়া কর অহে প্রভু লইনু শরণ। কৃপা করি কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ॥ তুয়া বিনু অহে প্রভু মোর নাহি গতি। দীনহীন জনে দয়া করহ সম্প্রতি॥ দৈবক্রমে অন্য জন্ম হয়ে ত আমার। সেখানে মিলয়ে যেন তুয়া পরিকর॥ বহু ভাগ্যে তুয়া পরিকরে জনমিয়া। আশা পূর্ণ কর প্রভু সদয় হইয়া॥ তবে পূর্ণ হয় প্রভু মন অভিলাষ। জন্মে জন্মে হও তুয়া দাসের অনুদাস॥ সম্বরণ কর চিত্তে স্বদাস দেখিয়া। তথাপি হ তোমার গুণে খলবল হিয়া॥ কত পাপী উদ্ধারিলা করুণা বাতাসে। পাতকী অবধি প্রভু রহি গেল দেশে॥ হেন জনে উদ্ধারিয়া দেখাও নিজ বল। পাতকি উদ্ধার নাম তবে সে সফল॥ নিবারণ করি যদি আপনার ক্ষোভে। তথাপি হ তুয়া গুণে উপজয়ে লোভে॥ সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি। তোমার সম্বন্ধে ভৃত্য এইমাত্র জানি॥ কৃপা করি পূর্ণ কর আশার বন্ধন। এ দীন দুঃখিত জনের এই নিবেদন॥ বৈষ্ণব গোসাঞি মোর পতিতপাবন। কৃপা করি দেহ প্রভু চরণে শরণ॥ আদোষদরশী চিত্ত তোমা সবাকার। অতএব

দোষ কিছু না লবে আমার ॥ নিজ হিত আমি নাহি জানি ভালমতে। তথাপিহ প্রভুর গুণ বর্ণন করিতে ॥ বর্ণনের ভাল-মন্দ না জানি বিশেষে। তবে যে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেশে ॥ দোষ ত্যাগ করি প্রভু করহ শ্রবণ। দন্তে তৃণ করি করোঁ এই নিবেদন ॥ বুঁধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী-নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥ পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিংশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥ নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া। সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। তার দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস ॥ গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥ শ্রীমতী সগণে গ্রন্থ করি আস্বাদন। পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু নয়ন ॥ পুনশ্চ শ্রীমতী কহেন মস্তকে পদ দিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু হাঁসিয়া হাঁসিয়া ॥ মোর কর্ণ তৃপ্ত কৈলা গ্রন্থ শুনাইয়া। শ্রবণ পরশে মোর জুড়াইল হিয়া ॥ শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে। বড়ই আনন্দ মোর তাহা শুনিবারে ॥ কবিরাজের গণ আর চক্রবর্ত্তির গণ। ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ ॥ তবে মুঞি প্রভুপদে করিয়া বিনতি। ভূমিতে পড়িয়া পদে কৈল বহু স্তুতি ॥ প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন। লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন ॥ অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্ত্তী ছয়। পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা সবেই জানয় ॥ প্রধান অষ্ট কবিরাজ করিয়া বর্ণনা। পশ্চাতে কহিব অন্য কবিরাজের গণ ॥ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ। ব্যক্ত হৈয়া আছে নিযঁহো জগতের মাঝ ॥ ১ ॥ তাহার অনুজ শ্রীকবি-

রাজ গোবিন্দ। যাহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ ॥ ২ ॥ তবে শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ ঠাকুর। বর্ণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ ৩ ॥ তবে কহি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর। ভজন প্রবল যার চরিত্র মধুর ॥ ৪ ॥ ভগবান্ কবিরাজ মধুর আশয়। প্রভুপদ বিনু যিঁহো অন্য না জানয় ॥ ৫ ॥ বল্লবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত। প্রভু পদে সেবা বিনু নাহি অন্য কৃত্য ॥ ৬ ॥ তবে শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ ঠাকুর। বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ ৭ ॥ তবে কহি কবিরাজ শ্রীগোকুলানন্দ। নিরন্তর ভাবে যিঁহো প্রভু পদ দ্বন্দ ॥ ৮ ॥ এই অষ্ট কবিরাজের করিল বর্ণন। অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ। প্রভুর পাদপদ্মে যিঁহো হয় মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ৯ ॥ শ্রী-বাসুদেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন দাস। বৈষ্ণবসেবাতে যাঁর বড়ই উল্লাস ॥ ১১ ॥ আর কহি কবিরাজ দাস বনমালী। মানস সেবাতে যিঁহো বড় কুতূহলী ॥ ১২ ॥ বড়ই আনন্দ কবিরাজ দুর্গাদাস। বৈষ্ণবের ভুক্ত শেষে বড়ই বিশ্বাস ॥১৩॥ বড়ই রসিক রূপ কবিরাজ ঠাকুর। সদা অশ্রু বহে যার প্রেমময় পূর ॥ ১৪ ॥ তাহার সহোদর শ্রীনিমাই কবিরাজ। প্রভু পদ সেবা বিনু নাহি আর কাজ ॥ ১৫ ॥ শ্যামদাস কবিরাজ তাহার বৈমাত্র। সুস্নিগ্ধ মূরতি যিঁহো মহাবিজ্ঞ পাত্র ॥ ১৬ ॥ শ্রীনারায়ণ কবিরাজ নৃসিংহ সহোদর। তার গুণ কি কহিব বাক্য অগোচর ॥ ১৭ ॥ শ্রীবল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর। প্রভু পদে নিষ্ঠা যার বড়ই তৎপর ॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাস কবিরাজ ঠাকুর। হরিনামে রত সদা কৃষ্ণ প্রেম-

পূর ॥ ১৮ ॥ তাহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস। বৈষ্ণব্-সেবাতে যার বড়ই বিশ্বাস ॥ ১৯ ॥ ঊনবিংশতি কবিরাজের করিল বর্ণন। ইহাঁ সবার স্মরণ মাত্রে প্রেম উদ্দীপন ॥ তবে কহি শুন এই চক্রবর্ত্তির গণ। প্রধান ছয় কহি আগে করহ শ্রবণ ॥ চক্রবর্ত্তি-শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম। কি কহিব তার কথা সব অনুপম ॥ কায়মনোবাক্যেতে প্রভুর করে সেবা। প্রভুপদ বিনা যিঁহো না জানে দেবী দেবা ॥ ১ ॥ প্রভুর শ্যালক দুই কহি তাহা শুন। পরম বিদগ্ধ দুঁহু ভজন নিপুণ ॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। বড়ই প্রসিদ্ধ যিঁহো রসেতে প্রচুর ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ ॥ যাহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট ॥ ৩ ॥ তবে কহি শুন ইবে চক্রবর্ত্তী ব্যাস। সদাই আনন্দে রহে বিষ্ণুপুরে বাস ॥ ৪ ॥ আর কহি চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ ঠাকুর। সদাই আনন্দময় চরিত্র মধুর ॥ ৫ ॥ তবে কহি চক্রবর্ত্তী শ্রীগোকুলানন্দ। বৈষ্ণব-সেবাতে যিঁহো রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ ৬ ॥ এই ছয় চক্রবর্ত্তী করিলা শ্রবণ। অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন ॥ মহারাজ চক্রবর্ত্তী শ্রীবিরহাম্বীর। প্রভু পদে নিষ্ঠা যার মহাভক্ত ধীর ॥ ৭ ॥ মহাগুণবন্ত শ্রীল দাস চক্রবর্ত্তী। হরিনামে জিহ্বা যার সদা থাকে স্ফূর্ত্তি ॥ ৮ ॥ আর ভক্ত রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাহার অনন্ত গুণ কহিল না হয় ॥৯॥ আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী শ্রীরাধাবল্লভ। নামপরায়ণ যিঁহো জগদ্দুর্ল্লভ ॥ ১০ ॥ আর ভক্ত শ্রীল রূপঘটক চক্রবর্ত্তী। রাধাকৃষ্ণ লীলারস সদা যার স্ফূর্ত্তি ॥ ১১ ॥ আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী

ঠাকুরের ঠাকুর। প্রভু পদে দৃঢ়রতি গুণের প্রচুর ॥ ১২ ॥ দ্বাদশ চক্রবর্ত্তির এই কহিনু প্রকাশ। যা সবার নাম স্মৃতে প্রেমের উল্লাস ॥ ‡ এই সব ভাগবতের বন্দিয়া চরণ। পরম আনন্দে প্রভু করিলা শ্রবণ ॥ শুনিয়া ত শ্রীমতীর মনের আনন্দ। যথার্থই এই মোর গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥ শ্রীমতীর আজ্ঞা মুঞি লইয়া মস্তকে। পরমানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুস্তকে ॥

---

‡ শ্রীনিবাস-শাখাঃ—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীল গোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ ॥ ৬ ॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥ ৮ ॥
চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞাকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ ॥
শ্রীরূপঘটকশ্চাপি সর্ব্ববিখ্যাত এব চ।
শ্রীমৎ ঠাকুরদাসাখ্যো ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬ ॥
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ।
মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্ ॥ ১ ॥ ২১
এবমষ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ।
মল্লাবুনিপতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ।
শ্রী শ্রীনিবাসকল্পদ্রোঃ শাখাবর্ণনমেব চ ॥

(প্রেমবিলাসে এইরূপ। ১৮ বিলাসে শেষ।)

কর্ণান্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস। শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনন্দন দাসে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে আচার্য্যপ্রভুর প্রতিজ্ঞা এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি আট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তির নামবর্ণন নামক ষষ্ঠ নির্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তম নির্য্যাস

-০:*:০-

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণানিধান॥ জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর পরিকর॥ জয় জয় শ্রীস্বরূপ গোসাঞি দামোদর। জয় জয় শ্রীরামানন্দ রসের আকর॥ জয় রূপ সনাতন পতিতপাবন। জয় জয় শ্রীগোপালভট্টের চরণ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট শ্রীদাস গোসাঞি। জয় জয় হউ সদা শ্রীজীব গোসাঞি॥ জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু করুণা সাগর; জয় জয় রামচন্দ্র সহ সহোদর॥ জয় শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি পতিতপাবন। দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ এই ধন॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদ প্রাপ্তির লালসে। কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাষে॥ শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন। পরম পবিত্র কথা করহ শ্রবণ॥ গ্রন্থ শুনি প্রভু তবে প্রসন্ন হইয়া। অনেক করিলা কৃপা আর্দ্রচিত্ত হইয়া॥ শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে। গৌর প্রভুর পদস্ফূর্ত্তি তোমার অন্তরে॥ তবে শ্রীমতীর দুটী চরণে ধরিয়া। বহু প্রণমিল মুঞি ভূমে লোটাইয়া॥ শুন শুন প্রভু তুমি দয়া কর মোরে। বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে॥ কৃপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন। শ্রীমুখের বাক্য শুনি জুড়ায়ে শ্রবণ॥ প্রভু কহে কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি। তবে মুঞি প্রভুপদে কহিলাম বাণী॥ প্রভুর চরিত্র কথা জাহ্নবা আদেশে। রচিলেন প্রেমবিলাস নিত্যানন্দ দাসে॥ গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গৌড়দেশে। তাহাতেই এই

বাক্য লিখিলা বিশেষে॥ গ্রন্থের চুরির কথা তিঁহো যে শুনিয়া। উছলি পড়িলা যাই কুণ্ডেই যাইয়া॥ বড়ই বিরক্ত চিত্ত ধৈর্য্য নাহি রয়। হায় হায় হেন দুঃখ সহেন না যায়॥ শ্রীদাস গোস্বামী আগে দেহ ত্যাগ কৈল। ইহা শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল॥ শ্রীল কবিরাজ গোসাঞি লিখিলা সূচকে। একে একে তাহা আমি লিখিল প্রত্যেকে॥ "ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাসঃ" এই ত লিখন। বড়ই সন্দেহ পদে কৈল নিবেদন॥ রঘুনাথ অপ্রকট কবিরাজ আগে। সূচকেতে এই কথা লিখিলা মহাভাগে॥ কবিরাজ আগে অপ্রকট রঘুনাথে। কবে সে হইব গোসাঞি নয়নের পথে॥ এই বাক্য গোসাঞি লিখিলা বার বার। চিত্তেতে সন্দেহ মোর বাড়িল অপার॥ বড়ই সন্দেহ পদে কৈল নিবেদন। কৃপা করি কর প্রভু সন্দেহ ছেদন॥ শুনি ঠাকুরাণী বড় হরিষ অন্তরে। কহিতে লাগিলা তবে বচন মধুরে॥ শুন পুত্র পূর্ব্বে প্রভু মুখেতে শুনিল। এই কথা রামচন্দ্র প্রভুকে জিজ্ঞাসিল॥ তার প্রত্যুত্তর প্রভু যেবা কিছু দিল। তাহা শুনি রামচন্দ্র সুখ বড় পাইল॥ নিকটে থাকিয়া আমি শুনিল যে কথা। সেই সব কথা তোমায় কহিয়ে সর্ব্বথা॥ প্রভু কহে রামচন্দ্র কহিয়ে বচন। কহি যে আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ॥ অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥ গোস্বামি-প্রতিজ্ঞা এই সুদৃঢ় নিশ্চয়। প্রতিজ্ঞা যে কৈল তাহা অন্যথা না হয়॥ শ্রীরূপ বিচ্ছেদে গোসাঞি কাতর অন্তরে। অন্ধপ্রায় রহিলেন রাধাকুণ্ড-তীরে॥ বড়ই বিয়োগে গোসাঞি কাতর অন্তর। কিরূপে

দেহত্যাগ ইহা ভাবে নিরন্তর ॥ হেন কালে গ্রন্থ চুরির বারতা শুনিয়া। বড়ই বিষাদে উঠে রোদন করিয়া ॥ হায় হায় কি হইল বড়ই প্রমাদে। এই বাক্য বার বার কহয়ে বিষাদে ॥ তবে সেই গোস্বামী ধৈর্য্য ধরিতে নারিয়া। রঘুনাথের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া ॥ সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তি যেন হইল তাহার। দাসগোস্বামির চিত্তে দুঃখ যে অপার ॥ এইমতে যত রাধাকুণ্ডবাসি-লোকে। সবাকার চিত্তে অতি বাড়ি গেল শোকে ॥ তবে রূপ সনাতন দুই সহোদর। চিন্তিত হইল বড় মনের ভিতর ॥ রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় জানিয়া। দুই গোস্বামী কহেন কবিরাজেরে ডাকিয়া ॥ ইহা লাগি জগদ্গুরু প্রভুর লিখন। শ্রীনিবাসে সমর্পিবে গ্রন্থ মহাধন ॥ ভবিষ্য চৈতন্য গোসাঞি ইহার লাগিয়া। গ্রন্থ প্রকাশিলা মোরে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ গৌড়ে বিতরণ হেতু শক্তি শ্রীনিবাসে। এই হেতু মহাপ্রভুর হইয়াছে আদেশে ॥ সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভুর আজ্ঞা বলবান্। কাহার শকতি আছে করিবারে আন ॥ বৃথা শোকে দেহ ত্যাগ কেনে কর তুমি। গ্রন্থ প্রাপ্তি হবে ইহা কহিলাম আমি ॥ রঘুনাথের সেবা তুমি কথোদিন কর। পুনশ্চ আসিবে মোর যূথের ভিতর ॥ দুই সহোদরের আজ্ঞামৃত করি পান। পুন কবিরাজ দেহে হইল চেতন ॥ আজ্ঞা দিলা গগনেতে যত দেবগণ ॥ কবিরাজের প্রাপ্তি দেখি ভাবে ঘনে ঘন ॥ রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ইহা লঙ্ঘন কি মতে। সকলে মিলিয়া ইহা চিন্তে অবিরতে ॥ পাষাণের রেখা যেন গোস্বামির লিখন। খণ্ডন করিতে তাহা আছে কার ক্ষম ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৯ শ্লোকে ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
রসামীশাকুণ্ডে গিরিবরকুলে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ইত্যাদি ॥

ব্রজোদ্ভব ক্ষীর এই আমার ভোজন। ব্রজ বৃক্ষ পত্র এই আমার বসন ॥ ইহাতে নির্ব্বাহ হয় দম্ভ পরিহরি। শ্রীকুণ্ডে রহিব কিবা গোবর্দ্ধন গিরি॥ নিশ্চয় মরণ মোর রাধাকুণ্ড-তীরে। সুদৃঢ় নিয়ম এই বড়ই দুষ্করে ॥ শ্রীল জীব রহিবেন আমার অগ্রেতে। শ্রীকৃষ্ণ দাস আর গোসাঞি লোকনাথে॥ এই জানি দৈববাণী হইল আচম্বিতে। শুনিলেন ইহা সবে আপন কর্ণেতে॥ শুন শুন কবিরাজ কহিয়ে তোমারে। গ্রন্থ প্রাপ্তি বার্ত্তা তুমি পাইবা অচিরে॥ দুই সহোদর আর দেবের বচনে। শুনিলেন কবিরাজ আপন শ্রবণে॥ সিদ্ধ সাধক দেহ দুই এক যোগে। সাধক দেহে পুনঃ প্রাপ্তি হইলা মহাভাগে॥ ইহার প্রমাণ কিছু শুন এক চিত্তে। ব্যক্ত করি লিখিলেন চৈতন্যচরিতামৃতে * ॥ "অন্তর্দ্দশায় মহাপ্রভুর জলকেলি লীলা। দেখিয়া ত সেই ভাবে আবিষ্ট হইলা॥ যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে। তীরে রহি দেখে প্রভু সখীগণ সঙ্গে॥ এথা স্বরূপাদি সবে চলে অন্বেষিয়া। জালিয়ার মুখে শুনি পাইলা আসিয়া॥ মৃতপ্রায় দেখি প্রভুকে কাতর হইলা। স্বরূপাদি সবে তবে চিন্তিত হইলা॥ উচ্চ করি হরি-ধ্বনি কহে প্রভুর কানে। শুনিয়া ত মহাপ্রভু পাইলা

* অন্ত্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে।

চেতনে॥” অন্তর্দশা বাহ্যদশা তাহার প্রমাণ। এই মত কবিরাজের জানিবা বিধান॥ সিদ্ধ হইয়া সাধক যিঁহো কি ইহার বিস্ময়। প্রাকৃতে এসব কার্য্য কভু নাহি হয়॥ অতএব সব কথা বড়ই দুর্গম। যথার্থ সুদৃঢ় এই রঘুনাথ নিয়ম॥ প্রেমবিলাসে ইহা না কৈল প্রকাশে। প্রথমে লিখিলা কিছু না লিখিলা শেষে॥ ইহা শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে। দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥ প্রভু নিজপদ তার মস্তকে ত দিয়া। হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা উঠাইয়া॥ প্রভু কহে শুন রামচন্দ্র কবিরাজ। এই সব কথা তুমি রাখ হৃদি মাঝ॥ তবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের হাতে ধরি। কহিতে লাগিলা কিছু বচনমাধুরী॥ আমার সদৃশ তুমি সর্ব্ব গুণধর। মোর মনোবেদ্য তুমি কি কহিব আর॥ তুমি বিনা অন্য না জানে কদাচিৎ। তুমি মোর প্রাণ ইহা কহিল নিশ্চিত॥ মোর গণ তোমার মত লইবে যেই জন। সেই সে হইব মোর কৃপার ভাজন॥ শ্রদ্ধা করি এ প্রসঙ্গ যেই জন শুনে। সেই ভাগ্যবান্ পায় প্রেম মহাধনে॥ শ্রীরূপের অদ্বৈত দেহ যেই রঘুনাথ। শুনিয়াও রামচন্দ্র মানিলা কৃতার্থ॥ এসব প্রসঙ্গ আমি যে কিছু শুনিল। অল্পাক্ষরে সেই কথা তোমারে কহিল॥ নিত্যসিদ্ধ যেই, তার ইথে কি বিচিত্র। কর্ণরসায়ণ এই পরম পবিত্র॥ শ্রীমতীর মুখে বাক্য এতেক শুনিয়া। পরাণ জুড়াইল মোর শ্রবণ করিয়া॥ শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন। সন্দেহ ঘুচিল মোর করি আস্বাদন॥ মদীশ্বরী মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া। প্রাণরক্ষা হইল মোর সুপ্রসন্ন হিয়া॥ এই ত কহিল মোর সন্দেহ ছেদন। কুতর্ক ছাড়িয়া

সদা কর আস্বাদন ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম। কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম ॥ তোমা সভার কৃপাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। অনায়াসে প্রেমভক্তি তাহারে মিলয় ॥ শ্রীরূপপার্ষদগণ-প্রাপ্তি-অভিলাষে। সেই জন শুমুক্ষু ইহা পরম লালসে ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বগণ সহিতে। বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে সুপ্রসন্ন চিতে ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদপ্রাপ্তি-অভিলাষে। কৃপা করি পূর্ণকর এই অভিলাষে ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণানন্দ-কথা কহে যদুনন্দন দাসে ॥

॥ * ॥ ইতি মালিহাটী গ্রামনিবাসি-বৈদ্য-শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির দেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকটে গ্রন্থকর্ত্তার সন্দেহ ছেদন নামক সপ্তম নির্য্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥ শুভমস্তু ॥ * ॥

কর্ণানন্দকথা নিত্যং কর্ণানন্দকলধ্বনিঃ।
শ্রীনিবাসপ্রভোর্ভক্তৈঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা ॥

১২৯৮। ৩০ চৈত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।
১ম নির্যাসে, শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন।	১	২৫
২য় নির্যাসে, শ্রীআচার্য্য প্রভুর উপশাখা বর্ণন।	২৬	২৯
৩য় নির্যাসে, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা ও গুরুশিষ্যে মানসিক ভাবে কৃষ্ণলীলানুভব বর্ণন।	৩০	৫৭
৪র্থ নির্যাসে, শ্রীবীরহাম্বীরের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কর্ত্তৃক সাধ্য সাধনাদি উপদেশ দান বর্ণন।	৫৮	৯১
৫ম নির্যাসে, শ্রীজীব গোস্বামির সংস্কৃত পত্রিকা শ্রবণ ও গোপালভট্টগোস্বামীর সহ মিলন বর্ণন।	৯২	১০৫
৬ষ্ঠ নির্যাসে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা এবং আট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তীর বিবরণ বর্ণন।	১০৬	১২২
৭ম নির্যাসে, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির দেহত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকটে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযদুনন্দ দাস ঠাকুর মহাশয়ের সন্দেহ ছেদন বর্ণন এবং গ্রন্থ সম্পূর্ণ।	১২৩	১২৯

কর্ণানন্দের অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি।
বিবরি	বিবরিয়া	৫০	১৮
কথনে	কহনে	৫০	২৪
অদ্ভুত	অদভুত	৫১	২০
মনকথা	মনঃকথা	৫২	১২
পূর্ণিত	পূরিত	৫২	১৯
আমি রামচন্দ্র	রামচন্দ্রের	৫২	২২
শ্রীরাধা	রাধা	৫৩	১
প্রাণ কৃপা	কৃপা	৫৩	২০
বাসিয়া	বসিয়া।	৫৪	৪
হলি	হলী	৫৪	২৯
বহি	রহি	৫৫	৭
কহিরে	কহিতে	৫৬	১
অভরণ	আভরণ	৫৬	৭
বর্ণনং নাম	বর্ণন নামক	৫৭	১৮
মহারাজা	মহারাজ	৫৯	১৩
ঐ	ঐ	ঐ	২০
পিরীতি	পীরিতি	৬০	২৩
রুজ	রজঃ	৬০	২৩
সাস্ত্র	শাস্ত্র	৬১	১৪
পিরীতে	পীরিতে	৬২	৪
বৈধি	বৈধী	৬২	১৭
ঐ	ঐ	ঐ	১৮
বিবিধা	বিবিধ	৬২	১৯
কীর্ত্তিকাদি	কার্ত্তিকাদি	৬৩	১৪
বিধি	বৈধী	৬৩	১৮
ভুঙ্গাবলিং	ভুঙ্গাবলি-	৬৫	৬
কোলাং	কোজ্জলাং	৬৫	২২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি।
স্ফুরিতি	স্ফুরতি	৬৫	১৯
স্বশ্লোক	স্বশ্লোক	৬৮	৫
যথারাপ	যথারাপঃ	৬৯	১৬
সবার	সবারে	৬৯	২২
র্ব্যাদ	র্যদ্য	৭১	৩
কবিরাজ	কবিরাজ	৭১	১৯
অস্থার্থ	অস্যার্থঃ	৭৩	৮
মুঞ্জরী	মঞ্জরী	৭৪	২২
দিগ্রী	দীপ্তি	ঐ	২৫
শ্লোকে	শ্লোকয়োঃ	৭৫	১১
গুণযুক্তোঃ	গণযুক্তোঃ	৭৬	ঐ
-রিক্তা	-রত্যা	ঐ	১৩
-চিত্-এ	-চিদ্রে	৭৭	৯
অস্থার্থ	অস্যার্থঃ	ঐ	১০
রিমতঃ	রিয়মতঃ	ঐ	১৯
জায়া	জয়া	ঐ	ঐ
অস্যার্থ	অস্যার্থঃ	৭৮	৪
কাদম্বা	কদম্বা	ঐ	২৩
প্রকাশ্রণে	প্রকাশনে	৭৯	১২
শ্লোক	শ্লোকঃ	ঐ	১৫
রলী	মুরলী	ঐ	১৮
কট্যাংশা	কোট্যংশা	৮০	১০
যোষিত	যোষিৎ	ঐ	১৯
ভিন্নং	হ্‌ভিন্নং	৮১	৩
গোলক	গোলোক	ঐ	১৪
গোকলোক	গোলোক	ঐ	১৮
চরিতামৃতে	চৈতন্যচরিতামৃতে	৮৩	৭
কট্যংশা	কোট্যংশা	৮৪	১৪
ন্দাক্ষে	ন্দাংখো	৮৫	৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি ।
রবো	বরো	ঐ	৪
সারী	শারী	ঐ	২১
সঞ্চারি	সঞ্চারী	৮৬	৪
অরুন্দতি	অরুন্ধতী	ঐ	১৫
চকসি মাস্তদযশা	চকাসামাস তদ্যশঃ ॥	ঐ	১৯
কৃতঃ	কুতঃ	৮৭	১০
নচান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেত্যাদিঃ	নচান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনা- দ্রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি । সমং তে তদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবং ॥	৮৮	২৪
অঙ্কে	অঙ্কয়োঃ	৯০	১৫
সামর্থা	সমর্থা	৯০	২৩
মহারাজাব	মহারাজের	৯১	৪
ঐ	ঐ	ঐ	৯
রাজ	রাজের	ঐ	১০
যে	যে যে	৯২	৩
না দেখিল এই গ্রন্থ কহিল নিশ্চয়		৯২ । ৯৩	২৩ । ১
খেতরি	খেতরির	৯৩	৯
কুষ্ঠ	কুষ্ঠা	৯৩	১৭
মোর	আমার	৯৫	৬
আনিলেন	আনিলেন তাহে	৯৫	৭
কুল্যোন	কুল্যোন	৯৬	৭
বৃন্দ	বৃন্দা	ঐ	১২
ক্ষামি	ক্ষামি	ঐ	১৫
শ্রীমূর্ত্তি	শ্রীমন্তি	ঐ	ঐ

অশুদ্ধশোধন সম্পূর্ণ ।

ঊনবিংশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর। জয় জয় শ্যামানন্দ প্রেমরসপূর ॥ জয় জয় নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়। জয় জয় রামচন্দ্র গুণের আলয় ॥ এবে কিছু কহি রামচন্দ্রের মহিমা। যাঁহার ভজনতত্ত্বের নাহিক উপমা ॥ এক দিন শ্রীনিবাস-আচার্য্যমহাশয়। বনবিষ্ণুপুরে আছেন রাজার আলয় ॥ নিকটে আছয়ে তাঁর দুই ত ঘরণী। ইঙ্গিত বুঝিয়া কাজ করয়ে আপনি ॥ স্নানাদি করিয়া তিঁহ আসনে বসিলা। নিজ ইষ্টদেব-পূজা করিতে লাগিলা ॥ শ্রীমণিমঞ্জরী হয় নিজ সিদ্ধনাম। মানসে ভাবিলা শ্রীল বৃন্দাবনধাম ॥ ধ্যানস্থ হইয়া তবে সমাধি করিলা। রাধাকৃষ্ণলীলা তবে প্রত্যক্ষ হইলা ॥ দেখে "রাধাকৃষ্ণ সব সখীগণ সঙ্গে। যমুনাতে জল-কেলি করিতেছে রঙ্গে ॥ জলক্রীড়ায় শ্রীরাধিকা অত্যন্ত মাতিলা। পড়িল নাসার বেশর জানিতে নারিলা ॥ কিছুকাল ক্রীড়া করি উঠিয়া তীরেতে। যারে যেই বস্ত্রালঙ্কার লাগিলা

পরিতে ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তখন রাধা পানে চায়। নাসিকার বেশর দেখিতে নাহি পায় ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী ঠারে গুণমঞ্জরী প্রতি। কহিলা বেশর খুজি আনহ ত্বরিতি ॥ শ্রীগুণমঞ্জরী তবে ইঙ্গিত বুঝিয়া। মণিমঞ্জরীকে কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥ যমুনার জলে তুমি করি অন্বেষণ। শ্রীমতীর আভরণ কর আনয়ন ॥ এত কহি সব সখী কুঞ্জকে চলিলা। এথা শ্রীমণি-মঞ্জরী খুজিতে লাগিলা ॥ বহু ক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে। ইতি উতি চায় চিত্ত হইলা ব্যথিতে ॥" এথা আচার্য্যঠাকু-রের ঘরণী দুই জন। ধ্যানভঙ্গ না দেখিয়া করিছে চিন্তন ॥ শ্বাস প্রশ্বাস নাই শরীর স্পন্দনে। দেখিয়া আতঙ্ক হৈল দুজনার মনে ॥ দিন গেল রাত্রি হৈল নাহিক চেতন। দেখি উচ্চরবে দোঁহে করিছে ক্রন্দন ॥ এ সব বৃত্তান্ত রাজা পাইলা শুনিতে। ত্বরা করি আইলা নিজ-প্রভুরে দেখিতে ॥ ইহা শুনি ব্যাসাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ। দেখিতে আইলা তবে আর ভক্ত সব ॥ আচার্য্যঠাকুরের অঙ্গ করি নিরীক্ষণে ॥ মহা-প্রভুর ভাবের কথা পড়ি গেল মনে ॥ রাত্রি গেল দিবা হৈল তৃতীয় প্রহর। তথাপি না স্পন্দিলেক প্রভুর কলেবর ॥ দেখিয়া আচার্য্য দুই ঘরণী তখন। করিতে লাগিল উচ্চ করিয়া ক্রন্দন ॥ রাজা আদি ভক্তগণ হইল বিষণ্ণ। কি হৈল কি হৈল বলি স্থির নহে মন। ভক্তগণ প্রভুর অঙ্গ বহু পরী-ক্ষিল। অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বুঝিতে পারিল ॥ সবে গুরুপত্নী দোঁহে সান্ত্বনা করিলা। ঈশ্বরীর এক কথা মনে

উপজিলা ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ প্রভুর শকতি। সে দেখিলে বুঝিত প্রভুর ভাব যতি ॥ ঈশ্বরী কহেন ওহে শুন মহারাজ। রামচন্দ্রে আন শীঘ্র না করিহ ব্যাজ ॥ রামচন্দ্রে আনাইতে উদ্যোগ করিল। তখন রজনীশেষ প্রভাত হইল ॥ এথা রামচন্দ্র প্রভুর দর্শন করিতে। রজনী প্রভাতে আইলা রাজার বাড়ীতে ॥ তাঁর আগমন ঈশ্বরীকে জানাইলা। কবিরাজ লৈয়া রাজা অন্তঃপুরে গেলা ॥ দূরে থাকি নিজ প্রভুর চরণ-বন্দিল। প্রভুর ঘরণী দোঁহার পদ মাথে নিল ॥ প্রভু দেখি রামচন্দ্র কহে চিন্তা নাই। কিছুকাল পরে বাহ্য পাবেন গোসাঞি ॥ শ্রীমণিমঞ্জরী নিজের সিদ্ধনাম হয়। সেই দেহে গেলা রাধাকৃষ্ণের আলয় ॥ রাধাকৃষ্ণে প্রণমিয়া আর সখী-গণে। যমুনার তীরে তবে করিলা গমনে ॥ দেখে জলে আছে নামি শ্রীমণিমঞ্জরী। যমুনা নামিলা তেঁহ বিলম্ব না করি ॥ দেখে পদ্মপত্রে ঢাকা আছয়ে বেশর। তুলি মণি-মঞ্জরীর হাতে দিলেন সত্বর ॥ বেশর পাইয়া হৃষ্টা শ্রীমণি-মঞ্জরী। কহে সখি! চল কুঞ্জে অতি শীঘ্র করি ॥ তখন হৈতে করিলেন কুঞ্জকে গমন। গুণমঞ্জরীকে বেশর কৈলা সমর্পণ ॥ গুণমঞ্জরী দিলা তাহা রূপমঞ্জরীর হাতে। রূপ-মঞ্জরী পরাইলা রাধার নাসাতে ॥ মনোহর রূপ তাতে বস্ত্র অলঙ্কার। দৃষ্টে যুগলরূপ মন হরে সবাকার ॥ মধুর যুগল-রূপ করি দরশন। বাহ্য পাইয়া রামচন্দ্র উঠিলা তখন ॥ হরিধ্বনি করি তবে স্তব আরম্ভিলা। বাহ্য পাইয়া শ্রীনিবাস

উঠিয়া বসিলা ॥ কি দেখিনু রূপ্ বলি করয়ে রোদন। রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া গিলিলা নয়ন ॥ রামচন্দ্র পড়ি নিজ-প্রভুপদতলে। সব ভক্তগণ মিলি হরি হরি বলে ॥ তবে শ্রীঈশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া। হৃষ্টমনে দুই জনে পাক কৈলা গিয়া ॥ নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক হইলা। ভোগ লাগাইয়া আচার্য্য ভোজন করিলা ॥ প্রভু-পাতে রামচন্দ্র প্রসাদ পাইলা। সব ভক্তগণ পরে প্রসাদ খাইলা ॥ আচমন করি সবে বিশ্রাম করি আসি। কৃষ্ণকথা আলাপনে গোঞাইলা নিশি ॥ রামচন্দ্রকবিরাজের মহিমা অপার। যে কিছু বর্ণিলুঁ প্রভুর বাক্য অনুসারি॥ এবে কিছু লিখি শ্যামানন্দের মহিমা। দেবতাগণেও যাঁর দিতে নারে সীমা ॥ ব্রজ হৈতে শ্যামানন্দ গৌড়দেশ দিয়া। গড়েরহাট হৈয়া অম্বিকা উত্তরিলাসিয়া ॥ মহানন্দে মহাপ্রভু করিলা দর্শন। গৌরীদাস হৃদয়চৈতন্যে কৈলা সাষ্টাঙ্গ বন্দন ॥ বৃন্দাবনবিবরণ সব জানাইলা। শুনি দোঁহার মনে বড় আনন্দ হইল ॥ পুস্তক চুরির কথা শুনি হৈলা খেদান্বিত। কিছু দিন শ্যামানন্দ এথা হৈলা অবস্থিত ॥ কিছুকাল পরে এক পাইলা লিখন। গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ দেখি আনন্দিত মন ॥ এথা শ্রীগুরুর স্থানে বিদায় হইয়া। নিজদেশ উৎকলেতে প্রবেশিলা গিয়া ॥ নিজের জন্মভূমি ধারেন্দাগ্রামে আসি। প্রকাশিলা প্রেমভক্তি অশেষ বিশেষি ॥ করিলেন নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রচার। করিলেন অনেক দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার ॥ এক দিন শ্যামানন্দ লৈয়া সঙ্কীর্ত্তন ॥ নানা-

স্থানে ভ্রমে হৈয়া আনন্দিত-মন। সেরখাঁ নামে পাঠান এক রাজপ্রতিনিধি। সঙ্কীর্ত্তন শুনি ক্রোধে জ্বলে নিরবধি॥ সঙ্কীর্ত্তন করিতে সে করয়ে বারণ। নাহি শুনে শ্যামানন্দ করে সঙ্কীর্ত্তন॥ ক্রোধে সে যবনদস্যু যবন লইয়া। খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়া॥ ক্রোধে শ্যামানন্দ করিলেন হুহুঙ্কার। যবনের মনে হৈল ভয়ের সঞ্চার॥ যবনের দাড়ি গোঁাপ সব পুড়ি গেল। রক্ত বমি করি সবে অবসন্ন হৈল॥ শ্যামানন্দ নিজ-স্থানে যাইলা তখন। তবে নিজ-স্থানে সবে করিলা গমন॥ পরদিনে শ্যামানন্দ বহু ঘটা করি। করিলেন সঙ্কীর্ত্তন দল বহু করি॥ নানাস্থান দিয়া সবে কীর্ত্তন করিয়া। যাইতে লাগিল সবে আনন্দিত হিয়া॥ সেরখাঁ যবনদস্যু দেখি ত্বরা করি। শ্যামানন্দ পদে প্রণাম কৈল বহুতরি॥ ওহে শ্যামানন্দপ্রভু কর মোরে দয়া। কৈলুঁ অপরাধ মোরে দেহ পদছায়া॥ সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ করি বেদনা হইল। সঙ্ক্ষেপ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥ দাড়ি পুড়িল রক্ত গেল নাক মুখ দিয়া। স্বপনের কথা কহিতে কান্দে মোর হিয়া॥ পহিলা দেখিনু এক রূপ ভয়ঙ্কর। চড় মারি কহে ওরে যবন পামর॥ আমি তোর্ আল্লা হই আহ্লাদস্বরূপ। এত বলি দেখাইলা গৌরবর্ণ রূপ॥ মোর নাম শ্রীচৈতন্য সবার আশ্রয়। শ্যামানন্দ হয় মোর ভক্ত অতিশয়॥ তার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র করিস্ গ্রহণ। নহিলে হইবে তোর্ নরকে গমন॥ দেখিনু অপূর্ব্ব রূপ না ধরে নয়নে। নয়নের অশ্রু মোর নহে

নিবারণে॥ তুমি প্রভু জগদ্গুরু মোরে কর দয়া। মো সম অধম নাহি দেহ পদচ্ছায়া॥ ঐছে কতরূপ দৈন্য বিনয় করিলা। দেখি শ্যামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈলা॥ মোর প্রভুর মুখে আমি এ সব শুনিনু। তার আজ্ঞা শিরে ধরি বর্ণন করিনু॥ যবন উদ্ধারি শ্যামানন্দ রয়ণীতে গেলা। তথা গিয়া প্রেমভক্তি বিস্তার করিলা॥ সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয় সেই গ্রাম। তথি আছয়ে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম॥ রসিক-মুরারি নামে তার পুত্রদ্বয়। শ্যামানন্দ তাহে কৃপা কৈলা অতিশয়॥ বলরামপুর আর শ্রীনৃসিংহপুর। গোপীবল্লভপুরে শিষ্য করিলা প্রচুর॥ গোপীবল্লভপুরে বহু প্রেম বিতরিলা। শ্রীগোবিন্দ সেবা রসিকেরে সমর্পিলা॥ রসিকানন্দের হয় মহিমা অপার। তিঁহ কৈলা বহু যবন-দস্যুর উদ্ধার॥ তাঁহার অনেক শিষ্য না হয় গণন। ভাগ্যবন্ত জন তাহা করিব বর্ণন॥ এক দিন শ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুরে। বসিয়া আছেন ভক্তগণসঙ্গে করে॥ হেন কালে আইলা এক সন্ন্যাসিপ্রবর। শ্যামানন্দসঙ্গে বিচার হৈল বহুতর॥ বৈদান্তিক যোগিবর নানাশাস্ত্র জানে। শ্যামানন্দসঙ্গে বিচার হৈল বহু দিনে॥ যোগির অদ্বৈতবাদ বিচারে খণ্ডিলা। গোস্বামির মতদ্বারা দ্বৈত সংস্থাপিলা॥ বিচারেতে যোগিবরের হইল পরাজয়। মনে মনে শ্যামানন্দ বহু প্রশংসয়॥ রাত্রিযোগে যোগিবর দেখিল স্বপন। শ্যামানন্দ হয় মহাপুরুষরতন॥ গোয়ালা আছিল তিঁহ হইলা ব্রাহ্মণ। ভজনের এত গুণ জানে সর্ব্ব-

জন॥ পর দিন যোগিবর উঠিয়া সকালে। আসিয়া পড়িল শ্যামানন্দ-পদতলে॥ মো সম অধম পাপী জগতে নাহি আর। কৃপা করি মো পাপিরে করহ উদ্ধার॥ তবে শ্যামানন্দ মহাপুরুষরতন। যোগির মস্তকে ধরিলেন শ্রীচরণ॥ কৃপা করি তারে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিলা। সাধনের রীতি যত সকল কহিলা॥ সেই যোগিবরের নাম হয় দামোদর। শ্রীকৃষ্ণভজনে তিঁহ হইলা তৎপর॥ এক দিন শ্যানানন্দ আছেন নির্জনে। দামোদর গিয়া কৈলা দণ্ডপরণামে॥ শ্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল। জ্যোতির্ম্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল॥ হেন কালে আইলা রসিকাদি ভক্ত সব। দণ্ডবৎ প্রণাম করি কৈলা বহু স্তব॥ শ্যামানন্দ যজ্ঞোপবীত করিয়া গোপন। তেজ ঢাকি আরম্ভিলা নামসঙ্কীর্ত্তন॥ অদ্বৈতপ্রভুর আবেশ এই মহাশয়। নানারূপে প্রেমভক্তি লোকে বিতরয়॥ ঐছে কত করি যত পাষণ্ডীর গণে। উদ্ধারিয়া প্রেমভক্তি কৈলা বিতরণে॥ শ্যামানন্দের ভজনের নাহিক উপমা। কণকমঞ্জরী তার হয় সিদ্ধ নামা॥ শ্যামানন্দের চরিত বহু মুঞি কিবা জানি। তবে যে লিখিনু কিছু গুরু আজ্ঞা মানি॥ শ্যামানন্দের চরিত আমি সঙ্ক্ষেপে কহিল। নরোত্তমের চরিত এবে বর্ণিতে লাগিল॥ পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক সঙ্ক্ষেপে বর্ণিনু। কিছু বিস্তারিয়া এবে কহিতে লাগিনু॥ এক দিন ঠাকুরমহাশয় আছেন নির্জনে। আচার্য্যের পত্রী এক আইল সেই ক্ষণে॥ পত্র পাইয়া

নরোত্তমের হরষিত মন। পত্রে লেখা "আচার্য্যের বৃন্দাবন-গমন" ॥ বৃন্দাবনে আচার্য্যের গমন জানিয়া। সদা উৎকণ্ঠিত আছে স্থির নহে হিয়া ॥ রামচন্দ্রে নরোত্তম কহে এক দিন। আচার্য্য আনিতে তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ তবে রামচন্দ্রকবি বৃন্দাবনে গেলা। এথা নরোত্তম নীলাচলেতে চলিলা ॥ জগন্নাথ দেখিলা মহাপ্রভুর লীলাস্থান। দেখি শ্যামানন্দ-স্থান করিলা পয়ান ॥ কিছু দিন থাকি কৈল গৌড়েতে গমন। খড়দহ শান্তিপুর অম্বিকা ভ্রমণ। নবদ্বীপ একচাকা হৈয়া কাঁটোয়ানগর। শ্রীখণ্ড যাজিগ্রাম হৈয়া আইলেন ঘর ॥ ঘরে আসি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিতে মন কৈলা। নিশাযোগে নরোত্তম স্বপনে দেখিলা ॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। ব্রজমোহন রাধাকান্ত রাধারমণ এই ছয় ॥ প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করিয়া দর্শন। যৈছে আনন্দিত হিয়া না যায় বর্ণন ॥ স্বপ্ন দেখি নরোত্তম জাগিয়া বসিলা। আনন্দাশ্রু বিবর্জ্জিয়া রাত্রি পোহাইলা ॥ রজনী প্রভাতে তিঁহ প্রাতঃকৃত্য করি। বিগ্রহ গঠিতে আয়োজন কৈল বড়ি ॥ শিলা আনি কারিকর করি আনয়ন। প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করাইলা গঠন ॥ পঞ্চ কৃষ্ণমূর্ত্তি হৈল অতীব উত্তম। ভলিরূপে গৌরমূর্ত্তির নহিল গঠন ॥ অতিযত্ন করে তবু গঠন না হয়। দেখি ঠাকুরমহাশয় চিন্তে অতিশয় ॥ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। স্বপনেতে শ্রীচৈতন্য দেখা দিলা তারে ॥ রাত্রিযোগে স্বপনে দেখিলা মহাশয়। শিওরে বসি শ্রীচৈতন্য ধীরে ধীরে কয় ॥

ওহে বাপু নরোত্তম শুন দিয়া মন। বহু যত্নেও মোর মূর্ত্তির না হয় গঠন ॥ এ মূর্ত্তিতে আমি অধিষ্ঠান নাহি হব। আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি তোমারে কহিব ॥ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে আমি নিজ-মূর্ত্তি নিরমিয়া। কেহ নাহি জানে রাখি গঙ্গায় ডুবাইয়া ॥ তুমি প্রেমমূর্ত্তি মোর তোরে করি অনুগ্রহ। বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় রেখেছি বিগ্রহ ॥ এত বলি শ্রীচৈতন্য হৈলা অন্তর্দ্ধান। জাগি দেখে নরোত্তম হইয়াছে বিহান। উঠি উঠি প্রাতঃকৃত্য করি মহাশয়। লোকেরে জিজ্ঞাসে বিপ্রদাসের আলয় ॥ এক জন কহে আমি নরোত্তমপাশে। বিপ্রদাস এক ধনী এই দেশে বৈসে ॥ ধান্য সর্ষপাদি বহু শস্য আছে তার। সদাই করয়ে তিঁহ শস্যের ব্যাপার ॥ শুনি নরোত্তম গেলা তাহার আলয়। মহাশয়ে দেখি বিপ্রদাস প্রণাম করয় ॥ তিঁহ কহে কেনে তোমার ইহাঁ আগমন। মহাশয় কহে বিশেষ আছে প্রয়োজন ॥ নরোত্তম কহে তোমার ধান্য-গোলায় যাব। বিপ্রদাস কহে হেন কার্য্য না হইব ॥ তথায় আছিয়ে বহু জাতি সাপের ভয়। মানুষ দেখিলে বহু গর্জ্জন করয় ॥ সর্পভয়ে কেহ তথি না পারে যাইতে। অনেক আছয়ে ধান্য অনেক দিন হৈতে ॥ নরোত্তম কহে তুমি কিছু না ভাবিবে। আমি গেলে সর্প সব পলাইয়া যাবে ॥ এত কহি কৈল ধান্যগোলাতে গমন। সর্পগণ অন্তর্দ্ধান হইলা তখন ॥ গোলা হৈতে তুলিলেন চৈতন্যের মূর্ত্তি। দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আর্ত্তি ॥ সেই হৈতে হৈল সর্পভয়ের

নিবৃত্তি। বিপ্রদাসের মনে হৈল আনন্দের স্ফূর্ত্তি॥ সবংশেতে বিপ্রদাস আসিয়া তখন। ঠাকুরমহাশয়ের কৈলা চরণ শরণ॥ নরোত্তম গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি সংস্থাপিল। রূপ দেখি সকলের আনন্দ জন্মিল॥ পূর্ব্বে যে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি দেখিল নয়নে। কহে সেই এই হৈতে কিছু নহে ভিন্নে॥ অভিষেকসামগ্রী করিলা আয়োজন। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণপত্রী করিলা প্রেরণ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যের না পাইয়া লিখন। সদাই উদ্বিগ্ন মন করে উচাটন॥ হেন কালে পত্রী দিল মহাশয়ের করে। রামচন্দ্র সহ আচার্য্য আইলা বিষ্ণুপুরে॥ এথা রামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য প্রভু সনে। খড়দহ কাঁটোয়া হৈয়া অম্বিকা গমনে॥ তথায় মহাপ্রভু তবে করি দরশন। শান্তিপুর হৈয়া নবদ্বীপেতে গমন॥ খণ্ড হৈয়া যাজিগ্রাম কিছু দিনে আইলা। কিছু দিন থাকি তেলিয়াবুধরিতে গেলা॥ বুধরিতে আগমন শুনি মহাশয়। জনকত সঙ্গে গেলা রামচন্দ্রালয়॥ নরোত্তমের আগমন শুনি দূর হৈতে। রামচন্দ্র সহ আচার্য্য আইলা তাঁরে নিতে॥ নরোত্তম শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রণমিতে। আলিঙ্গন কৈলা তিঁহ না পারে ছাড়িতে॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে প্রণাম করিলা। প্রতি প্রণাম করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা॥ গোবিন্দ আসিয়া নরোত্তমে প্রণমিলা। তিঁহ তাঁরে আলিঙ্গিয়া হৃদয়ে ধরিলা॥ তবে সবে করিলেন গৃহেতে গমন। বসি করিলেন বৃন্দাবনের আলাপন॥ রামচন্দ্রে গোস্বামিরা অনুগ্রহ কৈল। লোকনাথের আশীর্ব্বাদ নরোত্তমে জানাইল॥ নরোত্তম প্রভু বলি করিলা ক্রন্দন।

অতি কষ্টে তিঁহ স্থির করিলেন মন॥ বিগ্রহনির্ম্মাণকথা সব জানাইলা। গৌরাঙ্গপ্রাপ্তির কথা সকল কহিলা॥ শুনি আচার্য্যাদি সবে আনন্দিত হিয়া। ধন্য ধন্য করি সবে উঠিল কহিয়া॥ শ্রীনিবাস কহে রামচন্দ্রাদিকে নিয়া। অভিষেকের উদ্‌যোগ কর খেতরীতে গিয়া॥ আমি শীঘ্র আসিব তুমি করহ গমন। শুনি সবা লইয়া খেতুরী কৈলা আগমন॥ খেতরী আসিয়া সর্ব্ব আয়োজন কৈলা। একেক কাজে একেক জনে নিযুক্ত করিলা॥ ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথি শ্রীবিগ্রহগণে। অভিষেক করি বসাইবে সিংহাসনে॥ অহরহঃ সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। শুনি পাষণ্ডীর মাথে বজ্রাঘাত হৈল॥ এবে কহি মহান্তগণের আগমন। শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন॥ শ্রীনিবাস রামচন্দ্র আর শ্রীগোবিন্দ। ব্যাসাচার্য্য কৃষ্ণবল্লভ দিব্যসিংহ প্রেমানন্দ॥ কর্ণপূর বংশীদাস আর শ্যামদাস। বুঁধইপাড়া হৈতে আইলা শ্রীগোপালদাস॥ কাঞ্চনগড়িয়ার শ্রীগোকুল বিদ্যাবন্ত। আসিলা যতেক লোক নাহি তার অন্ত॥ রসিকমুরারি আসি ভক্তসঙ্গে করি। উৎকল হইতে শ্যামানন্দ আইলা খেতরী॥ খড়দহ হইতে আইলা জাহ্নবা-ঈশ্বরী। আইলা তথা যত ভক্ত কিছু নাম বলি॥ বীরচন্দ্র-প্রভু পুত্র শ্রীগঙ্গাদুর্লভ। মাধব-আচার্য্য-জামাই গঙ্গার বল্লভ॥ কৃষ্ণদাস সূর্য্যদাস আর রঘুপতি। মুরারি চৈতন্যদাস শ্রীজীব-পণ্ডিত॥ নৃসিংহ গৌরাঙ্গদাস কমলাকর পিপুলাই। মীন-কেতন রামদাস শঙ্কর কানাই॥ আসিল যতেক ভক্ত নাম লব

কত। কিঞ্চিৎ কহিল আমি করিয়া বেকত ॥ হালিসহর* গ্রামে নয়নভাস্কর আছিলা। রঘুনাথ-আচার্য্য সহ খেতরী আইলা ॥ হৃদয়চৈতন্য নিজ-ভক্তগণসঙ্গে। খেতরীতে আইলেন পরম আনন্দে ॥ শান্তিপুর হইতে আইলা দুই মহাশয়। গোপাল অচ্যুতানন্দ অদ্বৈততনয় ॥ তার সঙ্গে আইলেন ভক্তগণ যত। এবে কিছু কহি নাম করিয়া বেকত ॥ কানু-পণ্ডিত বিষ্ণুদাস আচার্য্য-জনার্দ্দন। কামদেব বনমালীদাস নারায়ণ ॥ পুরুষোত্তম শ্যামদাস মাধব-আচার্য্য। যার কৃষ্ণ-মঙ্গলগানে সবার হরে ধৈর্য্য ॥ শ্রীচৈতন্যের অদ্বৈতের শিষ্য প্রিয়তম। চৈতন্যকৃপায় গেল সংসারবন্ধন ॥ নবদ্বীপ হৈতে শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি করি। উল্লসিত হৈয়া সবে আসিলা খেতরী ॥ কাঁটোয়ার যদুনন্দন ভক্তসঙ্গে করি। আকাইহাটের কৃষ্ণদাস সহ আইলা খেতরী ॥ খণ্ড হৈতে আইলেন শ্রীরঘু-নন্দন। সঙ্গে করি লোচনদাস আদি ভক্তগণ ॥ শিবানন্দ বাণী-নাথ শ্রীহরি-আচার্য্য। জিতমিশ্র কাশীনাথ ভাগবতাচার্য্য ॥ রঘুমিশ্র শ্রীউদ্ধব আর জগন্নাথ। আসিল যতেক তার নাম লব কত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্ত যে যে স্থানে ছিলা। ক্রমে ক্রমে আসি সবে খেতরী মিলিলা ॥ নরোত্তম সবে বহু করিলা সম্মান। যথাস্থানে সকলকে বাসা কৈলা দান ॥ শ্রীগোবিন্দ শ্রীসন্তোষ আদি কথো জন। সবার সেবার কার্য্য হৈলা নিয়ো-

* হালিসহর—হুগলীর পূর্ব্বপারে নৈহাটীর নিকট অনুমান অর্দ্ধক্রোশ ॥

জন ॥ আহারাদি সমাপিয়া সকল মহান্ত। রাত্রে নিদ্রা গেল মনে আনন্দ একান্ত ॥ রাত্রিযোগে নরোত্তম দেখিছে স্বপন। শ্রীচৈতন্য আসি তারে কহিছে বচন। কালি মহাসঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণসনে। করিব নর্ত্তন সবে দেখিব নয়নে ॥ এত কহি নরোত্তম মাথে পদ ধরি। হইলেন অন্তর্দ্ধান গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ মহানন্দে নরোত্তম জাগিলা ত্বরিতে। দেখিলা রজনী প্রায় হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ঠাকুরমহাশয় আদি প্রাতঃকৃত্য সারি। মহাভিষেক আরম্ভণ কৈলা ত্বরা করি ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য গিয়া জাহ্নবার স্থানে। অনুমতি লইলেন করিয়া প্রণামে ॥ নরোত্তম করিলেক বহুত প্রণতি। সর্ব্বমহান্তের ক্রমে লৈলা অনুমতি ॥ যত সব মহান্তের অনুমতি লৈয়া। আরম্ভ করিলা কার্য্য আনন্দিত হৈয়া ॥ নরোত্তমঠাকুর প্রেমে হইয়া মগন। আনন্দিত হিয়া আঁখি ঝরে অনুক্ষণ ॥ স্বপনে বিগ্রহের নাম যাহা পাইয়াছিলা। সেই সব নাম তবে কহিতে লাগিলা ॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। ব্রজমোহন রাধারমণ রাধাকান্ত এই ছয় ॥

তথাহি—ঠকুরমহাশয়কৃতপদ্যং।

গৌরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত-শ্রীকৃষ্ণ-ব্রজমোহন।

রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতিথি শ্রীবিগ্রহগণে। অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে ॥ নানা বস্ত্রালঙ্কার লইয়া শ্রীনিবাসে। পরায় বিগ্রহগণে মনের হরিষে ॥ শ্রীবিগ্রহ দেখি তবে সকল মহান্ত।

নেত্রে ধারা বহে আনন্দের নাহি অন্ত॥ স্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। জয় জয় জয় ধ্বনি হৈল অনিবারে। নানা বাদ্যধ্বনিতে সবার মন হরে॥ বেদপাঠ করে বিপ্র সুমধুর স্বরে॥ দোলযাত্রা মহোৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমা। মহাপ্রভুর জন্মদিন উৎসবের নাই সীমা॥ দশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রের বিধানে। পূজিলা বিগ্রহ-ষট্‌কে * আনন্দিত মনে॥ পূজা সমাধিয়া তবে আরতি করিলা। দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হৈলা॥ আরতি হইলে শেষ মহান্তসকলে। পরম আনন্দে প্রণময়ে ভূমিতলে॥ নরোত্তম সুখের সাগরে সাঁতারিয়া। এই মন্ত্রে প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যং।

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

মহানন্দে শ্রীনিবাস করি নমস্কার। ভোজনসামগ্রী আনায় বিবিধপ্রকার॥ পৃথক্ পৃথক্ ভোগ করিয়া সাজন। ভোগ লাগায় শ্রীনিবাস আনন্দিত মন॥ কিছুকাল গেলে তবে আচমন দিলা। তাম্বূল অর্পণ করি দ্বার উদ্ঘাটিলা॥ জাহ্নবা-ঈশ্বরী আদি দেখিয়া বিগ্রহ। আনন্দে প্রণমে মুহুঃ করিয়া আগ্রহ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য তবে আসিয়া অঙ্গনে॥ ভূমে পড়ি পুনঃ পুনঃ করয়ে প্রণামে॥ মহাপ্রভু পরিকরে প্রণমে বার বার। সবে আলিঙ্গয়ে নেত্রে আনন্দাশ্রুধার॥

---

* বিগ্রহষট্‌কে—ছয় বিগ্রহকে॥

শ্রীজাহ্নবা শ্রীনিবাসে কিছু জিজ্ঞাসিলা। কৈছে শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা সমাধান কৈলা॥ তিঁহ কহে গোস্বামিগণের আজ্ঞা-দ্বারে। রাধাকৃষ্ণ-যুগলমন্ত্রে পূজিনু চৈতন্যেরে॥ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে তাঁর পূজার বিধানে। চৈতন্যপূজিতে আজ্ঞা কৈলা গোস্বামির গণে॥ ভাল বলি জাহ্নবা প্রশংসে সবার ঠাঞি। রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি চৈতন্যগোসাঞি॥ এত কহি শ্রীজাহ্নবা নীরব হইলা। নরোত্তম আসি তার পদে প্রণমিলা॥ শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈলা নরোত্তমে। চৈতন্যপার্ষদে নরোত্তম করিলা প্রণামে॥ চৈতন্যের পরিকর আনন্দিত চিতে। আলিঙ্গিলা নরোত্তমে না পারে ছাড়িতে॥ ঈশ্বরী করিলা আজ্ঞা শ্রীনিবাস প্রতি। শ্রীমালাচন্দন দেহ ভক্ত আছে কতি॥ শ্রীনিবাস প্রসাদি মালাচন্দন আনিয়া। প্রভু-পরিকরে দিলা পৃথক্ করিয়া॥ সব ভক্তগণে তবে করিলা অর্পণে। সবেই ভূষিত হৈলা শ্রীমালাচন্দনে॥ সকল মহান্ত শ্রীল নরোত্তম প্রতি। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিতে কৈলা অনুমতি॥ তবে নরোত্তম সবে করি প্রণিপাত। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল হৈয়া উল্লাসিত॥ প্রথমেই খোলবাদ্য করে দেবীদাস। তালে করতাল বাদ্য করে গৌরাঙ্গদাস॥ বল্লভ গোকুল আদি যত ভক্তগণ। করিতে লাগিলা মধুস্বরে সঙ্কীর্ত্তন॥ যত চৈতন্যের ভক্ত কীর্ত্তনে আসিয়া। ঊর্দ্ধবাহু করি নাচে গৌরাঙ্গ বলিয়া॥ শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র। সেই ভাবের গীত গায় পাইয়া আনন্দ॥ নরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি অতিসুমধুরে। আক-

র্ষিলা গোরাচান্দে কহিতে না পারে ॥ মহাভক্ত নরোত্তমের ভক্তির প্রভাবে। গণসহ গৌররায় হৈলা আবির্ভাবে ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর। শ্রীমুরারি হরিদাস স্বরূপ-দামোদর ॥ রূপ সনাতন গৌরীদাসাদি লইয়া। সঙ্কীর্ত্তনে করে নৃত্য-আনন্দিত হৈয়া ॥ সেই কারণ সবে হৈলা আত্ম-বিস্মরিত। নেত্রে ধারা বহে নাচে হৈয়া আনন্দিত ॥ শ্রীঅচ্যুতা-নন্দ আদি যত ভক্তগণ। সবারে লইয়া নাচে শচীর নন্দন ॥ যত যত ভক্ত ছিল কারো বাহ্য নাই। আনন্দে নাচয়ে অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিতাই ॥ কে বুঝিতে পারে প্রভুর অলৌকিক লীলা। যৈছে প্রকটিলা তৈছে অদর্শন হৈলা ॥ গণসহ প্রভু না দেখিয়া সঙ্কীর্ত্তনে। বাহ্য পাইয়া সবে মহা করিছে ক্রন্দনে ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ আর শ্রীনিবাস। ভূমে লোটা-ইয়া কান্দে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন হৈয়া পড়য়ে ভূতলে। বয়ন ভাসিয়া যায় নয়নের জলে ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য আদি সবে হৈলা স্থির। গোরা বলি মহাশয় কান্দিয়া অস্থির ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি গৌরভক্ত যত। প্রবোধিয়া নরোত্তমের স্থির কৈলা চিত্ত ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ গৌররায়। তোমার প্রেমাব্ধি দর্শন দিলা মো সবায় ॥ স্নেহে কোলাকোলি করি বন্দয়ে চরণ। যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম অচ্যুতের পায়। প্রণমিয়া কহে ফাগু দেহ প্রভুর গায় ॥ এত কহি এথা বহু ফাগু আনাইলা। শ্রীবিগ্র-হের গায় ফাগু শ্রীজাহ্নবা দিলা ॥ অচ্যুত গোপাল নরোত্তম

শ্রীনিবাস। বীরচন্দ্র শ্যামানন্দ রামচন্দ্রদাস॥ হৃদয়চৈতন্য আর শ্রীরঘুনন্দন। যত ভক্ত ছিল তার কে করে গণন॥ সবে আসি ফাগু দেয় শ্রীবিগ্রহের গায়। যে হৈল আনন্দ তাহা লিখা নাহি যায়॥ বিগ্রহেরে ফাগু দিয়া সকল মহান্ত। পরস্পর ফাগু দেয় সুখের নাহি অন্ত॥ কৃষ্ণলীলা গায় ফাগু ফেলে অনুক্ষণ। দশ দিক্ জলস্থল রক্তিম বরণ॥ কীর্ত্তন সমাপ্ত করি মহান্ত সকলে। প্রসাদ ভক্ষণ করে অতি কুতূহলে॥ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রী বহুতে। ভোজন করিলা সবে আনন্দিত চিতে॥ সন্ধ্যা হৈলা আরতি দেখিলা সর্ব্বজন। কিছুকাল করিলেন নামসঙ্কীর্ত্তন॥ মহাপ্রভুর জন্মতিথি অভিষেক করিতে। আনিলেন গৌররায় প্রাঙ্গন-মধ্যেতে॥ শ্রী ঈশ্বরীর আজ্ঞায় আচার্য্য শ্রীনিবাস। অভিষেক আরম্ভিলা মনেতে উল্লাস॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা-বিধি অনু-সারে। পূজয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিষ অন্তরে॥ কৃষ্ণ গৌর এক ইথে ভেদ বুদ্ধি যার। সে যায় নরকে তার নাহিক নিস্তার॥ ভোগ দিয়া শ্রীবিগ্রহের করাইলা শয়ন। সকল মহান্ত কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ॥ বিশ্রাম করিয়া সবে মনের হরিষে। রাত্রি গোঙাইলা সবে কৃষ্ণকথারসে॥ মঙ্গল-আরতি সবে কৈল দরশন। স্বস্বকার্য্যে সকলেই করিলা গমন॥ সেই দিন এথা থাকি প্রসাদ পাইয়া। পর দিনে গেলা সবে বিদায় হইয়া॥ সে সময়ে নরোত্তমের যে দুঃখ হইল। কিছুই লিখিতে তাহা আমি না পারিল॥ নরোত্তমের সেবারীতি অতিচমৎকার।

যৈছে বন্দোবস্ত তা বর্ণিতে সাধ্য কার ॥ বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচনদাস। শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥ চৈতন্য-মঙ্গলগান তাঁহার রচিতে। সদা গীত হয় নরোত্তমের বাড়িতে ॥ প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগান হয়। তার পরে কৃষ্ণমঙ্গলগান করয় ॥ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলগান অতি চমৎকার। শুনিলে প্রবাহে চিত্ত আনন্দাশ্রুধার ॥ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। রচিলা মাধব-আচার্য্য করি নানাছন্দ ॥ মাধব-আচার্য্য গুণ বর্ণিয়ে কিঞ্চিৎ। যাহার চরিত্রগুণ জগতে বিদিত ॥ দুর্গাদাসমিশ্র সর্ব্বগুণের আকর। বৈদিকব্রাহ্মণ বাস নদীয়ানগর ॥ তাঁহার পত্নী হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণবান ॥ জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস ॥ সনাতনপত্নী নাম হয় মহামায়া। একমাত্র কন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে তারে কৈলা দান ॥ কালিদাসমিশ্র-পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম ॥ একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস। পৃথ্বী-ছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস ॥ বিধুমুখী মাধবনামে পুত্র কোলে করি। অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি ॥ গর্ব্ভাষ্টমে * মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহ পড়িতে লাগিল ॥ নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত। আচার্য্য উপাধিতে তিঁহ হইলা বিদিত ॥

* রাঁড়ি—রাঁড়, রণ্ডা, বিধবা। গর্ব্ভাষ্টমে—গর্ব্ভের আরম্ভ দিন ধরিয়া অষ্টম বৎসরে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিষেক সময়। মাধব-আচার্য্য গেলা শ্রীনিবাসালয়॥ দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ হইলা উন্মত্ত। সেই হৈতে হৈলা তিঁহ চৈতন্যের ভক্ত॥ যেই দিন শ্রীচৈতন্য নিজ-হরিনামে। উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ কৈল্বা ভক্তগণে॥ সেই দিন সেই স্থানে ছিলেন মাধব। কর্ণে প্রবেশিল তার মহামন্ত্র রব॥ নাম শুনিয়া তার প্রেমোদয় হৈল। চৈতন্যচরণে দণ্ডবৎ প্রণমিল॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভু তারে অনুগ্রহ করি। চরণ তুলিয়া দিল মস্তক উপরি॥ মাধব, নামের নীতি প্রভুরে পুছিলা। সঙ্খ্যা করি লৈতে নাম প্রভু আজ্ঞা কৈলা॥ সঙ্খ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে। সেই হৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে॥ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। গীতি বর্ণনাতে তিঁহ করি নানা ছন্দ॥ রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্য পদে তাহা সমর্পণ কৈল॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে কৈল অনু-গ্রহ। সব ভক্তগণ তারে করিলেন স্নেহ॥ মহাপ্রভু অদ্বৈ-তেরে করিলা আদেশ। দীক্ষামন্ত্র মাধবেরে করে উপদেশ॥ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভু আজ্ঞা-মতে। মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥ আগে হরিনাম কৈল অর্থের সহিতে। রাধাকৃষ্ণমন্ত্র পরে কহিলা কর্ণেতে॥ কামগায়ত্রী কামবীজ উপদেশ কৈলা। অর্থ জানাইয়া সব তত্ত্ব জানাইলা॥ সেই হৈতে মাধব হৈলা ভজনে নিপুণ। সংসারে থাকিতে তার নাহি আর মন॥ মাধবের মাতা তারে দেখিয়া উদাস। সংসার ছাড়িবে বলি মনে কৈল ত্রাস॥ মাধবের মাতা তারে

বিয়ে * করাইতে। শীঘ্র করি উদ্যোগ কৈলা ভয় পাইয়া চিতে॥ মাতার উদ্যোগ দেখি মাধব তখন। পলায়ন করি চলি গেল বৃন্দাবন॥ শ্রীরূপের পদে গিয়া আত্ম সমর্পিল। ভজনের তত্ত্ব যত সকল জানিল॥ সন্ন্যাস করিয়া তিঁহ রহি বৃন্দাবন। ব্রজের মধুর ভাবে করয়ে ভজন॥ মাধব-আচার্য্য শ্রীমাধবীসখী হন। শ্রীরূপের কৃপায় তার হৈল উদ্দীপন॥ মাতার অদর্শন শুনি আইলা শান্তিপুরে। অচ্যুতের সঙ্গে তিঁহ গেলা শ্রীখেতরে॥ খেতরী শ্রীবিগ্রহের অভিষেক দেখিয়া। শীঘ্র করি বৃন্দাবনে আসিলা চলিয়া॥" বৃন্দাবনে গেলুঁ আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে। মাধব-আচার্য্য সনে ভ্রমিনু আমি রঙ্গে॥ এহঁ করিলা মোরে তত্ত্ব উপদেশ। তাঁর পাদপদ্মে মোর প্রণতি বিশেষ॥ এবে কহি নরোত্তমের সেবা পরিপাটী। দেখিয়া পাষণ্ডিগণ হইলেক মাটী॥ অতি উত্তম এক প্রাসাদ নির্ম্মাইলা। ছয় ঘরে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপন কৈলা॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। ব্রজমোহন রাধারমণ রাধাকান্ত ছয়॥ অষ্টকালীন শ্রীসেবার বিধিমতে। নিত্যসেবা করে তিঁহ আনন্দিত চিতে॥ বৎসর ভরি সঙ্কীর্ত্তন হয় অনিবার। দেখিয়া পাষণ্ডির মনে লাগে চমৎকার॥ এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়। অন্য স্থানে চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত কয়॥ চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥ অন্য স্থানে বহু সাধু মহান্ত বসিয়া।

* বিয়ে—বিবাহ॥

কৃষ্ণকথা আলাপয়ে আনন্দিত হিয়া॥ শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের কথা কহিব বা কত। শুনিয়া পার্ষদগণের দ্রবি গেল চিত॥ প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল। তার পর হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ পরে হয় গোবিন্দের গৌর-কৃষ্ণলীলা গান। নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ॥ বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের কৃষ্ণলীলা-গানে। যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥ প্রতি বৎসর শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিনে। হয় মহামহোৎসব খেতরীভবনে॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের তথি হয় আগমন। যে হয় আনন্দ তাহা না যায় লিখন॥ খেতরী হইতে সে আমার ঠাকুরাণী। বৃন্দাবন-পথে যাইতে যা করিলা তিনি॥ পথের গমনকথা লিখিয়ে এখন। যে হৈল আশ্চর্য্য তাহা শুন শ্রোতাগণ॥ ঠাকুরাণীসঙ্গে আমি বৃন্দাবন গেল। ঘটনা সকল তাহা প্রত্যক্ষ করিল॥ কুতব উদ্দিন নামে এক দস্যুদলপতি। অনেক যবন সেই লইয়া সংহতি॥ আসিল করিতে মোর ধনাদি লুণ্ঠন। পথ নাহি পায় তারা করয়ে ভ্রমণ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথে রাত্রি পোহাইল। প্রভাত দেখিয়া সবার প্রাণ উড়ি গেল॥ ভয় পাইয়া সবে পড়ে জাহ্নবাচরণে। রক্ষা কর মোরে, মা,গো লইনু শরণে॥ তোমাদের ধনাদি সব লুটিতে আসিল। ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল॥ চারি দিকে চাহি দেখি মহাসর্পগণ। দৌড়িয়া আইসে মোদের করিতে দংশন॥ হেন কালে কোথা হৈতে হৈল এক শব্দ। এই ঠাকুরাণী কৈল তোমাদেরে জব্দ॥ শুনিয়া মোদের মহাভয় উপজিল। তোমার চরণে আসি

শরণ লইল ॥ শুনি ঠাকুরাণী মহাহরিষ অন্তরে। অনুগ্রহ করিলেন সর্ব্ব-যবনেরে ॥ হেন কালে হরিধ্বনি উঠিল তথায়। সকল যবনগণে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ আর দিনের কথা শুন অতি-চমৎকারে। ঈশ্বরীর সঙ্গে গেল কোন গ্রামের ভিতরে ॥ সেই দিন সেই গ্রামে কৈল অবস্থিতি। গ্রামের পাষণ্ডিগণে ঠাট্টা করে অতি ॥ রজনীযোগেতে তারা দেখয়ে স্বপন। সক্রোধে চণ্ডিকাদেবী বলয়ে বচন ॥ জাহ্নবাদেবীরে তোরা করিলি বিদ্রূপ। সেই অপরাধে তোদের হবে মহাদুঃখ ॥ জাহ্নবাচরণে যদি লহ রে শরণ। তবে সে হইবি মুক্ত নহিলে পতন ॥ পরদিন প্রাতে যত পাষণ্ডির দলে। আসিয়া পড়িল ঠাকুরাণী পদতলে ॥ জাহ্নবা-ঈশ্বরী মোর দয়ার সাগর। অনুগ্রহ কৈলা সবে হৈলা পরিকর ॥ বৃন্দাবন হৈতে আইলা জাহ্নবা-ঈশ্বরী। রহিলেন কত দিন আসি শ্রীখেতরী ॥ তার মনে থাকে সদা মাধব আচার্য্য। গানবাদ্যে তিঁহ হরে সবাকার ধৈর্য্য ॥ মাধব-আচার্য্য হয় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ-প্রিয়ভক্ত পরমকুলীন ॥ নিত্যানন্দ-শিষ্য নিতাই বিনা নাহি জানে। সদাই করয়ে তিঁহ নিতাইপদ ধ্যানে ॥ নিত্যানন্দ-প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গানাম। মাধব-আচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যা-দান ॥ বিবাহ করিলা মাধব গুরুর আজ্ঞাতে। গুরু-আজ্ঞা বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে ॥ ঈশ্বরীর মহিমা কিছু বোঝা নাহি যায়। অঘট-ঘটন হয় ঈশ্বরী-ইচ্ছায় ॥ রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান ॥ রাঢ়ী

বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক। দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক ॥ মাধব-আচার্য্যকে শান্তনু বলি কয়। দ্রবময়ী গঙ্গা এই গঙ্গাদেবী হয় ॥ মাধব-আচার্য্যস্থানে বাদ্যশিক্ষা কৈল। কৃপা করি তিঁহ মোরে বাদ্যশিক্ষা দিল ॥ তার পাদপদ্মে মোর কোটি নমস্কার। কত কৃপা কৈল মোরে নাহি তার পার ॥ ফাল্গুন-পূর্ণিমা প্রায় নিকটে আসিল। শ্রীখেতরীর মহোৎসব আরম্ভ হইল ॥ ক্রমে ক্রমে আসিলা সকল মহান্ত-গণ। আইলা যতেক লোক না যায় গণন ॥ শ্রীনিবাস শ্যামা-নন্দ আইলেন সব। বীরচন্দ্রাচ্যুতানন্দ আইলা লৈয়া বহু বৈষ্ণব ॥ পূর্ণিমাদিনে প্রাতে হৈল নামসঙ্কীর্ত্তন। বিগ্রহ অভিষেক কৈল ফাগুর অর্পণ ॥ সব ভক্ত বিগ্রহের অঙ্গে ফাগু দিয়া। পরস্পরে ফাগু দেয় আনন্দিত হিয়া ॥ ফাগুখেলা করি সবে প্রসাদ পাইল। সন্ধ্যার আরতি দেখি কীর্ত্তন আর-ম্ভিল ॥ প্রথমেই বাসুঘোষের গৌরলীলা গান। শুনিলে দ্রবয়ে চিত ঝরয়ে নয়ান ॥ দেবীদাস মাধব-আচার্য্য মৃদঙ্গ বাজায়। গৌরাঙ্গ গোবিন্দদাস করতাল বায় ॥ সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত; চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত ॥ অচ্যুতানন্দ বীরভদ্র আর শ্রীনিবাস। শ্যামানন্দ নরোত্তম রামচন্দ্রদাস ॥ ঊর্দ্ধবাহু করি নাচে কৃষ্ণ-লীলা গায়। যে আনন্দ হৈল তাহা লিখা নাহি যায় ॥ নরোত্ত-মের ভক্তি জোর গীত আকর্ষণে। রহিতে নারয়ে কৃষ্ণ আইলা প্রিয়াসনে ॥ দশ দিক্ জল স্থল হইল উজ্জ্বল। মেঘ-

বিদ্যুতের প্রায় জ্যোতিঃ সুনির্ম্মল॥ রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি তবে দেখি সর্ব্বজনে। যে আনন্দ পাইল তাহা না যায় কহনে॥ বহিল সুগন্ধি বায়ু অতিচমৎকার। নূপুর কিঙ্কিণীধ্বনি হয়ে সুমধুর॥ সঙ্কীর্ত্তনের উর্দ্ধভাগে আকাশমণ্ডলে। দেখা দিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হৈলে॥ নরোত্তম ভূমে পড়ি অচেতন হৈয়া। রামচন্দ্র আদি কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কিছু বুঝা নাহি যায়। সুস্থির হইলা সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ "ধন্য নরোত্তম" শব্দ উঠিল গগনে। পরস্পর কোলাকোলি করয়ে প্রণামে॥ নরোত্তম ভগবানের আবেশ অবতার। তাহার কৃপায় মোদের হইল উদ্ধার॥ নরোত্তমের ভজন-বিলাস অতি উত্তম হয়। কৃপা করি তিঁহ সর্ব্বলোক উদ্ধারয়॥ এক দিন নরোত্তম করিয়া মনন। রাধাকৃষ্ণ-রাসলীলা করয়ে দর্শন॥ সমাধি করিয়া আছে নিস্পন্দশরীর। বন্ধুবান্ধব ভক্তগণ দেখিয়া অস্থির॥ রামচন্দ্র বলে কিছু না কর চিন্তন॥ সমাধি হইলে ভঙ্গ পাইবে চেতন॥ দুই দিন গত হৈল সবে হৈল ব্যস্ত। শ্রীনিবাসাচার্য্য আসি সবে কৈল সুস্থ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য যত্নে করাইলা চেতন। "হরি হরি হরি" ধ্বনি উঠিল তখন॥ বাহ্য পাইয়া নরোত্তম আচার্য্যে প্রণমিলা। শ্রীনিবাস-আচার্য্য তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মনে। পাষণ্ডী-উদ্ধার এবে করিয়ে বর্ণনে॥ গোপালপুরে বাস এক বৈদিকব্রাহ্মণে। পড়ুয়া পড়ায় সেহ নানাশাস্ত্র জ্ঞানে॥ গুরুদাস-ভট্টাচার্য্য নাম হয় তার। নরোত্তমে নিন্দে দুষ্ট অশেষ

প্রকার ॥ নিন্দিতে নিন্দিতে তার কুষ্ঠব্যাধি হৈল। স্বস্ত্যয়ন চিকিৎসাতে ব্যাধি নাহি গেল ॥ সদাই করয়ে সেহ ভবানী চিন্তন। কোন অপরাধে দুঃখ হইল এমন ॥ রাত্রিতে ভবানী তারে দেখাইলা স্বপন। নরোত্তমের নিন্দার দুঃখ পাইয়াছ এমন ॥ নরোত্তমে সদা তুমি শূদ্র-বুদ্ধি কর। সেই অপরাধে দুঃখ পাইয়াছ বড় ॥ নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের হয় প্রেমমূর্ত্তি। ভক্তিতে দেখিলে তারে যায় মনের আর্ত্তি ॥ নিত্যানন্দপ্রভুর সে আবেশ অবতার। কৃপা করি করিবে তিঁহ জগৎ উদ্ধার ॥ নরোত্তমে যে পাপী সামান্যবুদ্ধি করে। পরকালে ডুবে যায় নরকভিতরে ॥ নরোত্তমে যে পাপিষ্ঠ শূদ্র বলি কয়। সবংশে নরকে যায় নাহিক সংশয় ॥ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যেই জন হয়। তাহার অন্তরে সেহো জানিহ নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণভক্ত হয় সেই ব্রাহ্মণের বড়। কৃষ্ণভক্তিহীন বিপ্র শূদ্রাধম দৃঢ় ॥ এত কহি ভগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল। জাগিয়া দেখয়ে বিপ্র রাত্রি পোহাইল ॥ সেথা হৈতে প্রাতে বিপ্র খেতরী আসিয়া। নরোত্তমপদে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ স্বপনের বিবরণ কহিলা বিস্তারি। কৃপা করি দেহ প্রভু মোরে চরণতরি ॥ মো সম অধম প্রভু জগতে আর নাই। মোরে উদ্ধারিলে যশ হবে ঠাঞি ঠাঞি ॥ শুনি কৃপায় নরোত্তমপদ-মাথে দিলা। হৈল রোগমুক্ত সবে দেখিতে পাইলা ॥ ঠাকুরমহাশয় হয় দয়ার সাগর। করুণা করিয়া তারে করিলা কিঙ্কর ॥ সেই হৈতে বহুলোক মনে ভয় পাইয়া। নরোত্তমের পদে শরণ লইল আসিয়া ॥ জগন্নাথ-

আচার্য্য নামে বৈদিকব্রাহ্মণ। পরমপণ্ডিত সে বুধরীবাস হন ॥ বিপ্রদীক্ষা দেখি সেই জগন্নাথ-বিপ্র। নরোত্তমের প্রতি মনে হইলেন ক্ষিপ্র ॥ শ্রীনরোত্তমের সহ বিচার করিতে। মনে মনে কালীপদ লাগিলা ভাবিতে ॥ রাত্রিযোগে জগন্নাথ দেখিলা স্বপন। নরোত্তম শ্রীভগবানের আবেশ হন ॥ মনে মনে জগন্নাথ অতিভয় পাইয়া। শ্রীখেতরী গ্রামে শীঘ্র উত্তরিলাসিয়া ॥ নরোত্তমপদে আসি শরণ লইলা। কৃপা করি নরোত্তম দীক্ষামন্ত্র দিলা ॥ নরোত্তম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাহ্মণ। পাষণ্ডী-ব্রাহ্মণ সব হৈলা অগ্নিসম ॥ জলাপন্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্ররায়। রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায় ॥ এক দিন সেই রায় দেখি নরোত্তমে। পাপ দূরে গেল তার আনন্দ হৈল মনে ॥ মহাশয় পদে আসি শরণ লইলা। কৃপা করি নরোত্তম তারে শিষ্য কৈলা ॥ বঙ্গদেশী দস্যুপতি বিপ্র দুরাচার। ঠাকুরমহাশয়ের কৃপায় হইল উদ্ধার ॥ কয়েক জনের নাম আমি করিয়ে বর্ণন। শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন ॥ গোবিন্দবাঁড়ুয্যা আর ললিত ঘোষাল। কালিদাস-চট্ট দস্যু অতিচমৎকার ॥ নীলমণি-মুখুটী আর রামজয়চক্রবর্ত্তী। হরিনাথগাঙ্গুলী আর শিব-চক্রবর্ত্তী ॥ পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিলা। চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈলা ॥ চাঁদরায়ের আত্মীয় বান্ধব এরা হয়। যুদ্ধ করি যবনেরে কৈলা পরাজয় ॥ নানা-দেশ লুঠে রাজ্য করয়ে বিস্তার। ভারতে যবনরাজ নহে

আগুসার ॥ সেই দিন চাঁদরায় বন্দী যে হইলা। ভয় পাইয়া এরা সব পলাইয়া গেলা ॥ ঠাকুরমহাশয়ের প্রভা জানি তার মর্ম্ম। সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্বধর্ম্ম ॥ নরোত্তমের স্বগণ রাজা নরসিংহরায়। অতিদূরদেশ পক্কপল্লী বাস হয় ॥ গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতিমনোরম। পুত্রসম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন ॥ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বহু থাকে তার পাশে। এক মহাপণ্ডিত দৈবক্রমে তথা আসে ॥ পণ্ডিতের নাম হয় রূপ-নারায়ণে। বিচারে পরাজয় তার নহি কোন খানে ॥ তাহার চরিত্র হয় পরমমধুর। নরসিংহরায়ের কাছে শুনেছি প্রচুর ॥ সঙ্ক্ষেপ করিয়া কিছু এথায় বর্ণিব। চরিত্র শুনিলে সবে বড় সুখ পাব ॥ বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতিশুদ্ধ। পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ ॥ সে দেশের রাজধানী এগার-সিন্দূর। ব্রহ্মপুত্র-পারে স্থিত অতিমনোহর ॥ এগারসিন্দূর আর মিরজাফরপুর। দগ্‌দগা কুটীশ্বর আর হোসেনপুর ॥ ব্রহ্মপুত্রতীরেতে এ সব স্থান হয়। নানাদেশী লোক তাথে বাণিজ্য করয় ॥ এগার সিন্দূর আর দগ্‌দগা স্থানে। বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্ব্বলোকে জানে ॥ নানাদিক্‌-দেশী বণিক্ থাকয়ে এথায়। বেচা কেনা করে সবে আনন্দহিয়ায়। এগারসিন্দূর নিকট আছয়ে এক গ্রাম। কুলীনের বাসস্থান ভিটাদিয়া নাম ॥ তথি বাস করে বিপ্র লক্ষ্মীনাথলাহিড়ী। পত্নী তাঁর কমলাদেবী পরমসুন্দরী ॥ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এহোঁ কুলীন প্রধান। সর্ব্বব্রাহ্মণের মান্য, পূজ্য সর্ব্বস্থান ॥ এক পুত্র

হৈল তাঁর যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র। নাম রাখিল তার শ্রীল রূপ-চন্দ্র॥ বাল্যকালে রূপচন্দ্র মহাদুষ্ট ছিলা। পিতৃনিদেশেও লিখা পড়া না শিখিলা॥ নানাযত্ন করিলেন লক্ষ্মীনাথ-লাহিড়ী। কিছুতেই তিঁহ না করিলা লিখা পড়ি॥ এক দিন পিতা ক্রোধে অন্নে দিলা ছাই। মনস্তাপে উঠি গেলা অন্ন নাহি খাই॥ মাতারে প্রণাম করি গেলা গৃহ ছাড়ি। কিছু দিনে উত্তরিল গ্রাম্য পণ্ডিতের বাড়ী॥ ব্যাকরণ পড়ি নাম হইল চক্রবর্ত্তী। নবদ্বীপে অধ্যয়ন বাঢ়ে তার কীর্ত্তি॥ নানাশাস্ত্র পড়ি তার বিদ্যা হৈল অতি। তথিতে পাইলা তিঁহ "আচার্য্য" খেয়াতি॥ সেথা হৈতে নীলাচলে করিলা গমন সঙ্কীর্ত্তনে কৈলা মহাপ্রভুর দর্শন॥ দূরে থাকি শ্রীচৈতন্যে প্রণাম করিয়া। জগন্নাথ দর্শন কৈলা আনন্দিতহিয়া॥ সেথা হৈতে মহারাষ্ট্রে পুণানগরীতে। বেদাদি পড়িতে গেলা হর-ষিতচিতে॥ মহাশ্রুতিধর রূপচন্দ্র এহোঁ হয়। বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত আদি সকল পড়য়॥ নানাশাস্ত্রে তার দেখি প্রভূত ব্যুৎপত্তি। "অধ্যাপক" উপাধি তাহে দিলা সরস্বতী॥ দিগ্বিজয় করি তিঁহ নানাস্থানে যায়। যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচারে হারায়॥ নানাস্থানে ভ্রমি তিঁহ গেলা বৃন্দাবন। শুনে সেথা আছে দুই পণ্ডিত মহত্তম॥ রূপ সনাতন নামে আছে দুই গোসাঞি। এ দোঁহার সম পণ্ডিত কোন দেশে নাই॥ রূপচন্দ্র আইলেন দুই গোসাঞি ঠাঞি। বিচার করিব বলি সুখের সীমা নাই॥ তিঁহ আসি গোস্বামিরে

নমস্কার কৈলা। সমাদর করি গোসাঞি তাহারে বসাইলা॥ স্বাগতাদি পুছি কহে কেন আগমন। রূপচন্দ্র বলে আইনু বিচার কারণ॥ নানাশাস্ত্র পড়ি আমি হইনু পণ্ডিত। তোমা দোঁহাসনে বিচার এই মনোনীত॥ গোস্বামিরা কহে বিচারে কিবা ফলোদয়। পণ্ডিত কহে শাস্ত্রপরীক্ষা জয় পরাজয়॥ গোসাঞি কহে বিচারের নাহি প্রয়োজন। পরাজয় মানিলুঁ আমরা দুই জন॥ ক্ষুণ্ণ হৈয়া রূপচন্দ্র উঠি তথা হৈতে। ভয়ে বিচার গোস্বামিরা না কৈল মোর সাথে॥ যমুনাতীরে যায় ইহা কহিতে কহিতে। পথে দেখা হৈল শ্রীজীবগোস্বামির সাথে॥ শ্রীজীব পুছিয়া তার সব তত্ত্ব পাইলা। ক্রোধমনে সেই স্থানে বিচার আরম্ভিলা॥ শ্রীজীব কহে রূপ সনাতন মোর উপাধ্যায়। আমারে জিনিলে জয়ী কহিব তোমায়॥ যবে কহে দুই গোসাঞি পরমপণ্ডিত। মোর সনে বিচার কৈলে হইবা বিদিত॥ জীবে রূপচন্দ্রে বিচার পঞ্চ দিন হৈল। জয় পরাজয় কিছু জানা নাহি গেল॥ সপ্তম দিবসে বিচার হৈল বহুক্ষণ। জীব জয়ী রূপচন্দ্র হৈলা নির্যাতন॥ রূপচন্দ্রের অদ্বৈতবাদ শ্রীজীব দেখিয়া। দ্বৈতবাদ সংস্থাপিলা যুক্তিপ্রমাণ দিয়া॥ বৈষ্ণবমতের তিঁহ দেখাইল প্রাধান্য। জ্ঞান কর্ম্মযোগ হৈতে ভক্তির হৈল মান্য॥ পরাজিত রূপচন্দ্র শ্রীজীবচরণে। দণ্ডবৎ প্রণাম কৈল আনন্দিত মনে॥ যোড়হাতে করে তিঁহ শ্রীজীবে স্তবন। তোমার কৃপায় মোর নির্ম্মল হৈল মন॥ কৃপা করি শ্রীজীব তার মাথে পদ দিলা।

আলিঙ্গন করি নিকটেতে বসাইলা॥ রূপ কহে প্রভো মোরে যে কৃপা করিলা। অজ্ঞানাদি তম মোর সকল খণ্ডিলা॥ তোমা স্থানে অপরাধ হৈল অগণন। কৃপা করি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন॥ জীব কহে মোর স্থানে অপরাধ নাই। তোমারে করিলা দয়া চৈতন্যগোসাঞি॥ ইহা শুনি রূপচন্দ্র শ্রীজীবচরণ। মাথে লৈয়া করে প্রেম-অশ্রু বরিষণ॥ রূপ-চন্দ্র কহে প্রভো! শ্রীজীবগোসাঞি। মোর যত অপরাধ তার অন্ত নাই॥ শ্রীল রূপ সনাতনগোস্বামির স্থানে। যত হৈল তমোগুণ না যায় কহনে॥ সেই কথা স্মরি মোর চিত্ত জ্বলি যায়। না দেখি উপায় প্রভো না দেখি উপায়॥ এত কহি রূপচন্দ্র বহু খেদ কৈলা। শ্রীজীবগোস্বামী তারে যত্নে প্রবোধিলা॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীরূপচন্দ্রেরে লইয়া। গোস্বা-মির স্থানে যায় আনন্দিত হৈয়া॥ রূপচন্দ্র শ্রীরূপ শ্রীসনাতন পদে। ভূমে পড়ি লোটাইয়া করে অতিখেদে॥ মো সম অধম পাপী নহি ত্রিভুবনে। যত অপরাধ কৈল না যায় গণনে॥ তমোগুণে মত্ত হৈয়া তোমাদের সাঁথে। বিচার করিতে আইনু মোহপ্রাপ্তচিতে॥ অপরাধ ক্ষম প্রভো অধমে কর দয়া। পতিতে উদ্ধার কর দেহ পদছায়া॥ শ্রীজীব-গোস্বামির কৃপায় কিছু জ্ঞান পাইল। তার কৃপাবলে তুয়া চরণ দেখিল। ঐছে কত কহি রূপ ভূমে লোটাইয়া। ব্যাকুল হইয়া কান্দে গুমড়য়ে হিয়া॥ রূপচন্দ্র-দৈন্য দেখি রূপ সনা-তন। কৃপা করি তার মাথে অর্পিলা চরণ॥ রূপ সনাতন

কহে রূপচন্দ্র প্রতি। অপরাধ নাই তোমার নির্ম্মল হৈল মতি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র দয়া কৈল তোরে। ধন্য সে হইলা তুমি ভুবনভিতরে ॥ এত কহি দুই গোসাঞি তারে আলিঙ্গিলা। প্রেম-অশ্রুবারি তার নয়নে বহিলা ॥ সবিনয়ে রূপচন্দ্র কহে গোস্বামিরে। কৃপা করি কৃষ্ণদীক্ষা দেহ অধমেরে ॥ শুনিয়া গোস্বামী দোঁহে করিছে চিন্তনে। হেন কালে এক শব্দ উঠিল গগনে ॥ "রূপচন্দ্রে হরিনাম দেহ দুই জনে। গোপালমন্ত্রে দীক্ষা পাবে নরোত্তম স্থানে ॥" শুনিয়া আকাশবাণী শ্রীগোস্বামিদ্বয়। হরিনাম মহামন্ত্র তার কর্ণে কয় ॥ সংখ্যা করি তুমি সদা হরিনাম লবে। নরোত্তম স্থানে তুমি কৃষ্ণদীক্ষা পাবে ॥ গড়েরহাট গোপালপুর শ্রীখেতরী গ্রামে। জন্মিয়াছে নরোত্তম কৈল তোমা স্থানে ॥ দ্বাদশ বৎসরে সেহ বৃন্দাবনে আসি। লোকনাথগোসাঞি-শিষ্য হবে গুণরাশি ॥ এত কহি সনাতন বিরত হইলা। রূপচন্দ্র, গোস্বামির পদ মাথে নিলা ॥ হেনই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটিলা। রূপচন্দ্রে নারায়ণ প্রবেশ করিলা ॥ দেখি রূপ সনাতন তার ভক্তির প্রভাব। আলিঙ্গন করি প্রেম কৈলা [illegible] ॥ গোসাঞি কহে নারায়ণ তব অঙ্গে প্রবেশিল। আজি হৈতে নাম তোর "রূপনারায়ণ" হৈল ॥ এত কহি কৈলা [illegible] শক্তির সঞ্চার। করে রূপনারায়ণ গোসাঞিপদে নমস্কার ॥ কিছুকাল বৃন্দাবনে তিঁহ কৈলা বাস। শ্রীজীবের স্থানে কৈলা ভক্তিশাস্ত্রাভ্যাস ॥ ভাগবত পড়ে স্বামী তোষণী

টীকা দিয়া। লঘু বৃহদ্ভাগবতামৃত পড়ে হর্ষ হৈয়া॥ রসামৃত উজ্জ্বল পড়ে সন্দর্ভ সকল। নাটকাদি পড়ি প্রীতি পাইল বহুল॥ মথুরামণ্ডল সব করি দরশন। আনন্দে মগন, করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥ শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস কাশীশ্বর আর। সকল বৈষ্ণবপদে কৈল নমস্কার॥ সকল বৈষ্ণব তারে অনুগ্রহ কৈলা। বিদায় হইয়া তিঁহ নীলাচলে গেলা॥ তথায় শুনিল মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান। বহু খেদ করি তিঁহ হইলা অজ্ঞান॥ প্রভুর ইচ্ছায় তার নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপনেতে গৌরচন্দ্র তারে দেখা দিল॥ "প্রভু কহে শুন অহে রূপনারয়ণ। নরসিংহরায় সহ তোমার মিলন॥ তার স্থানে থাকি তুমি নরোত্তম হৈতে। লভিবে গোপালমন্ত্র তাহার সহিতে॥" এত কহি তারে মাথে চরণ অর্পিয়া। অনুগ্রহ করি গৌর গেলেন চলিয়া॥ স্বপন দেখিয়া তবে রূপনারায়ণ। জাগি বসি করে প্রেম-অশ্রু বরিষণ॥ প্রভু ইচ্ছামতে তিঁহ শান্তিলাভ করি। আইলেন গদাধরপণ্ডিতের বাড়ী॥ প্রণমিয়া কহিলা সকল বিবরণ। গদাধর তার মাথে দিলা শ্রীচরণ॥ তবে গেলা শ্রীস্বরূপগোস্বামির স্থানে। সব বিবরণ তারে কৈল নিবেদনে॥ প্রণাম করিলা তিঁহ স্বরূপের পায়। কৃপা করি স্বরূপ পদ দিলেন মাথায়॥ অনুগ্রহ করি তারে শক্তি সঞ্চারিলা। নানাগূঢ় তত্ত্ব স্বরূপ তাহারে কহিলা॥ শ্রীজগন্নাথ-দেখিলা মনের আনন্দে; নিজকৃত স্তব স্তুতি

করিলা স্বচ্ছন্দে ॥ প্রণাম করিয়া তবে তথা হৈতে আইল। রামানন্দসনে তার পথে দেখা হৈল ॥ পরিচয় পাইয়া তারে প্রণত হইলা। রায়-রামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈলা ॥ ঐছে যত গৌরভক্ত সনে সাক্ষাৎ করি। কিছু দিন পরে আইলা গৌড়দেশে চলি ॥ আসি শুনিলেন অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গোপন। বহু খেদ কৈল স্বপ্নে পাইলা দর্শন ॥ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু রূপের শিরে পদ দিয়া। অনুগ্রহ করি তবে গেলেন চলিয়া ॥ কত দিন তিঁহ ভ্রমিলেন নানাস্থান। শুনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ॥ অন্তর্দ্ধান শুনি তিঁহ বড় খেদ কৈলা। স্বপনেতে নিত্যানন্দ তারে দেখা দিলা ॥ প্রভু দেখি আনন্দেতে হইলা মূর্চ্ছিত। পদ মাথে দিলা তার স্থির হৈল চিত। নিতাই বলে শুন অহে রূপনারায়ণ। নরসিংহ সনে শীঘ্র হইবে মিলন ॥ কিছুকাল তুমি গিয়া সেথায় থাকিবে কত দিন পরে নরোত্তমের দেখা পাবে ॥ এত বলি নিত্যানন্দ হৈলা অন্তর্হিত। জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি হৈয়াছে প্রভাত ॥ প্রভু দেখি যে আনন্দ না যায় বর্ণন। অদর্শনে যে দুঃখ তা কবে কোন জন ॥ প্রভু-ইচ্ছামতে তবে কিছু সুস্থ হৈলা। প্রাতঃকৃত্য করি গঙ্গাস্নানেতে চলিলা ॥ সেই মাঠে হৈল এক রাজার আগমন। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসঙ্গে লোক-অগণন ॥ লোকমুখে শুনিলা এই নরসিংহরায়। করিলেন গঙ্গা-স্নান আনন্দহিয়ায় ॥ রাজা-নরসিংহ দেখি রূপনারায়ণে। পরিচয় লৈলা তার আসি তার স্থানে ॥ রূপনারায়ণ হয়

পরমসুন্দর। নরসিংহের মনে ভক্তি হইল বিস্তর॥ রাজা-নরসিংহরায় অতি আগ্রহ করি। রূপনারায়ণে নিল আপনার বাড়ী॥ বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজবাড়ীতে আইলা। বিচারে রূপনারায়ণ সবে জয় কৈলা॥ রূপনারায়ণের কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপয়। তার সম পণ্ডিত কোন দেশে নাহি হয়॥ রূপনারা-য়ণে রাজা বহু প্রীতি করে। তার পরামর্শে রাজার বহু কীর্ত্তি বাড়ে॥ রূপনারায়ণ যোগশাস্ত্র বহু জানে। কিছু যোগশাস্ত্র আমি পড়িল তার স্থানে॥ কোন কোন যোগ তাহা হৈতে শিক্ষা কৈল। যোগগুরু করি আমি তাহারে মানিল॥ তার চরিত্র লিখিতে আছে ঈশ্বরী-আদেশ। সঙ্খেপে লিখিল নাহি লিখিল বিশেষ॥ এক দিন নরসিংহ রূপনারায়ণ সনে। সভা করি বসিয়াছে লইয়া সভ্যগণে॥ হেন কালে আইলা কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। সর্ব্বনাশ হৈল বলি হৈয়াছে দুঃখিত॥ কৃষ্ণা-নন্দদত্ত-পুত্র নরোত্তমদাস। ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্ব্ব-নাশ॥ বুঝি এত দিনে ঘোর কলি উপস্থিত। শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত॥ কোথা হৈতে বৈষ্ণবমত আনি-প্রচারিল। যত দেবদেবীপূজা সব উঠাইল॥ বলি বিধান পশ্বালম্ভ * কিছু নাহি আর। দেশনাশ কৈল সবে গেল ছারখার॥ মৎস্য মাংস সব ত্যাগি নিরামিষ খায়। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কান্দে পাগলের প্রায়॥ বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়া সব লোপ হৈল। সঙ্কীর্ত্তন করি যত লোক ভুলাইল॥ কি কুহক

* পশ্বালম্ভ—ছাগাদি পশুবধ করা॥

জানে সেই নরোত্তমদাস। বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণশিষ্য হৈল তার পাশ॥ ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা কর মহাশয়। মো সবারে লৈয়া চল তাহার আলয়॥ শাস্ত্রের বিচার করি তারে পরাজিব। ভয় যে পাইয়া তিঁহ পলাইয়া যাব॥ শুনি নরসিংহরায় রূপনারায়ণে। কহিলেন কি কহিব কহ ত এখনে॥ রূপনারায়ণ কহে শুন মহারাজ। গোষ্ঠী সহ চল ইথে না করিহ ব্যাজ॥ বুঝি এত দিনে মোদের ভাগ্যোদয় হৈল॥ নিজ-গুণে ঠাকুরমহাশয় আকর্ষণ কৈল॥ রূপনারায়ণ কহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে। ছাত্র সহ চল বিচারে হারাব নরোত্তমে॥ মনে মনে কহে রূপ যে শুনি মহিমা। মহাশয়ের কৃপায় উদ্ধার হবে সর্ব্বজনা॥ অধ্যাপকগণে আর রূপনারায়ণে। লইয়া চলিলা রায় খেতরীভবনে॥ খেতরী নিকটে কুমারপুর নাম গ্রামে। এক দিন তথায় রায় করিলা বিশ্রামে॥ হেথা শুনিলেন সব ঠাকুরমহাশয়। বহু পণ্ডিত লৈয়া আইলা নরসিংহরায়॥ রামচন্দ্রকবিরাজ নরোত্তম প্রতি। কহে ছদ্মবেশে মোরা পরাজিব তথি॥ এত কহি মহাশয়ের অনুমতি লৈয়া। কুমারপুর চলিলেন আনন্দিত হৈয়া॥ রামচন্দ্র গোবিন্দ আর গঙ্গানারায়ণ। হরিহর রামকৃষ্ণ জগন্নাথ এই কয় জন॥ তেলি শুঁড়ী সাজে আর বারুই কুমার। নানা জিনিশ লইয়া তথি জমায় বাজার॥ কতেক পড়ুয়া আইলা জিনিশ কিনিতে। মূল্য পুছিলে তাহা কহে সংস্কৃতে॥ দর্প করি পড়ুয়ারা সংস্কৃত কয়। কিছু আলাপনে সবে হৈলা পরাজয়॥ তেলি শুঁড়ী কহে মূর্খ

তোরা কিবা জান। যদি লজ্জা থাকে তবে অধ্যাপকে আন॥ লজ্জা পাইয়া পড়ুয়াগণ অধ্যাপকে কয়॥ তেলি শুঁড়ী বারুই কুমার কৈল সব জয়*॥ পুছিলাম, শাস্ত্র তোরা কোথায় শিখিলা। বিবরিয়া সব কথা মোদেরে কহিলা॥ খেতরীর পাটে মোরা করি দোকানদারি। বহু শাস্ত্রচর্চ্চা তথি কিছু মনে ধরি॥ শুনি অধ্যাপকগণ অগ্নি হেন জ্বলে। বিচার করিতে সবে বাজারেতে চলে॥ বহু ক্ষণ ব্যাপি সবে বিচার করিল। পূর্ণরূপে পণ্ডিতগণ পরাজিত হৈল॥ পণ্ডিতগণ চলি আইলা রাজার বাসায়। যৈছে পরাজয় হৈল নিবেদিল তায়॥ পণ্ডিতগণ কহে আর না যাব খেতরী। চল এথা হৈতে শীঘ্র পলায়ন করি॥ রূপনারায়ণ কহে কোন চিন্তা নাই। সবে কৃপা করিবেন নরোত্তম-গোসাঞি॥ পলাইয়া গিয়া আর কিবা প্রয়োজন। আশ্রয় করহ নরোত্তমের চরণ॥ বৈষ্ণব পরমধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বৈষ্ণব হইলে ভক্তিমুক্তি লাভ হয়॥

তথাহি—

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমং তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥
আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥

---

* তেলি—তৈলকার, শুঁড়ী—শৌণ্ডিক অর্থাৎ সৌজাতি, কুমার—কুম্ভকার, বারুই—তাম্বূলব্যবসায়ী।

এথা বাজারের যত ব্যবসায়িগণে। পড়ুয়া ডাকিয়া জিনিশ করিলা প্রদানে॥ তারা কহে নানাস্থানে লাভ মোরা পাই। ব্রাহ্মণে করিল দান আমরা সবাই॥ এত কহি জিনিশপত্র করিয়া অর্পণ। স্থানে স্থানে ব্যবসায়ী করিলা গমন॥ এথা সবে আহারাদি করি নিদ্রা গেলা। শেষরাত্রে পণ্ডিতেরা স্বপনে দেখিলা॥ খড়্গহস্তে ক্রোধমুখে কহে ভগবতী। নরোত্তমে নিন্দা কৈলে অরে মুষ্টমতি॥ অধ্যয়ন করি তোদের কিছু না জন্মিল। বৈষ্ণব নিন্দিয়া তোরা অধঃপাতে গেল॥ তুয়া মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান। তবু ত মনের দুঃখ নহে অবসান॥ নরোত্তম ভগবানের আবেশ অবতার। অতি উজ্জ্বল যজ্ঞোপবীত হৃদে আছে তার॥ হৃদে যার ব্রহ্ম আছে সে হয় ব্রাহ্মণ। বাহ্য পৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ॥ নরোত্তমস্থানে তোরা কালি লবে দীক্ষা। নরোত্তমের অনুগ্রহ হৈলে তোদের রক্ষা॥ ঐছে কহি ভগবতী অন্তর্দ্ধান কৈলা। অধ্যাপকগণ যত জাগিয়া বসিলা॥ স্বপ্ন দেখি ভয়ে কাঁপে অতিজব্দ হৈয়া। স্বপ্নকথা রাজারে কহিলা বিস্তারিয়া॥ রাজা কহে পূর্ব্বে তোরা নিষেধ না মানিলা। নরোত্তমে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা॥ যে কার্য্য করয়ে তিঁহ লোকের অসাধ্য। শ্রীঠাকুরমহাশয় দেবের আরাধ্য॥ ঐছে কহি অধ্যাপকগণে স্থির কৈলা। স্নানাদি করিয়া সবে খেতরীতে গেলা॥ বিগ্রহে প্রণাম কৈলা ভূমে লোটাইয়া। নরোত্তমে প্রণমিলা সাষ্টাঙ্গ হইয়া॥ মো সম অধম পাপী জগতে আর

নাই। অপরাধ ক্ষম কৃপা করহ গোসাঞি॥ নরোত্তম সবা-কারে অতিকৃপা করি। চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক-উপরি॥ সব ব্রাহ্মণেরে তবে কৃষ্ণদীক্ষা দিলা। যে কৃপা করিলা তাহা কহিতে নারিলা॥ প্রধান প্রধান পণ্ডিত ছিল যে যে জন। তাহাদের নাম এবে করিয়ে কীর্ত্তন॥ যদুনাথবিদ্যাভূষণ কালীনাথ আর। তর্কভূষণ উপাধি তার সর্ব্বত্র প্রচার॥ হরিদাসশিরোমণি চন্দ্রকান্ত আর। ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্ব্বত্র প্রচার॥ শিবচরণ দুর্গাদাস এই দুই জন। বিদ্যা-বাগীশ বিদ্যারত্ন উপাধি সবে কন॥ পণ্ডিতের নাম আমি এথায় লিখিল। পড়ুয়ার নাম কিছু লিখিতে নারিল॥ এথা রাজা-নরসিংহ রূপনারায়ণ। শ্রীবিগ্রহ ছয়ে করি প্রণাম স্তবন॥ নরোত্তমপদে আসি দণ্ডপ্রণাম কৈল। যে দৈন্য করিলা তাহা বর্ণিতে নারিল॥ নরোত্তম দোঁহাকারে অতি-কৃপা করি। চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক উপরি॥ রাজা-নরসিংহের পাইয়া পরিচয়। কৃষ্ণমন্ত্র দিলা কৃপা করি অতি-শয়॥ তবে নরসিংহরায় ঠাকুরমহাশয়ে। রূপনারায়ণের পরিচয় কহে বিস্তারিয়ে॥ বৃন্দাবনে হইয়াছিল যেরূপে ঘটন। যেরূপে রাজার সনে হইল মিলন॥ সব কথা বিস্তা-রিয়া বর্ণন করিল। শুনি রামচন্দ্রাদিক আনন্দিত হৈল॥ শুনি ঠাকুরমহাশয় কৃপা করি তারে। অর্থ সহ হরিনাম দিলা কর্ণদ্বারে॥ দশাক্ষর গোপালমন্ত্র করিলা অর্পণ। কাম-গায়ত্রী কামবীজ দিলেন তখন *॥ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি রূপ-

* দশাক্ষর গোপালমন্ত্র দুই প্রকার। "ক্লীং গোং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ।"

নারায়ণ। ধরিলা মস্তকে মহাশয়ের চরণ॥ রামচন্দ্রাদিকে তবে প্রণাম করিলা। যে আনন্দ হৈল তাহা বর্ণিতে নারিলা॥ রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন। প্রসাদ পাইলা সবে আনন্দিত মন॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় প্রসাদ ভক্ষিয়া। পাত্রশেষ দেওয়াইলা শিষ্যেরে বাঁটিয়া॥ আর দিনে নরসিংহ নিজঘরণী আনিলা। নরোত্তমগোসাঞি তারে মন্ত্র প্রদান কৈলা॥ এক দিন দুই ব্রাহ্মণ স্বপন দেখিয়া। নরোত্তম-নিকটে আইলা আনন্দিত হৈয়া॥ প্রণমিয়া কহে দোঁহে দেখিল স্বপন। তোমার নিকটে কৈল শ্রীমন্ত্রগ্রহণ॥ শুনি নরোত্তম দোঁহে কৃষ্ণমন্ত্র দিল। দুই ব্রাহ্মণ হৈলা অতি প্রেমেতে বিহ্বল॥ রাঢ়িশ্রেণী সাবর্ণগোত্র ভাই দুই জন। শ্রীবলরাম আর রূপ-নারায়ণ॥ দোঁহাকার প্রেমভক্তি হয় অতিশয়। শ্রীখেতরী গ্রামে হয় দোঁহার আলয়॥ নরোত্তম দোঁহাকার প্রেমভক্তি দেখি। শ্রীবিগ্রহের সেবাতে দিলেন দোঁহে রাখি॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে দোঁহে হয় অধিকারী। খেতরীভবনে দোঁহে ডাকায় পূজারী॥ তাহার ভজনচেষ্টা কহন না যায়। নরোত্তমঠাকু-রের কৃপা বহু তায়॥ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য অগণন। শাখাবর্ণনায় করাব দিক্ দরশন॥ আর একদিনের কথা করিয়ে বর্ণন। যাহার শ্রবণে হয় পাপবিমোচন॥ ক্রমে

এবং "বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা"। কামগায়ত্রী কামবীজ যথা—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়েৎ।" এস্থলে "ক্লীং" এইটী কামবীজ অপর অংশ কামগায়ত্রী॥

ক্রমে শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমা আইলা। এথা সর্ব্ব মহান্তের আগমন হৈলা ॥ সকল পাষণ্ডিগণে করিতে দমন। করিলেন এক মহৈশ্বর্য্য-প্রকটন ॥ শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমার তৃতীয় দিবসে ॥ করিলেন মহাসভা মনের উল্লাসে ॥ সভামধ্যে বহু লোকের হৈল সমাগম। চৈতন্যগণের নাম করিয়ে লিখন ॥ শ্যামানন্দ আইলা রসিকাদি ভক্তসহ। হৃদয়চৈতন্যাদি আইলা পাইয়া উৎসাহ ॥ অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণমিশ্র গোপাল যাদব। শ্যামদাস যদুনাথ মাধবাচার্য্যাদি সব ॥ বসুধা জাহ্নবা গঙ্গা আর বীরচন্দ্র। মাধব-আচার্য্য আদি আর সুন্দরানন্দ ॥ যদুনন্দন আদি সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীদাস গোকুলানন্দ আর সুলোচন ॥ রাজা-বীরহাম্বীর কৃষ্ণবল্লভ ব্যাস। খেতরী আইলা সবে আর শ্রীনিবাস ॥ বহুলোকের সমাগম সভামধ্যে হৈলা। বহুল পাষণ্ডী সভামধ্যে প্রবেশিলা ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কৈল শ্রীনিবাস। বীরভদ্রগোস্বামির হৈল বক্তৃতা প্রকাশ ॥ শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম হৈতে বড়। সেই ধর্ম্ম লও সবে মন করি দৃঢ় ॥

তথাহি—

গাণপত্যং তথা সৌরং শৈবং শাক্তমিতি ক্রমাৎ।
এতেষাং সর্ব্বধর্ম্মাণাং প্রধানং বৈষ্ণবং মতং ॥
বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমং তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ ॥

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই। সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণবগোসাঞি ॥ সর্ব্বমন্ত্র হৈতে কৃষ্ণমন্ত্রের প্রাধান্য।

কৃষ্ণমন্ত্র লও সবে হৈয়া অগ্রগণ্য ॥

তথাহি গৌতমীয়ে—

গাণপত্যেষু সৌরেষু শৈবশাক্তেষু সুব্রত।
বৈষ্ণবেষু সমস্তেষু কৃষ্ণমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ ॥

সেহ মন্ত্র সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব হইতে লবে। অসম্প্রদায়ির মন্ত্র বর্জ্জন করিবে ॥

তথাহি গৌতমীয়ে—

সম্প্রদায়েনোপদিষ্টস্তেষাং সিদ্ধিপ্রদো ভবেৎ।
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ ॥

পাদ্মে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
ন সিদ্ধাস্তত্র মন্ত্রাস্তু কল্পকোটিশতৈরপি ॥

কৃষ্ণমন্ত্রগ্রাহী যেঁহ তাঁরে বৈষ্ণব কয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের বড় সুনিশ্চয় ॥

তথাহি—

হরিনামপরো যস্তু কৃষ্ণপূজাপরায়ণঃ।
যো কৃষ্ণমন্ত্রং গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥
চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥
বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ। ইতি চ ॥

যেঁহ কৃষ্ণভক্ত তেঁহ শূদ্র নাহি হয়। কৃষ্ণভক্তিহীন দ্বিজে শূদ্রাধম কয়॥

তথাহি—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

যৈছে কাংস্য রসযোগে সুবর্ণতা পায়। তৈছে মানব কৃষ্ণ-দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভয়॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য টীকাধৃতবচনং।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

এই নরোত্তম কায়স্থ-কুলোদ্ভব হয়। শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়॥ কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্রাহ্মণ হৈতে বড়। যেঁহ শাস্ত্র জানে তেঁহ মানে করি দৃঢ়॥ কৃষ্ণদীক্ষায় দ্বিজত্বলাভ শাস্ত্রের বচন। ইথে অবিশ্বাস যায় নরকভবন॥ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ যারে কয়। সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে সদা স্থিত। সেই সে ব্রাহ্মণ ইহা কহিনু নিশ্চিত॥ ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্ব্বলোকে দেখে। সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপ্যে*॥ হৃদয়-চিরি যজ্ঞোপবীত যে করায় দর্শন। তারেই ব্রাহ্মণমধ্যে করিয়ে গণন॥ নরোত্তম মহাপ্রভুর প্রেম-অবতার। নিত্যানন্দপ্রভুর হয় আবেশাবতার॥

---

*গোপ্যে—অর্থাৎ গোপনে॥

নিত্যানন্দের কলা তারে ঈশ্বর বলি মান। হৃদয়-চিরি যজ্ঞোপবীত করাবে দর্শন॥ পূর্ব্বকালে সভামধ্যে যৈছে হনূমান্। হৃদয়-চিরি সীতারাম দর্শন করান॥ তৈছে নরোত্তমগোসাঞি সবার আজ্ঞা মতে। হৃদয়-চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে॥ দীপ্তিশালী পৈতা যেন সূর্য্যের কিরণ। পাষণ্ডী না পারে তাহা করিতে দর্শন॥ যেঁহ ভক্ত তেঁহ দেখে মনের উল্লাসে। পাষণ্ডীর কাঁপয়ে অঙ্গ পায় মহাত্রাসে॥ ভক্তগণ আর যত পাষণ্ডির গণে। প্রণমিয়া সবে বহু করয়ে স্তবনে॥ তবে নরোত্তম পৈতা সঙ্গোপন করি। পাষণ্ডিরে অনুগ্রহ কৈলা বহুতরি॥ "ধন্য ধন্য ধন্য" শব্দ উঠিল তখন। পরস্পর সবে মেলি কৈল আলিঙ্গন॥ নরোত্তম গৌরগণে প্রণাম করিল। অনুমতি লৈয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল॥ কিছুকাল গান করি করয়ে বিশ্রাম। নরসিংহ রূপনারায়ণ আসি কৈল প্রণাম॥ রূপনারায়ণ তবে গান আরম্ভিল॥ নরসিংহরায় খোল স্কন্ধেতে করিল॥ কিবা গান কিবা বাদ্য স্বর সুমধুর। দ্রবিল সবার চিত্ত নাহি মানে উর*॥ সুমধুরস্বরে সবার মন হরি নিল। ঊর্দ্ধবাহু করি সবে নাচিতে লাগিল॥ বীরভদ্রপ্রভু শ্রীরূপনারায়ণে। দৃঢ় আলিঙ্গন করি করয়ে নর্ত্তনে॥ রূপনারায়ণ তবে পড়ে প্রভুর পায়। কৃপা করি বীরচন্দ্র-পাদ দিল তার মাথায়॥ যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় লিখন। কিছু পরে বিরত হইল সঙ্কীর্ত্তন॥ বীরভদ্রপ্রভু সর্ব্বগুণের আলয়। রূপনারায়ণ তিঁহ লৈলা পরিচয়॥ আদি

* উর—ওর, অর্থাৎ অবসান॥

অন্ত বিবরণ সকল জানিলা। শ্রীরূপের শক্তি ইহঁ নিশ্চয় করিলা ॥ বীরচন্দ্র কহে শুন রূপনারায়ণ। তোমার ভক্তিতে মোর দ্রবাইল মন ॥ তুমি হও শ্রীল রূপগোস্বামি-শকতি। তোমারে প্রদান কৈনু "গোস্বামী" খেয়াতি ॥ রূপনারায়ণ শুনি আনন্দিত মন। দুই হাতে ধরিলেন গোস্বামিচরণ ॥ অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণমিশ্র আর শ্রীগোপাল। শ্রীনিবাস শ্যামানন্দ রঘুনন্দন আর ॥ রামচন্দ্র সন্তোষদত্ত শ্রীগোকুলানন্দ। বসুধা জাহ্নবা গঙ্গা আর শ্রীগোবিন্দ ॥ যতেক গৌরাঙ্গগণ নাম লব কত। সবে অনুগ্রহ তারে কৈলা যথোচিত ॥ রূপনারায়ণ বন্দিলেন সবার চরণ। সবে করিলেন তারে প্রেম-আলিঙ্গন ॥ বিদায় হৈয়া মহান্তগণ নিজ-স্থানে গেলা। কিছু দিন রূপনারায়ণ এথায় রহিলা ॥ কোন এক দিবস শ্রীরূপনারায়ণে। নিজ-সিদ্ধনাম চাহে মহাশয়ের স্থানে ॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় তাঁরে কৃপা করি। সিদ্ধনাম দিলা তারে "নারায়ণী-মঞ্জরী" ॥ নরোত্তমঠাকুরের মহিমা অপার। মুঞি কি লিখিতে জানি ভক্তি-হীন ছার ॥ আমার ঠাকুরাণী শ্রীল বৃন্দাবনেতে। প্রতিশ্রুত ছিলেন শ্রীমূর্ত্তি পাঠাইতে ॥ শ্রীরাধার মূর্ত্তি গোপীনাথের কারণ। প্রস্তুত করাইয়া তাহা পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥ দেখিয়া গোস্বামিগণের মহানন্দ হৈল ॥ শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধা বসাইল ॥ ঈশ্বরীর বৃত্তান্ত ইথে অধিক না লিখিল। বীরচন্দ্র-চরিতে তাহা বিস্তারি বর্ণিল ॥ আমার শ্রীঠাকুরাণীর অষ্ট পুত্র হয়। অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ ত্যজয় ॥ শেষপুত্র বীর-

ভদ্র বীরচন্দ্র নাম। বীরচন্দ্র-চরিতে লিখিল তাহার আখ্যান॥ শ্রীখণ্ডেতে নরহরির অন্ত্যেষ্টি-মহোৎসবে। মহাসঙ্কীর্ত্তন আসি করিলেন সবে॥ হেন কালে রামাই নামে অন্ধ এক জন। দেখিতে আইলা সেহ কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ গান শুনে নৃত্য কিছু দেখিতে না পায়। দুই চক্ষু ধরি কেবল করে হায় হায়॥ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন নৃত্য দেখিতে নারিল। কোন্ অপরাধে মোর চক্ষু হরি নিল॥ এত কহি তিঁহ করে বহুত ক্রন্দন। বীরচন্দ্রপ্রভু তারে দিল চক্ষুদান॥ চক্ষু ধরি কহে প্রভু দেখহ রামাই। এই সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করয়ে সবাই॥ চক্ষু পাইয়া রামাই পড়ে প্রভুপদতলে। প্রভু পদ দিলা তার মস্তক উপরে॥ ধন্য ধন্য নাদ তবে উঠিল গগনে। সবে কোলাকুলি করে প্রেম-আলিঙ্গনে॥ চক্ষুদান দিলা প্রভু করুণা করিয়া। বীরচন্দ্র-চরিতে তাহা লিখিনু বিস্তারিয়া॥ বীরচন্দ্রপ্রভু মোর দয়ালগোসাঞি। যত শিষ্য কৈলা তিঁহ তার অন্ত নাই॥ কান্দরা গ্রামে আছে জয়গোপাল এক জন। গুরুপ্রসাদ-লঙ্ঘনে তাহে করিলা বর্জন॥ শ্রীনিবাস আদি সর্ব্বমহান্তের স্থানে। পত্রী দিয়া বীরভদ্র করিলা গোপনে॥ ইথে সূত্ররূপে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল। বীরচন্দ্র-চরিতে তাহা বিস্তিরি বর্ণিল॥ এক দিন বীরচন্দ্র মাতার আজ্ঞা লিয়া। চলিলেন নীলাচল আনন্দিত হিয়া॥ তথা গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিল। মহাপ্রভুর লীলাস্থান সকল দেখিল॥ যে যে ছিলেন তথায় প্রভুর পরিকর। সবারে মিলিয়া আইলা গোপীবল্লভপুর॥ তথা শ্যামা-

নন্দ সনে করিয়া সাক্ষাৎ। কিছু দিনে খড়দহে হৈলা উপনীত॥ সূত্ররূপে হেথা আমি কিঞ্চিৎ কহিল। বিস্তারিয়া বীরচন্দ্রচরিতে বর্ণিল॥ কিছু দিন প্রভু মোর খড়দহে থাকি। বৃন্দাবন গমন কৈলা মনে হৈয়া সুখী॥ খড়দহ হইতে অম্বিকা শান্তিপুর দিয়া। নবদ্বীপ যাইলেন আনন্দিতহিয়া॥ মহাপ্রভুর লীলাস্থান করিয়া দর্শন। খণ্ড হৈয়া যাজিগ্রাম করিলা গমন॥ দিন দুই চারি তথা অবস্থিতি করি। কাঁটোয়া বুধরী হৈয়া গেলেন খেতরী॥ কিছু দিন শ্রীখেতরীগ্রামেতে থাকিয়া। কথো দিনে বৃন্দাবনে উত্তরিলা গিয়া॥ পথের বৃত্তান্ত ইথে কিছু না বর্ণিল। বিস্তার করিয়া প্রভুর চরিত্রে কহিল॥ গোস্বামিগণের সহ হইল মিলন। করিলেন মথুরামণ্ডল দরশন॥ এ সব বৃত্তান্ত আমি অতি বিস্তারিয়া। বীরচন্দ্রচরিতে লিখিল আনন্দিত হৈয়া॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ॥ শ্রীরাধাবিনোদ আদি করি দরশন। যে আনন্দ হৈল প্রভুর না যায় লিখন॥ এ সকল বিগ্রহের বিবরণ যত। যৈছে যার হৈল প্রাপ্তি করিয়া বেকত॥ বীরচন্দ্রচরিতে তাহা বিস্তার লিখিল। যা শুনে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হৈল॥ বীরচন্দ্রপ্রভু মোর বৃন্দাবন হৈতে। কথো দিনে আইলেন শ্রীএকচক্রাতে॥ একচাকা স্থান তিঁহ করিলা দর্শন। যথি নিত্যানন্দপ্রভু লভিল জনম॥ নিতাইর বাল্যলীলাস্থান দেখিয়া। প্রেমধারা বহে নেত্রে আনন্দিতহিয়া॥ বীরচন্দ্রচরিতে আমি তাহা বিস্তা-

রিল। তথা হৈতে প্রভু মোর খেতরী আইল॥ দেখি নরোত্তম পড়ে প্রভুপদতলে। আলিঙ্গন কৈলা প্রভু অতিকুতূহলে॥ শ্রীবিগ্রহগণে প্রভু করিয়া দর্শন। করিলেন কথোক্ষণ নামসঙ্কীর্ত্তন॥ প্রসাদ পাইয়া প্রভু নরোত্তমসনে। বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত কহিলা কথোক্ষণে॥ লোকনাথগোস্বামির আশীর্ব্বাদ শুনি। নরোত্তমের দুই নেত্র বহি পড়ে পানী॥ কিছুদিন শ্রীখেতরী করি অবস্থান। এথা হৈতে যাজিগ্রাম করিলা পয়ান॥ আচার্য্য শুনিলা বীরচন্দ্রের আগমন। আগুসারি আনিলেন আপন ভবন॥ শ্রীনিবাস বীরচন্দ্র পদে প্রণমিলা। বীরচন্দ্রপ্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা॥ ঈশ্বরী গৌরাঙ্গপ্রিয়া সেথাই আছিলা। আসিয়া প্রভুর পদে প্রণাম করিলা॥ বৃন্দাবনগমনবৃত্তান্ত কহি তাহে। শ্রীল ভট্টগোস্বামির আশীর্ব্বাদ কহে॥ নিজ-প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনি শ্রীনিবাস। না দেখিল শ্রীচরণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥ কিছু দিন প্রভু যাজিগ্রামেতে থাকিয়া। খণ্ড হৈয়া খড়দহে আইলা চলিয়া॥ বসুধা জাহ্নবাপদে প্রণাম করিলা। গায়ে হাত দিয়া দোঁহে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥ বীরচন্দ্রপ্রভুর বৃন্দাবনবিবরণ। সবার নিকটে তাহা করিলা বর্ণন॥ ইথে সূত্রমাত্র আমি বর্ণন করিল। বীরচন্দ্রচরিতে তাহা বিস্তার লিখিল॥ শ্রীল বীরচন্দ্রপ্রভুর বৈরাগ্যের রীতি। প্রভুর চরিতে আমি লিখিলাম কতি॥ এই যে লিখিয়ে গ্রন্থের যতেক বৃত্তান্ত। প্রভুর চরণ মোর স্মরণ একান্ত॥ গুরু-আজ্ঞা বলবতী সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

যে কিছু লিখিল আমি গুরুর আজ্ঞায়॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস রামচন্দ্রাদির চরিত, দক্ষিণদেশীয় ভক্তের বিবরণ, খেতরীর উৎসব, ঐ দিনে প্রসাদভোজন, লোচনদাসের বিবরণ, কুতুব্ উদ্দীনের বিবরণ, ও রাঢ়ীয় নিত্যানন্দকন্যা গঙ্গার সহিত বারেন্দ্র মাধবাচার্য্যের বিবাহাদি বর্ণনময় ঊনবিংশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৯ ॥ * ॥

বিংশ বিলাস

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস-আচার্য্যঠাকুর। জয় জয় নরোত্তম প্রেমরসপূর ॥ জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তিরত্নাকর। জয় জয় রামচন্দ্র সর্ব্বগুণধর ॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন। এবে কহি এ সবার শাখার বর্ণন ॥ ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ। মহাপণ্ডিত তিন ভাই বাস হয় ত্রৈলিঙ্গ ॥ শ্রীগোপালভট্ট হন বেঙ্কটনন্দন। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য প্রিয়তম ॥ শ্রীল মহাপ্রভু যবে দক্ষিণেতে গেলা। বেঙ্কটের ঘরে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত কৈলা ॥ মহাপ্রভুর কৃপায় পায় মাধুর্য্য-আস্বাদ। ব্রজভাবে ভজে সদা রাধাকৃষ্ণ-পাদ ॥ নিজ-ঘরে গোপালভট্ট প্রাণনাথ পাইয়া। পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হৈয়া ॥ গোপালেরে মহাপ্রভু তত্ত্ব জানাইলা। প্রভুকৃপায় তার ব্রজভাব স্ফূর্ত্তি হৈলা ॥ শ্রীগোপালভট্ট হন শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীনিবাস-আচার্য্যঠাকুর শিষ্য হন তাঁরি ॥ শ্রীনিবাসের সিদ্ধ নাম শ্রীমণিমঞ্জরী। শ্রীনিবাসরূপ-বৃক্ষের শাখা বহুতরি ॥ শ্রেষ্ঠ শাখা রামচন্দ্র-কবিরাজ হয়। নরোত্তমসঙ্গে যার প্রীতি অতিশয় ১ ॥

শ্রীগোবিন্দকবিরাজ সাধক উত্তম। যাঁর গীতামৃতে হয় ভুবন-পাবন ২॥ দুই কবিরাজের হয় দুই ত ঘরণী। তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণমণি॥ রামচন্দ্র-পত্নী রত্নমালা অভিধান ৩। গোবিন্দের পত্নীর হয় মহামায়া নাম ৪। গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ নাম হয়। তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য মহাশয় ৫॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য নিজ-পত্নী দুই জনে। দীক্ষা-মন্ত্র দিলা অতি আনন্দিত মনে॥ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পত্নীর দ্রৌপদী নাম ছিলা। পরে তিঁহ ঈশ্বরীনামেতে ব্যক্ত হৈলা ৬॥ আচার্য্যের কনিষ্ঠপত্নী পদ্মাবতী নাম। পরে তার গৌরাঙ্গ-প্রিয়া হৈল অভিধান ৭॥ আচার্য্যের তিন পুত্রে কন্যা তিন জনে। মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে॥ জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন ৮ মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচর্য্য ৯। কনিষ্ঠ গোবিন্দগতি সর্ব্বগুণে বর্য্য ১০॥ জ্যেষ্ঠ হেমলতা * ১১ মধ্যম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় ১২। কাঞ্চনলতিকা-কন্যা কনিষ্ঠা কহয় ১৩॥ ইহাদের শাখা উপশাখা হৈল যত। ভাগ্যবন্ত জনে তাহা করিবে বেকত॥ কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্য্য। শ্রীমহাপ্রভুর শাখা সর্ব্বগুণে বর্য্য॥ তার পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস। শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ ১৪ কনিষ্ঠ শ্রীদাস ১৫। পিতৃ-আজ্ঞায় দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস-পাশ॥ আচার্য্যের এ শাখাদ্বয় ভক্তিরসময়। যাঁহারে দেখিলে পাষণ্ডীর লাগে ভয়॥ গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ

* হেমলতার সন্ততি ঠাকুরগণ মালিহাটী ও বুধইপাড়াতে বাস করিতেছেন॥

হয়। তাহারে করিলা কৃপা আচার্য্যমহাশয় ১৬ ॥ নরসিংহ-কবিরাজ ১৭ রঘুনাথকর ১৮। তাহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য-ঠাকুর ॥ রামকৃষ্ণচট্ট-শাখা গুণের আলয় ১৯। তার পুত্র গোপীবল্লভ চট্ট-শাখা হয় ২০ ॥ গোপীবল্লভ-চট্ট হয় কুলীন-প্রধান। হেমলতা-কন্যা আচার্য্য তারে কৈলা দান ॥ শ্রীকুমুদ-চট্ট-শাখা সর্ব্বগুণাধার ২১। তার পুত্র চৈতন্য ২২ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ার ভাতার ॥ কলানিধি-চট্ট ২৩ আর তাহার জামাতা। শ্রীরাজেন্দ্রবন্দ্য নাম সর্ব্বগুণযুতা ২৪ ॥ কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্রঘরণী। শ্রীমালতী ২৫ আর শ্রীফুলঝি ঠাকুরাণী ২৬ ॥ তাহারে করিলা দয়া আচার্য্যঠাকুর। বৃন্দাবন চট্ট-শাখা প্রেম-রসপূর ২৭ ॥ আর শাখা হয় শ্রীগোবিন্দ-চক্রবর্ত্তী। ভজনে যাহার নাম ভাবুক চক্রবর্ত্তী ২৮ ॥ তাহার বসতি হয় বোরা-কুলিগ্রাম *। আর শাখা গোপালদাস সর্ব্বগুণধাম ২৯ ॥ গোবিন্দ-চক্রবর্ত্তির পুত্র শ্রীরাজবল্লভ। আচার্য্যের শাখা ইহঁ জগত্‌দুর্লভ ৩০ ॥ কর্ণপূরকবিরাজ ৩১ বংশীদাসঠাকুর ৩২। আচার্য্যের শাখা, বাড়ী বাহাদূরপুর ॥ বুঁধইপাড়াতে বাড়ী গোপালদাসঠাকুর। আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণকীর্ত্তনেতে শূর ৩৩ ॥ রূপঘটক ৩৪ শাখা রঘুনন্দনদাস ৩৫। ঘটক উপাধিতে তিঁহ হইলা প্রকাশ ॥ সুধাকরমণ্ডল ৩৬ শ্যামপ্রিয়া ৩৭ পত্নী সহ। শ্রীনিবাস-আচার্য্য তাহে কৈলা অনুগ্রহ ॥ তার পুত্র রাধাবল্লভ ৩৮ কামদেব ৩৯ গোপাল ৪০। আচার্য্যের শাখা

* মুর্শিদাবাদ সহরের উত্তর আখরীগঞ্জের নিকট বোরাকুলিগ্রাম ॥

হয় পরমদয়াল ॥ ঈশ্বরীর পিতা নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আচার্য্যের শ্বশুর যার সর্ব্বত্র সুকীর্ত্তি ৪১ ॥ তার দুই পুত্র শাখা আচার্য্যের শ্যালক হয়। শ্যামদাস ৪২ রামচরণ ৪৩ আখ্যা তার হয় ॥ তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণময়। আর শিষ্য রঘু-চক্রবর্ত্তী যারে কয় ॥ গৌরাঙ্গপ্রিয়ার পিতা আচার্য্য-শ্বশুর। আচার্য্যচরণ বিনা নাহি জানে ওর ৪৪ ॥ কৃষ্ণদাস-চট্ট ৪৫ শিষ্য বাস ফরিদপুর। মোহনদাস ৪৬ বনমালিদাস ৪৭ বৈদ্য ভক্তিপুর ॥ রাধাবল্লভদাস ৪৮ শাখা আর মথুরাদাস ৪৯। রাধাকৃষ্ণদাস ৫০ শিষ্য আর রমণদাস ৫১ ॥ রামদাসকবিবল্লভ ৫২ মহা আঁখরিয়া। আচার্য্যকে বহু পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥ বনমালিদাসের পিতা নাম গোপালদাস ৫৩। আত্মারাম ৫৪ নকড়ী শাখা ৫৫ চট্ট-শ্যামদাস ৫৬ ॥ দুর্গাদাস ৫৭ গোপীরমণ-দাস ৫৮ বৈদ্যজাতি। রঘুনাথদাস ৫৯ শ্রীদাস ৬০ কবিরাজ খ্যাতি ॥ গোকুলানন্দ-চক্রবর্ত্তী ৬১ গোকুলানন্দদাস ৬২। গোপালদাসঠাকুর ৬৩ আর চট্ট-শ্যামদাস ৬৪ ॥ রাধাকৃষ্ণদাস ৬৫ আর রামদাসঠাকুর ৬৬। মুকুন্দঠাকুর শাখা মহাভক্তি-শূর ৬৭ ॥ বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাস-চক্রবর্ত্তী। নিজ-প্রভুর কৃপায় পায় আচার্য্য খেয়াতি ৬৮ ॥ তার পত্নী শিষ্য হয় ইন্দুমুখী নাম ৬৯। আর শাখা তার পুত্র শ্যামদাস অভিধান ৭০ ॥ বীরহাম্বীর-রাজা শাখা যে গ্রন্থ কৈল চুরি। জীবগোসাঞি নাম রাখে চৈতন্যদাস তারি ৭১ ॥ রাজপত্নী সুলক্ষণা তারে কৃপা কৈলা ৭২। রাজপুত্র বীরহাম্বীর তারে দীক্ষা দিলা ৭৩ ॥

করণকুলোদ্ভব করুণাদাস মজুমদার। তার দুই পুত্রে কৃপা করিলা প্রচার॥ জানকীরামদাস ৭৪ আর প্রকাশদাস নাম ৭৫। আচার্য্য-পত্রলেখক বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান॥ রামদাস ৭৬ গোপালদাস ৭৭ বল্লবীকবিপতি ৭৮। আচার্য্যের শিষ্য তিন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি॥ দেওলিগ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্ত্তী। যার গৃহে হৈলা প্রথম অতিথি॥ গ্রন্থচুরির খবর কয় এই মহাশয়। তাহারে আচার্য্য দয়া কৈলা অতিশয় ৭৯॥ নারায়ণ ৮০ নৃসিংহ ৮১ বাসুদেবকবিরাজ ৮২। যার নাম বৃন্দাবনদাস-কবিরাজ ৮৩॥ ভগবান্‌কবিরাজ ৮৪ শ্রীমন্তচক্রবর্ত্তী ৮৫। রঘুনন্দন ৮৬ গৌরাঙ্গদাস ৮৭ যার সঙ্কীর্ত্তনে প্রীতি॥ গোপীজন-বল্লভঠাকুর ৮৮, ঠাকুর শ্রীমন্ত ৮৯। আচার্য্যের কৃপা যত নাহি তার অন্ত॥ চৈতন্যদাস ৯০ গোবিন্দদাস ৯১ তুলসীরামদাস আর ৯২। বিপ্র বলরামদাস ৯৩ সদা হরিনাম যার॥ উৎকল-দেশী জয়রামচৌধুরী মহাশয়। তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য-দয়াময় ৯৪॥ ব্রাহ্মণ-শ্রীহরিবল্লভ-সরকারঠাকুর ৯৫। কৃষ্ণ-বল্লভ চক্রবর্ত্তী শাখা ভক্তিপূর ৯৬॥ গৌড়দেশবাসী কৃষ্ণ-পুরোহিতঠাকুর ৯৭। আর শাখা শ্যামচট্ট যার শিষ্য প্রচুর ৯৮॥ গৌড়দেশবাসী জয়রামচক্রবর্ত্তী ৯৯। ঠাকুরদাস ঠাকুর, যার সঙ্কীর্ত্তনে প্রীতি ১০০॥ শ্যামসুন্দরদাস ১০১ মথুরাদাস ১০২ আর আত্মারাম ১০৩। মথুরানিবাসী তারা ব্রাহ্মণ-সন্তান॥ শ্রীগোবিন্দরাম ১০৪ আর শ্রীগোপালদাস ১০৫। আচার্য্যপ্রভুর শাখা শ্রীকুণ্ডেতে বাস॥ মোহনদাস ১০৬

ব্রজানন্দদাস ১০৭ আর হরিরাম ১০৮। হরিপ্রসাদ ১০৯ সুখানন্দ ১১০ শাখা মুক্তারাম ১১১॥ বঙ্গদেশী কলানিধি আচার্য্যমহাশয়। যাঁর প্রতি আচার্য্যের কৃপা অতিশয় ১১২॥ রামশরণ ১১৩ রসিকদাস ১১৪ আর প্রেমদাস ১১৫। তাঁহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য-শ্রীনিবাস॥

এই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখার বর্ণন। এবে করি নরোত্তমের শাখার লিখন॥ মহাশয়ের বহু শিষ্য কে করে গণন। কিঞ্চিৎ করিয়ে আমি দিক্ দরশন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ। হরিনাম দিয়া তারিলেন সর্ব্বদেশ॥ তার শিষ্য লোকনাথগোসাঞি মহামতি। যশোর তালগড়িগ্রামে যাঁহার বসতি॥ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কৈলা বৃন্দাবনে বাস। শ্রীরাধাবিনোদদেব যাঁহার প্রকাশ॥ মঞ্জুলালিমঞ্জরী হন লোকনাথগোসাঞি। তাঁর শিষ্য নরোত্তম খ্যাত সর্ব্ব ঠাঁই॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় চম্পকমঞ্জরী। মানস সেবাতে তার হস্ত যায় পুড়ি॥ নরোত্তম-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন। তিঁহ ত করিলা সর্ব্বভুবনপাবন॥ খেতরীনিবাসী বলরাম-চক্রবর্ত্তী। মহাশয়ের প্রিয়-শিষ্য গৌরাঙ্গে অতিপ্রীতি॥ রাঢ়িশ্রেণী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শ্রীবিগ্রহ সেবি পূজারী আখ্যায় খ্যাত হন ১॥ আর শাখা শ্রীরূপনারায়ণপূজারী। রাঢ়িশ্রেণী সাবর্ণগোত্র বাস শ্রীখেতরী ২॥ রবিরায়পূজারী হন বৈদিকব্রাহ্মণ। বুধরীতে বাস তার শাখা প্রিয়তম ৩॥ আর শাখা শ্রীগোপীরমণ-চক্রবর্ত্তী। নামসঙ্কীর্ত্তনে যার অতিশয় প্রীতি ৪॥ মহাশয়ের

জ্যেষ্ঠভ্রাতা নাম রমাকান্ত। তার পুত্র রাধাবল্লভদত্ত মহাশান্ত॥ তাহারে করিলা দয়া ঠাকুরমহাশয়। সর্ব্বগুণবান্ ভক্তিরসের আশ্রয় ৫॥ পুরুষোত্তম কৃষ্ণানন্দ ভাই দুই জন। জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ কন॥ পুরুষোত্তমদত্ত-পুত্র শ্রীসন্তোষরায়। গোবিন্দকবিরাজ সহ প্রীতি অতিশয়॥ গোবিন্দকবিরাজ শ্রীসন্তোষরায়ের রীতি। গীতে ব্যক্ত করিলেন মনে পাইয়া প্রীতি॥ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাই শিষ্য তার হয়। মহাশয়ের সেবাতে নিযুক্ত সদা রয় ৬॥ আর শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য্য মহাশয়। গঙ্গা পদ্মার সঙ্গমস্থল গোয়াসে আলয়॥ রাঢ়িশ্রেণী বিপ্র তিঁহ পণ্ডিত প্রধান। যার শিষ্য উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবন ৭ *॥ আর শাখা গঙ্গা-নারায়ণচক্রবর্ত্তী। গঙ্গাতীরে গাম্ভীলা † গ্রামেতে যার স্থিতি॥ কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন সদা করেন ভজন। ঠাকুর-চক্রবর্ত্তী বলি তারে সবে কন॥ বারেন্দ্রব্রাহ্মণ তিঁহ পণ্ডিতপ্রধান। পাঁচশত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈলা দান॥ নানাশাস্ত্র পড়ায় সদা আনন্দিত মনে। যার শিষ্য উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবনে ৮॥ রাধাবল্লভচৌধুরী ৯ শাখা নবগৌরাঙ্গদাস ১০। নারায়ণঘোষ ১১ শাখা, শাখা গৌরাঙ্গদাস ১২॥ কৃষ্ণসিংহ ১৩ বিনোদরায় ১৪ ফাগুচৌধুরী ১৫। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে যেঁহ বলি হরি হরি॥ রাজা-গোবিন্দরাম ১৬ আর বসন্তরায় ১৭।

---

* ইহার বংশধর ঠাকুরগণ "সৈয়দাবাদে" বাস করিতেছেন॥

† বালুচরের মধ্যে একটী স্থানের নাম গাম্ভীলা, এখন লোকে গাম্‌ল্যা বলে॥

প্রভুরামদত্ত ১৮ শাখা আর শীতলরায় ১৯॥ এই রায়ের ভক্তিরীতি অতিচমৎকার। যে শুনে তাহার মনে আনন্দ অপার॥ ধর্ম্মদাসচৌধুরী ২০ আর নিত্যানন্দদাস ২১। ধরুচৌধুরী ২২ শাখা আর চণ্ডিদাস ২৩॥ ভক্তদাসের ভক্তিরীতি সর্ব্বাংশে উত্তম। তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর-নরোত্তম ২৪॥ বোঁচারামভদ্র ২৫ আর রামভদ্ররায় ২৬। তাহারে করিলা দয়া ঠাকুরমহাশয়॥ জানকীবল্লভচৌধুরী ২৭ শাখা শ্রীচন্দ্রদত্ত ২৮। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে তারা হৈয়া উনমত্ত॥ পুরুষোত্তম ২৯ গোকুলদাস ৩০ আর হরিদাস ৩১। গঙ্গাহরিদাস ৩২ শাখা সর্ব্বাংশে উদাস॥ রাজা-নরসিংহরায় সর্ব্বাংশে উত্তম। তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর-নরোত্তম ৩৩॥ নরসিংহরায়ের ঘরণী রূপমালা। তিঁহ শাখা সদা হরিনামেতে উতোলা ৩৪॥ রূপনারায়ণগোসাঞি পরম উদার। যে শুনে তাহার গান, দ্রবে চিত্ত তার॥ বীরচন্দ্রগোসাঞি-প্রভু শুনি তার গান। প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি বহিয়া বয়ান॥ বীরচন্দ্রপ্রভু জানি রূপের শকতি। অনুগ্রহে দিলা তারে গোস্বামী খেয়াতি॥ পূর্ব্বে তাহার নাম রূপচন্দ্র ছিল। বৃন্দাবনে রূপনারায়ণ নাম হৈল॥ বঙ্গদেশ কামরূপ ব্রহ্মপুত্র পার। এগারসিন্দূরে বসতি তাহার॥ বারেন্দ্রব্রাহ্মণ ইঁহ কুলীনপ্রধান। নানাশাস্ত্র জানি হয় পরমবিদ্বান্॥ মহাভক্তিমান্ সর্ব্বগুণের আলয়। কৃপা করি দীক্ষা দিলা ঠাকুরমহাশয় ৩৫॥ *

* ইহার বংশধরঠাকুর বালীগ্রামে বাস করিতেছেন॥

জগন্নাথ-আচার্য্য শাখা পরমবিদ্বান্। বৈদিকব্রাহ্মণ বাস তেলিয়া বুধরীগ্রাম ৩৬॥ কৃষ্ণ-আচার্য্য শাখা পরম উদার। বারেন্দ্রব্রাহ্মণ গোপালপুরে বাস তার ৩৭॥ আর শাখা হয় রাধাকৃষ্ণভট্টাচার্য্য। কুলে শীলে রূপে গুণে সর্ব্বমতে বর্য্য॥ রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ হয় নবদ্বীপে বাস। সদা হরিনাম জপে মনেতে উল্লাস ৩৮॥ কীর্ত্তনীয়া দেবীদাস নানাশাস্ত্র জানে। মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিলা তার কাণে ৩৯॥ বৈষ্ণবচরণ শাখা ৪০ শিব-রামদাস ৪১। কৃষ্ণদাসবৈরাগী ৪২ আর বাটুয়া রামদাস ৪৩॥ নারায়ণরায় শিষ্য পরম উদার ৪৪। রামচন্দ্ররায় শাখা সর্ব্ব-গুণাধার ৪৫॥ কৃষ্ণদাসঠাকুর ৪৬ আর শঙ্করবিশ্বাস ৪৭। মদনরায় ৪৮ আর শাখা বড়ু-চৈতন্যদাস ৪৯॥ জলাপন্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্ররায়। দুষ্ট পাষণ্ডী দস্যু দেশ লুঠি খায়॥ শ্রীঠাকুর-নরোত্তম তারে কৃপা কৈলা। পরে হরিদাস নাম তাহার হইলা॥ সংখ্যা করি হরিনাম লয় নিরন্তর। তাহারে বৈষ্ণব দেখি পাষণ্ডীর ডর ৫০॥ গড়ের হাটের উত্তরভাগের জমীদার। রাঘবেন্দ্ররায় হয় অতিশুদ্ধাচার॥ ব্রাহ্মণ-কুলেতে তিঁহ লভিলা জনম। তাহারে করিলা শিষ্য ঠাকুর-নরোত্তম ৫১॥ তাহার ঘরণী হয় নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। তাহারে করিলা শিষ্য সদয় হইয়া ৫২॥ রাঘবেন্দ্ররায়ের হয় দুই ত কুমার। মহাদস্যু রাজদ্রোহী দুষ্ট দুরাচার॥ জ্যেষ্ঠ চান্দরায় ৫৩ কনিষ্ঠ শ্রীসন্তোষরায় ৫৪। তাহারে করিলা কৃপা ঠাকুরমহাশয়॥ পরে দুই ভাই মহাবৈষ্ণব হইলা। অনা-

য়াসে সকল বিষয় ত্যাগ কৈলা॥ এই দুই রায়ের দুই ত ঘরণীরে। মহাশয় কৃপা কৈলা সদয় অন্তরে॥ চান্দরায়ের ঘরণীর কনকপ্রিয়া নাম ৫৫। সন্তোষরায়ের ঘরণীর নলিনী অভিধান ৫৬॥ আর শাখা গন্ধর্বরায় ৫৭ গঙ্গাদাসরায় ৫৮। ব্রজরায় ৫৯ রাধাকৃষ্ণদাস ৬০ কৃষ্ণরায় ৬১॥ দয়ারামদাস ঠাকুর উদার চরিত। ঠাকুরমহাশয়ের গুণে সর্ব্বদা মোহিত ৬২॥ আর শাখা জগৎরায় ৬৩ হরিদাসঠাকুর ৬৪। শ্রীকান্ত ৬৫ ক্ষীরুচৌধুরী মহাভক্ত শূর ৬৬॥ রূপরায় শাখা হয় ভুবনপাবন ৬৭। যেঁহ করিলেন বহু যবন-তারণ॥ চন্দ্রশেখর ৬৮ গণেশচৌধুরী ৬৯ শ্রীগোবিন্দরায় ৭০। মথুরাদাস ৭১ ভাগবতদাস ৭২ শ্রীজগদীশরায় ৭৩॥ ইহারা সকলে নিজ-প্রভুর কিঙ্কর। যা বলেন মহাশয় তা করে সত্বর॥ আর শাখা হয় নরোত্তমমজুমদার ৭৪। মহেশচৌধুরী নাম পরম উদার ৭৫॥ আর শাখা বৈদিকব্রাহ্মণ শঙ্করভট্টাচার্য্য। নৈহাটীতে বাস তাঁর সর্ব্বগুণে বর্য্য ৭৬। গোসাঞিদাস ৭৭ মুরারিদাস ৭৮ শ্রীবসন্তদত্ত ৭৯। শ্যামদাস ৮০ ঠাকুর-শাখা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত॥ গোপালদত্ত ৮১ রামদেবদত্ত ৮২ গঙ্গাদাসদত্ত আর ৮৩। মনোহরঘোষ ৮৪ অর্জ্জুনবিশ্বাস ৮৫ অতি-শুদ্ধাচার॥ আর শাখা কমলসেন ৮৬ যাদবকবিরাজ ৮৭। মানীহরবিশ্বাস-শাখা ৮৮ কৃষ্ণকবিরাজ ৮৯॥ আর শাখা বিষ্ণুদাসকবিরাজ-ঠাকুর। বৈদ্যবংশ-তিলকবাস কুমারনগর ৯০॥ আর শিষ্য মুকুটমৈত্র সর্ব্বলোকে জানে। [illegible]পুরবাড়ী

তার কহে সর্ব্বজনে ৯১॥ গোবর্দ্ধনভাণ্ডারী-শাখা সর্ব্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তাঁরে অতিশয় প্রীত ৯২॥ বালকদাসবৈরাগী ৯৩ বৈরাগী-গৌরাঙ্গদাস ৯৪। বিহারিদাসবৈরাগী ৯৫ আর বৈরাগী-গোকুলদাস ৯৬॥ এই সকল শাখা মহাশয়ের অতিভক্ত। প্রসাদদাসবৈরাগী-শাখা সেবায় অনুরক্ত ৯৭॥ আর শাখা বিপ্রদাস ৯৮ নাম মহাভাগ। যার ধান্য-গোলায় গৌরাঙ্গ হৈল লাভ॥ তাহার পত্নীর নাম ভগবতী হয় ৯৯। তাহারে করিলা কৃপা ঠাকুরমহাশয়॥ তার দুই পুত্র হয় পরমসুন্দর। যদুনাথ ১০০ রমানাথ ১০১ ভক্তি-রত্নাকর॥ তাহারে করিলা দয়া ঠাকুরমহাশয়। পাছপাড়া গ্রামে হয় তাহার আলয়॥ গুরুদাসভট্টাচার্য্য বৈদিকব্রাহ্মণ। মহাশয়ের কৃপায় কুষ্ঠ হৈতে মুক্ত হন ১০২॥ তার শিষ্য হৈয়া সদা হরিনাম লয়। রাঢ়দেশে গোপালপুর তাহার আলয়॥ নরসিংহরায় বহু পণ্ডিত আনিলা। শ্রীঠাকুরমহাশয় সবে কৃপা কৈলা॥ তাহার যে নাম আমি কহিয়ে কিঞ্চিৎ। শুনি সব শ্রোতাগণ হবে হরষিত॥ যদুনাথবিদ্যাভূষণ ১০৩ ভক্তিরসময়। কাশীনাথতর্কভূষণ ভক্তিরসাশ্রয় ১০৪॥ হরিদাসশিরোমণি সর্ব্বগুণধাম ১০৫। দুর্গাদাসবিদ্যারত্ন সদা লয় হরিনাম ১০৬॥ শিবনারায়ণবিদ্যাবাগীশ পরমসুধীর ১০৭। চন্দ্রকান্তন্যায়পঞ্চানন ভক্তিরস স্থির ১০৮॥ চান্দরায় দলে যারা দস্যুবৃত্তি কৈলা। কৃপা করি মহাশয় উদ্ধার করিলা॥ বনমালিচট্ট ১০৯ আর গোবিন্দভাদুড়ী ১১০। নীলমণিমুখুটি ১১১

ললিতঘোষাল ১১২ সর্ব্বোপরি ॥ কালিদাসচট্ট ১১৩ রামজয়-চক্রবর্ত্তী ১১৪। হরিনাথগাঙ্গুলী ১১৫ আর শিবচক্রবর্ত্তী ১১৬ ॥ মহাশয় নানাস্থান ভ্রময়ে যখন। করিল অনেক শিষ্য কে করে গণন॥ তার মধ্যে যার নাম জানিতে পারিল। তাহা এই গ্রন্থে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল॥ কাশীনাথভাদুড়ী ১১৭ রামজয়মৈত্র ১১৮ আর। নারায়ণশান্যাল ১১৯ আর মিশ্র-পুরন্দর ১২০ ॥ বিধুচক্রবর্ত্তী ১২১ আর কমলাকান্তকর ১২২। রঘুনাথবৈদ্য ১২৩ আর মিশ্র-হলধর ১২৪ ॥

এই ত কহিল নরোত্তমের শাখাগণে। শ্যামানন্দ-শাখা এবে করিয়ে গণনে॥ শ্যামানন্দের বহু শাখা মুঞি নাহি জানি। যে কিছু লিখিয়ে তাহা লোকমুখে শুনি॥ সূর্য্যদাস-সরখেল পণ্ডিতপ্রবর। তার ভাই গৌরীদাস সর্ব্বগুণধর॥ পূর্ব্ববাস শালিগ্রাম আছিল তাহার। অম্বিকা আসিয়া বাস কৈলা গঙ্গার ধার॥ সুবলসখা গৌরীদাস-পণ্ডিতমহাশয়। গৌর-নিত্যানন্দসেবা প্রকাশ করয়॥ নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়-শাখা গৌরীদাস। যাহার আজ্ঞায় কৈলা অম্বিকায় বাস॥ তার শিষ্য হৃদয়চৈতন্যমহাশয়। শ্রীসুধীরা সখী তার সিদ্ধনাম হয়॥ তার শিষ্য সদ্গোপজাতি দুঃখীকৃষ্ণদাস। শ্যামানন্দ-নাম বৃন্দাবনেতে প্রকাশ॥ শ্রীরাধার নূপুর সেই যবে প্রাপ্ত হৈলা। শ্রীজীবগোস্বামী বহু অনুগ্রহ কৈলা॥ তবে ত শ্রীজীব মনে পাইয়া আনন্দ। সেই দিন রাখিলা তার নাম শ্যামানন্দ॥ শ্যামানন্দের সিদ্ধনাম কনকমঞ্জরী। তত্ত্ব শিখাইলা জীব তারে

কৃপা করি॥ শ্যামানন্দপ্রভু হয় অদ্বৈত-আবেশ। তাঁহার যতেক শিষ্য কে জানে তার শেষ॥ শ্যামানন্দ-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন। কিঞ্চিৎ কহিয়ে এবে শুন দিয়া মন॥ শ্রীকিশোরীদাস-শাখা ভক্তিরসময়। তারে কৃপা কৈলা শ্যামানন্দমহাশয় ১॥ আর শাখা নাম দীনবন্ধুমহামতি। ধারেন্দাগ্রামেতে তার হয় অবস্থিতি ২॥ নিমুগোপ ৩ কানাইগোপ ৪ হরিগোপ আর ৫। ধারেন্দাগ্রামেতে বাস হয় এ সবার॥ শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ ৬ * আর শ্রীমুরারি ৭। যার যশোগুণাসার উৎকলদেশ ভরি॥ এই দুই বিপ্রের বনিতা দুই জনে। শ্যামানন্দ শিষ্য কৈলা আনন্দিত মনে॥ রসিকানন্দের পত্নী মালতী তার নাম ৮। মুরারির পত্নী শচীরাণী অভিধান ৯॥ শ্যামানন্দের প্রিয়পাত্র দুই মহাশয়। সুবর্ণরেখা-নদীতীরে রয়ণী আলয়॥ তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইব। ভাগ্যবন্ত জন তাহা বিস্তারি বর্ণিব॥ আর শাখা দামোদর-যোগী মহাজ্ঞানী। শ্যামানন্দ সহ বিচার হইল বহু দিনি। হৃদয়-চিরি শ্যামানন্দ পৈতা দেখাইলা। দেখি যোগিবর তাঁকে দীক্ষামন্ত্র লৈলা ১০॥ যদুনাথ ১১ রামভদ্র ১২ শ্রীজগদীশ্বর ১৩। শ্যামানন্দ-শিষ্য বাস বলরামপুর॥ ধ্রুবানন্দ ১৪ পুরুষোত্তম ১৫ কৃষ্ণহরিদাস ১৬। শ্যামানন্দের প্রিয়শিষ্য নৃসিংহপুর বাস॥ উদ্ধব ১৭ অক্রূর ১৮ মধুসূদন ১৯ গোবিন্দ ২০। জগন্নাথ ২১ গদাধর ২২ আর সুন্দরানন্দ ২৩॥ হরি-

* রসিকানন্দের বংশীয়গণ দক্ষিণদেশে গোপীবল্লভপুরে বাস করিতেছেন॥

রায় ২৪ কালীনাথ ২৫ শ্রীকৃষ্ণকিশোর ২৬। শ্যামানন্দ শাখা বাস গোপীবল্লভপুর॥ আর শাখা চিন্তামণি ২৭ শ্রীজগদীশ্বর ২৮। বীরভদ্র ২৯ রাধামোহন ৩০ শাখা হলধর ৩১॥ আর শাখা রাধানন্দ ৩২ নয়ন ভাস্কর ৩৩। গৌরিদাস নাম শাখা সর্ব্বগুণধর ৩৪॥ শিখিধ্বজ ৩৫ গোপাল শাখা ৩৬ ভজন প্রবল। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কহে হরি হরি বোল॥ আর শাখা যবন দস্যু সেরখাঁ নাম যার। শ্রীচৈতন্যদাস নাম এবে হইল তার ৩৭॥ বিষয় ছাড়ি হৈলা তিঁহ পরমবৈষ্ণব। নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত সদা এই রব॥ সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কান্দে ভূমে পড়ি যায়। সঙ্খ্যা করি হরিনাম লয় সর্ব্বদায়॥

এই ত করিল আমি শাখার গণন। এবে কহি তিন প্রভুর স্বরূপ বিবরণ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। মহাপ্রভুর প্রেমে জন্মি হইলা প্রবীণে॥ শ্রীমহাপ্রভুর শক্তি শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দ শক্তি নরোত্তমেরে কহয়॥ অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ। যার কৃপায় উৎকলীয়া পাইলা আনন্দ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ অবতার॥ শ্রীচৈতন্যের অংশ কলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশ কলা নরোত্তমে কয়॥ অদ্বৈতের অংশ কলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধন্য সঙ্কীর্ত্তনানন্দে॥

তথাহি কস্যচিৎ বৈষ্ণবস্য বাক্যং—

"নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই, শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস। শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শামানন্দ তিঁহ হয়, ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥"

সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব। সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব॥ এ তিনের চরণে মোর প্রণতি বিস্তর। কৃপা কর তিন প্রভু জানিয়া পামর॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন। এবে রামচন্দ্রের করি শাখার বর্ণন॥ খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেন এক হয়। তাঁহার পত্নীর নাম সুনন্দ কহয়॥ দুই পুত্র হৈল তার পরম গুণবান্। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দ অভিধান॥ পিতৃ-অদর্শনে তারা মাতা-মহের ভবন। কুমারনগরে বাস কৈলা কিছু দিন॥ পরে আসি তেলিয়া বুধরী নাম গ্রামে। করিলা বসতি মহা আনন্দিত মনে॥ শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচন্দ্রকবিরাজ। তাহার শকতি ইহঁ ব্যক্ত লোক-মাঝ॥ করুণামঞ্জরী রামচন্দ্রের সিদ্ধনাম। তাঁর তিন শাখা এবে লিখি তাঁর নাম॥ হরিরাম-আচার্য্য-শাখা পরম পণ্ডিত। রাঢ়িশ্রেণী বিপ্র ইহঁ জগৎ বিদিত *॥ গঙ্গা পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়। তথায় গোয়াস গ্রামে তাঁহার আলয় ১॥ রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ বল্লভমজুম্‌দার নাম। কবিরাজ শাখা ইহঁ সর্ব্বগুণধাম ২॥ আর শাখা বলরামকবিপতি হয়। পরম-পণ্ডিত তিঁহ বুধরী আলয় ৩॥

এই ত কহিল সবার শাখার বর্ণন। এবে যে কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন॥ এই প্রেমবিলাস গ্রন্থ করিয়া লিখন। বিংশতি বিলাসে তাহা করিল পূরণ॥ এই যে লিখিল গ্রন্থ গুরু-আজ্ঞা মানি। কি লিখিল ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ যা দেখিল যা শুনিল শ্রীমুখ-বচন। লিখিল এ গ্রন্থে তাঁর

* ইহার বংশধর ঠাকুরগণ সৈয়দাবাদে বাস করিতেছেন॥

ভাবিয়া চরণ ॥ মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা-ঈশ্বরী। যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি ॥ বীরচন্দ্রপ্রভু মোর শিক্ষা-গুরু হয়। আমারে করুণা তিঁহ কৈলা অতিশয় ॥ মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারামদাস। অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥ আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক। পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক ॥ অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার। রাত্রিতে স্বপন এক দেখিল চমৎকার ॥ জাহ্নবা-ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই। খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই ॥ স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন। ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন ॥ বলরামদাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা। এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥ নিজ-পরিচয় আমি করিলুঁ প্রচার। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবপদে কোটি নমস্কার ॥ শ্রীজাহ্নবা-বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস-আচার্য্য, নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং রামচন্দ্রকবিরাজের শাখাবর্ণন ও স্বরূপ বিবরণ এবং গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় নামক বিংশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥

শ্রীমৎ-প্রেমবিলাসোঽয়ং বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ।
স্বদতাং মানসে নিত্যং তেষাং হি বিমলাত্মনাং ॥

শ্রী শ্রীনিবাস-শাখাঃ ।

শ্রীদাসগোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈবচ ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ ॥ ৬ ॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ ॥
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে ।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদানবিচক্ষণাঃ ॥ ৮ ॥
চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞাকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ ॥
শ্রীরূপঘটকশ্চাপি সর্ব্ববিখ্যাত এবচ ।
শ্রীমৎ-ঠাকুরদাসাখ্যো ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬ ॥
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ ।
মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্ ॥ ১ ॥২১॥
এবমষ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ ।
মল্লাবনিপতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ ।
শ্রীশ্রীনিবাসকল্পদ্রোঃ শাখাবর্ণনমেবচ ॥
শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দন-গিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্ ।
শ্রীমজ্জীবসুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কি মন্যৎ পরং ॥

গ্রন্থ সম্পূর্ণ ।

পঞ্চদশ বিলাস।

শ্রীজাহ্নবাগোসাঞি নাম কেবল প্রেমমূর্ত্তি। কিবা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যের শক্তি॥ বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ আইলা সেই পথে। শুনিয়া আনন্দ ঠাকুরমহাশয় চিতে॥ রামচন্দ্রকবিরাজ অনুব্রজি দুই জন। ঠাকুরাণীর নিকটে আসি করিল দর্শন॥ বিনয় স্তবন করে প্রণাম বিস্তর। কৃপা করি গমন কর তোমার এ ঘর॥ আসি উত্তরিলা ঠাকুর আপন আবাসে। সেবা করে আনন্দিত মন্দ মন্দ হাসে॥ গৌররায়ে দেখিয়া আপনে ঠাকুরাণী। মনোহর শোভা দেখি কান্দিলা আপনি॥ চারি দিন ঠাকুরাণী রহিলা সেই স্থানে। নিত্য নূতন সেবা কৈল প্রকটনে॥ কতেক সামগ্রী আইল দধি চিড়া যত। চিনি কদলী মিষ্টান্ন হাঁড়ি শত শত॥ ভক্ষণের দ্রব্য আইল কতেক প্রকার। ঘৃত দুগ্ধ আচার আইল কাশন্দি† আর॥ চারি দিন ভক্ষণসুখ কীর্ত্তন মহোৎসব। যে দেখিল সেই জানে যেই অনুভব॥ এক দিন ঠাকুরাণী রাত্রে বসি আছে। নরোত্তম বলি ডাকি বসাইল কাছে॥ আপনার হাতে তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জয়। অঙ্গের সৌরভ কিবা কুঙ্কুমাদিচয়॥ অহে নরোত্তম শুন মোর মনঃকথা। তোমার যত গুণ শুনি উৎকণ্ঠা সর্ব্বথা॥ তোমারে ত দেখি সব বৈষ্ণব-আচার। মন কর্ণ নয়নের আনন্দ অপার॥ কিবা প্রেমমূর্ত্তি তুমি মোর মনে লয়।

† কাশমর্দ্দি, পাঠান্তর॥

নিশ্চয় তোমার নাম ঠাকুরমহাশয়॥ তোমার যেমন রীতি বৈষ্ণব-সেবন। দেখিয়া আমার চিত্ত হইল প্রসন্ন॥ হেন দিন হৈবে কি দেখিব আরবার। তোমার ভাবে বিস্মিত চিত্ত হইল আমার॥ বৈষ্ণবের মুখে যেই শুনিলাম কথা। অধিক দেখিল সেই নয়নে সর্ব্বথা॥ বৃন্দাবনে হৈল নাম ঠাকুরমহাশয়। ভজনের রীতি সব বৈষ্ণবে কহয়॥ আসিয়া বৈষ্ণব সব কহিল আমারে। এখানে আসিব তাহা না কহিল কারে॥ আমি জানি কহিয়াছি জানে রামচন্দ্র। তেন মত নয়নের হইল আনন্দ॥ হেন সেবা হৈল ভজন বৈষ্ণব-আচার। কেবা করে ত্রিজগতে দেখি নাহি আর॥ তোমার এ সব গুণ গাইব সর্ব্বথা। বৃন্দাবনে গৌড়দেশে যাব যথা তথা॥ গৌরাঙ্গ-কৃপালু ইহা কে বুঝিতে পারে। কোন্ শক্তি কোন্ কৃপা করয়ে অন্তরে॥ প্রেমেতে প্রকাশ তোমার শরীর জানিল। আকর্ষিয়া আনি মোরে এত দুঃখ দিল॥ শুনিলাম রামচন্দ্র তোমার একসঙ্গ। জীবনে মরণে নাহি হয় সঙ্গভঙ্গ॥ যেন শুনি দেখিলাম আনন্দ অপার। আচার্য্য যেমন গুরু শিষ্য হন তাঁর॥ মোরে দয়া কর সুখে যাই বৃন্দাবন। সর্ব্বত্র দর্শন করি আনন্দিত মন॥ গৌরাঙ্গের প্রিয় যত আছেন বৃন্দাবনে। সাধ আছে একবার দেখিব নয়নে॥ হেন শুভ দিন হবে দেখিব বৃন্দাবন। নয়নে দেখিব রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন॥ আর দিন ঠাকুরাণী বিদায়প্রসঙ্গে। তাহাতে যতেক হৈল বিরহ-তরঙ্গে॥ শত মুদ্রা দিল তাঁরে খরচ লাগিয়া। অর্দ্ধক্রোশ সঙ্গে

যান কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ কত দূরে ঠাকুরাণী ভাবে মনে মনে। দেখিয়া নয়নে দোঁহে করেন রোদনে ॥ হাত ধরি কহে দোঁহে স্থির কর মন। ঘরে যাও তুমি দুই আমার জীবন ॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর মোর আশীর্ব্বাদে। বৃন্দাবনে গমন যেন করি নির্ব্বিরোধে ॥ ঠাকুরাণী পথে যান আনন্দ-অন্তরে। কাতর হইঞা দোঁহে আইলেন ঘরে ॥ এইরূপে চলি যান রাজপথে পথে। কত দিনে উত্তরিলা যাঞা মথুরাতে ॥ কৃষ্ণ-জন্মস্থান দেখি বিশ্রামের স্থান। আর দিন বৃন্দাবন-মুখে চলি যান ॥ নয়নে দেখিল বৃন্দাবন-কুঞ্জ সব। ভাগ্যবানে আপনারে করে অনুভব ॥ শ্রীজীবগোসাঞি-স্থানে উত্তরিল গিয়া। গোসাঞি প্রণাম করে ভাগ্য যে মানিয়া ॥ শুনিলেন ঠাকুরাণীর সভে আগমন। দর্শন করিতে সভে করিলা গমন ॥ শ্রীগোপাল-ভট্টগোসাঞি লোকনাথ। প্রণাম করিল আসি দেখিয়া সাক্ষাৎ ॥ ঠাকুরাণী বহুপ্রীতি করিল সভারে। কার কি নাম না জানি না চিনি কাহারে ॥ শ্রীজীবগোসাঞি কহে ঠাকুরাণী-স্থানে। এই যে গোপালভট্ট আইলা প্রথমে ॥ লোকনাথগোসাঞি এই দেখ বিদ্যমানে। চৈতন্য-আজ্ঞায় বাস করেন এই স্থানে। চৈতন্যের স্বরূপ আপনে ঠাকুরাণী। কৃপায় দর্শন দিলে নিজ-ভাগ্য মানি ॥ বৃন্দাবনে আইলাঙ প্রভু আজ্ঞাবলে। সেই মত দয়া মোরে করিবে সকলে ॥ তোমাদিগের দয়া হৈলে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়। শুনিয়াছি সাধুমুখে আমার নিশ্চয় ॥ লোকনাথ-গোসাঞি প্রতি কহে ঠাকুরাণী। নরোত্তম যার শিষ্য জগতে

বাখানি ॥ আপনাকে ধন্য মানি দেখিল তাঁহারে। এত গুণে তোমার কৃপা হইয়াছে তাঁরে ॥ কিবা সে কৃষ্ণের সেবা বৈষ্ণবসেবন। কি ধর্ম্ম-আচার কিবা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন ॥ ত্রিজগতে শুনি নাই দেখি নাই কারে। দেখিয়া আনন্দ অতি হইল অন্তরে ॥ কিবা সেই প্রেমমূর্ত্তি মোর মনে লয়। সার্থক তাহার নাম “ঠাকুরমহাশয়” ॥ তোমা বিনে কায়মনে নাহি জানে অন্য। এমন সেবক যার ত্রিজগতে ধন্য ॥ ঠাকুরাণী কহেন গোপালভট্ট প্রতি। তোমার শিষ্যের শিষ্য কি আশ্চর্য্য রীতি ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম একই জীবন। দেখিয়া দোঁহারে মোর আনন্দিত মন ॥ শ্রীনিবাস হেন শিষ্য তৈন তাঁর সেবক। জানিল এ সব পাত্র অধম-তারক ॥ ঠাকুরাণী-মুখে শুনি এত গুণ যার। শ্লাঘ্য করি মানিবারে আনন্দ অপার ॥ এই ঠাকুরাণী-পদ করিয়া আশ্রয়। সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভয় ॥ আজ্ঞাবলে লিখি মোর নাহি অনুভব। পুনঃ পুনঃ কহিলেন লিখিতে এ সব ॥ মোর প্রয়োজনমাত্র সাধন স্মরণ। সে সব ছাড়ি কোন্ লাভ করিলে বর্ণন ॥ বর্ণনের দোষ অনেক প্রকাশ আছয়। এই হয় আর লিখি সিদ্ধান্তবাদ হয় ॥ ইথে অপরাধ হয় কেহ নাহি লয়। দেখিয়া লিখিয়া তার অন্য মত কয় ॥ তাহে অপরাধ হয় কহে মহাজন। ভয় হয় গুরু-আজ্ঞা করিলে হেলন ॥ যদি অন্য মত হয় আমার লিখন। বিচার করিবে মনে যত সাধুজন ॥ যাঁহার প্রসঙ্গ লিখি গুরুর আজ্ঞায়। বস্তু নিরূপণে জানি সর্ব্বলোক গায় ॥ গৌরাঙ্গের

প্রিয় যেই তার প্রিয়জন। বুঝান না যায় তার কিরূপ ভাবন॥ ইথে অবিশ্বাস না করিবে কোন জন। যাঁহা শুনি তাঁহা লিখি এই মোর মন॥ তবে যে কহিবে কেহ শাস্ত্র এই নহে। সর্ব্ববলবান্ হয়ে গুরু আজ্ঞা যাহে॥ যদি কেহ নাহি লয় হেন বাক্য সার। আমার যোগ্যতা নাহি ইহা লিখিবার॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীজাহ্নবাগোস্বামির খেতুরি হইতে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনগমন গোস্বামিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও শ্রীনরোত্তমাদির গুণবর্ণনময় পঞ্চদশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

ষোড়শ বিলাস।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ জয় গদাধর-প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর। জয় জয় শ্রীজাহ্নবা প্রাণের ঈশ্বর॥ জয় হউক্ গৌরাঙ্গের ভক্তকলেবর। জয় জয় বীরচন্দ্র প্রেমমূর্ত্তি ধর॥ সেই দুই অভয় চরণ করি আশ। শ্রীমুখের আজ্ঞায় নাম নিত্যানন্দদাস॥ শ্রীগৌরাঙ্গ সহায় করিলে সব হয়। যারে যেইরূপ আজ্ঞা সেই সিদ্ধ হয়॥ খণ্ডে বাস পিতা মাতার একই তনয়। না জানি গৌরাঙ্গলীলা কত সুখচয়॥ কি গুণে করিলা কৃপা আপনে ঠাকুরাণী। যথা তথা যান তিঁহ সঙ্গে যাই আমি॥ কিবা গুণে গৌরপ্রেমা রহিবে অবনি। দুইবার প্রত্যাদেশে কহিলা আপনি॥ মোর অবিদ্যমানে প্রেম হয়ে যেন মতে। নহে সব ব্যর্থ হয় ভাবিলাঙ চিতে॥ নরোত্তম শ্রীনিবাস প্রেমমূর্ত্তি ধর। দেখিব প্রকাশ বর্ণ আনন্দ-অন্তর॥ যত যত আজ্ঞা হৈল মুঞি অধমেরে। সেই সব লিখি যাহা আজ্ঞা হৈল মোরে॥ অতিভয়ে নিবেদিয়ে প্রভুর চরণে। গৌরাঙ্গের প্রত্যাদেশে যেঁ সব বর্ণনে॥ ঠাকুরাণীর আজ্ঞা হৈল বর্ণন আচরি। আজ্ঞাবল বান্ধি চিত্তে ভয় নাহি করি॥ গৌরাঙ্গের যেন আজ্ঞা তেন ঠাকুরাণী। ক্রম করি বসাইঞা কহিল আপনি॥ তিন রূপে আজ্ঞাসূত্র লিখিয়ে কাগজে। বিস্তারিঞা সেই সব লিখি গ্রন্থমাঝে॥ কৃষ্ণভক্ত শ্রোতাগণে

মোর নমস্কার। আমার শকতি নাহি বর্ণন করিবার॥ গ্রন্থ-বেত্তা লিখে যেই লীলাবলোকনে। কেবা বর্ণন করে গ্রন্থ তাহা কেবা জানে॥ আমি যে লিখিয়ে গ্রন্থে নাহিক বিস্তার। কেবল শ্রীমুখ-আজ্ঞা সামর্থ্য আমার॥ যার প্রয়োজন আছে সে করু শ্রবণ। দুঃখ নহে মোর মনে করিলে হেলন॥ যেঁহ সর্ব্বকর্ত্তা তেঁহ সর্ব্বত্যাগ করি। করুণা প্রকাশ কৈল আপনে আচরি॥ শ্রীরূপগোসাঞি আদি যত তাঁর গণে। বৈরাগ্য সাধিয়া বাস কৈল বৃন্দাবনে॥ যে ধর্ম্ম-আচার করে গ্রন্থেতে বর্ণন। সে ধর্ম্ম হইল কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ॥ শ্রীরূপের শিষ্য জীব সেইরূপ রাগী *। যার আজ্ঞাবলে বৃন্দাবনে কর্ম্ম-ত্যাগী॥ দাসগোসাঞির শিষ্য যেঁহ কবিরাজ। যাঁহার বর্ণন কৈল লোকে জানায়॥ দুই গোসাঞির শিষ্য কৈল দুই বিষয়। গৃহে থাকি বৈরাগ্য সাধ এই আজ্ঞা হয়॥ কৃষ্ণ-সেবা করি গৌড়ে বৈষ্ণব-সেবন। জীব প্রতি কর সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন॥ ইথে নিবেদন করোঁ শুন দয়াময়। বৈষ্ণবগোসাঞি সব করুণাহৃদয়॥ কৃষ্ণপ্রিয়া প্রিয়পদ্ম আশ্রয় যাঁহার। হেন ভজন প্রতি হয় তার অধিকার॥ রাধাপরিকর যত গৃহ-কর্ম্মত্যাগী। শাস্ত্র লঙ্ঘি হৈলা কৃষ্ণ-সেবায় অনুরাগী॥ গৃহে থাকি পরিত্যাগ বলে গুরুজন। লোভ কৃষ্ণসঙ্গে লীলা তনু সমর্পণ॥ সকল তেজিল কৃষ্ণ-সুখের লাগিঞা। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ফুকারিঞা॥ যেঁহ সিদ্ধ তাঁর ক্রিয়া কৃষ্ণতেজোময়।

* রাগী—অনুরাগযুক্ত॥

বাহে অন্তরে তার তেন মতি হয়॥ যে সাধন যেন ক্রিয়া যেমন করয়। মহাজন তার বাক্য ক্রিয়া সভে লয়॥ কাহারে কহিব সিদ্ধ-সাধন বলিঞা। তাহা লিখি ইহা শুন এক মন হঞা॥ গোপালমহান্ত চৈতন্যের সঙ্গী সব। ইহাঁরাও সিদ্ধ অন্যে হয় অসম্ভব॥ চৈতন্যের প্রিয় অতি সব ঠাকুরাণী। চতুর্বিংশতি সন্ন্যাসী এই মত জানি॥ ইহার ভজনরীতি কহে সাধুগণ। প্রবেশ করিতে পারি যদি নিজমন॥ মন্ত্রদীক্ষা কর নাহি প্রভু সব জানে। সাধন করিতে গৌরাঙ্গসুখ পান মনে॥ তাহাতে আগ্রহ দেখ প্রভুর যতেক। এই মত ভক্ত-বৃন্দ লিখিব কতেক॥ তবে যে করান শিক্ষা নিজ-ভক্তজনে। অল্পাক্ষরে কহি সব হয় উদ্দীপনে॥ তবে সে সাধন করি সে কেমন রীতি। সেই সব সাধন ভাগবত উৎপত্তি॥ অপ্রাপ্তি কৃষ্ণের পদ প্রাপ্তির কারণ। বৈষ্ণবের এই মত সাধ্য প্রয়োজন॥ যেঁহ সিদ্ধ তাঁর চেষ্টা কহনে না যায়। কভু সাধক-অভিমান কভু জীবপ্রায়॥ দৈন্য বিনয় তার সব শাস্ত্রে কয়। বৈষ্ণব সব নিজ-মুখে তাহা আস্বাদয়॥ আশ্রমী আশ্রমাতীত দুই ত প্রকার। ইতিমধ্যে হেন রীতি কেমন কাহার॥ পূর্ব্ব-মহাজন মত কেবা কোন কয়। না জানি সে সব মত অন্য বাখানয়॥ আত্মরক্ষা লাগি তারে অন্য করি কয়। স্বাভাবিক অন্য কহে যায় সর্ব্বক্ষয়॥ আশ্রমী যে জন সেহ অন্য নাহি হয়। তার ক্রিয়া আচরণ গোসাঞি লিখয়॥ ইহাকেই কহে কর্ম্ম পূর্ব্ব অভিপ্রায়। কহে এক করে এক বুঝা নাহি যায়॥

অপত্যাদি † সহ যোগ করেন কারণ। সেই সব সুখ করি করয়ে গ্রহণ ॥ সাধনাঙ্গ গোসাঞি তাহা করিলা বিস্তার। নিরপেক্ষ বিনে তাহা নারে করিবার ॥ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা কৃপাবলোকনে। সপরিবার যদি আনন্দ হয় মনে ॥ সাপেক্ষ হইলে ভক্তি ভজন না হয়। উপেক্ষিতে নিরবধি মনে উঠে ভয় ॥ ভদ্রাভদ্র অন্য কেহ কহে কিছু বলি। অতএব নিষেধ কার্য্য করেন সকলি ॥ অধিকারী আমি হই করে অভিমান। কর্ম্ম ক্রিয়া করে ভজনের নাহিক সন্ধান ॥ কৃষ্ণ-সেবা করে শিষ্য করিলে কি হয়। গোসাঞির বাক্য শাস্ত্রে হেন নাহি কয় ॥ অধিকারী লিখিলেন বৈষ্ণব উপরে। ইহা নাহি বুঝে কেন বৃথা দম্ভ করে ॥ উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ হন অধিকারী। যাঁর যেই ক্রম গুণ সকল বিবরি ॥ সর্ব্বরসের অধিকারী চৈতন্যগোসাঞি। তেঁহ জগদ্‌গুরু তাঁর সম অন্য নাই ॥ তাঁহার ভজনের প্রীতি যেই মত হয়। শাস্ত্রেতে বর্ণন হয় আশয় বিষয় ॥ মন্ত্রদীক্ষা কত শিষ্য করিল আপনে। কহ দেখি শাস্ত্রে লিখে কেবা ইহা জানে ॥ ভুবনপাবন হৈল যাঁহার কৃপায়। এই শাস্ত্রে লিখে সব মহাজনে গায় ॥ যার যেই শাখা পূর্ব্বে কৈল নিয়োজিত। সে সব মহান্ত কৃপা অতি-অলক্ষিত ॥ বহু শিষ্য না করিল কোন্ অভিপ্রায়। যাঁহাতে তাঁহার কৃপা বুঝে সর্ব্বথায় ॥ যাঁহাতে তাঁহার কৃপা সেই প্রেমমূর্ত্তি। কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি ॥ কেহ

† সর্ব্বত্যাগী। পাঠান্তর ॥

না বুঝিয়া দোষ রোপিব ইহাতে। না জানে সে ধর্ম্মমর্ম্ম সারাসার যাতে॥ তবে যে কহিব গুরু চৈতন্যস্বরূপ। সহজে তাঁহার কৃপা অতি-অপরূপ॥ শিষ্য কৈলে কেনে নাহি জানে প্রেমভক্তি। মধ্যে ভক্ত আছে হেন নহে দৃঢ়মতি॥ পূর্ব্ব-অভিপ্রায় শিষ্য সে সব রতন। কোনরূপে বিনাশ তার নহে এক ক্ষণ॥ আচার্য্য যেমন ধর্ম্ম করে আচরণ। সেই মত শিষ্য-ধর্ম্ম করিবে প্রবর্ত্তন॥ আপনে করেন এক কহয়ে বিস্তারে। আচার্য্য কহয়ে তাহা নাহিক অন্তরে॥ কৃষ্ণ গুরু বৈষ্ণবে যার নাহিক ভকতি। আপনা হইতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন অতি॥ ইহাতে অনেক বাক্য না লিখিব আর। না হয় আপনে সিদ্ধ চাহে করিবার॥ হেন দেহ ধরি করে গুরুপাদাশ্রয়। কেহ কেহ লভে কারো বোধ নাহি হয়॥ কায়মনোবাক্যে যদি করে ধর্ম্মাশ্রয়। তাহার ভজনক্রিয়া যতেক আছয়॥ কায়মনোবাক্যে এই পথে সিদ্ধ হয়। ইহা নাহি জানে কিসে কৈছে কিবা হয়॥ মনে কি করিব কায়ে কোন ব্যবহার। বাক্যে বা করিব কিবা কেমন প্রকার॥ এ তিনের কার্য্য সদা গ্রাম্য ব্যবসায়। করে এক বলে এক সিদ্ধদেহপ্রায়॥ ইহাতেই যেবা কিছু করেন আপন। আমি সিদ্ধ আমাসম আছে কোন্ জন॥ এই দেহে পরিশ্রম সাধন প্রকার। শাস্ত্র-অনুসারে হয় কহি বার বার॥ মনে কৃষ্ণ কায়ে গুরুবাক্যেতে বৈষ্ণব। যেই জানে যার হয় হেন অনুভব॥ কায়মন সহায় হয় বচন একত্রে। তবে যে লিখিয়ে দোষ না বুঝি তাহাতে।

বচন যাঁহার রুদ্ধ কর্ণে নাহি শুনে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সেই জানিল কেমনে॥ জড়প্রায় হইলে সেই কোথা কোথা যায়। হেন অপরাধে রক্ষা ভাগ্যে কেহ পায়॥ সাধনে পাইব যেই ইহা মনে জানে। গ্রন্থকর্ত্তা লিখে ইহা কারণাকারণে॥ প্রাকৃতের প্রায় জীব জানে আপনাকে। অপরাধ পীড়া নাহি বাধয়ে তাহাকে॥ সত্যবুদ্ধি করে কৃষ্ণে ধর্ম্মের আচার। গুরুআজ্ঞা যাহে নাহি করিব বিচার॥ জানিব বৈষ্ণবধর্ম্ম এক সম হয়। হেন জনে প্রেমভক্তি অন্তরে জন্ময়॥ জানিব আপন মনে নহে আচরণ। শাস্ত্র সাধুবাক্য সদা করিব শ্রবণ॥ বিষয় সংসার ভোগ করি কত দিন। সকল ছাড়িয়া শেষে হব উদাসীন॥ আশ্রমির প্রতি কহেন হেন ব্যবহার। শ্রীদাসগোসাঞি আজ্ঞা হয় সর্ব্বসার॥ মলপ্রায় তেজিল সকল সুখভার। হেন অধিকারী কোথা নাহি দেখি আর॥ ত্যাগ কৈল অসার সার চৈতন্যচরণ। পাষাণের রেখা যার ক্রিয়া আচরণ॥ আর এক কহি শুন আপন মনেরে। ইহাতে প্রবেশ চিত্ত না হয় অন্যেরে॥ মোর ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন। সে চরণ সঙ্গে যাই মোর হেন মন॥ নিবেদন কৈনু কৃপা করিল আমারে। সঙ্গে যাই বহু সুখ জন্মিল অন্তরে॥ রাজপথে পথে যান দুঃখ নাহি জানি। মুঞি ছার প্রভুর এ করুণা বাখানি॥ যে দিবসে যাই উত্তরিলা বৃন্দাবনে। প্রেমে গর গর মন কিছু নাহি জানে॥ কত শত ধারা বহে নয়ন বাহিয়া। শ্রীরূপগোসাঞির কুঞ্জে উত্তরিলা গিয়া॥ কত প্রীতি কৈল

গোসাঞি ঠাকুরাণী পাঞা। দর্শন করান সব আপনে যাইঞা॥ সকল গোসাঞি মেলি একত্র হইঞা। যেই স্থানে যেই লীলা সব দেখাইঞা॥ গোবিন্দ গোপীনাথ দেখে মদনমোহন। নয়নে দেখয়ে ভাবে গর গর মন॥ মহামহোৎসব কৈল সামগ্রী করিঞা। ভক্ষণ করিলা সব গোসাঞি বসিঞা॥ পাপ-চক্ষে দেখিয়াছি সেই রূপ সব। গৌরাঙ্গের প্রায় রূপ করি অনুভব॥ সে মুখের বাক্য শুনি পরাণ বিদরে। নয়নে দেখিলে রূপ কেমনে পাশরে॥ এক দিন ঠাকুরাণী কুঞ্জে ত বসিঞা। রূপগোসাঞিকে কিছু কহেন বসাঞা॥ সনাতন লোকনাথ গোপালভট্ট নাম। আমারে শুনাহ কার কি গুণ আখ্যান। গোসাঞি কহেন আমি আছি যে বসিঞা। কহিতে লাগিলা গুণ ঈষৎ হাসিঞা॥ সনাতন মোর জ্যেষ্ঠ মোর প্রভুসম। তাঁর গুণ কি কহিব মুঞি জীবাধম॥ ইহাঁ স্থানে মোর শিক্ষা কৃপা করেন অতি। লোকনাথ অতি-বিরক্ত মহাশুদ্ধমতি॥ কঠোর বৈরাগ্য যার দ্বিতীয়সঙ্গহীন। চৈতন্যের প্রিয় অতি পণ্ডিত প্রবীণ॥ এই গোপালভট্ট দেখ সর্ব্বগুণবান্। মোর অতি বন্ধু হন গৌর যার প্রাণ॥ ভূগর্ভ আচার্য্য ইহার নাহি গুণ সম। গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম॥ সবে মেলি দয়া করেন প্রভুর সম্বন্ধ। তিঁহ প্রীতি করেন মোর গুণের নাহি গন্ধ॥ ঠাকু-রাণি! কিবা দিব নিজপরিচয়। জগতে আমার সম অধম কে হয়॥ ঠাকুরাণী কহে শুনি বচন তাহার। চৈতন্যের

শক্তি তুমি জানিল নির্দ্ধার॥ তোমা দেখিবারে মোর ইহাঁ আগমন। আনুষঙ্গি নয়নে দেখিনু বৃন্দাবন॥ কিবা লীলা-গ্রন্থ তুমি করিলা বর্ণন। শুনাইঞা তাহা সুখী কর মোর মন॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিদগ্ধমাধব। দানকেলিকৌমুদী আর ললিতমাধব॥ ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল কোন্ অভিপ্রায়। কিরূপে কেমন ক্রম বর্ণন তাহায়॥ ভাগবতে নাহি সেই লীলার বর্ণন। শুনিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মোর মন॥ সকল গোসাঞি আসি বসিলা একক্ষণে। ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিলা গ্রন্থবিররণে॥ কহিতেই মাত্র গোসাঞি জানিল সব কথা। শ্রবণ করিলে যায় অন্তরের ব্যথা॥ গোসাঞি আনিল গ্রন্থ আপনে যাইঞা। পড়িতে লাগিলা জীব আসনে বসিঞা॥ ঠাকুরাণী শুনি ভাবে গরগর মন। গোসাঞি সকলে মিলি করেন শ্রবণ॥ "রাধা আদি সখীগণ একত্র হইঞা। সুবর্ণ-মুকুট মাথে যায়েন চলিঞা॥ নবনীত ক্ষীরিসা দধি দুগ্ধ সর সাথে। দুই দিকে কুঞ্জপথ সখীগণ সাথে॥ আপনে আসিঞা কৃষ্ণ তথা দান সাধে। মাথায় কি লঞা যাও দান দেহ রাধে॥ হাস পরিহাসবাক্য সখীগণ মেলি। বলাৎকারে কৃষ্ণ তাহা খাইল সকলি॥ রাধিকা বলেন কৃষ্ণ নিবেদিয়ে আমি। বৃন্দাবনে কুঞ্জে রাজা হইলা যে তুমি॥ ললিতা বলেন কৃষ্ণ সব বাহিরাব। কন্দর্পরাজার স্থানে এখন যাইব॥ রাধিকা বলেন আমি বৃষভানুসুতা। আমি কি না জানি তোমার নন্দ হন পিতা॥ গোধন রাখহ বনে মুরলী বাজাও। গোপীগণের

দধি দুগ্ধ লুঠ করি খাও॥ হস্ত দিয়া গোপী-অঙ্গে কহ সব কথা। সব রঙ্গ দূর হবে শুনিলে রাজা কথা॥ আর লাজ কেনে রাধা জিতে কি পাশরি। কুঞ্জকে প্রবেশ কৈল অভিমান করি॥ করিলা মুরলীধ্বনি সুমধুর স্বরে। শুনি রাধা গোপীগণ কর্ণ মন হরে॥ বাহ্য হৈল ললিতাকে কহেন রাধিকা। ত্রিজগতে কৃষ্ণপ্রিয়া আছে কে অধিকা॥ ললিতা কহেন আমি ভালে ইহা জানি। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও সর্ব্বত্র বাখানি॥ শুনিয়া বিশাখা কহে মোর মনে লয়। মুরলী-সমান প্রিয় কেহ নাহি হয়॥ কৃষ্ণের অধরামৃত সদা করে পান। ধ্বনি শুনি গোপীগণের হরয়ে পরাণ॥ বিশাখাকে কহে রাধা এ বোল শুনিঞা। মুরলী জনম হব শরীর তেজিঞা॥ গোবর্দ্ধন-কল্পতরু যাই সেই জানে।" সব মনোরথসিদ্ধি করে সেই খানে॥ শ্রীরূপের ব্যাখ্যা শুনি বসি ঠাকুরাণী। ভাবের বিকারে কান্দি পড়ি যায় ভূমি॥ কহিব বা কি মাধুরী কহিতে কে পারে। প্রেমের বিষয় যার অক্ষরে অক্ষরে॥ সে মুখের বাক্য কিবা কোকিল জিনিঞা। শুনিতে শুনিতে প্রাণ যায় বাহিরাঞা॥ এই মতে কথো দিন যায় বৃন্দাবনে। মদনমোহন দরশনে গেলা আর দিনে॥ ত্রিভঙ্গসুন্দর রূপ মদনমোহন। বিড়ম্বি কামের ধনু ভুরুর নর্ত্তন॥ দর্শন করে ঠাকুরাণী মনে বিচারয়। ঠাকুরাণী বামে নাহি সুখ নাহি হয়॥ যখন দর্শনে যান মনেতে ভাবয়। বামে ঠাকুরাণী নাহি বিচার করয়॥ তাঁহার মনের কথা জানে কোন্

জন। মন জানে অন্তর্যামী মদনমোহন॥ সেই রাত্রে মদন-মোহন কহে হাসি হাসি। "কি বিচার কর জাহ্নবা কহ শেষে বসি॥ দেশে যাহ মনে কিছু অন্য না করিবে। মনের বিচার যেই সিদ্ধ সব হবে॥ কমনীয় বিগ্রহ এক প্রকাশ করিঞা। প্রমাণ করিহ উচ্চ করে বিবরিঞা॥ শীঘ্র আসিয়া মোরে করিবে মিলন। তবে মনোরথসিদ্ধি বাঞ্ছিতপূরণ॥ দুঃখ না ভাবিহ মনে সর্ব্বত্র মঙ্গল। এই মোর মনঃকথা কহিনু সকল॥ আজি হৈতে তোমার পথ করিব নিরীক্ষণ। কবে আসি ঠাকুরাণী করাবে মিলন॥" ঠাকুরাণী উঠি নিজ-মনে বিচারয়। কেমনে ঠাকুর-আজ্ঞা কিসে সিদ্ধ হয়॥ অস্তব্যস্ত হৈল চিত্ত কিছু না বোলয়। উপজিল দুঃখ মনে কে তাহা সহয়॥ আর দিন কহে সব গোসাঞির স্থানে। রাধাকুণ্ড দর্শন করি আসির তিন জনে॥ সম্মতি করিল সভে বিলম্ব যেন নয়। হেন সুখ বিচ্ছেদ জানি প্রাণ কি করয়॥ প্রাতঃকালে ঠাকুরাণী যাই কুণ্ডতীর। দর্শন করিয়া চিত্তে কিছু হৈলা স্থির॥ রঘুনাথদাস-গোসাঞি আছিলা বসিয়া। সেই ঠাঞি ঠাকুরাণী উত্তরিলা গিয়া॥ দণ্ডবৎ কৈলে ঠাকুরাণী কৈল সম্ভাষণ। তোমাকে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥ কবিরাজ যাই তাঁহা করিল প্রণাম। অনেক প্রকারে তারে করিল সম্মান॥ সেই স্থানে বসি কৃষ্ণকথা-আলাপনে। পরিক্রমা করি কুণ্ডে রহিলা সে স্থানে॥ এক দিন রাত্রিশেষে আছেন বসিয়া। কি ভাব হইল মনে উঠয়ে হাসিয়া॥ মুঞি নিবেদন কৈল প্রভুর চরণে।

কুণ্ডের মহিমা কিছু কহ দীনজনে॥ ভাল ভাল বলি তিঁহ কহিলা আমা-প্রতি। লীলার শ্রবণ কর হৈয়া শুদ্ধমতি॥ রাধাকৃষ্ণের লীলা লাগি এই বৃন্দাবন। স্থান, কৃষ্ণ, লীলা তিন এক সম হন॥ বিশেষতঃ এই কুণ্ড রাধিকাসরসী। ইথে অদ-ভুত লীলা কৃষ্ণের প্রেয়সী॥ মধ্যাহ্নকালের কথা কহিল শ্রীমুখে। কহিতে কহিতে ভাসে প্রেমানন্দসুখে॥ পুনঃ নিবেদন কৈনু প্রভুর চরণে। শুনিতেই সাধ হয় কহে কৃপা মনে॥ কৃষ্ণ নিত্য, স্থান নিত্য, যতেক প্রেয়সী। কিরূপে কাহার প্রাপ্তি কহেন প্রকাশি॥ অপরাধ নহে চিত্তে হও সাব-ধান। কোন্ স্থানে কোন্ লীলা কেমন বিধান॥ কৃষ্ণের যতেক লীলা বুঝনে না যায়। পড়িলে রূপের গ্রন্থ সব আছে তায়॥ না পড়িলে গুরুমুখে করেন শ্রবণ। শ্রদ্ধান্বিত জন-মুখে শুনি দৃঢ় মন॥ দিবানিশি রাধাকৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে। কোন্ স্থানে কোন্ লীলা করে তবে মনে॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সতত বিহার। এই নিত্য লীলা গোচর না হয় কাহার॥ পর-কীয়া এই লীলা আশ্চর্য্য ব্যবহার। সখীগণ জানে গোচর না হয় কাহার॥ এক সন্দেহ মোর আছয়ে হৃদয়। কৃপা করি কহিবারে যদি আজ্ঞা হয়॥ অতি-কৃপাবান্ হৈল জিজ্ঞাসিতে মন। শ্রীমুখে কহিল সেই এই বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবন কুণ্ডতীর অষ্ট ক্রোশ শুনি। তাথে হৈতে দুই ক্রোশ গিরিবর জানি॥ ইহা হৈতে সঙ্কেত অষ্ট ক্রোশ পরিমাণ। দুই ক্রোশ নন্দীশ্বর সভে করে গান॥ যাবট হয়েন এক ক্রোশ তথা হৈতে। দণ্ড

পরিমাণ তাঁহা আসিতে যাইতে॥ কেমনে গমন করে সহ-চরীগণ। কেমনে বা তদাশ্রিতজনের গমন॥ বহু দিন হৈতে শুনিতে আছে মোর মন। নহিলে সাধক কিবা করিব স্মরণ॥ কৃপা করি কহে শুন নিত্যানন্দদাস। যেই যেই স্থানে সদা কৃষ্ণের বিলাস॥ পদ্মপ্রায় যেন বৃন্দাবনের ঘটন। শাস্ত্র-বাক্য আছে মহাপ্রভুর স্থাপন॥ মুদিত প্রকাশ হৈল দুই ত প্রকার। বিলাসে মুদিত হন লীলায় বিস্তার॥ এইরূপে হয় সব গমনাগমন। তদাশ্রিত যেই তাঁর হয় এই মন॥ যোগ-মায়াবলে ইহা ঘটনা আছয়। যাঁহার গমন সেই কিছু না জানয়॥ ইহাতে কেমন হব সিদ্ধ ব্যবহার। মোরে কৃপা করে হেন কে আছয়ে আর॥ এই লীলা নিত্য কৃষ্ণ নিত্য পরিবার। এই সিদ্ধ সাধনসিদ্ধ কৃপাসিদ্ধ আর॥ মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। পারিষদগণ যত নিত্য পরিবার॥ এই যে কহিল নিত্য পারিষদগণ। গুরুপদাশ্রয় নাই মন্ত্রাদি গ্রহণ॥ মাত্র যার যেই যূথ সে শক্তি ধারণ। লালসা দর্শন সেবা এই সবার মন॥ তবে যে সাধন করে সেই সিদ্ধ পথ। বৈষ্ণবসাধন সেই কহিল সম্মত॥ বৈষ্ণব কেমনে সিদ্ধ হইবে সাধনে। কৃপা করি কহ সব তার বিবরণে॥ নিজ-অঙ্গে সাধ-নাঙ্গ করিব পালন। বহু অঙ্গ লিখেন রূপ যাথে সিদ্ধ হন॥ চল তোমায় শুনাইব তাঁর মুখে যাঞা। কত বা আনন্দ হবে তোমার শুনিঞা॥ চৈতন্যের নিজ-শক্তি কৃপা সেই ধরে। সেই বলে লক্ষ গ্রন্থ করিল বিস্তারে॥ বর্ণন করিয়া রূপ

করিলা গ্রহণ। সর্ব্বত্র করিল সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন ॥ দেখিয়া আইলা সব তাঁর যত গণ। চৈতন্যের দত্ত ভূমি দিল বৃন্দাবন ॥ শুনিতে-তাঁহার দৈন্য বসিয়া আছিলে। দৃঢ় হয় কৃষ্ণ-প্রেম অন্তরে রহিলে ॥ শুনিয়া প্রণাম কৈল ভূমিতে-পড়িয়া। ঠাকুরাণী পদ দিল মাথায় তুলিয়া ॥ আর দিন কুণ্ডতীর হৈতে আগমন। রঘুনাথদাস-প্রতি কহেন বচন ॥ হাতে ধরি কহে সব আত্মবিবরণ। বহুজন্ম ভাগ্যে হয় তোমার দর্শন ॥ কবিরাজ সেইস্থানে বসিঞা আছিলা। ঠাকুরাণী তাঁরে বহু মর্য্যাদা করিলা ॥ তেঁহ কহে কি কহিব না জানি বিনয়। চৈতন্য-চরণ দেহ তুমি দয়াময় ॥ সাধ করি নিবেদিল তোমার চরণে। গৌরপদ-প্রাপ্তি মাগো যে হইল অধমে ॥ জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি। দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি ॥ ঠাকুরাণী কান্দে রঘুনাথ-হাতে ধরি। রঘুনাথে জানিবেন নিজ-ভৃত্য করি ॥ বিষয়ির ঘরে জন্ম বাসো লাজভয়। কি গুণে চৈতন্যপদ দিবেন অভয় ॥ এক দিন না করিনু চরণসেবন। তথাপি চরণ মাগো হেন দীনজন ॥ ঠাকুরাণী কহে ছাড় মোরে বিড়ম্বন। দৈন্যদ্বারে আমার শোধন কর মন ॥ মুঞি দীন না ছুইনু প্রেমভক্তিকথা। না জানি কি লাগি জন্ম দিলেন বিধাতা ॥ পুনর্ব্বার আমি যেন দেখিয়ে সবারে। মনোরথসিদ্ধি হয় কৃপা কর মোরে ॥ কুণ্ডকে প্রণাম করি করে নিবেদন। নিজ-তটে বাস দিবে এই মোর মন ॥ এই মত সেই স্থানে বিদায় হইঞা। রঘুনাথ কান্দাইয়া যান আপনে

বনে গোসাঞি কুঞ্জে আসি। সকল কুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল বসি॥ দুই দিনে সেইরূপে সবার মিলন। মদনগোপাল যাঞা করিল দর্শন॥ রাত্রে ঠাকুরাণী গোসাঞি বসিঞা একত্রে। চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গ কি লিখিলে গ্রন্থে॥ কিরূপে করিব তাঁর ভজনে মর্য্যাদ। কিরূপে তাহাতে রতি নহে অপরাধ॥ গোসাঞি বসিয়া সব কহে বিবরিয়া। ঠাকুরাণী শুনি চিত্তে আনন্দিত হৈয়া॥ আর দিন ঠাকুরাণী সব গোসাঞি মেলি। দেশ যাইবার কথা কহিলা সকলি॥ শুনিয়া গোসাঞি সবার দুঃখ হৈল মনে। বিধিরে কি দিব দোষ ছাড়িয়া জীবনে॥ মদনমোহন দর্শনে যান সবে মিলি। নয়নে ত্রিভঙ্গ রূপ দেখিল সকলি॥ দেশ যাইবার আজ্ঞা হউক আমার। খসিয়া পড়িল শ্রীঅঙ্গের পুষ্পহার॥ পূজারী আনিয়া দিল ঠাকুরাণী হাতে। প্রণাম করিয়া লয় আপন গলাতে॥ আজ্ঞা হউক শীঘ্র আসি দেখিয়ে চরণ। পুনঃ পুনঃ ঠাকুরাণী করে নিবেদন॥ সেইরূপে আইলেন আপন বাসাতে। হেন সঙ্গভঙ্গ হয় দুর্দ্দৈব হইতে॥ প্রাতঃকাল হৈল আসি বিদায় সময়। যার যেই মনের বাক্য সবে নিবেদয়॥ সকল গোসাঞি মেলি যান সঙ্গে সঙ্গে। কতেক উঠিল তাহা বিরহতরঙ্গে॥ গোবিন্দ-দর্শন করি বিদায় হইলা। দাঁড়াইয়া ঠাকুরাণী কহিতে লাগিলা॥ লোভ হয় তোমাদিগের দর্শন করিতে। হেন সুখে দুঃখ বিধি দিল মোর চিতে॥ সবে কৃপা করি কর অভীষ্টপূরণ। পুনর্ব্বার

শীঘ্র আসি দেখিয়ে চরণ॥ সনাতনগোসাঞি কহে করিয়া বিনতি। কৃপা কি করিবে মোরে অতি-দুষ্টমতি॥ চৈতন্য-চরণ দিতে ধর শক্তি বল। অসাধনে গেল কাল জীবন বিফল॥ ঠাকুরাণী কহে কর দৈন্যসম্বরণ। সতত বাঞ্ছিয়ে তোমার কৃপাবলোকন॥ রূপে কহে ঠাকুরাণী চাহিয়া নয়নে। দৃষ্টি করি দেহ মোরে গৌরাঙ্গচরণে॥ লোকনাথ কহে অনাথ নাহি আমা হৈতে। কি গুণে গৌরাঙ্গ কৃপা করিবেন আমাতে॥ পরমকৃপালু তুমি গৌরপ্রেমে সুখী। না ছুইল প্রেম মোরে জন্ম হৈলাম দুঃখী॥ কি জাতীয় দুঃখ সবার হইল বেদনা। যার যে মনের দুঃখ জানে সেই জনা॥ ঠাকুরাণী কহে সবে কর অবধান। আমার মনের বাঞ্ছা কর সমাধান॥ পুনর্ব্বার দর্শন করিহ কৃপাবানে। হেন দশা আর মোর হবে কোন্ দিনে॥ বৃন্দাবনে আসি তোমা দেখিব নয়নে। কান্দিতে কান্দিতে সবে করেন গমনে॥ পশ্চাতে আসিয়া রূপ করে নিবেদন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য পাঠাইবেন বৃন্দাবন॥ ঠাকুরাণী কহে শ্রীনিবাস আছেন দেশে। হেন পাত্রে গৌরপ্রেম রাখিবেন শেষে॥ অবশ্য করিব যাইয়া তাঁর অন্বেষণ। পাঠাইয়া দিব শীঘ্র তাঁরে বৃন্দাবন॥ এত বলি ঠাকুরাণী করিলা গমন। পথে সভার গুণ কহে যার সেই মন॥ এক দিন পথে আমি নিবে-দিনু পায়। বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট পাব কেমন উপায়॥ পাদোদক সাধনের ধরে মহাবল। মোর বিষয়ে ঠাকুরাণী কহিবে

সকল ॥ ঠাকুরাণী কহে বাপু যেবা জিজ্ঞাসিলে। কেমনে বিশ্বাস সেই কি হয় করিলে ॥ বৈষ্ণবের পাদস্পর্শ পাদোদক পান। বৈষ্ণবের ভুক্তশেষ সেই গূঢ়াখ্যান ॥ গোপনীয় করি ইহা করিব বিশ্বাস। শ্রেষ্ঠ ভজন এই শরীরে প্রকাশ ॥ গুণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের করিব ভজন। জানে নাহি তিঁহ যেন জানি ইহার মন ॥ বৈষ্ণবের হাতে তুলি না দিব এখন। ইহাতে নাহিক লাভ বহু হানি হন ॥ লাভ লাগি সাধন করি সর্ব্বত্র ইহা হয়। পূর্ব্ববাক্য নহে এই সাধন যায় ক্ষয় ॥ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-আজ্ঞা আছয়ে সে সার। যেবা কেহ না মানিবে বাক্য নাহি আর ॥ প্রভু-আজ্ঞা পাদোদক কেহ জানি লয়। অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় তাতে দুঃখ হয় ॥ ছল করি লয় কেহ প্রভু নাহি জানে। গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করেন বারণে ॥ পরমবিশ্বাসী কালিদাসমহাশয়। সর্ব্বদেশী বৈষ্ণবের পাদোদক লয় ॥ ভুক্তশেষ সভার লয় প্রভু ইহা জানে; নিজ-মুখে তার গুণ প্রভু করেন গানে ॥ সিংহদ্বারে একদিন চরণ ধুইতে। অঞ্জলি অঞ্জলি করি লাগিলা খাইতে ॥ তিন অঞ্জলি খায় প্রভু লাগিলা কহিতে। ভয় হৈল না দিল আর ভক্ষণ করিতে ॥ প্রেমের সমুদ্র গৌর ভয় হৈল চিত্তে। সাধকের প্রতি এই অনুচিত তাতে ॥ অন্যজনে দিলে তার কেমনে লাভ হয়। গৌরাঙ্গের বাক্য প্রমাণ দৃঢ়তর হয় ॥ গুরুমাত্র কৃপা করি দিবেন শিষ্যেরে। এই বাক্য শাস্ত্রদ্বারে নিষেধ না করে ॥ এইমতে ঠাকুরাণী

পথে আগমন। কত কৃষ্ণপ্রেম তাহে আনন্দিত মন॥ এক দিন আজ্ঞা মোরে করে ঠাকুরাণী। বিবাহ না কর বাপু মোর বাক্য মানি॥ সংসার কালকূট করি লিখে মহাজন। অমৃত বলিয়া তারে বলে কোন্ জন॥ মায়াতে মোহিত চিত্ত সব পাশরায়। সহস্র সাধন করে বৃথা হঞা যায়॥ ভক্তিবাদ হয় লগে যে কার্য্য করিলে। উপেক্ষিলে ইহা লাগি হাসিবে সকলে॥ অনাসক্তে হয় কৃষ্ণকৃপা বলবান্। প্রাপ্তি লাগি আশ্রয় করি শ্রীগুরুচরণ॥ কেহ এই দেহে পায় কেহ দেহান্তরে। মধ্যে মধ্যে কণ্টক কেনে উপজে অন্তরে॥ সাধনসিদ্ধ হয় তার যোগ্য যেই জন। তাহা সে মিলয়ে ভাব তদাত্মকগণ॥ বৈষ্ণব গোসাঞি বাপু কৃষ্ণ পরিকর। তাঁহা প্রতি নির্দ্দম্ভমাত্র করিবে অন্তর॥ যেন গুরু তেন কৃষ্ণ তেমতি বৈষ্ণব। লাভ থাকিলে তাতে করিব অনুভব॥ বৈষ্ণবের ভক্তি কেহ করয়ে গ্রহণ। কেহ কনিষ্ঠ করি জানে আমি গুরুজন॥ এমন যাঁহার মন বিচার করয়। তাহারে ত গুরুকৃপা কোন কালে নয়॥ দেখিলে শুনিলে মনে বহু গুণ হয়। অনুভব থাকে, যদি মনে বিচারয়॥ এই মতে ঠাকুরাণী দেশেতে গমন। শুনি বীরচন্দ্ররায় করিল দর্শন॥ যে দিবসে ঠাকুরাণী খণ্ডে বাস হয়। যতেক হইল সুখ নয়নে না রয়॥ সেই সে দিবসে প্রভু আইলা সেই স্থানে। দণ্ডবৎ করি বহু করে নিবেদনে॥ জিজ্ঞাসিল বৃন্দাবনের আনন্দসকল। কহিতে কহিতে ঠাকুরাণী হইলা বিকল॥ নর-

হরি শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন। আনন্দে ভাসয়ে কারো নাহি বাহ্য মন॥ ঠাকুরাণী কহে নরহরি শুনহ বচন। শ্রীনিবাস কে আছে তারে পাঠাও বৃন্দাবন॥ প্রাতঃকালে বিদায় হৈঞা গৃহকে গমন। নরহরি আদি করি চলিলা তখন॥ মোরে আজ্ঞা হৈল বাপু যাও নিজ-ঘর। যে আজ্ঞা করিল তাহা পালিহ অন্তর॥ এই সব সঙ্গসুখে রহ সর্ব্বদায়। সেই সে করিবে যাতে আমার সহায়॥ যখন যাইবা যথা লোক লৈঞা যাবে। কখন আমার সঙ্গে আনন্দে থাকিবে॥ ঠাকুরাণী গেলা আমি রহি এই স্থানে। আর যে প্রসঙ্গ তার হৈল কথো দিনে॥ এক দিন নরহরি সঙ্গে এক জন। শ্রীনিবাস নাম তার পুরুষরতন॥ নয়নে দেখিল বালক অতি-সুন্দর হয়। রঘুনন্দন আদি সুখ পাইল অতিশয়॥ ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল থাক কোন্ গ্রামে। চাখন্দিতে বাস মাতা-পিতা সেই স্থানে॥ ভাল হৈল অহে বাপু যাও বৃন্দাবন। শ্রীরূপের আজ্ঞা এই করহ পালন॥ ঠাকুরাণী গিয়াছিলা শ্রীবৃন্দাবন। দিবস কতক হৈল গৃহে আগমন॥ তিঁহ কহিলেন মোরে তোমার প্রসঙ্গ। আছয়ে গৌরাঙ্গ-আজ্ঞা না করিবা ভঙ্গ॥ নয়নে দেখিলাও সেই দিন শ্রীনিবাস। আজ্ঞা করিল যেন হইল প্রকাশ॥ লিখিনু তাহার গুণ আজ্ঞা বলবান্। পূর্ব্বে লিখিয়াছি পরে যে আছে আখ্যান॥ মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস। আউলিয়া বলি তাঁকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥ দেশে হৈতে গেলা তেঁহ শ্রীবৃন্দাবন। প্রেমাবেশে দিবানিশি করেন ভ্রমণ॥ শ্রীগোপালভট্ট-

স্থানে গেলা এক দিন। বশী দেখি তাঁহার করিল অভ্যুত্থান॥ জিজ্ঞাসিল দেশের মঙ্গল সমাচার। জিজ্ঞাসিলে গোসাঞি কহেন বার বার॥ আপনে জানহ এক জিজ্ঞাসি তোমারে। শ্রীনিবাস-আচার্য্য কে জানহ তাঁহারে॥ গড়ের হাটে ত বাস ঠাকুর-মহাশয়। কহ কহ শুনি হউক আনন্দ-হৃদয়॥ যাহা জানি শুনিয়াছি যার যেই কথা। সকল নিবেদন কর যেমন ব্যবস্থা॥ গোসাঞি তাঁহার স্থানে শুনেন সব বসি। কহে এক বাক্য উঠে একবার হাসি॥ বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥ আচার্য্যের সেবক রাজা শ্রীবীরহাম্বীর। শ্রীব্যাস-আচার্য্য আদি পরম-গম্ভীর॥ গ্রামে বাস আচার্য্যের রাজা করিয়াছে। গ্রাম ভূমি সামগ্রী যত রাজা যে দিয়াছে॥ এই ফাল্গুন মাসে তিঁহ বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগ্যতা তাঁর যতেক কহিলা॥ অপত্যাদি নাহি হয় গোসাঞি কহিলা। শুনি খাতুর্ম্মভৌ হৈলা এই নিবেদিলা॥ গড়ের হাটের কথা সেই অতি-দূর। ঠাকুর মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি প্রচুর॥ গৌরাঙ্গের সেবা কৈল বড় মহোৎসব। বৈষ্ণব-সেবন করে গৃহে তেজি সব॥ উদাসীন হন তিঁহ জগতে বিখ্যাত। অধিক না জানি আমি কহিল সাক্ষাৎ॥ মৌন করি রহিলেন না বলিল আর। স্খলৎ স্খলৎ বাক্য কহে বার বার॥ এই মত বৃন্দাবন দর্শন-আনন্দে। কতক দিবসে দেশে আইলা স্বচ্ছন্দে॥ তিঁহ আসি উত্তরিলা খণ্ডে ত গমন। শ্রীরঘুনন্দন আগে কহিল বিবরণ॥ সেই মত গেলা তিঁহ

ঈশ্বরীচরণে। বৃন্দাবনের যত সুখ কৈল নিবেদনে॥ যতেক গোসাঞির কথা ক্রমে জিজ্ঞাসিল। শুনিতে শুনিতে মনে আনন্দ বাঢ়িল॥ পুনরায় গেলা রাজস্থানে আগমন। যে দেখিল কহে রাজা করেন শ্রবণ॥ জিজ্ঞাসিল গোসাঞি-জীউ কেমন আছয়।' একবার কহে পুনঃ আর নিবেদয়॥ প্রণাম করয়ে রাজা করি যোড়কর। ভাগ্য হবে কবে দেখিব নয়ন-গোচর॥ তাঁর সঙ্গে রাজা যান ঠাকুরের স্থানে। আদর করিয়া ঠাকুর বসি একাসনে॥ আউলিয়া কহে আচার্য্য করেন শ্রবণ। নিজ-প্রভুর বার্ত্তা শুনি আনন্দিত মন॥ কিছু জিজ্ঞাসিলা গোসাঞি আপনার স্থানে। হাসিয়া হাসিয়া কহেন সব বিবরণে॥ প্রসঙ্গে কহিনু পাণিগ্রহণ করিলা। উঠিয়া আসন হৈতে দণ্ডবৎ হৈলা॥ পুনঃ পুছি কি কহিলা গোসাঞি তাহাতে। স্খলৎ স্খলৎ বাক্য লাগিলা কহিতে॥ শুনিয়া ঠাকুর কহে করি হায় হায়। আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায়॥ আজ্ঞা নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য্য। কহিতে প্রভুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে কার্য্য॥ ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন। আর কি দেখিব সেই যুগলচরণ॥ শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দ্দয়। মোর সেই প্রভু জীবনমরণে নিশ্চয়॥ সেই দিন হৈতে ভাবিত হৈল নিজ-মন। প্রভুর অগ্রেতে কিবা কহিব বচন॥ শুন শ্রোতাগণ যেই হইয়াছে কথা। পাছে এই বাক্য শুনি কেহ পায় ব্যথা॥ নিত্যসিদ্ধ মূর্ত্তিমন্ত চৈতন্যের প্রেম। শ্রীনিবাসরূপে পৃথিবীতে হৈল জন্ম॥ তথাপি গুরুর

প্রতি মহাভয় মনে। মর্য্যাদাস্থাপন কে করয়ে তাহা বিনে॥ শ্রীরূপের শক্তি তিঁহ জানিহ নিশ্চয়। প্রাকৃত লোকের মত তার মত নয়॥ যে কহিল যে হইল তেন মত লিখি। সেই মত বিরক্ত সদা আসিয়াছি দেখি॥ এই যে লিখিল গ্রন্থে যতেক বৃত্তান্ত। প্রভুর চরণ মোর স্মরণ একান্ত॥ জীবন-আধার মোর শ্রীমুখ-বচন। তাহা লিখি সেই আজ্ঞা করিয়ে পালন॥ ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে শ্রবণ। তার পদরেণু আমি করিয়ে ধারণ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর প্রথম বৃন্দাবন গমন, গোস্বামিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও গোস্বামিগণের গ্রন্থ শ্রবণ শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমনের যুক্তি, পুনশ্চ গৌড়ে গমন ইত্যাদি বর্ণনময় ষোড়শ বিলাস সম্পূর্ণ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

সপ্তদশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাহৃদয়॥ জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় ভক্তরাজ। যাহা হৈতে চৈতন্যের সিদ্ধ সব কাজ॥ গৌরপ্রিয় ভক্তগণ গৌর যার প্রাণ। জয় জয় শ্রীনিবাস গুণের নিধান॥ জয় জয় নরোত্তম জয় প্রেমরাশি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমরূপ গৌর পরকাশি॥ লিখিল অপার নাম প্রেম-রসপুর। সেই বলে লিখি আজ্ঞা হইল প্রচুর॥ যে আনিল প্রেমধন এই অবনীতে। সাধ হয় এই গুণ বর্ণন করিতে॥ গৌরকৃপা তাঁর বল বুঝান না যায়। কারো গুণে কারো দেহে জগত ডুবায়॥ গৌড়দেশে আসিয়াছে দুই মহাশয়। পালয়ে গুরুর বাক্য সাধন করয়॥ এক দিন বৃন্দাবনে জীবগোসাঞি স্থানে। গৌড়বাসী এক বৈষ্ণব করিলা গমনে॥ তারে সব জিজ্ঞাসিল মঙ্গল সমাচার। শুনিঞা গোসাঞিচিত্তে আনন্দ অপার॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমের কি গুণ আখ্যান। কি করয়ে কোন স্থানে করে গুণ গান॥ বৈষ্ণব কহেন প্রভু নিবেদি চরণে। শুনিল বৈষ্ণবমুখে দেখিল নয়নে॥ রাজা বীরহাম্বীর মল্লভূমি বিষ্ণুপুর। তারে কৃপা করিলেন আচার্য্য-ঠাকুর॥ রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ সহোদর। তাহারে করিল কৃপা সর্ব্বগুণধর॥ ঠাকুরমহাশয় খেতরি নামে গ্রাম। আপনে গৌরাঙ্গরায় যাঁহে বিরাজমান॥ হেন সেবা

পরিপাটী বৈষ্ণবসেবন। ত্রিভুবনমধ্যে আর না আছে এমন ॥ ঠাকুর হইতে প্রীতি বৈষ্ণবে বিশেষ। প্রেমরসে মত্ত লোক ডুবি গেল দেশ ॥ তঁার সঙ্গে রামচন্দ্র কবিরাজ গুণবান্। কিবা সেই স্থিরপ্রীতি যেন এক প্রাণ ॥ আচার্য্য-ঠাকুর কভু খেতরি গমন। কভু বিষ্ণুপুর কভু বুধরি যাজি-গ্রাম ॥ বৃন্দাবন আসিতে খেতরি দেখি আইল। এক মুখে কি কহিব এই নিবেদিল ॥ আনন্দ হইল যাঞা লোকনাথ-স্থানে। বৈষ্ণব আছেন সঙ্গে কহে সব গুণে ॥ শুনিঞা গোসাঞি ভাসে আনন্দসাগরে। এত ভক্তি জন্মিল নরোত্ত-মের অন্তরে ॥ আমি কি বলিব সেই তোমার কৃপাতে। এত বলি দুই গোসাঞি লাগিলা কান্দিতে ॥ তেন মতে গোপালভট্ট শুনিল বচন। মোর কিবা দায় তোমার কৃপা বল-বান্ ॥ শ্রীনিবাস-শিষ্য হয় রামচন্দ্র নাম। একবার দেখি যাই জুড়ায় নয়ন ॥ হেন কালে সব বৈষ্ণব গৌড়কে গমন। শুনি সব গোসাঞি আনন্দিত মন ॥ পূজারি ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণদাস নাম। অত্যন্ত বিরক্ত সেই মহাগুণবান্ ॥ ভূগর্ভ ঠাকুর-শিষ্য নাম রামদাস। এই স্থানে দুই জনে বৃন্দাবনে বাস ॥ একসঙ্গে গৌড়দেশে করিল গমন। তেন মতি করিব জগন্নাথদরশন ॥ সকল গোসাঞি মেলি বিদায় সময়। যার যেই মনোবাক্য সকল কহয় ॥ লোকনাথ গোসাঞি কহে বৈষ্ণবের স্থানে। প্রথমে ত বিরাজিবে শুনহ বচনে ॥ নরো-ত্তমের স্থানে এই কহিবে বচন। যেন মত আজ্ঞা তেন করিবে

পালন ॥ তোমার মঙ্গল বাঞ্ছি করি আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বত্রে সাবধান যেন নহে অপরাধ ॥ শ্রীজীবগোসাঞি কহে হইয়া কাতর। তোমা না দেখিয়ে আর নয়নগোচর॥ বৃন্দাবনে প্রেমবৃক্ষ আপনে জন্মিল। খেতরি যাইঞা তাহা ফলিত হইল ॥ খেতরি হইল খেতি সর্ব্বজন খায়। অন্য দেশবাসী কত বাঞ্ছি লঞা যায় ॥ কহিবে জীবের নামে প্রেম আলিঙ্গন। তোমার বিচ্ছেদে অন্ধ হইল নয়ন॥ যাইয়া চাহিবা শীঘ্র ভোজন করিতে। অপরাধ বলি ভয় না করিহ চিত্তে ॥ আচার্য্যের প্রতি মোর প্রেম আলিঙ্গন। যতেক হইল সুখ নহে বিস্মরণ ॥ তেন মতে দক্ষিণদেশ করিবে গমন। শ্যামানন্দ প্রতি মোর কহিবে বচন ॥ করুণা করিবে বহু মোর প্রয়োজন। আচার বিচার ধর্ম্ম বৈষ্ণবসেবন ॥ শ্রীভট্টগোসাঞি কহে নরোত্তমস্থানে। বহু প্রীতি করি মোর দিবে আলিঙ্গনে ॥ রামচন্দ্র প্রতি কৃপা মোর আশীর্ব্বাদ। নয়নে দেখিয়ে বাপ হেন হয় সাধ ॥ শ্রীনিবাস প্রতি আশীর্ব্বাদ বহু মতে। একবার নয়নে দেখি আসিবে সাক্ষাতে॥ পুনর্ব্বার আসিবে এথা নয়নে দেখিয়া। আনন্দ পাইব যাঁর যে গুণ শুনিয়া ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া বৈষ্ণব হইলা বিদায়। বৃন্দাবন মনে করি পথে চলি যায় ॥ এই মত পথে চলি যায় কত দিনে। দেশে যাই দুই বৈষ্ণব বিচারয়ে মনে ॥ দুই জনে নাহি জানে কোথা গড়ের হাট। সেই দেশী লোকস্থানে জিজ্ঞাসিল বাট ॥ পুছিতে পুছিতে গেলা সেই দেশ যথা। যাইয়া নয়নে দেখি অদভুত

তথা ॥ যত লোক কৃষ্ণগান করেন ভজন। দেখিয়া দেখিয়া যান আনন্দিত মন ॥ প্রণাম করিয়া অত্যন্ত করয়ে আদর। কৃপা কর আমার যে হয় এই বর ॥ কতেক বিনয় করে হইয়া কাতর। দেখিতে দেখিতে মন আনন্দ অন্তর ॥ খেতরি আইলা যথা গৌরাঙ্গ আছেন। স্বগণ সহিত তথা প্রণাম করেন ॥ দুই মহাশয় বসি দেখিল নয়নে। দেখিয়া উঠিয়া আইলা ছাড়িয়া আসনে ॥ জলপাত্র লইয়া কহে আসনে বসাইয়া। পাদ ধোয়াইতে দোঁহে প্রস্তুত হইয়া ॥ কাতর হইয়া কত কহিল বচন। নিজহাতে করি জল ধুইল চরণ ॥ কতেক পিরিতি কৈল কতেক বিনয়। হেন পাদদর্শনে হয় ভাগ্যের উদয় ॥ কি কহিব বাক্য আর না আইসে বদনে। কতক্ষণ থাকি তবে কৈল নিবেদনে ॥ জিজ্ঞাসিল কিবা নাম দুই মহাশয়। নরোত্তম রামচন্দ্র কবিরাজ হয় ॥ লোকনাথ গোসাঞি আজ্ঞা যেমত আছিল। সেই মত করি তাঁরে সকল কহিল ॥ উঠিয়া প্রণাম করে ভূমিতে পড়িয়া। কতেক কান্দিল নিজ প্রভু সঙরিয়া ॥ রামচন্দ্র প্রতি বাক্য ভট্টগোস্বামির। শুনিতেই মাত্র চিত্ত হইলা অস্থির ॥ ঠাকুর মহাশয় প্রতি শ্রীজীব-বচন। শুনিতেই মাত্র কত করিলা রোদন ॥ দোঁহে গলাগলি কান্দি বাহ্য নাহি হয়। কতেক কহিল শ্লোক প্রার্থনার চয় ॥ বাহ্য হইলে নিবেদয় শুন মহাশয়। শীঘ্র যাব ভোজন কর যদি আজ্ঞা হয় ॥ উঠিয়া যাইয়া কিবা কহে পূজারিরে। শীঘ্র চাহেন দুই বৈষ্ণব ভোজন করিবারে ॥

তেঁহ কহেন ভোগ প্রস্তুত গোস্বাঞঠাকুরের। যে আজ্ঞা হয়েন বাক্য কহিল মনের॥ আসিয়া আপন হাতে স্থান করিলেন। শীঘ্র উঠ ভোজন করহ মুখে কহিলেন॥ সভয় হইল চিত্ত কাঁপে নিজ-মন। শ্রীজীবের আজ্ঞা আছে কি করি এখন॥ জলপাত্র লইয়া ভোজন করিল আসিয়া। আমরা ভোজন করি দেখ দাঁড়াইয়া॥ পূজারিকে কহে আনি দেহ অন্ন ব্যঞ্জন। ক্ষীর বড়া দধি আনি কর পরিবেশন॥ তিঁহ আনি দেন বসি করেন ভোজন। যতেক খায়েন তত আনন্দিত মন॥ আচমন করি আজ্ঞা মাগয়ে তাঁহারে। শীঘ্র যাব এই আজ্ঞা হউক আমারে॥ বিনয় করিয়া কহে আজি রহিবার। কালি যাবেন পদ্মাবতী হইবেন পার॥ অতিভয় হৈল বাক্য না আইসে বদনে। বসিয়া জিজ্ঞাসে নিজ বসাইয়া আসনে॥ কহ দেখি মোর প্রভু কেমন আছয়। কোন রূপে কোন স্থানে তাঁহার আলয়॥ নরোত্তম বলি মনে আছয়ে তাঁহার। মোর মনে নাহি হেন মুঞি দুরাচার॥ নরোত্তম নাথ বলি কান্দয়ে বিস্তর। কাঠ পাষাণ এই মোর কলেবর॥ সে দর্শন সেই আজ্ঞা সব পাশরিয়া। পড়িয়া রহিলাঙ ভবকূপে তা মজিয়া॥ মোর পরিত্রাণে আর আছে কোন জন। হা হা প্রভু লোকনাথ আমার জীবন॥ তবে প্রশ্ন করি কহে শ্রীজীবগোসাঞি। কতেক করিলা কৃপা মোর মনে নাই॥ গোসাঞি কৃপা করেন মোরে কি গুণ দেখিয়া। কতেক কান্দয়ে সেই মনে ত করিয়া॥ রামচন্দ্র কহে

ঠাকুর কহ মুখে শুনি। গৌরে কিবা রূপ গোসাঞি জানিলা আপনি॥ মোর দরশন সেই যুগলচরণ। মোর মনে প্রভু বলি নাহিক স্মরণ॥ আমা সম পতিত জগতে কেহ নাই। হেন কৃপা হইবে দেখিব কবে যাই॥ অনেক কান্দিয়া কহে ঠাকুর মহাশয়। শ্রীভট্টগোসাঞি কহ কুশল আঁছয়॥ আমারে কহিল যেহঁ সব বিবরিয়া। এতেক কান্দেন সব গুণ স্মঙরিয়া॥ সে দিন রহিলা তাহা কত সুখ পাঞা। রাত্রে গৌররায় কহে নরোত্তমে যাঞা॥ পাঠাইল জীব তোমার বুঝিবারে মন। বৈষ্ণবে খাইলে মোর হইল ভোজন॥ পুনর্ব্বার কেনে ভোগ লাগাইলে জানি। মর্য্যাদা আছয় তাহা শাস্ত্রবাক্য মানি॥ প্রাতঃকাল হৈল বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিল কথা। নিশ্চয় কহ ত মোরে আচার্য্য আছেন কোথা॥ দুই মহাশয় কহে দিন কতক হৈল। এই স্থান হৈতে রাঢ়ে গমন করিল॥ যাজিগ্রামে আছেন যাও পাইবে যাইঞা। বিদায় হইলা দোহেঁ প্রণাম করিঞা॥ বিদায়ের কালে কত করিলা বিনয়। এই পদমাত্র মোর আছয়ে আশ্রয়॥ ভয় পাইয়া গ্রামের বাহিরে যাইঞা। শতেক প্রণাম কৈল কোমর খুলিঞা॥ যতেক দেখিল তাহা কি কহিব মুখে। মোরে না ছুইল গায় জন্ম গেল দুঃখে॥ গুরুতে এমন প্রীতি জন্মিবে কাহার। বৈষ্ণবে ত হেন প্রীতি না শুনিব আর॥ কিবা জানি গোসাঞি মোর চিত্ত শোধিতে। এই ছলে পাঠাইল ইহাঁরে দেখিতে॥ মরণে জীবনে লাগি রহিল হিয়ায়।

হেন কৃপা কর যেন রহে সেই পায়॥ দুই জনে সেই গুণ গাইতে গাইতে। কাটোয়া আসি মহাপ্রভু দেখিল আনন্দেতে॥ লোকে জিজ্ঞাসিয়া গেলা যাজিগ্রাম যথা। আছেন ঠাকুর গৃহে আছয়ে সর্ব্বথা॥ গ্রামের ভিতর যাঞা পাইল সেই স্থানে। বসিয়া আছিলা ঠাকুর উত্তম আসনে॥ উঠি প্রণাম করি কহে শুনহ বচন। কোথা হৈতে আপনকার হৈল আগমন॥ যখন কহিল মুখে বৃন্দাবন নাম। উঠি মাথে দুই হাতে করেন প্রণাম॥ শ্রীভট্টগোসাঞিঃ কৃপা যখন কহিল। ভূমিতে পড়িয়া কত প্রণাম করিল॥ প্রভু না পাশরিল মোরে মুঞি পাশরিয়া। এই যে সংসারকূপে রহিল পড়িয়া॥ অনেক ভকতি কৈল নেত্রে বহে জল। শ্রীজীবগোসাঞির কহিল প্রেম আলিঙ্গন॥ গোসাঞির কৃপাবাক্য করিয়া শ্রবণ। অনেক কান্দিলা তাঁর করিয়া স্মরণ॥ তেঁহ মোর প্রভু আর নাহি ত্রিজগতে। কত রূপে কৃপা মোরে কৈল পাঠাইতে॥ যতেক হইল সুখ জানয়ে যে মনে। সব স্মঙরিয়া ঠাকুর করেন রোদনে॥ প্রভুর প্রেষিত তুমি তুল্য আমি জানি। অনেক কহিলা তাঁরে সবিনয় বাণী॥ আর দিনে প্রাতঃকালে কৈল নিবেদন। আজ্ঞা হউক আমারে যাইব পুরুষোত্তম॥ বিদায় হইঞা পথে করিলা গমন। যতেক পিরিতি কৈলা হইল স্মরণ॥ কবে হেন দশা হবে না জানি আমার। পাঠাইল দম্ভচিত্ত শোধন করিবার॥ সহজেই নিজদেহে কেন নাহি হয়। ইহা দেখি মোর মনে আশ্চর্য্য লাগয়॥

এত দেখি নাহি শাস্ত্রে নাহি শুনি কথা। না শুনিল মোর কানে জন্ম গেল বৃথা॥ যাইতে যাইতে গেলা দক্ষিণদেশ-সীমা। যাইতে যাইতে শুনে এ সব মহিমা॥ সব লোক কৃষ্ণ ভজে নাহি কোন দুঃখ। দেখিয়া আনন্দে আমার ভরিল সে বুক॥ এক গ্রামে যাইয়া দেখে আছয়ে বৈষ্ণব। জিজ্ঞাসিল তা সভারে কার শিষ্য সব॥ শ্যামানন্দ কৃপা কৈল দুঞি অধমেরে। কতেক করিল প্রীতি দুই বৈষ্ণবেরে॥ তারে কহে আইলাও ভাই বৃন্দাবন হৈতে। শ্যামানন্দ স্থানে গোসাঞির আজ্ঞা আছে যাইতে॥ কোথা আছেন কহ তিঁহ আমরা যাইব। যে আছে মনের কথা তাঁহারে কহিব॥ তোমরা দুই বৈষ্ণব চল আমার সহিতে। পথে চলি যাইব কথা শুনিতে শুনিতে॥ যাই উত্তরিলা গ্রামে যথা শ্যামানন্দ। গ্রামের লোক দেখি সব হইল আনন্দ॥ সেই মতে উত্তরিলা শ্যামা-নন্দস্থানে। প্রণাম করেন উঠিয়া হইতে আসনে॥ তাঁর শিষ্য মুরারিদাস নয়নে দেখিল। জল লইয়া সাক্ষাতে আসি দাঁড়াইয়া রহিল॥ পদ ধোয়াইল গুরুর সম্মুখে বসিয়া। বহু প্রীত কৈল গুরু শিষ্যেতে বসিয়া॥ তবে জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে আগমন। বৃন্দাবনে শ্রীজীবস্থানে হৈতে আগমন॥ অনেক করিল গোসাঞি প্রীতি আশীর্ব্বাদ। এই মোরে আজ্ঞা আছে নহে যেন বাদ॥ যেন গুরু তেন শিষ্য না দেখিল আর। দুই বৈষ্ণব রাত্রে বসি করেন বিচার॥ কতেক প্রণাম কৈল কতেক বিনয়। আমা সম পতিত অধম কে আছয়॥ সে চরণ

পাশরিয়া রহিলু মাতিয়া। তথাপি করেন কৃপা অধম জানিয়া॥ আহা মরি মরি করি করয়ে রোদন। সে দুই চরণ মোর স্মরণ মনন॥ শ্যামানন্দে সেই কৃপা হইবে কোন দিনে। গুরু কান্দে শিষ্য কান্দে গড়ি যায় ভূমে॥ কতেক কহিব মুরারি দাসের পিরিতি। কত গুণে হেন বৈষ্ণব জন্মিয়াছে ক্ষিতি॥ মোর মন হৈল, ক্ষেত্র না যাইব আর। বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাই মনের বিচার॥ না রহিল সেই স্থানে প্রভাতে বিদায়। গুরু শিষ্য পায়ে পড়ি ভূমিতে লোটায়॥ দিন কথো রহ ঠাকুর সাধ, হয় মনে। সব তাপ দূর করি দেখিয়ে চরণে॥ কহিল তাহারে ঠাকুর কৃপা কর মোরে। হেন আজ্ঞা হউ যাই বৃন্দাবন দেখিবারে॥ খরচ দিলেন মোরে করিয়া যতন। কহিবেন আমা সম নাহিক অধম॥ হেন কবে হবে আজ্ঞা করিব পালন। মাতিলু সংসাররসে পাশরি চরণ॥ শত মুদ্রা মোর হস্তে দিল যত্ন করি। কহিলেন সেই পদ যেন না পাশরি॥ কতেক বা শ্যামানন্দের শিষ্য মুরারিদাস। কোথাও না দেখি বৈষ্ণব সেবার বিশ্বাস॥ যাইয়া আপন চিত্তের করিল শোধন। শুনিয়া গোসাঞি সব মিলিয়া রোদন॥ পৌষ মাস হৈল আসি আচার্য্য যাজিগ্রামে। অস্বাস্থ্য হইল মাতা ভাবে মনে মনে॥ জরাদেহ অস্বাস্থ্যতে কথো দিন গেল। মাঘ মাসে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহার হইল॥ ভাবিত হইল চিত্ত মহোৎসব লাগি। অনেক সামগ্রী কৈল দিবা রাত্রি জাগি॥ বিষ্ণুপুরে রাজা স্থানে পত্র পাঠাইল। বহু লোক

দ্বারে সামগ্রী কতেক আইল॥ অনেক মহান্ত আইল অধিকারী কত। বৈষ্ণবের লেখা নাহি আইল শত শত॥ রঘুনন্দন সুলোচন ঠাকুর খণ্ডবাসী। আচার্য্যের প্রতি কথা কহে হাসি হাসি॥ যদি যাজিগ্রামে রহ সাধ আছে মনে। পাণি গ্রহণ কর ভাল হয়ে ত বিধানে॥ আচার্য্য কহেন প্রভুর আজ্ঞা নাহি মোরে। এই লাগি ভয় মোর হয়ে ত অন্তরে॥ রঘুনন্দন কহে এই পরমার্থ নহে। ভয় হয় গুরু আজ্ঞা হেলন হয় যাহে॥ তবে তাঁর আজ্ঞা যেই করিল গ্রহণ। সম্বন্ধ করিল উত্তম দেখিয়া ব্রাহ্মণ॥ মহোৎসব পূর্ণ হৈল আনন্দ অন্তর। বিদায় হইয়া গেলা যথা যার ঘর॥ হেন কালে দুই ঠাকুর বিচারিল মনে। অতিযত্ন কৈল তাঁর বিবাহকারণে॥ আচার্য্য করিল মনে না করিলে নয়। যে আজ্ঞা বলিয়া ঠাকুর রঘুনন্দনে কয়॥ অনেক হইল সুখ সুলোচন মনে। বিচার আছিল ডাকি আনিল ব্রাহ্মণে॥ যাজিগ্রামবাসী বিপ্র নাম গোপালদাস। তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র শ্রীনিবাস॥ তুমি গ্রামের ভূমিক আমরা এই স্থানে। এক স্থানে রহি বড় সাধ আছে মনে॥ তেঁহো যাই ভ্রাতা সহ বিচার করিল। বৃন্দাবন নাম তার সম্মতি হইল॥ বৈশাখমাসে তৃতীয়াতে বিবাহ হইল। কন্যাকে দেখিয়ে সবে আনন্দ পাইল॥ কন্যার দুই ভ্রাতা শ্যামদাস রামচরণ। তারে পড়াইল আচার্য্য করি অতিশ্রম॥ অনেক সেবক হৈল অনুশিষ্য আর। স্থানে স্থানে গ্রামে

গ্রামে ব্যাপিল সংসার ॥ কখন ঐ স্থানে রহে কভু বিষ্ণুপুর। খেতরি বুধরি যান আনন্দ প্রচুর ॥ তার কথোদিনে বাড়ে আছে এক গ্রাম। গোপালপুরবাসী রঘুচক্রবর্ত্তী নাম ॥ তার কন্যা পরম সুন্দরী গুণবান্। মনে কৈল পিতা ঠাকুরে মোরে করে দান ॥ ঠাকুরের যোগ্য মোর এই কলেবর। ভাগ্য করি মানে মনে আনন্দ অন্তর ॥ পিতারে কহিল যদি কর অবধান। আচার্য্যঠাকুরে মোরে কর সম্প্রদান ॥ তেঁহো শুনি ধন্য মানে জীবন আপনার। দর্শন করিব হেন হইবে আমার ॥ চক্রবর্ত্তী নিবেদিল ঠাকুরের স্থানে। পদ্মাবতী নামে কন্যা সমর্পিব চরণে ॥ হাঁসিলা ঠাকুর হৈল আনন্দ অন্তরে। তেন মতে বিবাহ কৈল আসি তার ঘরে ॥ তাহারে লইয়া গেলা বিষ্ণুপুরের বাড়ি। ত্রিজগতে নাহি হেন পরম সুন্দরী ॥ দুই পত্নে মহাপ্রীতি পরমার্থ বলবান্। কখন কখন আইসেন যাজিগ্রাম ॥ পঞ্চ বিংশতি বৎসর হৈল বয়ঃক্রম। অপত্য নহিল সবে ভাবে মনে মন ॥ বড় পত্নী ভাবিত হইয়া দিবানিশি। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিল সকল বিশেষি ॥ দৈবজ্ঞ কহিল অল্পদিনে পুত্র হব। তাহা যে হইল ইহা এখনে লিখিব ॥ এক প্রভু আসি নিত্যানন্দের নন্দন। রাজার বাড়িকে তেঁহো করিলা গমন ॥ রাজা বহু ভাগ্যমানি বাসা দিল ঘরে। অনেক সেবন করে আনন্দ অন্তরে ॥ আচার্য্য ঠাকুর শুনি আইলা দর্শনে। দণ্ডবৎ কৈল প্রেমে প্রেম আলিঙ্গনে ॥ বিচার করয়ে রাজা আপন অন্তর। মোর

প্রভু সম অঙ্গ কে আছে সুন্দর ॥ ইহোঁ প্রভুর পুত্র ভুবন-মোহন। কিবা গৌরাঙ্গের রূপ ভাবে মনে মন ॥ আচার্য্য নিমন্ত্রণ করি নিল নিজ ঘর। ভাগ্য করি মানে আচার্য্য গৃহ পরিকর ॥ ভক্ষণ লাগিয়া অতি হইলা চঞ্চল। জল-পান কারাইল মিষ্টান্ন বহুতর ॥ রন্ধন কারণ জিজ্ঞাসিল গোসাঞিরে। শীঘ্র যাঞা পাক করুন আজ্ঞা হয় যারে ॥ গোসাঞি কহেন তবে আচার্য্য ঠাকুরে। তোমার কনিষ্ঠা পত্নী পাক যাঞা করে ॥ ঠাকুর কহিল যাইয়া নিজ অন্তঃ-পুরে। তোমারে কহিল গোসাঞি পাক করিবারে ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া আইলা গোসাঞির স্থানে। মোর ভাগ্য হউক সাক্ষাতে করিব প্রণামে ॥ অনেক করিল পাক ব্যঞ্জন অপার। ফল মূল ভাজা আদি কতেক প্রকার ॥ ক্ষীর অন্ন চারি পাঁচ করিল রন্ধন। গোসাঞিরে তবে ঠাকুর করে নিবেদন ॥ রন্ধন প্রস্তুত চলুন ভোজন করিতে। ভোজনে বসিলা গোসাঞি আত্মবর্গ সাথে ॥ আচার্য্যেরে বসাইলা আপন দক্ষিণে। ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করেন ভোজনে ॥ অনেক ভক্ষণ কৈল আনন্দ কৌতুকে। কিছু কৃষ্ণ-কথা কহ বলেন আচার্য্যকে ॥ এই মতে গৌরলীলা ঠাকুর কহিলা। আর না খাইলা গোসাঞি আনন্দে ভাসিলা ॥ আচমন করিয়া আসি বসিলা আসনে। সেবাইতে তাম্বূল দেন করেন ভক্ষণে ॥ মালা পুষ্প চন্দন লঞা দুই ঠাকুরাণী। নিরখে প্রভুর অঙ্গ-শোভা নিজে ভাগ্য মানি ॥ গোসাঞির অঙ্গে ঠাকুর দিলেন

চন্দন। মালা গলে দিয়া কহে মধুর বচন॥ আমার কতেক ভাগ্য গণিব সংসারে। বীরচন্দ্র-প্রভুর পদ আইল মোর ঘরে॥ আপনে গোসাঞিং হস্তে ঠাকুরের গায়। চন্দন লেপেন মাল্য দিলেন গলায়॥ আচার্য্যের পত্নীর কথা গোসাঞি পুছয়। ইহার কনিষ্ঠা ইঁহার পদ্মানাম হয়॥ পুত্র কন্যা কিবা হয় গোসাঞি পুছিলা। হইব তোমার কৃপায় ঠাকুর কহিলা॥ তোমার সিদ্ধ কলেবর প্রভুর নিজ-শক্তি। পঙ্গু কুব্জা এই গর্ভে জন্ময়ে সন্ততি॥ হাসিঞা গোসাঞি কহে শুনহ আচার্য্য। পুত্র জন্মিবে শাখায় ব্যাপিবে সব রাজ্য॥ আজি হৈতে গৌরাঙ্গপ্রিয়া ইহার নাম হয়। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গর্ভে হইব তনয়॥ চর্ব্বিত তাম্বূল তাঁরে দিলেন হস্ত ধরি। সেই দ্বারে আপনার শক্তি যে সঞ্চারি॥ ভক্ষণ করিল আগে দণ্ডবৎ করি। আর দিন যাত্রা কৈল পিরিতি আচরি॥ এক স্বর্ণমোহর দিল বস্ত্র এক খান। এক যোড় পট্টবস্ত্র দিল পরিধান॥ তার দশ দিন অন্তে গর্ভের সঞ্চার। দুই মাসে কানাকানি করে লোক আর॥ এই মত দশ মাস অন্তে পুত্র হৈল। পিতা মাতা নয়নে দেখি আনন্দ পাইল॥ ঠাকুর লিখেন পত্র গোসাঞির স্থানে। যে দিন পুত্রের জন্ম সব বিবরণে। বহু সেবা কৈল ঠাকুর সুখ পাইয়া মনে॥ শুভ দিন করি হরি-নাম দিল কাণে॥ অন্নপ্রাশন কৈল ছয় মাস অন্তে। যজ্ঞো-পবীত দিল সুখ হৈল চিত্তে॥ চলিবার কালে দক্ষিণ পদ বক্র-গতি। জানা নাহি যায় অঙ্গ কন্দর্পমুরতি॥ নাম দিল গোবিন্দ

গতি গোসাঞি আপনে। পিতা মাতার সুখ অতি আনন্দিত মনে॥ ত্রয়োদশবর্ষে আচার্য্য গোসাঞি আনাইঞা। প্রযত্ন করিল মন্ত্রগ্রহণ লাগিঞা॥ গোসাঞি কহেন মোর এ গতি গোবিন্দ। তুমি মন্ত্র দেহ তাথে আমার আনন্দ॥ তুমি চৈতন্যের হও প্রেমপরকাশ। তুমি আমি এক কহিয়ে তাথে করিবে বিশ্বাস॥ আমি নিত্যানন্দের শক্তি তুমি চৈতন্যের। তুমি আমি এক বস্তু অগম্য অন্যের॥ আমার এই আজ্ঞা যেবা করিব অন্যথা। তারে চৈতন্যের কৃপা নহিব সর্ব্বথা॥ এতেক বচন যদি গোসাঞি কহিলা। শুনিঞা ঠাকুর প্রেমে অস্থির হইলা॥ গোসাঞি তাঁরে ধরি প্রেম আলিঙ্গন করি। কহিতে লাগিলা দৈবজ্ঞ আন শীঘ্র করি॥ দিবস গণিয়া লও কর সুখতর। ইহার মঙ্গলে হবে আনন্দ অন্তর॥ মন্ত্র উপদেশ কর আমি শীঘ্র যাব। শ্রীমতীর আজ্ঞা আছে বিলম্ব না করিব॥ শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি দৈবজ্ঞ আনিল। উত্তম দিবস গণি আচার্য্যে কহিল॥ আচার্য্যঠাকুর বহু সামগ্রী করিয়া। মন্ত্র দিল গোবিন্দেরে বামে বসাইয়া॥ মন্ত্র গ্রহণ করি আসি বসিলা বাহিরে। শ্রীবীরচন্দ্র-গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করে॥ তেঁহ শ্রীচরণ দিলা মস্তক উপরে। চিরজীবী হও বলি আশীর্ব্বাদ করে॥ মহোৎসব করি গোসাঞিরে বিদায় করিল। বহুত সামগ্রী দিয়া দণ্ডবৎ কৈল॥ গোসাঞি প্রীতি পাই কহে আচার্য্যের প্রতি। বহু শিষ্য হইবে তোমার বহুত সন্ততি॥ বিদায় হইয়া গোসাঞি করিলা গমন। আচার্য্য

বসি গোবিন্দেরে করান শিক্ষণ॥ বীরচন্দ্র কৃপা আচার্য্যের মন্ত্র বলবান্। দিনে দিনে হৈলা তেঁহ মহা তেজীয়ান্॥ আচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁরে করিল পণ্ডিত। তাঁর শাখাসন্তান হইল জগতে বেষ্টিত॥ আর যে হইল আচার্য্যের পুত্র সব। তা সভার গুণ লিখে নাহি অনুভব॥ ইহাঁর গুণেতে লিখি ইহাঁর মহিমা। যতেক হইব গুণ করিতে নারি সীমা॥ মোর অনুভব নাহি শ্রীমতীর আজ্ঞা বলবান্। যতেক লিখিনু সব জানিয়ে সন্ধান॥ আচার্য্যঠাকুরের এই কহিল বিবরণ। ব্যতিক্রম নহে ক্রম করিল বর্ণন॥ নিবেদন করি শুন সব শ্রোতাগণ। এখন লিখি ঠাকুরমহাশয়ের বিবরণ। ঠাকুরমহাশয় দেশে আসি যত কৈল। পরবাক্য আছে পূর্ব্ব সকল লিখিল॥ এবে যে লিখিয়ে তাঁর ভজনের রীতি। দেখি নাই শুনি নাই বিস্তারল মতি॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত সেবার প্রকাশ। কৃষ্ণরায় ব্রজমোহন পরম উল্লাস॥ শ্রীরাধারমণ রাধাকান্ত মনোহর। কি জাতীয় সেবা করে আনন্দ অন্তর॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তিন জাতির যেই সেবা। তাহার গুণের কথা তুলনা কি দিবা॥ শ্রীঅঙ্গের সেবা করে এক জন নিতি। পাক করে এক জন পরম পিরিতি॥ দালি শাক তরকারি নিষেধ শাস্ত্রের। আতপতণ্ডুল রান্ধে পঞ্চবিংশতি সের॥ কতেক ব্যঞ্জন রান্ধে ক্ষীর বড়া আর। মিষ্টান্ন পক্বান্ন আদি কতেক প্রকার॥ দধি দুগ্ধ শর্করা পুরী ঘৃতসম্মিলনে। এই মত নিত্যসেবা করে শুদ্ধ মনে॥ মুখে বস্ত্র বান্ধি রান্ধে সেবা যেই মত। যদবধি

করে সেবা নহিব তাবর্ত॥ উষ্ণা চালু রান্ধে অন্য স্থানেতে ব্রাহ্মণ। যাথে যার রুচি বৈষ্ণব করেন ভোজন॥ পঞ্চ বার আরতি ভক্ষণ ততবার। তাম্বূল চন্দন সেবা কস্তূরী অপার॥ যত মহোৎসব করেন বৎসরে নির্ব্বন্ধ। এখন লিখিয়ে তার যেমন প্রসঙ্গ॥ রাধাকৃষ্ণ জন্মতিথি গৌরাঙ্গের জন্ম। সদ্গুণ বিশেষ দ্রব্য সেই দিনে হন॥ যত গোসাঞিের অপ্রকট তিথি আর। সঙ্কীর্ত্তন করান ভক্ষণ উপহার॥ সন্ধ্যাকালে আস্বাদয়ে বৈষ্ণব সব মেলি। সেই রসে মত্ত লোক ভাসিল সকলি॥ যেন কৃষ্ণ সেবা তেন বৈষ্ণব সেবন। হেন ভক্তি হেন প্রীতি না দেখি কখন॥ আর কত অভিলাষ কিবা তার নাম। যথা কথঞ্চিত করি সে সব বর্ণন॥ যেই মত সাধন করিল তেঁহ আর। দেশ বিদেশে খ্যাতি হইল তাহার॥ তবে যে লিখিয়ে গুরু আজ্ঞা বলবান্। নিজতনু শোধিবারে করি গুণগান॥ রামচন্দ্র কবিরাজ সহিত প্রণয়। ভোজন শয়ন স্নান যথা তথা রয়॥ কিবা বা দোঁহার প্রীতি নাহি শুনি আর। দুই দেহ এক প্রাণ তুল্য নাহি যার॥ চারি দণ্ড নিদ্রা যান উঠি শীঘ্রগতি। গৌররায়ের দর্শন করেন মঙ্গল আরতি॥ প্রণাম করিয়া যান বাটীর বাহিরে। দন্তধাবন বাহ্যক্রিয়া যে হয় শরীরে॥ স্নান করি ভজন-কুটীরে বৈসেন যাঞা। স্মরণ তিলক স্তব পাঠাদি করিঞা॥ পঞ্চ বার পরিক্রমা ঠাকুর মন্দির। প্রণাম করেন আসি লোটাঞা শরীর॥ তুলসীতে জল দেন আঘ্রাণ নাসাতে। চরণামৃত পান করেন তুলসী

সহিতে ॥ ঠাকুরের ভক্ষণ লাগি ব্যস্ত হয়ে মনে। যেখানে অপূর্ব্ব দ্রব্য লোক দিয়া আনে ॥ বসি হরিনাম লয় বাক্য নাহি কয়। পুনর্ব্বার স্নান করি স্মরণ করয় ॥ ঠাকুরের ভোজন হৈলে আরতি সময়। বক্ষে দুই হাত দিয়া দর্শন করয় ॥ বাঞ্ছা যে তাহার কৃপা রূপনিরীক্ষণ। প্রণাম করিয়া প্রসাদ করয়ে ভক্ষণ ॥ বৈষ্ণব সকল লঞা আস্বাদে সকল। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা নেত্রে বহে জল ॥ ভোজন সমাপ্তি হৈলে কহে সেবকেরে। সংস্কার করিয়া স্থান লহ অভ্যন্তরে ॥ মোর পত্র স্পর্শ যেন কেহ, না করয়। সাবধান করে শিষ্যে যেন আজ্ঞা হয় ॥ তবে আচমন করি মুখের শোধন। এক খানী হরিতকী করেন ভক্ষণ ॥ কবিরাজ করেন বহু তাম্বূল ভক্ষণ। যে বৈষ্ণবের সাথে সুখ আনন্দিত মন ॥ ভাগবত গ্রন্থ বিচারি দোঁহে কথোক্ষণ। মধ্যে মধ্যে অন্তর্ম্মনা কিছু নাহি কন ॥ যখন অবসর তখন লয়েন হরিনাম। এই মত লক্ষ সংখ্যা আছয়ে প্রমাণ ॥ সন্ধ্যাতে আরতি দেখি অগ্রেতে নর্ত্তন। করতালি দিয়া গান রূপনিরীক্ষণ ॥ একাদশী প্রবোধনী পূর্ণ মহোৎসব। আর কত রূপা সাধন কত অনুভব ॥ কীর্ত্তন হইলে তাহা করেন আস্বাদন। কভু ভাবে গদ গদ করেন নর্ত্তন ॥ কবিরাজ সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ আলাপনে। দিবা রাত্রি কখন যায় তাহা নাহি জানে ॥ তিলেক বিশ্রাম নাহি সদাই ভজনে। পুন তেন মত হয় হইলে বিহানে ॥ গৃহে মাত্র কবিরাজের ঘরণী আছয়। অন্ন বস্ত্রে যে ব্যয় দেন ঠাকুরমহাশয় ॥ এক

ভৃত্যসঙ্গে দুই দাসী আছে ঘরে। পুত্র কন্যা আর কেহ নাহিক সংসারে॥ কেহ বলে কেমন প্রীতি দুই মহাশয়। একবাক্য লিখি আর আনন্দহৃদয়॥ কিবা হৈল কবিরাজ পত্নীর এক দিনে। ঠাকুরমহাশয়ে পত্র লিখিল আপনে॥ তাহাতে আছয় বার্ত্তা অনেক বিনয়। একবার দর্শন করি মোর মনে হয়॥ তোমার কবিরাজ তুমি রাখ সেই স্থানে। অবশ্য পাঠাবে গৃহে সাধ হয় মনে॥ ঠাকুরমহাশয় তেঁহ আছেন এক স্থানে। বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আস্বাদনে॥ অবসর পাই কহে কবিরাজ প্রতি। একবার গৃহে যাও আমার সম্মতি॥ কবিরাজ না শুনিল রহে আনমনে। পুনরপি আর দিন কহে বিবরণে॥ আমার শপতি গৃহে যাও একবার। প্রভাতে আসিবে তাথে আনন্দ অপার॥ বৈকালে প্রসাদ পাই গেলা নিজঘর। ঠাকুরমহাশয় অদর্শনে ব্যাকুল অন্তর॥ পাঠাইঞামাত্র তাঁরে ঠাকুরমহাশয়। কারে কিছু না বলিল স্তব্ধ হঞা রয়॥ কবিরাজ পথে যাইতে কত উঠে মনে। কোথাকারে যায় তাহা কিছুই না জানে॥ ঘরে নাহি মন যায় চাহে খেতরি পানে। দিব্য দিল ফিরি গেলে দুঃখ পাবে মনে॥ ওরে মন কোথাকারে যাও কি লাগিয়া। তাহা ছাড়ি কত সুখ পাইবে যাইয়া॥ প্রাণ আছে এথা চলে চঞ্চলের প্রায়। শপতি লাগিয়া রাত্রি বঞ্চিল তথায়॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যাই গৃহ হৈতে। রাসমণ্ডলে উপস্থিত রজনী প্রভাতে॥ পূজারী আরতি করে দেখে কবিরাজ। দর্শন

করেন ঝাঁট দেন করে হেন কাজ। সেই ত সময়ে ঠাকুর আসি বাহির হয়। দর্শন করয়ে আড়চক্ষে নিরীখয়॥ প্রণাম করিয়া চাহে কবিরাজ পানে। ঝাঁট দেন সেই মত হৈয়া আনমনে॥ ঠাকুরমহাশয়ের মুখ চাহেন নয়নে। হেন সুখ ছাড়ি চিত্ত গিয়াছিলা কেনে॥ ইহা বুলি ঝাঁটা মারে পৃষ্ঠের উপর। ঠাকুর না দেখে তার নয়নগোচর॥ নিজপৃষ্ঠে হাত দিয়া কহে তাঁরে কথা। কেন হেন কর্ম্ম কর পাই বড় ব্যথা॥ হেন কার প্রীতি আছে কহে কোন জনে। তেন মতি ইহার পৃষ্ঠ ফুলিল তখনে॥ ইহা বলি কবিরাজের পৃষ্ঠে হাত দিয়া। প্রণাম করয়ে তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ দোঁহে গলাগলি কান্দে ভূমে পড়ি যায়। দুই জনে হেন প্রীতি জানে গৌর-রায়॥ রামচন্দ্র নরোত্তম একই জীবন। রামকৃষ্ণ হরিরাম তেন দুই জন॥ কিবা দুই মহাশয় করুণা গম্ভীর। ব্যবহারসম্বন্ধ নাহি স্পর্শিল শরীর॥ এক দিন দুই জনে পথে চলি যায়। কৃষ্ণকথা আলাপনে আনন্দ হিয়ায়॥ হেন কালে গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্ত্তী। কুলীন ব্রাহ্মণপুত্র মহাদুষ্ট-মতি॥ ইঙ্গিত করিয়া দোঁহায় কহে বাক্যদ্বারে। ব্রাহ্মণ হইয়া হেন কর ব্যবহারে॥ ব্রাহ্মণ হৈতে অধিক গুণ বৈষ্ণবের। কেবা কহে হেন বাক্য আছয়ে শাস্ত্রের॥ তবে দোঁহে কহে তারে না করিহ রোষ। না জানহ হেন গুণ শাস্ত্রে দেহ দোষ॥ ব্রাহ্মণের পৃথক্ কর্ম্ম বৈষ্ণবের আর। কাহারে কহিব কেবা জানয়ে বিচার॥ তোমরাই দুই জন

জিনিলা ত্রিভুবন। এত বলি বিচার করয়ে তিন জন॥ ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম ক্রিয়াতে বঞ্চিত। কৃষ্ণ হেন প্রভু যে না জানেন দুষ্টচিত্ত॥ গঙ্গানারায়ণ কহে কি বিচিত্র হয়। গায়ত্রী না জপিলে বিপ্রের অসদ্গতি হয়॥ পড়িলা এতেক শাস্ত্র হৈল এই বুদ্ধি। দুই কুল নাশ কৈলে নাহি তোর শুদ্ধি॥ কহে অহে চক্রবর্ত্তী শুন বিবরণ। ব্রাহ্মণ করি বিদ্যা পড়ে তরয়ে ব্রাহ্মণ॥ কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পার্ষদসঙ্গে সব আপনিকে কৈল ধন্য॥ অনেক উদ্ধার কৈল দীনহীন জন। পাতকী আছয়ে শেষে এ দুই ব্রাহ্মণ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে দুই মহাশয়। গড়ের হাট খেতরিমধ্যে করিল উদয়॥ কহেন তাহার গুণ আপন প্রভুর। কহিতে কহিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥ শুনিঞাছি নয়নে দেখিনু দশা তার। গঙ্গানারায়ণচিত্তে লাগে চমৎকার॥ ভাবিতে লাগিলা কত উঠি গেল মনে। বহু প্রীতি করিয়া কহয়ে দুই জনে॥ ভাল হৈল যে কহিলা তাহা সত্য মানি। করিব তোমায় আমায় সে বিচার জানি॥ ঘরে চল দুই জন মনে আছে মোর। আমি কহি মিথ্যা কথা সত্য কিবা তোর॥ এত শুনি দুই জন গেলা তার ঘর। ভক্ষ্যসামগ্রী দিল করিয়া আদর॥ রাত্রে বসি তিনে বহু করিল বিচার। কৃষ্ণপদ বিনে বিপ্রের নাহিক উদ্ধার॥ "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" পড়িল প্রমাণ। এই দুই শ্লোকবাক্য কহ দেখি আন॥

তথাহি—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥ ইতি।

ক্রিয়াযোগসারে বাক্য এই মিথ্যা নহে। ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ বোল আছে কাহে॥ গুরু করিলে সে বিপ্রের হইবে সঙ্গতি। পরিত্রাণ কেবা করে আছে শাস্ত্রে খ্যাতি॥

তথাহি—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞে সুদীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ীচ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

মনে জানি কহে তোমার ধন্য এ জীবন। অসত্যকে সত্য মানি গোঙাইলা জনম॥ আপনার করি মোরে কর অঙ্গীকার। নহে কি এ পাতকীর নাহিক উদ্ধার॥ দেখিলেন সত্য আছে শাস্ত্রের প্রমাণ। কান্দিতে কান্দিতে কত করিল প্রণাম॥ দোঁহে কহিলেন শুন কহি তোমা প্রতি। প্রভুর চরণে যাই তোমার সঙ্গতি॥ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রাতে চলে তিন জনে। কাতর হইয়া পথে করেন গমনে॥ কি গুণে করিবে দয়া অধন্য জীবন। ভাবিতে ভাবিতে পথে করেন রোদন॥ খেতরি যাইয়া তবে বাড়াতে প্রবেশ। দেখিয়া গৌরাঙ্গরায় আনন্দ বিশেষ॥ সঙ্গোপনে দুই জনে তাহারে রাখিয়া। ঠাকুর-নিকটে যাই প্রণাম করিয়া॥ ঠাকুর জিজ্ঞাসিল কহ সকল মঙ্গল। সব মনোরথ সিদ্ধি চরণযুগল॥ করযোড় করি বাক্য কহয়ে বিনয়। সাক্ষাতে এক জন আনি যদি আজ্ঞা হয়॥ কিবা নাম কি কারণ কহ সমাচার। চরণদর্শন করে এই কার্য্য তার॥ আন যাই আজ্ঞা কৈল দেখি কোন জন। আনিবারে রামকৃষ্ণ করিলা গমন॥ আগে রামকৃষ্ণ পাছে গঙ্গানারায়ণ। নয়নে

দেখিয়া রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ প্রণাম করিয়া পড়ি কান্দি বহুতর। মো সম অধম নাহি ভুবন ভিতর ॥ জন্মে জন্মে এ হেন শ্রীচরণে বিমুখ। অশেষ পাপের পাপী নিবেদিলুঁ দুঃখ ॥ চরণকমল আশ করে হেন জনে। কি গুণে করিবে দয়া পতিত দুর্জনে ॥ প্রণাম করিল মাথে দিল নিজ-হাত। তোমারে করুন কৃপা প্রভু-লোকনাথ ॥ হরিরাম রামকৃষ্ণ ছিলা সেই স্থানে। লোটাইয়া পড়ে যাঞা দোঁহার চরণে ॥ উঠাইয়া কোলে করে করি আলিঙ্গন। তোমার সম্বন্ধে হেন চরণদর্শন ॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ আইলা সেই স্থানে। প্রণাম করিয়া পড়ে তাঁহার চরণে ॥ তেঁহ কৃপা কৈল অতি জানে প্রাণসম। রামকৃষ্ণ সহোদর তিন এক ক্রম ॥ আর দিন রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র কৃপা কৈল। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সকল কহিল ॥ উপাসনা যত তত্ত্ব কহিল নির্জনে। তাহার গুণের কথা কহে কোন জনে ॥ পড়িতে লাগিলা ভক্তিগ্রন্থ প্রভুস্থানে। অত্যন্ত যোগ্যতা হৈল কৃপাবলোকনে ॥ হরিচন্দ্র-রায় তার লিখি কিছু গুণে। আর দিনে আইলা তেঁহ প্রভুর দর্শনে ॥ প্রথমে আছিল দস্যু দুষ্টব্যবহার। চরণাশ্রয়ে জন্মিল পরমার্থ তাহার ॥ জলাপন্থের জমীদার বড় অধিকার। লিখন না যায় গুণ জন্মিল তাহার ॥ ঠাকুর-মহাশয় কৃপা কৈল সেই দিনে। না জানয়ে আন কথা গুরু আজ্ঞা বিনে ॥ ভজনে তৎপর বড় দীনব্যবহার। বৈষ্ণবে অত্যন্ত প্রীতি সেবা প্রাণ যার ॥ তেঁহ আইলা প্রভুর চরণদরশনে। দ্রব্যের কি লেখা সর্ব্বস্ব করিল

অর্পণে॥ হরি রামকৃষ্ণ আর গঙ্গানারায়ণ। প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥ কি ধর্ম্ম আচার করি আজ্ঞা হয় মোরে। রাধাকৃষ্ণ পদপ্রাপ্তি কেমন প্রকারে॥ ঠাকুর কহেন বাপু শুন সাবধানে। নিকটে বসাঞা তারে কহে তার স্থানে॥ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এই আজ্ঞা শ্রীরূপের। বহু মত ভক্তি এই আছয়ে অন্যের॥ একনিষ্ঠা ভক্তি আর কর্ম্ম মিথ্যা কহে। কর্ম্মত্যাগী কৃষ্ণসুখ-রতি হয় যাহে॥ নিবেদন করোঁ প্রভু কর অবধান। সেবাসার না জানিয়ে কেমন আখ্যান॥ সংসারতে যাহার নাম কর্ম্মেতে জড়িত। মায়ামোহে পড়ি চিত্ত সদাই পীড়িত॥ সংসারে রহিলে নহে যে আজ্ঞা হইল। পুনর্ব্বার কৃপা করি আপনে কহিল॥ যেই সাধনাঙ্গ বাপু কতেক কহিল। সংসারের কর্ম্ম যত তাহাকে দুষিল॥ সংসারে অনাসক্তি আসক্তি ধর্ম্ম প্রতি। মহাজন যেই পথ সাধকের গতি॥ না করিয়ে ভয় যদি করে ব্যবহার। তে কারণে গোসাঞি লিখি দুই ত প্রকার॥ শ্রীরূপের দুই বাক্য দৃঢ় করি মানি। তাহার প্রমাণ-সিদ্ধ শুনহ বাখানি॥ সহজেই বস্তু যেই তাতে আছে আর। চৈতন্য নিত্যানন্দের শক্তির সঞ্চার॥ অদ্বৈতাদি পারিষদ কৃপার ভাজন। সবেই লইল অন্য না করিল মন॥ মো অতি দুঃখের মতি সহজেই খল। ভরসা রাখিয়ে সেই চরণযুগল॥ অদ্বৈতাদি সনাতন প্রাণ রঘুনাথ। ভট্টযুগ লোকনাথ দুই এক সাথ॥ সেইরূপে কৃপা করি কহিলেন কথা। কায়মনোবাক্যে মোর সেই সে সর্ব্বথা॥ সেই মত কহি বাপু আন নাহি

জানি। কারে ভয় গুরু-আজ্ঞা বলবান্ মানি ॥ প্রভু জিজ্ঞাসিলে জানি দৃঢ়তর হয়। আজ্ঞা বলবান্ তোর্ কারে আছে ভয় ॥ সংসার করিলে চাহি শ্রাদ্ধাদিক ক্রিয়া। বেদবাক্য আছে তাহা ছাড়ে কি করিয়া ॥ মাতৃঋণ পিতৃঋণ আছয়ে প্রমাণ। সেই কথা কি হইবে আজ্ঞা কর দান ॥ ঠাকুর কহে শ্রীরূপ আজ্ঞা অপেক্ষারহিত। অন্য শাস্ত্রবাক্য কহি শুন দিয়া চিত ॥ এই দুই শ্লোকের অর্থ কহে বিবরিয়া। প্রভুরে প্রণাম কৈল সে বাক্য শুনিয়া ॥ জনরব বলবান্ এই ত সংসারে। তবে রক্ষা পায় ভক্তি কেমন প্রকারে ॥ কবিরাজ কহে অহে শুন বন্ধু সব। ত্যজন গ্রহণ যেই করে অনুভব ॥ নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য সঙ্কল্প মানস। নিষ্ঠা-ভক্তি নাহি চলে হৈলে তার বশ ॥ মর্ত্ত্য যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মত্যাগ। ইহা ব্যতিরিক্ত করে সেই মহাভাগ ॥ ভক্তিতে দূষণ আছে যে কর্ম্ম করিলে। সাধন দোষয়ে লোক ইহা শাস্ত্রে বলে ॥ এ দুই শ্লোকের করেন অর্থ বিবরিয়া। নিবেদন করে পুনঃ প্রণাম করিয়া ॥ কৃষ্ণ-ভজিবারে দোষ দেয় সর্ব্বজন। তাহে সাক্ষী আছে যত ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ নিন্দাকে বন্দনা করি মানে যেই জন। তবে সে জানিয়ে তার প্রগাঢ় ভজন ॥ শুন দেখি বাপু কর্ম্ম করি কি লাগিয়া। সংসারে মুক্ত হঞা স্বর্গভোগ করে যাঞা ॥ বৈষ্ণবসেবন করে কৃষ্ণের ভজন। প্রাপ্তি হৈলে বাস তার হয় বৃন্দাবন ॥ স্বর্গ বৃন্দাবনে কিবা প্রাপ্তি নিরূপণ। শাস্ত্রভয়ে এই সব করে যেই জন ॥ গুরু-আজ্ঞা নাহি এই সব

করিবার। তবে যে করয়ে লোক শাস্ত্রভয় যার ॥ রাগমত ভজনের শাস্ত্র কোথা থাকে। লৌকিক বা কোথা থাকে বুঝ আপনাকে ॥ যদি আজ্ঞা হয় গুরু শাস্ত্রে কি করয়। জলবৎ তাহে তৃণ করিয়া বাসয় ॥ এমন করিলে সিদ্ধি না হয় ভজন। তারে রাগভক্তি বলি বলে কোন জন ॥ করয়ে এমন কর্ম্ম বলে রাগ বলি। কিবা গুরু জাতি ধর্ম্ম বিলায় সকলি। রামচন্দ্র-কবিরাজ ঠাকুরমহাশয় প্রতি। এ সব বর্ণন গ্রন্থ কার আছে শক্তি ॥ সেই দিনে বর্ণিলা প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। প্রাপ্তাপ্রাপ্ত ভক্তিরস আছয়ে অধিকা ॥ শ্রীরূপের সিদ্ধগ্রন্থ তাহার পয়ার। শিষ্যগণ লাগি তাহা করিল প্রচার ॥ সর্ব্বত্র বুঝাইল তার সব বিবরণ। শ্রীরূপের বাক্যে এই ভাঙ্গিয়া বচন ॥ পুনর্ব্বার কবিরাজ কহে সভা প্রতি। যেমন ভজন হবে শুন মহামতি ॥ অনেক করিব শিষ্য নাহি লেখা তার। আপনে করয়ে এক কহে করিবার ॥ শ্রীরূপের নিজগ্রন্থে এই যে বচন। আচার্য্যের প্রতি আছে নিষেধ বচন ॥

তথাহি—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাং।
ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাং ॥ ইতি ॥

এই সব শাস্ত্রবাক্য আছয়ে সরস। অনাশ্রয় লোকের ইহা না হয় পরশ ॥

তথাহি—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্ভাষবৈশসং ॥

এই সব সঙ্গত্যাগ স্পর্শন সম্ভাষণ। নিঃসম্বন্ধ তার সহ না করি ভোজন॥ অনেক আচার্য্য হবে অনেক বৈষ্ণব। কি কার্য্য করিয়া সিদ্ধি কিবা অনুভব॥ কুল ধন নিজৈশ্বর্য্য সতভ বাখানে। ভক্তিপক্ষে এই সব রহে কোন স্থানে॥ আচরিব ধর্ম্ম গুরু শিষ্যেরে কহিব। অন্তরায় হৈলে তার কিবা লাভ হব॥ শাস্ত্র সাধু গুরুবাক্য এক যদি হয়। যদি অন্তরায় হয় তাহাকে দোষয়॥ কায়মনোবাক্যে যদি তিনের একত্রা। কহিল জানিবা এই সংক্ষেপার্থ কথা॥ পুনঃ নিবেদন করে অন্তরে কাতর। এই যেন সাধনক্রিয়া অত্যন্ত দুষ্কর॥ যদি বা তোমার কৃপা অবধান হয়। তবে এই ছার জীবে সত্য করি লয়॥ জানিল ইহাতে যার ভক্ত অপরাধ। হইলে সাধন তার হয় সব বাদ॥ তেমতি গুরুর বাক্য ইথে বলবান্। কি করিব ভজনবাক্য যদি করে আন॥ সাধনের যেই ক্রিয়া বৈষ্ণব আচার। আজ্ঞা হউ শ্রীমুখে কহেন পুনর্ব্বার॥ সিদ্ধ দেহে স্মরণ লীলাকালে বাস করি। গুরুরূপা সখীসঙ্গে সেবন আচরি॥ যত্র তত্র এই স্থানে সখীগণ মেলি। যার যেই মত সেবা করেন সকলি॥ তার মধ্যে গুরুযূথ সঙ্গিনী হইয়া। সেবন করিব গুরুর ইঙ্গিত জানিয়া॥ জানিবে আপনে সখীগণ পরিবার। সেবাপরায়ণা সখী সঙ্গিনী তাহার॥ দাসীগণ অভিমান সেবন আচরি। তেন মতি জানিব তাঁহার সহচরী॥ যেই কালে যেই সেবা এই অধিকারী। জানিবেন সেই স্থানে গুরুসম করি॥ ইঙ্গিত জানিয়া সেবা করিব

বিধান। কভু সেবা লালস কভু নিরখে বয়ান॥ বীজন কুঙ্কুম কস্তূরাদি সমর্পণ। যেন মত সখীগণ করেন সেবন॥ সতত গুরুর সেবা সেই কুঞ্জস্থানে। যথাকারে যান তথা করিব গমনে॥ আপনার যেই রতি তারে প্রবেশিব। ধারণ সমর্থা রতি প্রাপ্তি সে হইব॥ সেই রতি পরকীয়া তাহে নিরূপণ। সেই সেবা গুরু আজ্ঞা প্রভুর আস্বাদন॥ নিবেদন এই কালে করোঁ মুঞি ছার। আর যে আছয়ে তাহে লীলার বিস্তার॥ শুনি যে স্বকীয়া বলি কেমন ভজন। তবে হাসি ঠাকুর তারে কহেন বচন॥ নায়কের সুখ আছে অলব্ধ রাধিকা। অতএব পরকীয়া আস্বাদ অধিকা॥ গুরুমুখে শুনিলে যে সিদ্ধ হয় সব। জানিবা সে রাসলীলা গ্রন্থে অনুভব॥ দিবারাত্র রাধাকৃষ্ণ লীলা যেই স্থানে। মিলন বিচ্ছেদ আছে তাহার প্রমাণে॥ সেই ত কতকাল আজ্ঞা হউক মোরে। কহিতে লাগিলা তাহা করিয়া বিস্তারে॥ স্থূল সূক্ষ্ম আছে তার শুনহ কারণ। রূপ রঘুনাথের যেই প্রসিদ্ধ বচন॥ কেহ অষ্টকাল কহে কেহ অন্য কয়। গুরুমুখে শুনিঞাছি তাহার নিশ্চয়॥ পঞ্চকালে শ্রেষ্ঠ রাধা সখীগণ করে। সাধকের সেই মত রাখিবা অন্তরে॥ সেবাপরায়ণ সঙ্গে বাস অনুক্ষণ। আনুষঙ্গ অন্যবাস আছয়ে কারণ॥ ইহা বলি সিদ্ধ নাম দিল সভাকারে। সেই সেবা সেই প্রাপ্তি ভাবিহ অন্তরে॥ সাধারণ কিবা রীতি কহ মোরে শুনি। কহিতে লাগিলা নিজ মুখে ত বাখানি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উক্তি সেই সে ভজন।

শ্রীরূপের মত তাহে আছয়ে মিলন॥ বৈধীরাগ সাধন গোসাঞি জানিবার তরে। বিজ্ঞ সেই জন তাহা রাখিল অন্তরে॥ ইহা না বুঝিয়া কত অন্য অন্য জন। বাখানয়ে কোন মত কহয়ে কেমন॥ যেন গুরুপাদাশ্রয় দেহের ভজন॥ ভাবনাময় দেহে তিনং করিব ভজন্॥ কৃষ্ণে রতি কৃষ্ণ লাগি যত অঙ্গ করে। রাগানুগা সেই ভক্তি লিখিলেন করে॥ দুই দেহ সিদ্ধ হয় আছয়ে প্রমাণ। ইহা না বুঝিয়া কত করিবেন আন॥ ভক্তিশূন্য দেহ হৈলে প্রাপ্তি তার নাই। দৃষ্ট নহে সিদ্ধদেহ লিখিলং গোসাঞি॥" শ্রীচৈতন্য মুখোদগীর্ণ আছে হরিনাম। তেমতি রূপের পঞ্চ নামের বিধান॥ হরিনাম মহামন্ত্র প্রেমের প্রচুর। তাহে দুই পঞ্চ নাম মিশ্রিত মধুর॥ প্রভুর আছয়ে সঙ্খ্যা তিন লক্ষ নাম। এক লক্ষ ভক্তগণে কৈল কৃপাদান॥ শ্রীরূপ করিলা লক্ষ গ্রন্থের বর্ণন। তথাপিও লক্ষ নাম করিত গ্রহণ॥ দাস-গোসাঞির আছে লক্ষ প্রমাণ। এত মত সর্ব্বভক্ত করে হরিনাম॥ গৌরাঙ্গ শ্রীমুখে রূপে কহিল বৈষ্ণবে। লক্ষ নাম সঙ্খ্যা করি অবশ্য করিবে॥ যেন কল্পবৃক্ষ তেন এই হরিনাম। যে লাগি প্রার্থনা করে পুরে মনস্কাম॥ এত শুনি সবে মেলি করিল প্রণাম। মস্তকে চরণ দিয়া হৈলা কৃপাবান্॥ আমি লিখি নিজপ্রভু আজ্ঞা কৈল দান। এইরূপে ক্রমে লিখি যতেক আখ্যান॥ ইথে ভক্তিবিরোধিত হইবে অনেক। শত শত মধ্যে ইথে আছে এক এক॥ কেহ হরিনাম লয় কেহ নাহি লয়। কেহ

দুই এক অঙ্গ করি করে ভয়॥ যার গুরু কহে সাধ্য যতেক সাধন। তার শিষ্য না করেন বুঝিয়া কারণ॥ কেহ মহাজন পথ করিয়া বাখানে। কেহ হায় হায় করে ছাড়িব কেমনে॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তি মহাজনের এই সিদ্ধ পথ। কেহ কহে এই নহে হয় আর মত॥ কৃষ্ণের নিগ্রহ এই জানিতে না পারে। এই লাগি সিদ্ধপথ ছাড়িয়া আচরে॥ ছাড়িয়া সাধন করে হেন তুচ্ছ কর্ম্ম। সেহ বহু হেন দেহে স্পর্শে নাহি যম॥ করয়ে সামান্য রতি কৃষ্ণরতি ছাড়ি। মজয়ে তাহাতে চিত্ত সকল পাশরি॥ না করে ভজন-কথা বাচিয়া বেড়ায়। নাহি করে নাহি লয় বৃথা জন্ম যায়॥ আর কত হইবেক দেখিবেক যারা। সেই মহাজনের বাক্য মোর গলে হারা॥ মনে জানে মহাজন -এ কার্য্য করিয়া। তরাইলা কত শত গেল ত তরিয়া॥ যার পদ আশ্রয় করি জীব বহুতরে। তাহা লিখি সেই জন কার্য্য কিবা করে॥ অধিকারী বৈষ্ণব যত স্বধর্ম্ম আচরে। তবে সে জানিয়ে কৃষ্ণ অঙ্গীকার করে॥ কেহ বলে ঠাকুর কেহ বড়-মহাশয়। কর্ত্তাস্থানে সেই সব গুণ যদি রয়॥ এইরূপে আচার্য্যের কাল যায় ক্ষয়। না জানয়ে কিসে লাভ কিসে হানি হয়॥ সংসারে যতেক কর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে দোষে। বৈষ্ণব হঞা কর্ম্ম করে ভাল বলে কিসে॥ অধিকারী শত শত শিষ্য হয় যার। আপনাকে সিদ্ধ জ্ঞান সদা ব্যবহার॥ সেবক করিয়া অর্থ আনে বহুতর। না পূজে বৈষ্ণব পরিজন পালে নিরন্তর॥ কৃষ্ণযাত্রা মহোৎসব নাহিক অন্তরে। কুলীন আনিয়া পুত্র

কন্যাদান করে ॥ শতাবধি মুদ্রা দেয় পাত্রের ভূষণ। কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা এই কহয়ে বচন ॥ শাক্ত শৈব যে বজিল বলে আপনাকে! ভাগবতে ক্ষুদ্র দীক্ষা বলায় তাহাকে ॥ তার সহ সম্বন্ধ করে ভক্ষ্যব্যবহার। হইলাঙ বড় কুলীন দম্ভ করে আর ॥ আচরে ঠাকুর সেবা যেন তেন মতে। অন্য দেব আরাধনা মঙ্গলনিমিত্তে ॥ কৃষ্ণকে না ভজে সদা গ্রাম্যকথা কয়। এই মত আছে সদা কাল যায় ক্ষয় ॥ পূর্ব্ব অভিপ্রায় সব করিবেক দূর। কহিব যে পর কর্ম্ম আনন্দ প্রচুর ॥ পরকাল দর্শী যেই তার নহে কথা। এই বাক্য শুনি কেহ না পাইবে ব্যথা ॥ জানিবা পশ্চাতে ইহা যেমত হইব। নিষিদ্ধ যে কর্ম্ম তাথে সাবধান হব ॥ এই সব কর চিত্তে হও সাবধান। শ্রীগুরু বৈষ্ণববাক্য আছে বলবান্ ॥ প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য এই যেন করি। কোনরূপে কারো সঙ্গে যেন না পাশরি ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবের আগমন, খেতরীতে ঠাকুরমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ ও শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠাপত্নীর সেবায় তুষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভুর বরদান, গোবিন্দের দীক্ষা, ঠাকুরমহাশয়ের ভজন ও গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্ত্তীর দীক্ষা বর্ণনময় সপ্তদশ বিলাস সমাপ্ত ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

অষ্টাদশ বিলাস।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ হৃদয় করুণ॥ জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র করুণা অবধি। যে আনিয়া গৌরচন্দ্র বাঞ্ছা কৈল সিদ্ধি॥ জয় জয় গদাধর রসের সাগর। জয় জয় গৌরভক্ত শুন গুণধর॥ বৃন্দাবনবাসী যত আছেন গোসাঞি। কার শাখা অনুশাখা ইহা লিখি নাই॥ যেঁহ ত লিখিলে সেহ শাস্ত্র-দৃষ্ট করি। আমি যে লিখিয়ে প্রভু আজ্ঞা অনুসারি॥ গৌরাঙ্গের শক্তি ধরে মোর ঠাকুরাণী। লিখিয়াছি যত শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি॥ গৌরাঙ্গ কহিল যেন তেন ঠাকুরাণী। তাহা না লিখিনু ইহা মনোবৃত্তি জানি॥ লিখিলে সিদ্ধান্তবাদ অপরাধ হয়। প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য ইথে নাহি ভয়॥ দুই সহোদর ভাই রূপ সনাতন। প্রভু নিজ-শক্তি তাতে করিল ধারণ॥ রূপ সনাতন করে প্রভু পায় ভক্তি। সনাতন রূপে করে মান্য মর্য্যাদা অতি॥ মথুরামণ্ডলে খ্যাতি পণ্ডিত-কাশীশ্বর। রূপ সনাতন প্রতি ভক্তি গাঢ়তর॥ কারণ লিখিয়ে তার লিখি পুনর্ব্বার। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য এই ব্যবহার॥ শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যস্থানে কৈল সমর্পণ। নিজ-মুখ্য শাখা করি করিল গ্রন্থন ॥ গদাধর-পণ্ডিত প্রভুর নিজ শক্তি। না দেখিয়া বিদ্যা-নিধি প্রভু কান্দে অতি ॥ সেই পুণ্ডরীকের শিষ্য পণ্ডিত-গদা-ধর। ভূগর্ভ তাহার শিষ্য প্রভু প্রিয়তর ॥ রূপ সনাতন মান্য কৃপা করে তারে। কাহোঁ প্রীতি ভক্তি করে কাহোঁ দয়া করে ॥ প্রভুর করুণাপাত্র গোসাঞি লোকনাথ। জীবের উদ্ধার করে করুণা সাক্ষাৎ ॥ রূপ সনাতন ভক্তি করেন অগ্রগণ্য। এমন বিরক্ত নাহি ত্রিজগতে অন্য ॥ আহারের চেষ্টা নাহি থাকে অন্য স্থানে। কি সাধনে কাল যায় কেহ নাহি জানে ॥ রূপ সনাতন মানে যোগ্য সিদ্ধি হয়। জিজ্ঞাসয়ে তাহারে কহয়ে তেন লয় ॥ তাঁহার সেবক হন ঠাকুরমহাশয়। লিখিব তাঁহার গুণ কতেক আছয় ॥ কাশীশ্বরের এক শিষ্য হন ব্রজবাসী। ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম নাম ভক্তকাশী ॥ গোবিন্দ-গোসাঞি আর যাদব আচার্য্য। চরণ আশ্রয় কৈল ছাড়ি গৃহকার্য্য ॥ গৌড়বাসী হন এক ব্রাহ্মণকুমার। নিজ প্রভু সঙ্গে বৈসে সেবা করে তাঁর ॥ শুদ্ধ ব্রজবাসী কৃষ্ণপণ্ডিত-ঠাকুর। রূপ সনাতন মর্য্যাদা করেন প্রচুর ॥ কাশীশ্বর কৃষ্ণ-দাস মহিমা অপার। শ্রীরূপগোসাঞি জানে মহিমা তাহার ॥ কেলিকলা মঞ্জরী এই স্বরূপ দোঁহার। একত্র মিলিল দুই জীবন সবার ॥ রঘুনাথভট্ট প্রিয় গৌরাঙ্গজীবন। রূপ সনাতন সঙ্গে রহে অনুক্ষণ ॥ আচার্য্য-গোসাঞির শিষ্য শ্রীযদুনন্দন। রঘুনাথদাস শিষ্য আত্মসমর্পণ॥ বিষয় ছাড়িলা নিত্যানন্দ কৃপা

বলে। প্রভুর দর্শন কৈল যাই, নীলাচলে॥ বৈরাগ্য অবধি সঙ্গে কৈল ক্ষেত্রে বাস। তাঁরে দেখি প্রভুর হয় অধিক উল্লাস॥ কথো দিনে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে। শিক্ষা করাইল তাঁরে কায়বাক্য মনে॥ কারণ বুঝিলমাত্র গৌরাঙ্গ আপনে। কেন হেন কার্য্য করে বুঝে কোন জনে॥ শৃঙ্গার ললিত-রসে অধিক নিপুণ। নিশি দিশি সহায় করে ললিতার গুণ॥ পূর্ব্ববাক্য সিদ্ধ আছে বুঝে কোন জনা। স্বরূপের প্রিয় বলি করেন করুণা॥ আর কথো দিনে সেই দাস-রঘুনাথে। গুঞ্জামালা দিয়া রাধায় সমর্পিল হাতে॥ সেবন করিতে দিলা গোবর্দ্ধনশিলা। বৃন্দাবন যাইবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥ রূপ সনাতন স্থানে কৈল সমর্পণ। সেই সিদ্ধ নিজ-যূথ হইল মিলন॥ অতি দয়াবান্ হৈলা প্রাণতুল্য সম। ইহঁ ভক্তি করে তেঁহ করে আলিঙ্গন॥ রাধিকার কুণ্ডে বাস কৈল নিরূপণ। ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে যাঁহার ভজন॥ হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কেবা আছে। কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে॥ নিজাভীষ্ট সিদ্ধ লাগি হেন মহাশয়। যদুনন্দন মোর গুরু আপনে লিখয়॥ কৃষ্ণদাসকবিরাজ যবে গৌড়দেশে। কৃষ্ণের ভজন করে আনন্দ আবেশে॥ এক দিন ঝামটপুর নামে এক গ্রাম। দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥ নিজ-সহচর সঙ্গে বেশ মনোহর। রূপ দেখি কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তর॥ প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন। আজ্ঞা হৈল সর্ব্বসিদ্ধি যাও বৃন্দাবন॥ নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপ-

নাকে। না জানয়ে দীনহীন কৃপা কৈল মোকে ॥ পুনর্ব্বার বৃন্দাবন করিল গমন। আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ ॥ কেনে হেন লিখে কেনে করয়ে আশ্রয়। সেই বুঝে যার মহা অনুভব হয় ॥ সিদ্ধ ব্যবহার এই অত্যন্ত নির্ম্মল। ভাবাশ্রয় করিলে স্ফূর্ত্তি হয়ে যে সকল ॥ সেই গুণে কৈল কৃপা রূপ সনাতন: এই মত অভিমত করিল বর্ণন ॥ গোপালভট্টের শুন এই মত হয়। বৃন্দাবন গমন তার যেমন আশ্রয় ॥ মহা-প্রভু দক্ষিণ যবে গমন করিলা। ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গক্ষেত্রকে আইলা ॥ কাবেরীতে স্নান করি রঙ্গনাথ দরশন। ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে ভিক্ষানির্ব্বাহন ॥ ভট্ট প্রীতে প্রভু চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা রহে। রাত্রি দিন ভট্ট সহ কৃষ্ণকথা কহে ॥ পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসনা ছিল। হাস্যরসে প্রভু তারে বাত উঠাইল ॥ কান্তবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী পতিব্রতা হয়ে। কৃষ্ণসঙ্গ বাঞ্ছে তিঁহ ইহা শাস্ত্রে কহে ॥ পতিব্রতা হঞা কেনে চাহে কৃষ্ণসঙ্গ। এত কহি মহাপ্রভু হাসে মন্দ মন্দ ॥ এত শুনি ভট্ট মনে হইল ফাঁফর। বুঝিতে নারিল তাহা ভাবের অন্তর ॥ মনে ভয় পাঞা প্রভুকে করে নিবেদন। যে কিছু কহিলে তাহে প্রবেশ নহে মন ॥ সাধ্য সাধন কিছু আমি নাহি জানি। সেই লক্ষ্মীনারায়ণ জানি হও তুমি ॥ মোরে কৃপা করি কৈলে ইহা আগমন। সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দরশন ॥ কিবা স্তুতি করি কিছু স্ফূর্ত্তি নাহি হয়। অজ্ঞ জানি কৃপা কর তুমি দয়াময় ॥ এত শুনি মহাপ্রভুর কৃপা

উপজিল। আলিঙ্গন করি তাঁরে শক্তি সঞ্চারিল॥ সেই ক্ষণে ব্রজলীলা মনে স্ফূর্ত্তি হৈল। প্রেমে অঙ্গ ফুলি গেল নাচিতে লাগিল॥ প্রভু নিজরূপ তাঁরে দিল দরশন। আজ্ঞা হৈল তোমার গৃহে আছে যত জন॥ আনহ সভারে মোরে দেখুক এখন। প্রভু আজ্ঞা শুনি ভট্ট করিল গমন॥ দুই ভাই পুত্র সহ গৃহপরিকর। আনিল সভারে তাহা প্রভুর গোচর॥ প্রভু কৃপা করি কৈল মনের শোধন। প্রভুরূপ দেখি সভার অশ্রু নয়ন॥ দণ্ডবৎ হঞা সবে পড়িলা ভূমিতে। কৃপা করি চরণ দিলা সবার মাথাতে॥ সবে ঘর গেলা তবে রহিলা তিন জন। কৃপা করি প্রভু কহেন মধুর বচন॥ গোপালভট্ট নাম এই তোমার কুমার। মোর অতি-কৃপা হয় ইহার উপর॥ পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে। বিবাহ নাহি দিবে ইহা কহিল তোমারে॥ প্রবোধানন্দ পানে প্রভু চান হাসি হাসি। তোমার শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণ-রাশি॥ গোপালভট্ট পড়ে তখন শ্রীভাগবত। প্রভু তাঁরে কহিলেন নিজ অভিমত॥ তাঁরে কহে গৃহে তুমি রহিবে কথো দিন। মাতা পিতা বিয়োগে যাইবা বৃন্দাবন॥ তাঁহা বহু সুখ পাবে কহিল তোমারে। তারে এত কহি কহে প্রবোধানন্দেরে॥ একবার বৃন্দাবনে পাঠাবে ইহারে। মোর প্রয়োজন আছে কহিল তোমারে॥ এত বলি প্রভু তাহা বিদায় হইল। প্রভুর বিচ্ছেদে গৃহে রোদন-উঠিল॥ সেই প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রাণ সম। প্রভু কৃপা করি কৈল

ভাগবতোত্তম ॥ প্রভুর এরূপ কৃপা করিল বর্ণন। প্রসঙ্গে লিখিল এই সব বিবরণ ॥ যে কিছু লিখিল এই শুন বিবরণ। এবে লিখি গোপালভট্টের গমন বৃন্দাবন ॥ শেষকালে প্রবোধানন্দের হইল স্মরণ। ভট্টে ডাকি কহে প্রভুর যে আছে বচন ॥ স্মরণ হইল তাহা যে আজ্ঞা বলিল। বৃন্দাবন যাব এই মনে বিচারিল ॥ সংসারে বিরক্ত যবে হৈল তাঁর মন। আপনার হস্তে এক লিখিল লিখন ॥ লিখিলা উচিত পত্র গোসাঞি দুই জনে। গোপালভট্টেরে পাঠাইল তোমা স্থানে ॥ সেই পত্র লঞা গেলা ঝাড়িখণ্ড-পথে। কথো দিনে উত্তরিলা যাঞা মথুরাতে ॥ আর দিনে বৃন্দাবনে রূপের দর্শন। প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন ॥ পত্র দিল দুই ভাই পড়িয়া জানিল। নিকটে রাখিয়া তাঁরে বহু কৃপা কৈল ॥ দুই ভাই প্রাণসম বাসয়ে ভট্টেরে। কথো দিনে দুই ভাই আজ্ঞা কৈল তারে ॥ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা নিয়মাদি আর ॥ গ্রন্থ পূর্ণ হৈলে সমর্পিল সনাতনে। নিজ গ্রন্থ করি তাহা করিল গ্রহণে ॥ তাহাতে লিখন নিজ-গুরুর বর্ণন। গ্রন্থের প্রথম শ্লোক মঙ্গলাচরণ ॥ তেঁহ সিদ্ধ তাঁর ক্রিয়া বুঝন না যায়। অন্য মত চিত্ত কৈলে হানি হয় তায় ॥ গুণ লৈব যার যেই স্বরূপ যেমন। তেন মতে কৃপা করে যানি তাঁর মন ॥ গোপালভট্টের শিষ্য যার যেই নাম। কোন দেশে কার বাস শুনহ আখ্যান ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য গৌড়ে হরিবংশ ব্রজবাসী। গোপীনাথ-পূজারী হয় বড় গুণরাশি ॥ শ্রীরাধারমণসেবা যারে

সমর্পিল। এই তিন শিষ্য ভট্টের আখ্যানে কহিল॥ গুরু আজ্ঞা না মানিয়া গেলা হরিবংশ। আছিল অনেক গুণ সব হইল ধ্বংস॥ শ্রীরূপের শিষ্য হন শ্রীজীবগোসাঞি। ইহা জানিবেন ক্রমে অন্য কেহ নাই॥ গৌরাঙ্গের সুখ লাগি গমনাগমন। প্রভুর নিজ সুখ লাগি ভজন স্মরণ॥ পূর্ব্বাপর যার যেই ভজন আশ্রয়। যেই স্থানে যেন ভক্ত তেন মত হয়॥ চৈতন্য নাম কল্পতরু ধরে পঞ্চ ফল। সেই সব ভক্তসঙ্গে জানিবে সকল॥ যাকার মনোবৃত্তি ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অনুষঙ্গী শিষ্য তাহে করিল কৃপায়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম দুই অধিকারী। দুইয়ের অসঙ্খ্য শাখা কহিতে না পারি॥ শ্রী শ্রীনিবাসের শাখা হয় বহু জন। শাখা বর্ণনে কর্ণপূর করিল লিখন। গ্রন্থবাহুল্য হয় না লিখিনু ক্রম। কর্ণপূরকৃত কত আছয়ে নিয়ম॥ দুই অবয়ব সঙ্খ্যা গুণ লিখিতে না পারি। যেই দ্বারে দীনহীন সকল নিস্তারি॥ ঠাকুরমহাশয়ের এই গুণের বর্ণন। আর যে অদ্ভুত বাক্য করহ শ্রবণ॥ আপনে গৌরাঙ্গ যার আছয়ে অন্তরে। সেই প্রেমমূর্ত্তি তাহা সেবা যে বাহিরে॥ যাত্রা মহোৎসব সেবা বৈষ্ণবসেবন। ভজন স্মরণে কাল করেন ক্ষেপণ॥ যে হইল শিষ্য তাঁরে করে প্রবর্ত্তন। কৃষ্ণসেবা কর আর বৈষ্ণব-ভজন॥ মোর প্রভুবাক্য মোর অন্তর বাহিরে। সেই প্রভু সেই আজ্ঞা যদি কৃপা করে॥ অধন্য মানয়ে নরোত্তম আপনাকে। শুন শিষ্য বন্ধুগণ কহিয়ে তোমাকে॥ প্রথমেই কৃষ্ণ-পাদ প্রাপ্তি লক্ষ যার। সে লইব লক্ষ নাম সঙ্খ্যা আপনার॥

অনেক বাড়িল শাখা নিজ পরদেশে। আর এক বাক্য লিখি আনন্দ আবেশে॥ রাঘবেন্দ্ররায় ব্রাহ্মণ এক দেশবাসী॥ গড়ের হাট উপর লঞা লিখিয়ে প্রকাশি॥ তার দুই পুত্র হৈল সন্তোষ চান্দরায়। চান্দরায় বলবান্ সর্ব্বলোকে গায়॥ মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধপরাক্রমে। শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥ চৌরাশি-হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার। তার কথো দিনে হৈল এমন প্রকার॥ গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়। রাজমহল থানা করি আমল করয়॥ বলবান্ দেখিয়া সেই বিচারিল মনে। না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥ পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে কতেক পয়দল। কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥ যুদ্ধ কৈল ভয়ে লোক গেল থানা ছাড়ি। লুটিয়া লইল আইল যত ধন কড়ি॥ গড় আমলি হৈল দেশ এইরূপে থাকে। ডাকা চুরি মনুষ্য মারে না মানে কাহাকে॥ তাহার পাপের কথা লেখা নাহি যায়। কর্ণে হস্ত দিয়া লোক ছাড়িয়া পলায়॥ শক্তি-উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়। পরস্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লঞা যায়॥ দুর্গামহোৎসবে পূজা করয়ে প্রতিমা। যত জন্তু বধ করে তার নাহি সীমা॥ যমালয়ে চিত্রগুপ্ত তার পাপ যত। লিখিতে না পারে গড়া হৈল শত শত॥ এক দিন চিত্রগুপ্ত কহয়ে রাজারে। এই দুই ব্রাহ্মণ-কুমার কিবা নাহি করে॥ এত পাপ করি রহিবেক কোন স্থানে। কত দিন নরক ভুঞ্জিবে দুই জনে॥ পূর্ব্বে মনে আছে দুই জগাই মাধাই। তাহা হৈতে বড় পাপী এই দুই ভাই॥

তারা বড় পাপী এত পাপ নাহি করে। যমরাজা কহে ধিক্ রহুক তাহারে ॥ এইরূপে চান্দরায় কথো দিন থাকে। এক ব্রহ্মদৈত্য আসি পাইল তাহাকে ॥ ব্রাহ্মণকুমার সেই অতি দুরাচার। শরীরে প্রবেশ করি করয়ে প্রহার ॥ শরীর আবদ্ধ করে বকে অনুক্ষণ। শরীর শুষ্ক হৈলমাত্র তেজিব জীবন ॥ তার পিতা বহু বৈদ্য আনে দেশে দেশে। অনেক প্রকার কৈল ছাড়ি নাহি কিসে ॥ সর্ব্বজ্ঞ আনাইল সেই গণিয়া দেখয়। না ছাড়িব ব্রহ্মদৈত্য শুনহ নিশ্চয় ॥ পুনর্ব্বার গণি কহে শুন মহাশয়। উপায় নাহিক এক অসম্ভব হয় ॥ খেতরি দেশের যেই জমীদার হয়। তার পুত্র নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় ॥ তেঁহ যদি কৃপা করি করেন আগমন। তবে সে ছাড়িব দৈত্য কৈল নিবেদন ॥ এত শুনি তার পিতা পণ্ডিত আনাইয়া। উচিত যেমন পত্র হস্তে লিখাইয়া ॥ পৃথক্ লিখিল রায় করি নিবেদন। মোর ভাগ্যে তোমার পুত্র করেন আগমন ॥ যে কারণে পত্র লিখি বিচার করিয়া। শুকপাল কাহার লোক দিল পাঠাইয়া ॥ সেই সব লোক করিল খেতরি গমনে। মজুমদারে পত্র দিয়া করে নিবেদনে ॥ পড়িয়া আইল মনে বিচারিল কথা। কার শক্তি আছে কহি পাঠায়েন তথা ॥ ভয়ে রায় না কহিলা বাহিরে যাইয়া। প্রত্যুত্তর লিখিলেক দিল পাঠাইয়া ॥ লোকে যাই সকল কথা তারে নিবেদিল। শুনিয়া তাহার পিতা কান্দিতে লাগিল ॥ মা দুর্গা! আমার পুত্র রাখ এই বার। তোমা বিনে রক্ষা করে শকতি কাহার ॥

ঠাকুরাণী রাত্রে এক ব্রাহ্মণীর বেশে। চান্দরায়ে কহে কিছু মন্দ মন্দ হাসে॥ "ভাল কি হইবে বাপ পাপে পূর্ণ দেহ। আমার শকতি নাহি করিবারে এহ॥ পাপ কর্ম্ম পাপাচার যতেক সংসারে। তোমা বহি কেবা আছে হেন কর্ম্ম করে॥ না ভজিলে কৃষ্ণপদ করিলে এমন। আমারে ভজিলে দুঃখে ফাটে মোর মন॥ কৃষ্ণ ছাড়ি মোরে ভজে জগতে হয় বৈরী। আমি তারে নাশ করি সহিতে না পারি॥ লোভে যেই মোরে ভজে পরকাল নাশ। ধন বৃত্তি হরি পাছে হয় সর্ব্বনাশ॥ আমার ঠাকুর (শিব) মত্ত যে কৃষ্ণের গুণে। তাঁরে সমর্পিয়া সব রহয়ে ধেয়ানে॥ ত্রিলোচন পঞ্চানন তাহার নিমিত্তে। আমি সে তাহার দাসী কহিল তোমাতে॥ তোমরা দুভাই মোর লইলে আশ্রয়। যে কার্য্য করিলে তাতে মোর কৃপা নয়॥ সত্ত্বগুণে আমা পূজে তাহে মোর সুখ। রজোগুণে তমোগুণে ফাটে মোর বুক॥ জগতের কর্ত্তা কৃষ্ণ কহে সব শাস্ত্রেতে। মুক্তি ভক্তি দান করে কেবা পৃথিবীতে॥ পাপের অবধি কৈলে তার নাহি কথা। যমরাজ চিত্রগুপ্ত পায় মহাব্যথা॥ পাপ করি দোঁহে ভোগ ভুঞ্জিব কেমনে। পর্ব্বত প্রমাণ গড়া আছয়ে লিখনে॥ আমার ঠাকুরের হবে তুষ্ট তাতে মন। অবিলম্বে ভজ বাপ গোবিন্দচরণ॥ সর্ব্বজ্ঞ কহিল যে ঠাকুরমহাশয়। আনিয়া করহ তাঁর চরণ আশ্রয়॥ শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীগোবিন্দকবিরাজ। আমার ভজন কৈল ছাড়ি সব কাজ॥ মোক্ষ লাগি কৈল মোর অনেক বিনতি।

তাহা দিতে না পারিল আমার শকতি ॥ আচার্য্যচরণ তেঁহ করিঞা আশ্রয়। কৃষ্ণে ভক্তি করি খণ্ডাইল ভবভয়॥ সেই শ্রীনিবাস নরোত্তম এক প্রাণ। বিলাস লাগিয়া দুই দেহ বিদ্যমান ॥. চৈতন্য নিতাই কলিজীব নিস্তারিতে। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লৈঞা আইল পৃথিবীতে ॥ সর্ব্বজীব নিস্তারিলা দিঞা কৃষ্ণনাম। সেই দোঁহার প্রেমে শ্রীনিবাস নরোত্তম ॥ এক বস্তু জানি যেই ভজে দুই জন। অবশ্য পাইব সেই গোবিন্দচরণ ॥ ভিন্নভাবে যে দোঁহারে নিন্দা বান্দা করে। নিশ্চয় জানিহ যমপাশে ডুবি মরে ॥” ইহা বলি ঠাকুরাণী হৈলা অন্তর্দ্ধান। অন্তরে হইল কিছু সবিস্ময় জ্ঞান ॥ প্রাতঃকালে পিতা ভ্রাতা প্রতি সব কহে। আনহ ঠাকুর তবে মোর প্রাণ রহে ॥ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ দুই লিখন সহিতে। তুমি কৃপাময় কৃপা কর মুঞি ভৃত্যে ॥ নয়নে দেখিব যবে সে দুই চরণ। সব নিবেদিব তবে যে দুষ্ট ব্রাহ্মণ ॥ পত্র লইয়া দুই বিপ্র যায় খেতরি গ্রাম। পত্র রাখি দুই বিপ্র করিল প্রণাম ॥ সম্মান করিল কোথা হৈতে আগমন। পত্র বর্ত্তমান কিবা কহিব বচন ॥ ভক্ষ্যদ্রব্য দিল বিপ্রে দিল বাসাস্থান। পড়িয়া পত্রের বাক্য কৈল অনুমান ॥ কবিরাজ প্রতি কহে সব সমাচার। কহিবে সম্মতি ইহার করিয়া বিচার ॥ এ বড় কঠিন কর্ম্ম লোক অগোচর। আমি কি কহিব তুমি সর্ব্বগুণধর ॥ সর্ব্বশক্তিধর প্রেমমূর্ত্তি পরকাশ। নয়নে দেখিলে হয় আনন্দ উল্লাস ॥ এই ত বিচার করি কথো রাত্রি

যায়। আপনে আসনে বসি কহে গৌররায়॥ শুন নরোত্তম কহি ইহার বিধান। এ বড় আশ্চার্য্য নহে যাহ সন্নিধান॥ পরম পাতকী সেই বিপ্র দুই জন। তোমার দর্শন লাগি রাখয়ে জীবন॥ তুমি কৃপা কর তার হউক উদ্ধার। ছাড়িবে সে ব্রহ্মদৈত্য এ আজ্ঞা আমার॥ পাতকি-উদ্ধার হেতু তোমার প্রকাশ। কত ত্রাণ হইয়া হইবে কৃষ্ণদাস॥ কবিরাজ সঙ্গে করি যাহ তার ঘর। আনন্দ হইবে কত জনের অন্তর॥ প্রাতঃকাল হৈল প্রভুর আজ্ঞা হৈল বল। কবিরাজ প্রতি কহে প্রসঙ্গ সকল॥ প্রাতঃস্নান করি দোঁহে করিছে গমন। হেন কালে মজুমদার করে আগমন॥ তাহারে কহিল পত্রের সব বিবরণ। মনে হয় যাই আমি তাহার ভবন॥ রায় কহে জন্ম জন্মের ভাগ্য সে তাহার। নয়নে দেখিব সেই চরণ তোমার॥ মুঞি ভাগ্যহীন ইহা দেখিতে না পাব। যেরূপে হইব কৃপা পশ্চাতে শুনিব॥ সজ্যট্ট করিল বহু লোকসঙ্গে দিয়া। কবিরাজসঙ্গে চলে বৈষ্ণব লইয়া॥ গৌরাঙ্গে প্রণাম করি হইলা বাহির। কান্দয়ে সকল লোক না বান্ধয়ে স্থির॥ সবারে সম্মান করি করিলা গমন। সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় সে দুই ব্রাহ্মণ॥ সেই দিন রহিলা পথে দেখি এক গ্রাম। বার্ত্তা দিতে এক বিপ্র করিলা গমন॥ রায়েরে কহিল সব গমন কারণ। আনন্দ হইল চিত্তে ঝরয়ে নয়ন॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন-সঙ্গে লোক বহুতর। অনুব্রজি লয়ে পথে আনন্দ অন্তর॥ কত বাদ্য-ভাণ্ড বাজে কে করে গণন। কথো দূর যাই সুভে

পাইল দর্শন ॥ রূপ দেখি ঝরে আঁখি পড়িলা চরণে। হাসিয়া সভার প্রতি কৈল সম্ভাষণে ॥ যখন গ্রামেতে যাত্রা করিলা প্রবেশ। দর্শন করয়ে লোক আনন্দ আবেশ। পূর্ণ কুম্ভ রাখিয়াছে পথে স্থানে স্থানে। কত শত কদলীবৃক্ষ করিল রোপণে॥ পুষ্পমালা গৃহে গৃহে রাজপথে পথে। কত সহস্র লোক হইয়াছে সাথে সাথে॥ মঙ্গলহুলাহুলি দেন যত নারীগণ। আপনাকে ধন্য মানে সফল জীবন॥ নয়নে নিরখে রূপ ধারা বহি যায়। শুনি অন্য গ্রামী লোক উভ-রায়ে ধায়॥ রায়ের বাড়ীতে তবে করিলা গমন। পাদ-প্রক্ষালন কৈল আনন্দিত মন॥ আসনে বসিলা ঠাকুর রায় নিবেদয়। আমার ভাগ্যের সীমা কহনে না যায়॥ ভাল ভাল বলি ঠাকুর কহিল তাঁহারে। দেখিব তোমার পুত্র চল কোন ঘরে॥ চাঁদরায় যথা আছে শুতিয়া শয্যায়। সব লোক সঙ্গে ঠাকুর তার স্থানে যায়॥ রায় যাই উঠাইলা কোলে করি তারে। উত্তরিলা ঠাকুর সে গৃহের ভিতরে॥ দাঁড়াইলা সম্মুখেতে ঠাকুরের গণ। চাঁদরায় নিজ-নেত্রে করেন দর্শন॥ যেই ব্রহ্মদৈত্য ছিল হৃদয়ে তাহার। কহিতে লাগিলা সেই করিয়া চিৎকার॥ কত পাপ করি ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি। আমি যেন পাপী তেন পাপী পাইয়াছি॥ ভোগ কৈল এত দিন ইহার শরীরে। এবে মোরে আজ্ঞা হয় যাই কোথাকারে॥ সর্বলোক মধ্যে সেই কহে আরবার। দর্শন পাইনু মোর হউক উদ্ধার॥ পতিতপাবন তুমি তোমার

দর্শনে। ব্রহ্মদৈত্যে উদ্ধারয়ে বুঝিল কারণে॥ খেতরি ত গ্রাম নহে গুপ্ত বৃন্দাবন। সেই দেশে জন্ম যবে ভোগনির্ব্বাহণ॥ জন্মিয়া তোমার পদ করিব আশ্রয়। তবে সে অধমে কৃপা হইবে নিশ্চয়॥ ঠাকুরমহাশয় কহেন শুন দৈত্যরাজ। তৎকাল ছাড়িয়া যাও হৃদয়ের মাঝ॥ পুর্ব্বদ্বারী ঘর সে পশ্চিম মুখে যায়। লোকমাঝে যায় সেই পরলোক পায়॥ দেখিয়া সকল লোক পড়য়ে চরণে। জয় জয় ধ্বনি করে সর্ব্বলোকগণে॥ চান্দরায় উঠি সঙ্গে নিজ-বাসা আইলা। কর যুড়ি প্রণাম করি ভূমিতে পড়িলা। ত্রিজগতে হেন পাপী আর নাহি হয়। মোরে দেখিলেই পুণ্য যায় সব ক্ষয়॥ শাস্ত্রেতে আছুয়ে পাপ যতেক প্রকার। সব করিয়াছি বাকী কিছু নাহি আর॥ এত পাপে মুঞি পাপী তরিব কেমনে। বলিঞা বলিঞা কান্দে লোটাঞা চরণে॥ ব্রাহ্মণশরীর ধরি এত পাপ সহে। পড়িনু বিষয়মদে হেন মায়া যাহে॥ সন্তোষ কান্দিয়া বলে শুন দয়াময়। নিবেদন করি কিছু নিজ-পরিচয়॥ জন্মিলাম একোদরে দুই সহোদর। তেমত করিল পাপ দোঁহে বরাবর॥ প্রভুস্থানে নিবেদিতে কিছু নাহি আর। কেবল ভরসা আছে চরণ তোমার॥ এই দুই ব্রহ্মদৈত্য কর আত্মসাৎ। চান্দ সন্তোষের তুমি হও প্রাণনাথ॥ রাঘবেন্দ্র আসি পড়ে লোটাঞা চরণে। সবংশে বিক্রীত হৈলুঁ জীবনে মরণে॥ ডাকিয়া ঠাকুর নিজ-নিকটে বৈসায়। দিলেন দক্ষিণহস্ত সভার মাথায়॥ স্নান করি শীঘ্র আসি শুন কৃষ্ণনাম। অচিরাতে করেন কৃপা গৌর ভগ-

বান্॥ স্নান করি নবীন বস্ত্র পরিধান করি। সেই ক্ষণে আইলা প্রভুর বরাবরি॥ আপনার বামে বসাইলা তিন জনে। একে একে হরিনাম দিল তিনের কাণে॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ বসিয়াছে বামে। ভাবাবেশে পূর্ণ দেহ গড়ি যায় ভূমে॥ এ হেন কৃপালু কেবা আছে ত্রিজগতে। এত বলি হাত মারে আপনার মাথে॥ সকল বৈষ্ণব দেখি কান্দিয়া বিকল। দেখিয়া সকল লোকের নেত্রে বহে জল॥ দুই সহোদর, পিতা দণ্ডবৎ করে। ডাকিয়া চরণ দিল মস্তক উপরে॥ এমন সে কালে ভাব দেখি নাহি শুনি। সর্ব্বত্র শুনিয়ে মাত্র ক্রন্দনের ধ্বনি॥ আর দিন শুভক্ষণ হইল যখনে। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র শুনাইল সেই ক্ষণে॥ আর অদ্ভুত হইল শুনহ আখ্যান। যমরাজ চিত্রগুপ্ত করে গুণগান॥ জানিনু জগৎমাঝে পতিতপাবন। নহে হেন পাপী কেবা করয়ে তারণ॥ অহে চিত্রগুপ্ত কর এমন বিধান। ইহার পাপের গড়া আন সন্নিধান॥ আনিয়া চিরিয়া ফেলে জলের ভিতরে। জানি মোর অধিকার সব গেল দূরে॥ মাথে হাত দিয়া রাজা করে হাহাকার। অবনি আসিয়া প্রেম করিল বিস্তার॥ ভরসা হইল সবার কৃষ্ণ ভজিবারে। আমি আর অধিকার করিব কাহারে॥ যেমন উদ্ধার দুই জগাই মাধাই। তাহা হইতে অধিক এই বিপ্র দুই ভাই॥ যখন আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ। অনেক সামগ্রী আনি কৈল সমর্পণ॥ গ্রাম দিল বস্ত্র দিল স্বর্ণ রৌপ্য কত। পাত্রাদিক অশ্ব গাভী বৎস শত শত॥ প্রাতঃকাল হৈতে হয় মিষ্টান্ন পকান্ন। ব্যঞ্জনাদি ক্ষীর বড়া

সুগন্ধাদি অন্ন ॥ কতেক তাহার ভাগ্য কহনে না যায়। পাত্র অবশেষ আর চরণামৃত পায় ॥ জগতে হইল খ্যাতি বৈষ্ণব বলিয়া। সর্ব্বগুণ জন্মিল আসি অন্তরে যাইয়া ॥ অনুষঙ্গী কত কৈল চরণ শরণ। তরাইলা কত পাপী হৈল বিমোচন ॥ শিক্ষা করাইলা ধর্ম্ম পূর্ব্ব অভিমত। ভজন স্মরণ করে বসি অবিরত॥ যে ধর্ম্ম আচারশিক্ষা পূর্ব্বে কহিয়াছি। আর যেই গুণ তার লিখিয়ে প্রশংসি ॥ অনন্যশরণ হৈল সবংশ সহিতে। যেমন বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বত্র বিদিতে ॥ সবারে একত্র করি লাগিলা কহিতে। গৌরদ্রায় দেখি যাই করহ সম্মতে ॥ এত শুনি কান্দিতে লাগিলা বহুতর। কাঁপিতে লাগিল চক্ষু ঝরে ঝর ঝর ॥ এক দিন বসিয়া ঠাকুর কহে তারে। শুন বাপ চান্দরায় রাখিহ অন্তরে ॥ তোমার যে ভ্রম তাহা তুমি কর ভোগ। আর সব ছাড়ি দেহ পাপ অনুযোগ ॥ তিনের উদ্ধার এই কহিল কথন। যেই শুনে সেই পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ এবে লিখি চান্দরায়ের গুণের আখ্যান। যে কথা শুনিলে লোক পায় পরিত্রাণ ॥ আজ্ঞার পালন কৈল উকীল আনিয়া। নবা-বের নিকটে পাঠায় পত্র যে লিখিয়া ॥ পত্র পাই সে হাকিম ভয় পাইল চিতে। যতেক মুচ্ছদ্দি * তারে লাগিলা কহিতে ॥ তাহারা বলেন তার কিবা প্রয়োজন। যে যাইবে সেই স্থানে খোয়াবে জীবন॥ তার ভয়ে পাতসাই লোক নাহি চলে পথে।

* মুচ্ছদ্দি—মন্ত্রণাবেত্তা (মন্ত্রী) ॥

মরণ বাঞ্ছা করে তথা না চায় যাইতে॥ এক দিন ঠাকুর কহয়ে সভামাঝে। একবার বাড়ীকে যাই ভাল হয় কাজে॥ গৌররায় অদর্শনে না রহে জীবন। কথো দিন রহি পুনঃ করিব গমন॥ বিচার করিল সবে কি আছে ইহাতে। প্রভুর যে ইচ্ছা তাহা কে পারে কহিতে॥ দশ নৌকা স্বর্ণরত্নে শোভিত করিয়া। এক নৌকা ঠাকুর সহ গণের লাগিয়া॥ এক নৌকায় দুই ভাই পিতা তার মাঝে। আর যত নৌকা তাথে দ্রব্য সব সাজে॥ চালু মুদ্গ মাষকলাই লইল অনেক। বহুবস্ত্র বহুদ্রব্য তাথে ভরিলেক॥ অনেক উঠিল লোক তাহার উপরে। যত লোক চড়ে নৌকা খোয়াইবার তরে॥ ঠাকুরের সঙ্গে যত বৈষ্ণবের গণ। চলিলা নৌকাতে সব আনন্দিত মন॥ যতেক গৃহের লোক অন্তঃপুরবাসী। কান্দিতে লাগিলা যত ছিল দাস দাসী॥ রায় দুই সহোদর নৌকাতে চড়িলা। জলপথে সভে মেলি গমন করিলা॥ নৌকাপথে যায় কৃষ্ণকথা আলাপনে। সেই দিন মধ্যপথে রহে এক স্থানে॥ আর দিনে বেলা হইল এক প্রহর। আসি দর্শন কৈল গৌর আনন্দ অন্তর॥ দর্শন করিয়া সভে ভাবে গড়ি যায়। কেহ পায় ধরে কারো না জানয়ে কায়॥ বাহ্য হৈল সভেই আসনে আসি বসি। ভক্ষণনিমিত্তে ঠাকুর কহে হাসি হাসি॥ চান্দরায় উঠি গেলা রায়ের দর্শনে। বাহির হইলা রায় পড়িলা চরণে॥ তেঁহ সমাদর করি করে আলিঙ্গন। জিজ্ঞাসিল সকল কল্যাণ-বিবরণ॥ তেঁহ কহে পাপী আমি তোমার দর্শনে। সকল

মঙ্গল হৈল দেখিল চরণে॥ দুই জনে মিলাইল প্রীতি অতিশয়। সভে মেলি ঠাকুরের নিকটে বিজয়॥ আরতি দেখিয়া সভে প্রসাদ পাইতে। যার যেই যোগ্যস্থান লাগিলা বসিতে॥ প্রসাদ পাইল সভে আনন্দ আবেশে। কতেক ব্যঞ্জন খান কত পরিবেশে॥ সৌরভে পূরিত নাশা অমৃত নিন্দয়। এক জনে কানাকানি আর জনে কয়॥ কত কৃষ্ণকথা কহে তার মাঝে মাঝে। মধ্যে চন্দ্র চারিদিকে তারাগণ সাজে॥ আচমন করি সভে বসিলা আসনে। তাম্বূল খাইল তবে আনন্দিত মনে *॥ যার যেই সাধ তাহা করে মনে মন। চান্দরায় বোলে ভাগ্য শ্লাঘ্য এ জীবন॥ নৌকার সামগ্রী সব আনি উঠাইল। পৃথক্ পৃথক্ সব ভাণ্ডারে ভরিল॥ রাত্রিকালে দেবীদাস কীর্ত্তনীয়াগণ। গৌরাঙ্গের আগে আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন॥ কিবা সে মধুর গান মৃদঙ্গের ধ্বনি। হেন মন করে প্রাণ দিয়ে ত নিছনি॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় শুনেন কীর্ত্তন। কবিরাজ বামে তাঁর সর্ব্বসুশোভন॥ কৃষ্ণানন্দরায় সব পরিবার মেলি। আস্বাদন করে গান আনন্দ কুতূহলী॥ তার বামে পিতা তার আর সহোদরে। শুনিতে শুনিতে প্রেম উঠয়ে অন্তরে॥ কম্প ও মাধুরী আর পিরিতি চাতুরী। দেখিয়া বিদরে হিয়া পাশরিতে নারি॥ সুঠাম করিয়া যবে গাই চলি যায়। দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ বাহিরাইতে চায়॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় করেন আস্বাদন। হেন কালে প্রাণ কান্দে করেন রোদন॥

* প্রসাদি তাম্বূল আনি দিল সেই স্থানে। পাঠান্তর

সে হেন শরীরে কম্প দেখি তালপ্রায়। ক্ষণে পুষ্ট হয় অঙ্গ ক্ষণে শুকি যায়॥ নয়নে বহয়ে নীর কি কহিব ওর। ভূমিতে পড়য়ে ক্ষণে হইয়া বিভোর॥ কৃষ্ণানন্দরায় আদি. ভূমে গড়ি যায়।. স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র শাল কত দিল তায়॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ হইলা পাগল। ছুটিয়া পড়য়ে যেন নয়নের জল॥ শিমলীর কাঁটা যেন অঙ্গের পুলক। পড়িয়া রহিল প্রাণ করে ধক্ ধক্॥ চান্দরায়ের পিতা ভ্রাতাগণে শুনে তায়। কান্দয়ে কতেক সব ভূমে গড়ি যায়॥ অরে বিধি এত দিন বঞ্চিলি ইহায়। প্রাণ ঝুরে এই লাগি কহিব কাহায়॥ ইহাই বলিয়া কান্দে রায় আর্ত্তনাদে। এতকালে জানিলাম প্রভুর প্রসাদে॥ কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়ে বাহ্য নাহি পায়। মুখে নাহি সরে বাক্য প্রাণ ছাড়ি যায়॥ না জানয়ে কোথা আছে কোথাকারে যায়। পিতা ভ্রাতা পদ ধরি গড়িয়া বেড়ায়॥ দিবার অবধি কিবা কহিব দ্রব্যের। ঠাকুরে প্রণাম করে কত কত বার॥ ভাবচন্দ্র উদয় হইল রাজমহলে। ভাবের বিকারে কারে কিছু নাহি বলে॥ কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈল বসিলা আসনে। ঠাকুর পড়িলা ভাবে তাহা নাহি জানে॥ সে রাত্রি রহিলা ভাবে গর গর মন। আর দিনে বাহ্যবৃত্তি করিলা ধারণ॥ এই মত দশ রাত্রি কৃষ্ণকথারসে। না জানয়ে দিবা নিশি হইয়া বিবশে॥ আর দিন চান্দরায় বিদায় হইলা। অনেক বিনয় করি ঠাকুরে কহিলা॥ কি বলিব মুঞি ছার কিবা আছে আর। কেবল ভরসা দুই চরণ তোমার॥ * লাগিল বিস্ময়

* ময়মনসিংহ ও ভরতপুরের পুস্তকে এখানে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি হরিনাম লিখা আছে॥

কথা অতিবলবান্। না দেখিলে প্রভু পদ ছাড়য়ে পরাণ॥ ঠাকুর কহিলা বাপ মোর কৃপাবল। শ্রীকৃষ্ণচরণ সত্য মিথ্যা যে সকল॥ ইহা বলি কৃপা করি করিল বিদায়। কান্দিয়া কান্দিয়া কবিরাজ পাশে যায়॥ তেঁহ আলিঙ্গিয়া বোলে ধন্য এ জীবন। সর্ব্বসিদ্ধি হৈল যার আশ্রয় চরণ॥ এক শত মুদ্রা দিল বস্ত্র দুই খান। মো অধমে হইবেন অতিকৃপাবান্॥ হেন দুই পদ যেন কভু না পাশরি। জানিবেন নিজভৃত্য এই কৃপা করি॥ যতেক প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব গিয়াছিলা। যার যেই যোগ্য দ্রব্য তেন বিদায় দিলা॥ গৌরাঙ্গচরণে যাই করিল প্রণাম। সভা সঁহ মিলন করি করিল পয়ান॥ নৌকায় চড়ি নিজঘর গেলা তিন জন। কহয়ে প্রভুর গুণ করয়ে রোদন॥ গৃহে গেলা আর দিন পরমহরিষে। সাধন স্মরণ সদা প্রেম-মাঝে ভাসে॥ এই ত কহিল প্রভুর যে মত মহিমা। লিখিয়া কহিয়া কিবা দিতে পারি সীমা॥ এই যে অদ্ভুতকথা লোকে অগোচর। এ কথা শুনিলে চিত্ত হয় মহাভোর॥ এই মতে দুই ভাই রহে সাবধানে। প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞা তাহা নাহি আনে॥ এক দিন গঙ্গাস্নান-যাত্রার সময়। চান্দরায় আগমন করিলা নির্ভয়॥ শতাবধি আসোয়ার লোক চারি শত। লইয়া চলিলা ঘরে পিতার সম্মত॥ যাইয়া করিল গঙ্গাস্নান সুভে মেলি। ভক্ষণ করিল তাহা আপনে যত্ন করি॥ হেন কালে পাঠানের পিয়াদা* আছিলা। যে মত আছিলা যাই

* পিয়াদা—পদাতি, চর বা সৈন্য।

সকল কহিলা ॥ সেকালে অনেক সিপাই ঘেরিল আসিয়া। চান্দরায়ে ধরি নিল বন্ধন করিয়া॥ পালকিতে চড়াইয়া নিল দরবার। তদবধি পথে কিছু না বলিল আর ॥ নবাব আছিল ক্রোধে বসিয়া যে স্থানে। ঘেরিয়া সকল লোকে নিল তেন মনে॥ সেলাম করিল যাই দেখিয়া হাসিল। তুমি কোন হাকিম এত রাজ্য লুটিল॥ ইহা বলি কোড়া † মারিল বহুতর। না বুঝিল কিছু ইহা আনন্দ-অন্তর॥ হাসিয়া কহয়ে এই উচিত শাস্তি হয়। যে উচিত গুণাকার * করুন মহাশয়॥ না মারিল হুকুম হৈল রাখ তলঘরা। বিচারিল আছে এই জীবনেই মরা॥ রাখিল সে স্থানে লঞা উপবাস করে। যেমন হইল লোক কহিলেক ঘরে॥ পিতা মাতা পরিজন দুঃখ পাইল মনে। যেরূপে ভক্ষণ করে করহ সন্ধানে॥ নিবেদন-পত্র লিখে প্রভুর সাক্ষাতে। শুনিয়া ঠাকুর অতি-বিমর্ষিত চিতে॥ লোক যাই জমীদার সহিত পিরিতি। তিন জনে জানে আর না জানয়ে ইতি॥ এই মতে চান্দরায় রহে বন্দিশালে। এখানেতে রাঘবেন্দ্র হইলা বিকলে॥ হেন কেহ আছে মোর চান্দরায়ে আনি। তারে বহু দ্রব্য দিব যেখানে পরাণি॥ হেনকালে এক জন কহিল তাহারে। আমি আনি দিব শীঘ্র নিবেদন করে॥ তেঁহ কহে গ্রাম ঘোড়া দিব শিরোপায় †। চান্দরায় না দেখিলে মোর প্রাণ যায়॥

† কোড়া—দড়ীর ন্যায় পাক দেওয়া কাপড়॥
* গুণাকার—অর্থদণ্ড; জরিমানা॥
† শিরোপা—পুরস্কার বকসিস্॥

তার সিদ্ধমন্ত্র আছে জানে মনে মনে। মাটি কাটি সুরঙ্গ করি যায় সেই স্থানে॥ যেই স্থানে চান্দরায় ছিলা তেন মতে। যাইয়া উঠিলা সেই দেখিল সাক্ষাতে॥ চান্দরায় কহে ভাই কহ দেখি কথা। কি করি আইলা এথা না পাইলা ব্যথা॥ তেঁহ কহে তোমার পিতা কহিল আমারে। বিদ্যাবলে মুঞি তোমা লঞা যাব ঘরে॥ কেমনে লইবে আমা কিবা বিদ্যা আছে। আমি যাব আগে তুমি যাবা আমার পাছে॥ মা কালীর মন্ত্র এক আছে মোর স্থানে। আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহিব তোমার কাণে॥ সেই বলে যাবে তুমি ভয় নাহি আর। তৎকাল চলহ আর না কর বিচার॥ রায় কহে আর ভাই বাঁচিব কতকাল। কত অপরাধ করি কি মোর কপাল॥ ঠাকুরমহাশয় পদ দিল মোর মাথে। তেঁহ প্রভু মুঞি ভৃত্য কহিলাম তোথে॥ কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিলা কাণে। অন্য মন্ত্র শুনিব ধিক্ রহুক জীবনে॥ আর কি নরকবাস আছে কোন স্থানে॥ পিতারে কহিবে মোর এই নিবেদনে॥ সেই প্রভু সেই মন্ত্র সেই পদে আশ। সেই আজ্ঞারূপে মোর যথা হউ বাস॥ নিশ্চিন্ত হইল চিত্ত কৃষ্ণভজিবারে। গৃহের যতেক কর্ম্ম সেহ মহাভারে॥ কি কারণে পিতা মোর দুঃখ ভাবে মনে। এই দুঃখে প্রভুপদ নহে দরশনে॥ ভাবনা না কর ভাল মন মোর হইল। এই ভাগ্য ভাল কিবা দুর্ম্মতি নহিল॥ এত বলি লয় সন্ধ্যা করি হরিনাম। কখন বসিয়া করে কৃষ্ণগুণগান॥ আহারের চেষ্টা নাহি তৃষ্ণা

হৈল বাদ। কথন কথন ডাকে করি আর্ত্তনাদ ॥ প্রভুর আজ্ঞা হৈল যেন সাধন স্মরণ। তাহাতে হইল চিত্ত নহে অন্য মন ॥ যেই কালে যেই লীলা রাধাকৃষ্ণ করে। সেই অনুসারে তাহা ভাবয়ে অন্তরে ॥ কথন করয়ে সেবা মুখ নিরীক্ষণ। কথন করয়ে অঙ্গে সুগন্ধলেপন। [illegible]জন করায় কভু পাদসম্বাহন। এই মত সেবাতে নিবিষ্ট হৈল মন ॥ ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা। হেন জনে কৃপা কর সেবনে অধিকা ॥ নিজগণ মেলি কর কৃপাদৃষ্টি মতে। সদাই সেবন করি চিত্ত রহে তাথে ॥ রূপবতী লবঙ্গ গুণমঞ্জরী মঞ্জুলালি। হেন দয়া কর সেবা করি সঙ্গে মেলি ॥ প্রভু নরোত্তম মোর সেই সঙ্গে থাকি। সদাই ইঙ্গিতে হই ভজন উন্মুখী ॥ যেখানে যেখানে বাস সেই সেবা মোর। সেখানে সঙ্গিনী করি রাখ নিরন্তর ॥ এই মত সাধন স্মরণে যায় কাল। ভাল হৈল এইরূপে গেল মায়াজাল ॥ দিবা রাত্রি কোথা যায় রহয়ে আবেশে। দুই চারি দিন অন্তে কি হইল শেষে ॥ এক দিন নবাব-সাহেব আনাইয়া। চান্দরায়ে জিজ্ঞাসিল ক্রোধাবিষ্ট হঞা ॥ টাকা নাহি দেও রায় লুট সব দেশ। এখনে আছয়ে কিবা প্রাণমাত্র শেষ ॥ তোমাকে মারিলে দেশের কার্য্য যায় সব। মাহুতে ডাকিল মনে করি অনুভব ॥ মাতোয়াল করি হাতী আনহ সাক্ষাতে। বসিলা অনেক লোক মারণ দেখিতে ॥ পায়ে বেড়ি কসি দেহ রহে দাঁড়াইঞা। হেনকালে সেই হাতী আনিল ঘেরিঞা ॥ সাক্ষাতে আনিল হাতী নাহি স্থির হয়। লাগাইয়া হাতী প্রাণে

মারহ ইহায়॥ তখন করিলা মনে প্রভু নরোত্তম। আর না দেখিব সেই অভয়চরণ॥ লাগাইল হাতী শুণ্ডে ধরিল তাহারে। প্রথমে ফেলিল লঞা কিছু অল্প দূরে॥ আরবার ক্রোধে হাতী ধরিল যখন। তুই হস্তে তার শুণ্ড ধরিল তখন॥ চড় দিয়া টানে শুণ্ড উপাড়িয়া গেল। চিৎকার করিয়া হাতী ভূমিতে পড়িল॥ প্রাণত্যাগ কৈল হাতী দেখি সর্বজন। মুখে হস্ত দিয়া লোক করয়ে ভাবন॥ বেড়ি পায় চান্দরায় দাঁড়ায় অগ্রেতে। আপনে নবাব তার ধরিলেন হাতে॥ বসিলেন দরবারে জিজ্ঞাসিল তারে। কত বল ধর তুমি মারিলা হাতীরে॥ চান্দরায় বলে মোর বল কিবা হয়। আমার প্রভুর আজ্ঞা ধরিল হৃদয়॥ কহ দেখি কেমন শুনিতে সাধ হয়। আদ্যোপান্ত সব কথা তারে নিবেদয়॥ সাহেব যখন মোরে ধরিয়া আনিল। কোড়াতে মারিয়া তলঘরেতে ফেলিল॥ তখন ভাবিনু নিজ-প্রভুর চরণ। দুঃখ নহে মহাসুখ এই লয়ে মন॥ আপনে তল্লাস নাহি কৈলা আরবার। ভোখে মরি কৃষ্ণনাম করিয়ে আহার॥ মোর পিতা পুত্রস্নেহে লোক পাঠাইল। ভক্ষণ লাগিয়া মোর বৃদ্ধাকে কহিল॥ লুকাইয়া তিঁহ কিছু ভক্ষণ করায়। তাহাতে করয়ে কিবা প্রাণরক্ষা পায়॥ এত দিন রহি বন্দী না জানি এ দুঃখ। কারগার নহে গৃহ হৈতে মহা-সুখ॥ এবে যে আনিলা মোরে মারিবার তরে। মোর কিবা আছে বল প্রভু বল ধরে॥ না মারিয়া হাতী দূরে ফেলিল যখন। সেই কালে মনে করি প্রভুর চরণ॥ ধরিল যখন হাতী

আমারে যাইয়া। দুই করে তারে শুণ্ড ধরিনু কসিয়া॥ এই জানি টানি কসি মরিব বা কিসে। প্রভু জানে এই বাক্য আর জানে কে সে॥ আর এক নিবেদন শুন মহাশয়। না মারহ প্রাণ তবে যদি আজ্ঞা হয়॥ কহ দেখি, কিছু ভয় না করিহ মনে। কহয়ে সকল লোক চাহে মুখ পানে॥ পিতা মোরে এক লোক পাঠাইয়া দিল। সিদ্ধ-বিদ্যাবলে তলে স্থরঙ্গ করিল॥ যেখানে আছিয়ে আমি যাই উত্তরিল॥ তাহারে দেখিয়া আমি কিছু জিজ্ঞাসিল॥ কেমনে আইলা ভাই না পাইলা ব্যথা। সিদ্ধ-বিদ্যা আছে তার নিবেদিল কথা॥ মা কালীর মন্ত্র আছে আসি সেই বলে। সেই পথে লঞা যাই করি এই ছলে॥ কহিল তোমার কর্ণে সেই মন্ত্র দিব। আমি আগে যাব তুমি পশ্চাতে যাইব॥ সে কথা শুনিঞা প্রাণ না রহিল আর। এই স্থানে সে বক্তব্য আছয়ে আমার॥ এক মন্ত্র দিল প্রভু হইতে উদ্ধারে। সেই মন্ত্র কর্ণে দিয়া কিনিল আমারে॥ কি শুনিব কর্ণে ধিক্ থাকুক জীবারে। কত পাপ করি পাইল চরণ তাঁহারে॥ পিতারে কহিও মোর এই নিবেদন। কেবল প্রভুর মাত্র জানিবে চরণ॥ এই শুন মহাশয় মনের নিশ্চয়। তোমার আজ্ঞাতে আমি কহিল নির্ভয়॥ শান্তি-যুক্ত হঞা নবাব কোলে কৈল তারে। যতেক আছিল লোক দণ্ডবৎ করে॥ তখনি আনিয়া ঘোড়া দিল শিরোপায়। এই ক্ষণে ঘরে যাও কার নাহি দায়॥ নিজ-রাজ্য ভোগ কর সব ছাড়িলাম। ইলাকা * নাহিক কিছু তোমারে কহিলাম॥ সেই

* ইলাকা—সীমা॥

ক্ষণে দস্তক আর লিখন পাত্‌সার। পত্র পড়ি হৈলা অতি আনন্দ-অন্তর॥ হুকুম হইল মুন্‌শির তোমার যেই দেশ। আমল করিয়াছিলা পাত্‌সা বিশেষ॥ পঞ্জা করি দিল নিজ-পরোয়ানা সহিতে। মুচ্ছদ্দি আইল সব আমল করিতে॥ বিদায় হইয়া রায় নিজ-ঘর যায়। না গেলে আপন ঘরে চিন্তা নাহি যায়॥ যারপদ আশ্রয় করি মোর এই দশা। সেই চরণ দর্শন করি মোর এই আশা॥ লোক পাঠাইল পত্র লিখিল বাপেরে। ভ্রাতাকে লিখিল শীঘ্র আসিবার তরে॥ খালাস হইলু আমি যাইতাম ঘরে। প্রভুরে দর্শন করি আনন্দ-অন্তরে॥ আপনারা দুই জন বহু দ্রব্য লঞা। তৎকালে আসিবে প্রভুর দর্শন লাগিঞা॥ মিলন হইব সবে প্রভুর অগ্রেতে। শীঘ্র আসিবেন দণ্ডেক বিলম্ব নহে যাতে॥ লোক যাঞা পত্র দিয়া কহিল রায়েরে। পত্রপাঠমাত্র শীঘ্র উঠিলা সত্বরে॥ শুনিয়া সন্তোষরায় অতি আনন্দিত। বহু দ্রব্য লোকসঙ্গে চলিলা ত্বরিত॥ এথা চাঁদরায় কৈল খেতরি গমন। ঘোড়া ছাড়ি পদব্রজে চলিলা তখন॥ পূর্ব্বে তারে দিয়াছিলা যত লোকগণ। ধাঞা যাই প্রভু প্রতি করি নিবেদন॥ কবিরাজ সহ ঠাকুর বসিলা সে স্থানে। নিকটে আইলা রায় দেখিল নয়নে॥ আনন্দিত হইল ঠাকুর কবিরাজ সনে। গৌরাঙ্গের ভঙ্গী কোন কেবা ইহা জানে॥ হেনকালে চাঁদরায় শ্রীরাস-মণ্ডলে। গৃহের যতেক লোক ঠাকুরে আসি বলে॥ হেন-কালে চাঁদরায় করয়ে প্রণাম। পুলকিত অঙ্গ অশ্রু বহয়ে

নয়ান ॥ করিল প্রণাম বহু কিছু নাহি বোলে। উঠিয়া ঠাকুর আসি কৈল তারে কোলে ॥ বসাইয়া জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ। আমার খালাসমাত্র প্রভুর চরণ ॥ আদ্যোপান্তে সব কথা কহয়ে যেমন। শুনিয়া চাঁদের মাথে ধরিলা চরণ ॥ কত ক্ষণ দর্শন করি লোক আসি কয়। লস্কর আইল গ্রামে সব নিবেদয় ॥ জানি রাঘবেন্দ্ররায় পুত্রের সহিতে। শুনিয়া আসিলা প্রভুর দর্শন করিতে ॥ সেই ক্ষণে ঠাকুরের নিকটে গমন। পিতা পুত্রে প্রণাম করে অনেক স্তবন ॥ ঠাকুর করিল কৃপা পৃষ্ঠে দিয়া হাত। দেখিলেন চাঁদরায় কহয়ে সাক্ষাৎ ॥ পিতা পুত্র ভ্রাতায় হইল সম্ভাষণ। কোলাকুলি করি বহু করিল রোদন ॥ পিতা প্রতি চাঁদরায় কহিল সাক্ষাতে। তোমার দুর্দ্দৈব কেন ঘটিল ইহাতে ॥ আমারে আনিতে কেন লোক পাঠাইলা। যেমন প্রসঙ্গ সব সাক্ষাতে কহিলা ॥ ঠাকুর হাসিয়া কহে চাঁদরায় পানে। এত সুখবাক্য কর্ণে জীবনে মরণে ॥ লজ্জা পাই রাঘবেন্দ্র করেন প্রণাম। অপরাধ ক্ষমা কর হও কৃপাবান্ ॥ চাঁদরায় প্রতি পিতা ভয় পায় মনে। ক্ষম অপরাধ হও প্রসন্নবদনে ॥ পিতাপুত্রে কহে কর ধরিয়া কাঁদিলা। বিকাইলুঁ এই পায় সবংশে কিনিলা ॥ পঞ্চ দিন দর্শন কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন। আর দিনে প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥ বিদায় হইয়া গেলা নিজ-দেশ ঘরে। রাজ্য করে প্রভু-আজ্ঞা পালয়ে অন্তরে ॥ কথো দিন অন্তে আইল নবাবের স্থানে। চাঁদরায় কোথা তরি দিলেন ফরমানে ॥ ধাউড়িয়া

চাঁদরায়ে আনিল যাইয়া। বহুত লস্কর সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥ আসিয়া নবাবসঙ্গে করিল মিলন। আহির পরগণা তারে কৈল সমর্পণ॥ সে দিন রহিল তথা প্রভাতে বিদায়। কায়-মনোবাক্যে তোমার কার নাহি দায়॥ আহিদি লইয়া রায় নিজঘরে যায়। কতেক লস্কর সঙ্গে বাজনা বাজায়॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনরীতি শুন ভাই সব। দেখিয়া শুনিয়া সব কর অনুভব॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় গুণলেশ কথা। বিশেষ লিখিতে মোর নাহিক যোগ্যতা॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রেম আনিল যেমনে। ভাসিল অবনিমাঝে যত জীবগণে॥ যেন আকিঞ্চন ভক্তি-শাস্ত্রে ত লিখয়। তেন আকিঞ্চন হৈলা ঠাকুরমহাশয়॥ উপালম্ভ যে ব্যাপার আছয়ে যাহাতে। দম্ভ মাৎসর্য্য মিশ্র আছয়ে তাহাতে॥ যে মত যে গুরু তেন মত শিষ্য তাঁর। স্পর্শমাত্রে গুণ জন্মে মহারত্নসার॥ হেনই সাধনরীতি শিষ্যের ভজন। দেখিয়া শুনিঞা হয় চমৎকৃত মন॥ আচার্য্য-ঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। চৈতন্য নিতাইর প্রেম হইল উদয়॥ কত পরিত্রাণ হৈল ইহা সভা হৈতে। স্পর্শিল না গোর গায় দুঃখ উঠে চিতে॥ আচার্য্যঠাকুর বীরহাম্বীরে কৃপা কৈল। ঠাকুরমহাশয় চাঁদরায় উদ্ধারিল॥ গুণে গানে সভারে করিয়ে নমস্কার। রাধিকার পদযুগ ভজন যাহার॥ শ্রীরূপের মত যেই যার কণ্ঠে হার। গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট ভজন যাহার॥ আচার্য্যঠাকুরের শিষ্য হইল যতেক। প্রধান প্রধান আমি লিখিল কতেক॥ ঠাকুরমহাশয়ের শাখা সংক্ষেপে

লিখিল। ক্রমে ক্রমে সব শাখা প্রবীণ হইল॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ। যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥ আমি যে লিখিল ইহা প্রভুর আজ্ঞাতে। যে হইল প্রভু-আজ্ঞা লিখিল সাক্ষাতে॥ শ্রীমুখে কহিল প্রভু যার যেই গুণ। আমিহ লিখিল তাহা শুধিবারে মন॥ শ্রীগোপালভট্ট শ্রীলোকনাথ দুই জন। শ্রীনিবাস নরোত্তম পতিতপাবন॥ যতেক ইহার গুণ লিখা যায় কত। কিঞ্চিৎ লিখিলুঁ আমি অনুভব মত॥ সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নিবেদন। সেই পাবে সুখ গৌর যার প্রাণধন॥ অপরাধ মোর কেহ না লইবে ইথে।—শ্রীগুরু বৈষ্ণব এক কহিল সাক্ষাতে॥ ইহাতে যে লয় তাহে নাহি অপরাধ। গোসাঞির আজ্ঞাভঙ্গ হৈলে কার্য্য বাদ॥ শ্রীজাহ্নবা-বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে রাজমহলনিবাসি-দ্বিজ-রাঘবেন্দ্ররায়ের পুত্র চাঁদরায় ও সন্তোষদত্ত নামক দুই ভ্রাতার নবারগৃহে বন্দি থাকা এবং নরোত্তমাদির অনুগ্রহে বন্ধন-মোচন, দীক্ষা, ভক্তিলাভ ও উপাসনাদি বর্ণনময় অষ্টাদশ বিলাস সমাপ্ত ॥ * ॥ ১৮ ॥ * ॥

অষ্টম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দ ভকত আশ্রয়॥ জয় জয় বিশ্বম্ভর করুণাবিগ্রহ। জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র লোক-অনুগ্রহ॥ জয় জয় বীরচন্দ্র প্রেমের সাগর। জয় জয় গৌরভক্ত রসিকশেখর॥ ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান। শ্রদ্ধা করি শুন কিছু প্রেমের আখ্যান॥ গৌড়দেশের ভূষণ সঙ্কীর্ত্তন বড়। শ্রবণমাত্র প্রেম হয় কহিলাম দড়॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এই মহাবল। কলিযুগে আর নাহি মিথ্যা সে সকল॥ এক হরিনাম হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সঙ্কীর্ত্তনে তার দেহে প্রেম উপজয়॥ যার দেহে হরিনামে নাহি হয় রতি। তার দেহে প্রেম নহে উড়ি যায় কতি॥ কৃষ্ণ পাইবার লাগি যার সাধ আছে। সে লউক হরিনাম পরমলালসে॥ যার যেই রতি সকলে লউক হরিনাম। সখ্যা করি নাম লইলে পূরে মনস্কাম॥ এবে শুন নরোত্তমের জন্মবিবরণ। শুনিলে আনন্দ পাবে কীর্ত্তনে হবে মন॥ বৃন্দাবন যাবেন প্রভু গৌড়দেশ হৈতে। বৃন্দাবন না গেলা ফিরিলা নাটশালা হৈতে॥ সে কথা বিস্তার আছে পূরব লিখনে। বৃন্দাবন নাহি যাব রহিব এই স্থানে॥ নিত্যানন্দ-প্রভুর শুনি উপজিল হাস। নবদ্বীপ ছাড়ি তুমি করিলে

সন্ন্যাস ॥ পদ্মাবতীতীরে এবে অভিপ্রায় হৈল। ভাল ভাল বলি শ্রীপাদ হাসিতে লাগিল ॥ প্রভু কহেন শ্রীপাদ তুমি কর অবধান। যে স্থানে বসিলে সুখ সেই জন্মস্থান ॥ যে নিমিত্ত ছাড়িয়া আইনু নীলাচল। তার সনে দেখা হইলে শুনিবে সকল ॥ প্রভু কহে সেই সত্য এহ মিথ্যা নয়। বিশেষিয়া কহি শুন যদি মনে লয় ॥ সনাতন রূপসঙ্গে একত্র হইলে। সেই সব শুনিবেন আচার্য্য সকলে ॥ ভাল ভাল বলি প্রভু শীঘ্র যে উঠিলা। গৌড়ের নিকটে গ্রাম তাহে উত্তরিলা ॥ চতুরপুর নাম তার কিছু অল্পদূর। সনাতন সহ দেখা প্রেমের প্রচুর ॥ যেই অর্থে দেখা তার সমাধা করিয়া। তাহা হৈতে নাটশালা উত্তরিলা গিয়া ॥ কৃষ্ণের নাটশালা এই নাম শুনি গ্রামে। উথলিল প্রেম দেহে বৃন্দাবনভ্রমে ॥ নিত্যানন্দ কহে প্রভু ছাড়ি পদ্মাবতী। সেই হৈতে নদীতীরে রহিতে হৈল মতি ॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান। অভিপ্রায় প্রভুর কিছু বুঝা নাহি যান ॥ এক দিন মহাপ্রভু কীর্ত্তনে নাচিতে। নরোত্তম নাম কহি ডাকে আচম্বিতে ॥ নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া। কত শত ধারা বহে নয়ন বাহিয়া ॥ প্রেমের বিকার দেখি মনে বিচারয়। কীর্ত্তন নিবৃত্ত কৈল মনে পাঞা ভয় ॥ প্রভুকে বেড়িয়া সব কীর্ত্তনীয়াগণ। মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম করেন গায়ন ॥ বোল বোল বলি প্রভু পড়িলা ভূমিতে। নিত্যানন্দ-প্রভু আর না পারে ধরিতে ॥ মথুরা মথুরা বলি করেন ক্রন্দন। ভক্তগণের শুনিয়া বিদীর্ণ হয় মন ॥ দিগ্ দিগ্ নাহি মথুরার নামে। টলমল

করে প্রেমে নাটশালা গ্রামে। উচ্চৈস্বরে কান্দে প্রভু মথুরা যে করি। বসিলেন নিত্যানন্দ প্রভু-গলা ধরি॥ ফুৎকার করয়ে সব কোলাহল হৈল। কুলবধূ আদি করি দেখিতে আইল॥ মথুরা মথুরা বলি ভূমে গড়ি যায়। সোণার শরীর প্রভুর ভূমিতে লোটায়॥ প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি প্রেমের মাধুরী। অনিমিখে রূপ দেখে কি পুরুষ নারী॥ হুহুঙ্কার শব্দ করে মথুরা বলয়। প্রেমে মত্ত হৈলা প্রভু বাউলের প্রায়। কোথা রাধা রাধা বলি ঘন ঘন বোলে। পুড়য়ে শরীর মোর তোমা না দেখিলে॥ ললিতা বিশাখা কোথা কোথা চম্পক-লতা। হা হা মোরে দেখাহ প্রাণসখী আছে কোথা॥ দেখা দিয়া প্রাণ রাখ কেন দুঃখ দেহ মোরে। যমুনা-প্রবেশ করি নারি রহিবারে॥ চল শীঘ্র ললিতা-সখী মধুপুরী যাই। প্রাণনাথ আর কেনে দেখিতে না পাই॥ ব্যাকুল দেখিয়া প্রভু ধরিয়া বসিলা। কি করিব কিবা হবে ভাবিতে লাগিলা॥ চল যাই কেনে আইলাম নাটশালা গ্রামে। হারাইলাম গোরাচাঁদ ভাবে মনে মনে॥ সঙ্কীর্ত্তনের শ্রীপাদ উপায় সৃজিল। উচ্চ করি জগন্নাথ ধ্বনি উঠাইল॥ জগন্নাথ নামে প্রভুর চেতন হইল। ক্ষণে ইতি উতি যাই ভ্রমণ করিল॥ নরোত্তম বলি প্রভু কান্দে অনুক্ষণ। দিগ্ নিহারে প্রভু না দেখে নরোত্তম॥ সবে কহে প্রভু লই যাই নীলাচল। তবে পূর্ণ হয় মোর সকল মঙ্গল॥ যদি কোন মতে প্রভুর মন ফিরাইব। পদ্মাবতী পার হৈলে সকল পাইব॥ হেন কালে পুনঃ ডাকে বলি

নরোত্তম। হেন বুঝি আসিবে কেহ ভাগবতোত্তম ॥ শ্রীপাদকে ধরি প্রভু করিলেন কোলে। ভিজিল নিতাইর অঙ্গ নয়নের জলে ॥ যতন করাইয়া প্রভুকে করাইল স্থির। কাল জানি নিত্যানন্দ হইলেন ধীর ॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। জগন্নাথে যাই বহু আছে প্রয়োজন ॥ সনাতন-মুখে কৃষ্ণ নিষেধ করিল। লোকভীড় ভয়ে পথ সব জানাইল ॥ যাতে যুক্তি ভাল হয় তাহা কর তুমি। যে করিবে সেই হবে স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ প্রভু কহেন শ্রীপাদ শুন মন দিয়া। কারণ আছয়ে ইহার নাট্যশালা যাঞা ॥ কি কার্য্য আছয়ে প্রভু কহ দেখি শুনি। মনে লাগে যাব লৈয়া তবে আমি মানি ॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। সঙ্কীর্ত্তনে নরোত্তম করিল স্মরণ ॥ অতএব লৈয়া যাব না যাব আমি সঙ্গে। ধরিতে সামর্থ্য নাহি ভাবের তরঙ্গে ॥ বিরহবেদনা দেখি চাহিতে না পারি। এই ক্ষণে মরণ হউক ইহা মনে করি ॥ প্রভু কহে গড়ের হাট বড় সুখের স্থান। দেখিলেই তোমার থাকিতে হবে মন ॥ শুন শুন শ্রীপাদ কহি বিবরিয়া। প্রাণধন সঙ্কীর্ত্তন রাখিতে চাহি ইহা ॥ নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন হইল প্রকাশ। গৌড়-দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাস ॥ অতঃপরি সঙ্কীর্ত্তন চাহি রাখিবারে ॥ গড়ের হাটে থুইব প্রেম কহিল তোমারে ॥ গড়ের হাটের প্রেম প্রভু কেমনে রাখিবা। পাত্র কেবা আছে তাঁরে হেন প্রেম দিবা ॥ প্রভু কহে যাবৎ তুমি আছ বিরাজ-মান। তাবৎ আমার প্রেম নহে অন্তর্দ্ধান ॥ পাত্র-স্থানে এই

প্রেম রাখিলে সে হয়। অপাত্রে পড়িলে প্রেম হয় অপচয় ॥ প্রেমে মত্ত পৃথিবী না জানে স্থানাস্থান। হেন জনে দেহ প্রেম সবে করে পান ॥ অতএব চল ভাই যাই গড়ের হাট। এমন জনে প্রেম দিয়ে কান্দায় ঘাট বাট ॥ ভাল ভাল বলি শ্রীপাদ মৌন করিলা। কিরূপে জন্মিবে পাত্র ভাবিতে লাগিলা ॥ প্রভু কহে শ্রীপাদ বুঝি করহ ভাবনা। আপনার গুণ তুমি না জান আপনা ॥ নীলাচল যাইতে যত কান্দিয়াছ তুমি। সেই প্রেম দিনে দিনে বান্ধিয়াছি আমি ॥ সে প্রেম রাখিব আমি পদ্মাবতীতীরে। নরোত্তম নামে পাত্র দিব আমি তারে ॥ প্রেমে জন্ম হবে তাঁর আমা বিদ্যমানে। এখানে রাখিয়া যাব পদ্মাবতী-স্থানে ॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু গড়ের হাট কোথা। আমারে লইয়া সঙ্গে চল তুমি তথা ॥ পদ্মাবতী দুই কূল অতি-সুশীতল। মধ্যে পদ্মাবতী বহে ধারা নিরমল ॥ শুনি আনন্দিত হৈল নিত্যানন্দের মন। শীঘ্র করি কর প্রভু তথা আগমন ॥ বৃন্দাবন ছল করি গড়ের হাটে আইলা। নাট্যশালা হৈতে এইরূপে ফিরি গেলা ॥ নিত্যানন্দ হাত ধরি হাসিতে হাসিতে। পদ্মাবতী-শোভা দেখি লাগিলা কহিতে ॥ এইরূপে আইলা গ্রাম কুড়োদরপুর। দেখিয়া তীরের শোভা আনন্দ প্রচুর ॥ তথায় করিল বাস কৃষ্ণ-আলাপনে। প্রভাতে চলিলা প্রভু পদ্মাবতী-স্থানে ॥ স্নান করি তটে প্রভু, কীর্ত্তন আরম্ভ। হুহুঙ্কারে প্রেমভরে হৈল মহাকম্প ॥ কি দেখিব সেই প্রেম কিবা তার অর্থ। সহস্র জনে ধরিতে তারে না হয় সমর্থ ॥

সে কালে ফুৎকার করেন নরোত্তম করি। শ্রীপাদ কহেন প্রেমলীলা চুরি করি॥ শুন শুন ভক্তগণ হও সাবধান। এই কালে লয়েন প্রেম করি অনুমান॥ নিত্যানন্দ-বাক্যে ভক্তগণ চমকিত। করিলেন নিত্যানন্দ কীর্ত্তন স্থগিত॥ কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু স্নান আরম্ভিল। প্রেমে মত্ত পদ্মাবতী বাড়িতে লাগিল॥ প্রভু-অঙ্গ পরশে স্রোত হইল স্থগিত। প্রেমভরে জল সব হইল পূরিত॥ বাড়িতে বাড়িতে জলে গ্রাম ভাসি গেলা। বুঝিলাম এইরূপে প্রেমে ভাসাইলা॥ ঘর দ্বার ভাসি নগর কোলাহল হৈল। বর্ষা নহে ইহা কেহ বুঝিতে নারিল॥ শ্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভু। গ্রাম উজাড় হয় ইহা নাহি দেখি কভু॥ প্রভু কহে পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ। নরোত্তম নামে প্রেম তাঁরে তুমি দিহ॥ নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমা-স্থানে। যত্ন করি ইহ তুমি রাখিবা গোপনে॥ পদ্মাবতী বলে প্রভু করেঁ। নিবেদন। কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম॥ যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥ প্রভু কহে এই সব যে কহিলা তুমি। এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞা দিল আমি॥ আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে। বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে॥ পদ্মাবতী বিদায় দিতে প্রভু দাঁড়াইলা। নিত্যানন্দ-সঙ্গে সেই দিগ্ নিহারিলা॥ স্রোত চলিল জানি গ্রাম ছাইল। ছাড়িলেক জনলোক আনন্দ পাইল॥ শ্রীপাদ কহেন প্রভু যে দেখিল শোভা। এথাই থাকিতে মন হইয়াছে লোভা॥

নরোত্তম জন্মাইয়া প্রেম তারে দিবা। হেন বুঝি নরোত্তমের নিকটে রাখিবা॥ প্রভু কহে শ্রীপাদ যে কহিলা তুমি। নরোত্তম-নিকটে মাত্র রহিলাম আমি॥ হেন কালে পদ্মাবতী প্রভু পার হইলা। ক্রমে ক্রমে চলি প্রভু নীলাচলে আইলা॥ সবে বোলে প্রেম বলি কিবা বস্তু হয়। নাচিলে গাইলে প্রেম তারে কেবা কয়॥ কান্দিলে পড়িলে তারে নাহি কহি প্রেম। কেবা বাখানিবে তাহা কার আছে ক্ষেম॥ প্রেমরূপে আপনেই কৃষ্ণের স্বরূপ। ইহা বাখানিয়াছেন আপনে শ্রীরূপ॥ আমি লিখি লেশমাত্র জানিবার তরে। প্রভু-আজ্ঞাবলে ইহা লিখি আমি করে॥ নব পুত্রদেব রতি কন্যা তার মাতা। আর বা কতেক আছে তাঁর গুণকথা॥ অল্প লিখি ইহা আমি জানিবার তরে। প্রভু-আজ্ঞাবলে ইহা লিখি আমি করে॥ এই ত কহিল গড়ের হাটের মাধুরী। কহিব কীর্ত্তন প্রেম বড় সাধ করি॥ শ্রদ্ধা করি এই প্রেম যে বৈষ্ণব শুনে। অচিরাতে মিলে তারে এই প্রেমধনে॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে পদ্মাবতীতীরে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন পদ্মাবতীতে প্রেমরক্ষা, গড়ের হাট নিরূপণ ও নরোত্তমের আকর্ষণ নামক অষ্টম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবম বিলাস

বৃন্দাবনপথ হৈতে নীলাচল আইলা। বৈষ্ণবদ্বারে প্রেম গৌড়দেশে পাঠাইলা ॥ নিত্যানন্দ-প্রভু বিরলে যুকতি করিলা। ভক্তিশূন্য গৌড়দেশ নিশ্চয় হইলা ॥ নিত্যানন্দ-প্রভু আইলেন গৌড়দেশ। প্রকাশিলা প্রেমবস্তু অশেষ বিশেষ ॥ প্রেম-রূপে প্রকাশ হইলা বীরচন্দ্র। পশ্চাতে রাখিতে প্রেম করিল আরম্ভ ॥ হেন বীরচন্দ্র-পায়ে কোটি নমস্কার। যাহা হৈতে গৌড়দেশে প্রেমের সঞ্চার ॥ এ সব অদ্ভুতকথা লোক-অগোচর। কেহ না লিখিল শাস্ত্রে এ সব অন্তর ॥ তাহার কারণে লিখি শুন মন দিয়া। কারণ আছয়ে তেঞি আমি লিখি ইহা ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত। চৈতন্য-পরিবার সব তাহাতে আসক্ত ॥ কলিযুগে অবতীর্ণ হৈলা দেশে দেশে। সেই সব পূর্ব্ববাক্যে চৈতন্য-আদেশে ॥ হরি-নামসঙ্কীর্ত্তনে মাতল জীবগণ। নিজ-গূঢ় কার্য্যে চৈতন্য কৈল আগমন ॥ নিজ-পরিবার যদি তাহা নাহি জানে। অন্তর্ব্বাহ্যে আছে তাহা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ সে সকল আস্বাদন করে গৌররায়। স্বরূপ রামানন্দ করে তাঁহার সহায় ॥ তাহা আস্বাদয়ে প্রভু আপনার মনে। অন্য কেহ আস্বাদয় শাস্ত্র-নিরূপণে ॥ ঈশ্বর-আজ্ঞায় হয় শাস্ত্র-দরশন। তে কারণে

পত্র পাঠাইল বৃন্দাবন॥ চৈতন্যের দণ্ডভূমি গেলা বৃন্দাবন। কেহ আর না করিব গৌড়ে আগমন॥ এক শাস্ত্র করি আর করেন সহায়। এই লাগি সঙ্গে সবে রহেন সদাই॥ গৌরাঙ্গ তবে নিজ মনে করেন বিচার। আমি গেলে প্রেমশূন্য হইবে সংসার॥ আইলেন আমার সঙ্গে যাবেন সর্ব্বথায়। প্রেম-রক্ষা পায় তবে কেমন উপায়॥ তাহার কারণ দুই প্রেমপর-কাশ। গড়ের হাটে নরোত্তম রাঢ়ে শ্রীনিবাস॥ আমি যে লিখিয়ে যাহা প্রভুর আজ্ঞাবলে। নহিলে এ সব কথা জানি কোন্ কালে॥ বিশেষতঃ শ্রীরূপের আছয়ে বর্ণন। আমি কহি কেহ অন্য না করিবে মন॥ যে দেখিল তাহা লিখি আমি এই সব। যে কেহ লিখয়ে সেই বর্ণনা সুলভ॥ আমি যে লিখিয়ে তাহা সর্ব্বশক্তিহীন। মোর প্রভুর আজ্ঞা বল সেই সে প্রবীণ॥ যেই আজ্ঞা সেই লিখি না কর দূষণ। প্রয়োজন অনুসারে করিবে শ্রবণ॥ মজুমদার করে নিজ-ইষ্ট আরাধন। শালগ্রামে তুলসী দেন পুত্রের কারণ॥ ঈশ্বর সন্তুষ্ট তাহে হৈল দৈববাণী। অবশ্য হইবে পুত্র হৈল এই ধ্বনি॥ জন্মিবে অপূর্ব্ব পুত্র সকল শুনিল। নরোত্তম নাম থুইল তোমারে কহিল॥ জন্মিব বালক বড় সুখ পাবা তুমি। প্রেমবৃষ্টি হবে সর্ব্বত্র কহিলাম আমি॥ নিত্যবস্তু প্রেম প্রভু তাহে রাখিবারে। হইবে বৈশাখমাসে গর্ব্ভের সঞ্চারে॥ নারা-য়ণী নাম হয় রায়ের ঘরণী। গর্ব্ভের সঞ্চারে সুখ পাইল অবনী॥ নারায়ণী নাম বলি অতি সুচরিতা। মজুমদার ডাকি বলে অপ-

রূপ কথা॥ কহিবার কথা নহে শুন মন দিয়া। রাখিবা হৃদয়ে ইহা যতন করিয়া॥ নারায়ণী কহে আমি দেখিল স্বপন॥ মোর দেহে প্রবেশ কৈল পুরুষরতন॥ তোমার দেহ হৈতে আমার দেহে প্রবেশিল। রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপন দেখিল॥ প্রেমে মত্ত হৈল আর আনন্দ অপার। সকল আনন্দ হৈল দুঃখ নাহি আর॥ এক দিবস সভায় এক দৈবজ্ঞ আইল। শুভক্ষণ করি সেই গণিতে লাগিল॥ মজুমদার পাত্রমিত্র লইয়া সভাতে। পুস্তকহাতে করি সেই লাগিল গণিতে॥ নারায়ণীর গর্ব্ভে যেই জন্মিবে বালক। তার জন্মে দেশে না থাকিবে দুঃখশোক॥ এই গর্ব্ভে মহাপুরুষের অধিষ্ঠান। অমঙ্গল ঘুচিবে রায়ের হইবে কল্যাণ॥ হেন কালে জমিদারের লিখন হইল। অনেক দিলাসা করি লোক পাঠাইল॥ দুই সহস্র মুদ্রা সেই আছয়ে লিখনে। দৈবজ্ঞের কথা সব হইল প্রমাণে॥ দৈবজ্ঞ কহে দিনে দিনে আনন্দ হইবে। জন্মমাত্র সব প্রজার অমঙ্গল যাবে॥ দৈবজ্ঞ কহিল নাম রাখিনু নরোত্তম। পরমার্থে অতি বড় হইবে উত্তম॥ এই যে হইল আসি পুণ্য মাঘমাস। শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে হইবে প্রকাশ॥ এত শুনি গণকেরে বিদায় করিল। সম্মান করিয়া তারে বহু ধন দিল॥ দশ মাস দশ দিন আসি পূর্ণ হৈল। এক দুই গণনাতে কৃষ্ণপক্ষ গেল॥ শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে আইল শুভক্ষণে। গোধূলি সময়ে হৈলা পুরুষরতনে॥ পুত্রমুখ দেখি মাতার হইল আনন্দ। সে আনন্দে মজুমদার হাসে মন্দ মন্দ॥

যে আনন্দ হৈল তার কি কহিব কথা। জগৎ মঙ্গল হৈল শুন গুণগাথা ॥

শ্রীরাগ—

জগৎ মঙ্গল হৈল, নরোত্তম প্রকটিল, হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে। জন্ম অন্ধ আদি করি, সব দেহে প্রেম ভরি, অশ্রু কম্প সবার শরীরে॥ প্রেমে মত্ত হৈলা সব, হরিনাম মহারব, বর্ণাশ্রম সব গেল দূর। ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে খেলা, প্রেমে মত্ত সবে হৈলা, কৃষ্ণনামে সবে হৈলা শূর॥ বৎস সঙ্গে গাভীগণ, হাম্বারব অনুক্ষণ, ধায় সবে শিরে নিজ-পুচ্ছে। ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে, কেহ ধায় উভরড়ে, শোক দুঃখ ত্যজি সব নাচে॥ কুলবধূ ঘর হৈতে, নাহি পায় বাহিরাতে, নাচিবার তার হয় মন। সব লাগে উচাটন, ধন গৃহ পতিজন, না দেখিয়া না রহে জীবন॥ একত্র হইয়া কবে, বালক দেখিব সবে, বিধাতারে করয়ে বিনয়। স্বামি-সঙ্গে রজনীতে, আইলা বালক দেখিতে, আনন্দেতে মুখ নিরখয়॥ ছাড়ে সেই লজ্জাভয়, আনন্দ করি হৃদয়, ঘরে তারা না পারে থাকিতে। ক্ষণে ইতি উতি ধায়, ক্ষণে করে হায় হায়, এ না দুঃখ পারি না সহিতে॥ থালি ভরি স্বর্ণ ধান, একত্র করি লৈয়া যান, যৌতুকেতে ঘর ভরি গেল। দেখিয়া বালকের জ্যোতিঃ, যেন পূর্ণিমার শশী, অন্ধকার ঘর আলা হৈল॥ ভাট নর্ত্তকের গণে, নানা রত্ন আভরণে, দিল সবে বহু ধন দান। বন্দিগণে ছাড়ি দিল, তারা সব ছুটি গেল, নিত্যা-

নন্দদাস গুণগান ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নরোত্তমের জন্ম ও জন্মোৎসব কথন নামক নবম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

দশম বিলাস।

জন্মমাত্র বাদ্যভাণ্ড দুয়ারে বসিল। অষ্ট দিবস পর্য্যন্ত মঙ্গল হইল॥ আখ্যান করিয়া বিপ্র শত শত গ্রামী। বেদ পড়ি পুত্র লাগি করে বেদধ্বনি॥ এক দুই গণনাতে ছয় মাস গেল। অন্নপ্রাশন অতি-সযত্নে করিল॥ শুভক্ষণে মাতা পিতা অন্ন দিল মুখে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইল বড় সুখে॥ কুটুম্ব-ভোজন বহু সজ্জট্ট করিলা। যাকে যেই উপযুক্ত ধন বিলাইলা॥ রাজা শুনিল সুন্দর বালকের কথা। স্বর্ণ রৌপ্য নানা দ্রব্য পাঠায় সর্ব্বথা॥ উকিলের হাতে সব দ্রব্য পাঠাইলা। স্বর্ণের ভূষণ অঙ্গে সব পরাইলা॥ পঞ্চ বৎসর হৈলে তার কর্ণচ্ছিদ্র করি। পড়িবার কালে তার হাতে দিল খড়ি॥ বালকের সঙ্গে পাঠ শুনিতে শুনিতে। পুস্তক পাড়িয়া আর লাগিল পড়িতে॥ বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর। রূপ দেখি পিতা মাতার আনন্দ-অন্তর॥ বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে। বিলম্ব না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে॥ চেষ্টা দেখি পিতা মাতার ভয় উপজিল। এই কালে ঘর ছাড়ি মনে দঢ়াইল॥ সেই রাত্রে স্বপ্নে আসি প্রভু-নিত্যানন্দ। বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া হাসে মন্দ মন্দ॥ কি নিশ্চিন্তে আছ তুমি সব পাশরিলে। পদ্মাবতী-স্থানে প্রেম লওগা সকালে॥

স্নান করিবারে যাও পাবা নিজ-ঘাটে। বিবাহ হইলে পাছে পড়িবে সঙ্কটে॥ এই কালে নরোত্তমের চেতন হইল। না দেখিয়া সেইরূপ উদ্বেগ বাড়িল॥ পিতা মাতা লোক আর কারে না দেখিয়া। প্রাতে পদ্মাবতীস্নানে চলিল উঠিয়া॥ একল্য চলিল পথে লৈয়া হরিনাম। পদ্মাবতী দেখি বহু করিলা প্রণাম॥ গৌরাঙ্গ বলিয়া তীরে আসি দাঁড়াইলা। স্নান করিবারে আসি জলে উত্তরিলা॥ চরণ-পরশে পদ্মাবতী উথলিলা। চৈতন্যপ্রভুর বাক্য স্মরণ হইলা॥ যাহার পরশে হবে প্রেমের বিকার। তারে সমর্পিবে প্রেম কহিল নির্দ্ধার॥ সেই নরোত্তম বুঝি আইলা আমা-স্থানে। বিনয় করিয়া পদ্মা কহেন বচনে॥ তোমার নিমিত্ত প্রেম চৈতন্যগোসাঞি। রাখিয়াছে সেই প্রেম লও মোর ঠাঞি॥ শুন শুন নরোত্তম নিবেদন করি। প্রেম রাখি প্রভু গেলা নীলাচলপুরী॥ আপনার দ্রব্য তুমি লও হাত পাতি। ভার সহিবারে নারি আমার শকতি॥ প্রেমভরে পদ্মাবতীর নাহিক বিচার। এই প্রেম লৈয়া কর সর্ব্বত্র প্রচার॥ সেই প্রেমে পদ্মাবতী অদ্যাপি অস্থির। প্রেমের বিকার চিত্তে হইল অধীর॥ দিগ্বিদিক্ নাঞি জ্ঞান ভাসি গেল জলে। তীরে বাস লোক আর না করে সকলে॥ দুই ভাই প্রেম রাখিলেন মোর স্থানে। আপনার দ্রব্য লও সুখ পাবে মনে॥ নরোত্তম কহে প্রেম লৈয়া কি করিব। লিলে কি হইবে ইহা এখনি দেখিব॥ এত বলি পদ্মাবতী ধরিলেন হাতে। চলিলেন নরোত্তম পদ্মাবতী-সাথে॥

প্রেমভরে পদ্মাবতী নরোত্তম পাঞা। হাতে তুলি দিল প্রেম আবিষ্ট হইয়া॥ পদ্মাবতী কহে তুমি রাখিবা ইহা কতি। খাইলে মত্ততা হবে শুন মহামতি॥ পদ্মাবতী-স্থানে প্রেম হাত পাতি লৈলা। তৃষ্ণাতে আকুল দেহ ভক্ষণ করিলা॥ ভক্ষণমাত্রেতে দেহ হৈলা গৌরবর্ণ। হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পূর্ণ॥ না দেখিয়া নরোত্তম কোলাহল হৈল। পদ্মাতীরে নরোত্তম সবে বার্ত্তা পাইল॥ কান্দিতে কান্দিতে তারা নদীতীরে আইলা। না দেখিয়া নরোত্তম-পরাণ উড়িলা॥ প্রেম-ভক্ষণে নরোত্তম হৈল বর্ণভেদ। না চিনিয়া বালক হৈল বড় খেদ॥ পুত্র না দেখিয়া দেখে শিশু গৌরবর্ণ। নিজ-পুত্র না দেখিয়া শোক হৈল পূর্ণ॥ হা হা নরোত্তম বলি পড়িলেন তটে। লক্ষ লক্ষ লোক হৈল পদ্মাবতী-ঘাটে॥ গর্ব্ভবতী নারী তারা চলে ধীরে ধীরে। কান্দয়ে সকললোক ব্যাকুল-অন্তরে॥ এই সব নরোত্তম কিছু নাহি জানে॥ বাক্য নাহি নরোত্তমের চাহে চারি পানে॥ লোক নাহি বুঝে কিবা বাউলের প্রায়। ক্ষণে লাফ দিয়া পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ধায়॥ কিবা বা দেহের রূপ রক্ত লোমকূপে। হা গৌরাঙ্গ বলি ক্ষণে করে অনুতাপে॥ ক্ষণে ক্ষণে তনু হয় শুষ্ককাষ্ঠপ্রায়। পুলকে কম্পিত তনু ক্ষণে গড়ি যায়॥ লোক-কলরব আর মাতার ক্রন্দনে। চলিলেন মাতা পিতা জ্ঞান হৈল মনে॥ দেখে তাঁর মাতা পিতা হাসে নাচে কান্দে। পড়িলেন নরোত্তম চৈতন্যের ফাঁদে॥ মাতা পিতার রোদন নরোত্তম দেখিয়া। সব লোকমধ্যে নরু রহে

দাঁড়াইয়া ॥ সাক্ষাতে আছিয়ে মাতা তুমি কান্দ কেন। চল ঘরে যাই বাছা মোর কথা শুন ॥ বাছা বাছা বলি নরোত্তম কৈল কোলে। শত শত চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ আঁধুয়ার নড়ি মোর বাছারে নরাই। চক্ষুর নিমিষে বাছা তোমারে হারাই ॥ গৌরবর্ণ দেখি বাপু চিনিতে না পারি। দেখিতে নয়ন জুড়ায় রূপের মাধুরী ॥ চল চল অরে বাপু চল ঘরে যাই। না পারে চলিতে পথে নাচয়ে সদাই ॥ লোকভীড়-ভয়ে পথে না পারে চলিতে। হেন বুঝি সঙ্কীর্ত্তনে লাগিলা নাচিতে ॥ ঘন ঘন হুঙ্কার করে গর্জ্জন অপার। উর্দ্ধমুখে রোদন নয়নে শতধার ॥ ঘরেতে যাইতে পথ হৈল আফুরান। পুত্রের বিকার দেখি হরিল গেয়ান ॥ ঘন ঘন দেই লাফ ঘন ঘন দৌড়ে। পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে ॥ দেখি অতি পিতামাতার পরাণ উড়িল। ধরাধরি করি স্থির করি বসাইল ॥ ভূমিতে বসিতে নারে করিল শয়ন। প্রেমোন্মাদে মূর্চ্ছা যেন হরিল চেতন ॥ বহির্দ্বারে আসিবারে জননী নিবারিল। নরু কোলে করি মাতা ঘরে প্রবেশিল ॥ সুন্দর করি শোয়াইয়া রাখিলা বিরলে। শোকাকুলি পিতামাতা পড়িল ভূতলে ॥ ক্ষণেক থাকিয়া নরু করয়ে ক্রন্দন। পাষাণ গলয়ে তাহা করিলে শ্রবণ ॥ চৈতন্য চৈতন্য বলি মারে মালসাটে। না দেখি তোমার মুখ প্রাণ মোর ফাটে ॥ কাহারে কহিব দুঃখ, কে যাবে প্রতীত। ঘরে রহিবারে মাতা নাহি রহে চিত ॥ শুনিয়া নরুর কথা পরাণ উড়িল। নরোত্তমের গলা-

ধরি কান্দিতে লাগিল ॥ শুন শুন ওরে বাছা এমন বা কেনি। কি দুঃখে কান্দহ বাপু কহ দেখি শুনি ॥ তোমার অগ্রেতে মোর হউক মরণ। পরাণ বিদরে দুঃখ না যায় সহন ॥ মাতার যে দুঃখ দেখি ভয় হৈল মনে। চিন্তা না করিহ মাতা করি নিবেদনে ॥ ক্ষুধায় পীড়িত মাতা আন কিছু খাই। খাইয়া সকল কথা কহিব এথাই ॥ ভক্ষণসামগ্রী সব প্রস্তুত আছিল। অতিযত্ন করি তাহা সব খাওয়াইল ॥ ভক্ষণ করি বসিলেন পিতার নিকটে। কহিতে লাগিলা বড় পড়িনু সঙ্কটে ॥ গৌর-বর্ণ এক শিশু হৃদয় পশিল। সেই হৈতে প্রাণ মোর এমন হইল ॥ না থাকিব এথা আমি যাব বৃন্দাবনে। রাখিতে তোমরা মোরে না কর যতন ॥ কহিতে কহিতে দেহে প্রেম উপজিল। অশ্রুজলে দেহ সহিত বসন ভিজিল ॥ ধরিতে না পারে দেহ যে হইল কম্প। যোড়ে যোড়ে ঘন ঘন দেই পুনঃ লম্ফ ॥ ক্ষণে ডাকে প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ বলিয়া। পড়িলা প্রাঙ্গণে আসি আছাড় খাইয়া ॥ হারাইলাম পুত্র মোর কান্দে পিতা মাতা। রোদন করয়ে দোঁহে হেট করি মাথা ॥ একলা গেলেন পুত্র পদ্মাবতী-স্নানে। সেই হৈতে পুত্র মোর হইল অজ্ঞানে ॥ জিজ্ঞাসা করিলে অতিকান্দে দাঁড়াইয়া। গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দে বুকে হাত দিয়া ॥ গৌরবর্ণ-দেব কোন পুত্রের শরীরে। আনহ সে ওঝা সেই ভূত ছাড়াবারে ॥ আনাইল ওঝা সেই বহু যত্ন করি। কোন্ ভূত পাইল ইহা কহিবে বিবরি ॥ ওঝা কহে ভূত নহে কোন এক দেবতা। মহা-

বায়ু ব্যাধি এই জানিহ সর্ব্বথা॥ শৃগাল মারিয়া আন শিবা-ঘৃত করি। ব্যাধি না রহিবে হবে রূপের মাধুরী॥ শৃগালের নাম শুনি হাসিতে লাগিলা। জীবহত্যা করি পিতা আমাকে রাখিবা॥ পুত্রস্নেহে পিতা যদি শৃগাল মারিবে। ব্যাধি ভাল না হইবে অধিক বাড়িবে॥ পিতা মাতা ব্যাধি নহে যাব বৃন্দাবন। বৃন্দাবন নাম করি করয়ে ক্রন্দন॥ পিতা মাতা কহে বিষ খাইয়া মরিব। তোমা না দেখিয়া বাপু পরাণ হারাব॥ এমন বাক্য নাহি বাপু কহ আর বার। ভিখারি হইয়া যাবে ছাড়ি ঘরদ্বার॥ নরু কহে এবে বড় বিপত্তি হইল। ব্রজ বৃন্দাবন আর দেখিতে না পাইল॥ মনে মনে নরোত্তম উপায় সৃজিল। বিষয়ির প্রায় কার্য্য করিতে লাগিল॥ পিতা মাতাকে কহে সুস্থ হইলাম আমি। আমার লাগিয়া দুঃখ না ভাবিহ তুমি॥ দেখি পিতা মাতা অতি আনন্দিত হয়। রাত্রি হইলে নরোত্তম বিপাকে পড়য়॥ কিরূপে যাইব আমি শ্রীবৃন্দাবন। অন্যথা শরীরে মোর না রহে জীবন॥ সর্ব্বরাত্রি নরোত্তমের নাহি নিদ্রা লব। পিতা মাতা পরিজন সুখ পায় সব॥ এইকালে জাগিরদারের এক আশোয়ারে। নরোত্তম লইতে আসি বসিল দুয়ারে॥ পত্র পাঠ আসিবে তোমার পুত্রকে দেখিব। শিরোপার ঘোড়া আমি তাহারে করিব॥ পুত্রস্নেহে তথাপিহ ভয় বড় হৈল। কি যুক্তি করিব ইহা মনে বিচারিল॥ পাত্রমিত্র লইয়া বসিলা নরু-স্থানে। তোমা লইতে পাঠাইল শুনাইলা কাণে॥ ভাল

ভাল বলি তবে হাসিতে লাগিলা। আশোয়ার সঙ্গে যাই পিতাকে কহিলা॥ মাতা কহে চক্ষু মোর কোথাও না যাব। লক্ষলাভ হৈলে আমি তোমা না পাঠাব॥ নরোত্তম বাক্য কহে মাতা পিতা স্থানে। আমি গেলে সেই রাজা সুখী হবে মনে॥ দৈবজ্ঞ আনিয়া উত্তম দিবস করিল। গমনের কালে নরু হাতে সমর্পিল॥ মনে মনে নরোত্তম হইল আনন্দ। সহায় করিল মোরে প্রভু নিত্যানন্দ॥ রাজদ্বারে গেলে তুমি আমি কি করিব। তোমা না দেখিয়া বাপু রহিতে নারিব॥ দিন দশে আসিহ বাপু গমন ত্বরিতে। আইলে বিবাহ দিব হৈয়া আনন্দিতে॥ তুমি গেলে আমি বাপু তোমার বিহনে। বৃন্দাবনে যাব যুক্তি করিলাম মনে॥ নরুর মাতাকে বহুরূপে প্রবোধিল। নরোত্তমে আনি তার হাতে সমর্পিল॥ সাবধানে রাখিবে নরু করি বক্ষে বক্ষে। কোন স্থানে গেলে তারে দেখিবে চক্ষে চক্ষে॥ পুত্র হাতে ধরি গৃহ-বাহির হইলা। পুত্র কোলে করি বহু চুম্বন করিলা॥ দণ্ডবৎ হৈয়া নরু বিদায় হইলা। ফিরে শতবার ফিরি ফিরিয়া চাহিলা॥ হাসিতে হাসিতে যায় আশোয়ার সঙ্গে। অন্তরে উথলে প্রেম ভাবের তরঙ্গে॥ যাই বিচারিয়ে এক ভাল ক্ষণ করি। যাইতেই চাই আমি রাজ বরাবরি॥ সেই রাত্রি নিদ্রা নাহি জাগে সর্ব্বরাত্র। চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিচিত্র॥ সেইকালে লোকগণের নিদ্রা বড় হৈল। উঠি নিত্যানন্দ বলি বাহির হইল॥ মোর প্রভু চৈতন্য বলি যায় পশ্চিম

মুখে। পথেতে নিহারে নরু কেহ পাছে দেখে॥ ক্রমে ক্রমে পার হৈয়া রহিলা পাহাড়ি। নরোত্তম গেলা বার্ত্তা গেল তার বাড়ী॥ সেইকালে মাতা নরুর বার্ত্তা যে পাইয়া। ঘরের বাহির হৈয়া পড়িল আসিয়া॥ অনাথিনী মায়ে নরু ছাড়িলা বা কেনে। না দেখিয়া তোমা বাপু ছাড়িব জীবনে॥ আরে মোর নরু-পুত্র তুমি গেলা কতি। আউল-চুলেতে কান্দে হইয়া উন্মতি॥ না জানিল নরু মোর ছাড়ি কোথা গেল। বিধাতা দারুণ মোরে এত দুঃখ দিল॥ কোমল শরীর নরুর কেমনে হাঁটিবে। ক্ষুধায় পীড়িত অন্ন কাহারে চাহিবে॥ পালাবার কালে নরু করিলে পিরিতি। অনাথিনী মায়ে ছাড়ি তুমি গেলা কতি॥ হেন কেহ হয় মোর নরুকে রাখয়। সকল তাঁহারে দিব যেবা সেই চায়॥ যত সব গোষ্ঠীগণ একত্র হইলা। প্রবোধ করিতে সব ধরিয়া বসিলা॥ লোক পাঠাইঞা নরুকে ধরি আনাইব। কথো দূরে যাই অবশ্য তার দেখা পাব॥ চতুর্দ্দিকে লোক বহু বিদায় করিল। শত মুদ্রা দিয়া শত লোক পাঠাইল॥ দিকে দিকে লোক সব তল্লাস করিতে। না পাইল না ফিরিল কহিল ত্বরাতে॥ অনেক করিল যত্ন নারিল ফিরাইতে। সঙ্গেতে খরচ দিল এক লোক সাঁতে॥ বাহুড়িয়া আসি লোক ঘরে বার্ত্তা দিল। বহু যত্ন করিল ফিরি তবু না আইল॥ না ফিরিলা মাতা শুনি হইলা মূর্চ্ছিত। হাহা নরু বলি বলি পড়িলা ভূমিত॥ রাণী প্রবোধিতে যত লোক সব গেল। রাণীর ব্যাকুলে প্রাণ

কাটিতে লাগিল ॥ নরুর গমনরীতি যেবা জন শুনে। বৈরাগ্য প্রবল হয় যাহার শ্রবণে ॥ চৈতন্যের কৃপা যারে তারে এই রীতি। এবে লিখি বৃন্দাবন গমনের ভাঁতি ॥ আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে। ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে ॥ পথেতে চলিতে পায়ে হৈল বড় ব্রণ। বৃক্ষতলে পড়ি রহে হৈয়া অচেতন ॥ সফল নহিল বৃন্দাবনের গমন। না দেখিল প্রভু-লোকনাথের চরণ ॥ এত বলি বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলা। প্রভু-লোকনাথ বলি ব্যাকুল হইলা ॥ কোথা গৌররায়-প্রভু দেখিতে না পাই। কিবা না হইবে মোর কোথায় বা যাই ॥ প্রভু রূপ সনাতন না দেখি নয়নে। আমার মনের দুঃখ জানে কোন জনে ॥ শুনিয়া হইল লোভ কোথা দেখিলে পাব। লাভা-লাভ নাহি জানি কিবা মোর হব ॥ এবে শুন নরোত্তমের দশার প্রসঙ্গ। বৃক্ষতলে উঠি গেল প্রেমের তরঙ্গ ॥ বিরহ হইল যত কহিব বা কেহ। শুনিতে বিদরে হিয়া নাহি বান্ধে থেহ ॥ দুগ্ধভাণ্ড লৈয়া এক বিপ্র গৌরবর্ণ। নরোত্তম এই দুগ্ধ করহ ভক্ষণ ॥ অহে বাপু নরোত্তম এই দুগ্ধ খাও। ব্রণস্বাস্থ্য হবে সুখে পথে চলি যাও ॥ দুগ্ধ রাখি সে ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হৈলা। পথশ্রমে শ্রান্তদেহ অতিনিদ্রা গেলা ॥ সনাতন রূপ দোঁহে আইলা রাত্রিশেষে। বক্ষে হস্ত দিয়া কহে ঘুচিল সব ক্লেশে ॥ শুন শুন নরোত্তম দুগ্ধ কর পান। শ্রীচৈতন্য-প্রভু আসি দুগ্ধ কৈল দান ॥ তোমা দেখিবারে আইলাম দুই ভাই। চল চল নরোত্তম বৃন্দাবন যাই ॥ আপনে গৌরাঙ্গ তোরে

দুগ্ধ আনি দিল। পথশ্রম পীড়া দেখি অতিকৃপা কৈল ॥ এই কালে নরোত্তমের হইল চেতন। তিনের বিচ্ছেদে বহু করিল রোদন ॥ হাহা শ্রীগৌরাঙ্গ কোথা রূপ সনাতন। লোটাইয়া পড়ি কান্দে অবশ হৈল মন ॥ কত্তেক কহিব সে কালের রোদন ফুৎকার। সে কালের দশা কহিবারে শক্তি কার ॥ ব্যাকুল দেখিয়া রূপ কাতর হইলা। সহিতে না পারি দোঁহে নিকটে আইলা ॥ সাক্ষাৎ দর্শন পাইল অঙ্গের সৌরভে। দিক্ নিহারিতে চিত্ত গদ গদ ভাবে ॥ স্বর্ণকান্তিকে জিনি দুই কলেবর। যজ্ঞসূত্র শোভে স্কন্ধে রাতুল অধর ॥ কিবা দন্তপঙ্‌ক্তি হাসি অমিঞার রাশি। অতি সূক্ষ্ম শিখা মাথে বাক্য কহে হাসি ॥ কপালে তিলক চারু শোভিয়াছে তায়। তুলসী-নির্ম্মিত কণ্ঠী শোভয়ে গলায় ॥ [illegible] দুই ভাই। মধ্যে মধ্যে ডাকে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি। [illegible] দর্শন করিল বৃক্ষতলে। শুন শুন নরোত্তম বলি কিছু বোলে ॥ বৈরাগ্যের কাল নহে এ বাল্যসময়। হইয়াছে কৃপা প্রভুর অশেষ বিশেষ ॥ রাজপুত্র কভু নাহি জান দুঃখলেশ ॥ গৃহত্যাগ শরীরের হয় মহাক্লেশ ॥ পর্ব্বতগহ্বরের পথে যাও একাকিনী। এইরূপে মহাপ্রভুর কৃপা হয় জানি ॥ চিন্তা নাহি উঠ বাপু যাহ বৃন্দাবন। এ লাগি দর্শন দিল জানি মোর মন ॥ প্রভু প্রেম রাখিলেন তোমার উদরে। তাহাতেই ভাসাইবা সকল সংসারে ॥ তাহাতে ভাসিবে কত চণ্ডাল যবন। অবনীকে আচ্ছাদিবে তোমার সত গণ ॥ দুই প্রভু গৌড়দেশে

হইলা প্রকাশ। জগভরি করিলেন প্রেমের বিলাস॥ বিলাসের লাগি দুই নহে এক প্রাণ। নিশ্চয় জানিহ তার আছয়ে প্রমাণ॥ তাহাতে তাঁহার কৃপা আছে বলবান্। নিজপরে জানাইলেন হঞা সাবধান॥ আমি দুই ভাই কোন বরাক * দুর্ম্মতি। আমাতে রোপণ কৈল আপনার শক্তি॥ সনাতন কহে অহে শুন নরোত্তম। দোঁহার শরীরে তেঁহ একই জীবন॥ সেই মত নরোত্তম আর শ্রীনিবাস। প্রভু অপ্রকটে তোমা দোঁহার প্রকাশ॥ নরোত্তম-বাক্য শুনি বদন নিহারে। বিনয় স্তবন করি দণ্ডবৎ করে॥ রোদন করয়ে অতি ভূমে পড়ি যায়। দোঁহে পদ দিল নরোত্তমের মাথায়॥ এই যে কহিল নরোত্তমের গমন। পথে বৃক্ষতলে পাইল যেমন দর্শন॥ সনাতন রূপ কৃপা করিলা যেমন। মোর প্রভুর আজ্ঞায় ইহা করিল বর্ণন॥ শ্রদ্ধা করি যেই জন করয়ে শ্রবণ। অচিরাতে মিলে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করেন যাহারে। সংসার ছাড়ি বৈরাগ্য জন্মে তাহার অন্তরে॥ রূপ সনাতন কৃপা করেন গাঢ়তর। মনোরথ-সিদ্ধি হয় আনন্দ-অন্তর॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নরোত্তমের প্রেমপ্রাপ্তি ও গৃহত্যাগপূর্ব্বক দুর্গমপথে বৃন্দাবনগমন, স্বপ্নযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও রূপ সনাতনের দর্শন বর্ণন নামক দশম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

* বরাক—ক্ষুদ্র, নীচ॥

একাদশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয়॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় বীরচন্দ্র। জয় জয় হউক তাঁর কৃপার সম্বন্ধ॥ জয় শ্রীনিবাস জয় নরোত্তম জয়। বহুভাগ্যে মিলে তাঁর চরণ-আশ্রয়॥ আজ্ঞা হৈল শোক ছাড়ি চল মধুপুরী। দেখ যাই লোকনাথের চরণমাধুরী॥ এই ত কহিল দুই ভাইয়ের দর্শন। সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এই পথের মিলন॥ বৃন্দাবনে হবে সুখ বিলম্ব না করিহ। রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের চরণ বন্দিহ॥ লোকনাথগোসাঞির চরণ-আশ্রয়। যাঁহার আশ্রয় নিলে সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥ এই কালে গৌড়িয়া বৈষ্ণব পাঁচ ছয়। জিজ্ঞাসিলে পথে সবার হইল পরিচয়॥ তারা কহে চল যাই কান্দ কেন পথে। প্রেমে গর গর চিত্ত চলি যায় সাথে॥ বৈরাগীর সঙ্গে চলে আনন্দ-অন্তরে। ঘুচিল পায়ের ব্রণ চলে ধীরে ধীরে॥ শুনিয়াছে প্রভুর বারাণসী আগমন। অবশ্য যাইব সেই স্থান দরশন॥ বিশেষে পথের মধ্যে না কৈলে দর্শন। তাহা অদর্শনে পাছে অপরাধ হন॥ প্রভুর গমন তাতে মহান্ত-আলয়। তাতে পরিচয় হৈলে কৃষ্ণভক্তি হয়॥ পার হৈয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট। বিশ্বেশ্বর সেই ঘাটে ধরিলেন বাট॥ পরি-

ক্রমা বন্দনাদি করিল সাবধানে। তাহা যে উত্তরমুখে করিল গমনে॥ ঘাটের বামে আছে বাড়ী অতি মনোহর। নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ-অন্তর॥ পূর্ব্বমুখে দ্বার বাড়ী তুলসীবেদী বামে। সনাতনের স্থান দেখি করিল প্রণামে॥ ভিতর-আবাস যাই করিল দর্শন। প্রাচীন বৈষ্ণব বসি করেন সাধন॥ দেখিয়া নয়নে তারে দণ্ডবৎ করে। আইস আইস বলি আনন্দ হৈল অন্তরে॥ উঠি আসি দণ্ডবৎ করে কোলাকুলি। পাদপ্রক্ষালনে জল আনি দিল তুলি॥ নরোত্তম কহে যেই আজ্ঞা সে তোমার। তোমার জল ভক্ষণে ভক্তি হয় ত আমার॥ জিজ্ঞাসিল মহাশয় কহ ত নিবাস। তোমাকে দেখিতে মনে হইল উল্লাস॥ নরোত্তম নাম মোর গড়ের হাটে বাস। বৃন্দাবন দর্শন করি এই মোর আশ॥ সে সিদ্ধ হইল তোমার হইল দর্শন। কৃপা করি কর কিছু ইহাই ভক্ষণ॥ ক্ষণেক অন্তর কিছু ভক্ষণ করি বসি। ইহারে ত পরিচয় দেন হাসি হাসি॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মোর প্রভু হয়। তাঁর আজ্ঞা এই স্থানে সেবার নিশ্চয়॥ সেই স্থানে গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রসে। শয়নে আছিলা রাত্রি হৈলা অবশেষে॥ সেইকালে তাঁর স্থানে হইলা বিদায়। মনে মনে স্মরণ করি পথে চলি যায়॥ প্রয়াগ করিল স্নান ভাগ্য করি মানে। বাস করি সেই রাত্রি করিল ক্ষেপণে॥ ক্রমে ক্রমে চলি পুনঃ আইলা মথুরা। ভূতেশ্বর দেখি গেলা কেশোরায় দ্বারা॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখিল নয়নে। শতধারা বহে

বাক্য না স্ফুরে বদনে ॥ বিশ্রামে স্নান করি গ্রামে উত্তরিলা। বৃন্দাবনে শ্রীরূপের প্রত্যাদেশ হৈলা ॥ শুন শুন জীব আমি পাঠাই এক জন। গড়ের হাটে বাস তাঁর নাম নরোত্তম ॥ প্রীতি করি তাঁরে সমর্পিবা লোকনাথে। বিশ্রান্তে আছেন কালি হৈতে মথুরাতে ॥ চেতন পাইয়া মনে আনন্দ হইল। সঙ্গের বৈষ্ণবগণে আজ্ঞা যে করিল ॥ নরোত্তমে আন যাইয়া মথুরা হইতে। বিলম্ব না করিহ তারে আনিবে ত্বরাতে ॥ বিশ্রান্তে স্নান সবে আসিয়া করিলা। সেই ঘাটে সেই স্থানে আসিয়া পাইলা ॥ শীঘ্র তুমি চল আর বিলম্ব না করিহ। পুনরপি আসি ঘাটে স্নান করিহ ॥ সে আজ্ঞা বলিয়া সঙ্গে চলিলা ত্বরা চিতে। প্রেমে ব্যাকুল গোবিন্দের মন্দির দেখিতে ॥ মন্দিরের শোভা দেখি প্রেম উথলিল। হা গোবিন্দ বলি মূর্চ্ছা অধিক হইল ॥ ভাবাবেশ দেখি তাঁর শ্রীজীবগোসাঞি। লোকনাথগোসাঞি স্থানে সব কহে যাই ॥ শীঘ্রগতি চল গোসাঞি আমি যাই সঙ্গে। এ দেহেতে দেখি হেন ভাবের তরঙ্গে ॥ নবীন বয়স্ হেন বৈরাগ্য তাহার। হইল প্রবল ভাব তাহাতে প্রচার ॥ এমন রূপের শোভা কিবা গৌর-অঙ্গ। ডগ মগ করে অঙ্গ প্রেমের তরঙ্গ ॥ মোর প্রভুর আজ্ঞা হৈল তাহারে আনিতে। আনিল তাহারে যাই ঘাটবিশ্রান্তি হৈতে ॥ গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈলা পাত্র সব আনি। হেন সঙ্গ হয় আপনার ভাগ্য মানি ॥ সঙ্গে লোকনাথ করি গোসাঞি আইলা। পড়ি আছেন নরোত্তম, গোসাঞি

দেখিলা ॥ মহাপ্রেম দেখি গোসাঞি বসিলেন কাছে। নরোত্তম কার নাম বৈষ্ণবেরে পুছে ॥ এই দেখ নরোত্তম পড়িয়া ধরণী। ভাল বলি বুকে হাত দিলেন আপনি ॥ হস্ত-স্পর্শে নরোত্তমের হইল চেতন। নরোত্তম নিজ-প্রভুর ধরিল চরণ ॥ অশ্রুযুক্ত হৈয়া গোসাঞি করিলেন কোলে। স্পর্শ পাইল নরোত্তম আনন্দবিহ্বলে ॥ তুমি যে আসিবা আজি দেখিলাম স্বপনে। অন্ধ নেত্র পাইলাম তোমার মিলনে ॥ দয়া করি চৈতন্য তোমারে পাঠাইল। দরিদ্র লোকেরে ধন আনি দেওয়াইল ॥ হাতে ধরি লৈয়া গেলা গোবিন্দ-মন্দিরে। জীবগোসাঞি সমর্পিলা হস্তে ধরি তাঁরে ॥ সাহজিক প্রেম দোঁহার দেখি দয়া হৈল। অনায়াসে বিধি আনি রত্ন মিলাইল ॥ হাতে ধরি করাইল গোবিন্দদর্শন। দেখিয়া গোবিন্দমুখ হৈলা অচেতন ॥ ধরাধরি লঞা গেলা আপনার কুঞ্জ। গুরুর দর্শনে প্রেম উঠে পুঞ্জ পুঞ্জ ॥ এই কালে গোবিন্দের আজ্ঞা যে আইল। পাইতে প্রসাদ নরোত্তম সঙ্গে নিল ॥ বৈরাগ্য দেখিয়া গোসাঞি সব জিজ্ঞাসিল। আদ্যোপান্ত নরোত্তম সকলি কহিল ॥ গৌরবর্ণ এক শিশু হৃদয়ে পশিল। সেই বলে শ্রীরূপের-চরণ দেখিল ॥ অনাশ্রিত আছি সঙ্গে কেমনে বসিব। একত্র বসি কেমনে বা প্রসাদ পাইব ॥ শুনিয়া সকল কথা গোসাঞি হাসিলা। পুনরপি তাহাকে ত কিছু জিজ্ঞাসিলা ॥ আপনে কহিলে গৌরবর্ণ শিশু এক। তাহাকে দেখিলে তুমি নয়ন পর-

তেক ॥ আপনে প্রবেশ কৈল হৃদয়ে তোমার। তিঁহ জগদ্গুরু চাহ গুরু করিবার ॥ প্রেমরূপে আপনে চৈতন্য অবধান। সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কৈল দান ॥ যে প্রেম লাগিঁয়া সবে করেন ভজন। তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ ॥ প্রয়োজন কিবা আছে গুরু করিবার। যেবা সাধ্যবস্তু সেই হৃদয়ে তোমার ॥ অবধি বা কিবা আছে শুন নরোত্তম। বাহিরে অন্তরে তোমার হেন প্রেমধন ॥ সেই কৃপা সেই প্রেম আইলে বৃন্দাবন। কিবা বা গুরুর কার্য্য সাধ্য প্রয়োজন ॥ যাহার হৃদয়ে সেই থাকে রাত্রিদিবা। তার আর অপ্রাপ্তি আছয়ে আর কিবা ॥ সেই কৃপায় হইল গোবিন্দদরশন। তাঁর আজ্ঞা হৈল প্রসাদ করিল ভক্ষণ ॥ নরোত্তম কহে প্রভু! মুঞি অতি-দীন। আপনার যেই আজ্ঞা সেই সে প্রবীণ ॥ সাক্ষাতে কহিতে প্রভু মনে বাস ভয়। পুনঃ নিবেদন কর যদি আজ্ঞা হয় ॥ কহ দেখি বাপু কিবা আছয়ে কথন। দণ্ডবৎ করি করে সব নিবেদন ॥ আপনে চৈতন্য কলিযুগে অবতরি। চণ্ডাল যবন আদি সকল উদ্ধারি ॥ তেঁহ জগদ্গুরু তাঁরে সেবে সর্ব্বজন। তথাপি করিহ তিঁহ মর্য্যাদা স্থাপন ॥ আপনে করিলা গুরু ধর্ম্মসংস্থাপন। সেই মত পারিষদ্ যত প্রভুর গণ ॥ গুরু-আজ্ঞা শিষ্য প্রতি যেই আজ্ঞা করে। প্রাপ্য প্রাপ্ত হয় তাঁর বাক্য অনুসারে ॥ গুরু-আজ্ঞা নাহি মোরে কি কহিব কথা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিবা জানিব সর্ব্বথা ॥ প্রভুর

সাক্ষাতে কিবা কহিব মুঁঞি ছার। নিবেদন করিতে যোগ্যতা নহিল আমার॥ যেই প্রেম যে বালক আছয়ে হৃদয়ে। মহাপ্রভুর আজ্ঞা হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়ে॥ শুনিয়া সকল কথা গোসাঞি হাসিলা। কৃপান্বিত হৈয়া গোসাঞি সকলি কহিলা॥ এক স্থানে বসিতেই ভয় বড় মনে। আমার যোগ্যতা নাই বসি প্রভুসনে॥ নরোত্তম দেখি সবার আনন্দিত মন। তাঁর সহায় লাগি সবে করে নিবেদন॥ বৃন্দাবনে কালাকাল নাহি মন্ত্র দিতে। শীঘ্র মন্ত্র দেহ নরোত্তমের কর্ণেতে॥ লোকনাথ কহে আজ্ঞা হইলে না হয়। এক বৎসর শাস্ত্র-আজ্ঞা আছয়ে নির্ণয়॥ হরিনাম দেহ কর্ণে চাহিয়ে বসিতে। "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" লাগিলা কহিতে॥ হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল। হরিনাম দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল॥ ইহার প্রসঙ্গ কহি শুন মন দিয়া। গুরুনির্ণয় শিষ্যনির্ণয় কহি বিবরিয়া॥ এ কথা শুনিলে চিত্তে হইও সাবধান। কেহ যদি করে হেন সেই ভাগ্যবান্॥ অভ্যন্তরে লৈয়া গোসাঞি কহে নরোত্তমে। যেই এই মর্ম্মবেত্তা সেই ইহা জানে॥ মহাপ্রভুর আজ্ঞা আছে হরিনাম প্রতি। জীবের রক্ষার লাগি দিবেন সম্প্রতি॥ কত দেহ ভ্রমি জীব নরদেহ পায়। তাহার রক্ষার হেতু মহৌষধ চায়॥ অন্য দেহান্তরে জীবের পাপ তাপ রোগ। তাহার খণ্ডন করে নাহি হেন যোগ॥ জন্মে জন্মে যত পাপ তাপ পাইয়া থাকে। বিস্মরণ জীব নাহি জানে আপনাকে॥ মনুষ্যদেহ পাঞা তাহা সকলি

সাধিব। না সাধিলে সেই দেহ তেমতি পাইব॥ হেন রোগ দূরে করে কৃষ্ণভক্তরূপে। কৃষ্ণনাম দিলে হয়েন গুরুর স্বরূপে॥ গুরু শিষ্যে কথা এই শাস্ত্রেতে আছয়। যেই তাহা জানে সেই অবশ্য করয়॥ তাহা না করিলে শাস্ত্র হয় অনুবাদ। তে কারণে নহে তারে কৃষ্ণের প্রসাদ॥ কৃষ্ণরূপে শাস্ত্র-দ্বারে করেন প্রচার। সদ্গুরু যেঁহ্ বাক্য করিব বিচার॥ এক বৎসর দেখিবেন গুরুর সে তত্ত্ব। বিশ্বাস করিয়া মনে বুঝিব মহত্ত্ব॥ যে ক্রিয়া করিব গুরু করি নিরীক্ষণ। যেন যোগ্য, তেন সেবা করি অনুক্ষণ॥ গুরু বুঝিবেন শিষ্যের যেমত আচার। যোগ্যতা অযোগ্য মনে করিব বিচার॥ হরিনাম সাধিব গুরুসঙ্গে থাকি সদা। বৈষ্ণবের সঙ্গে লোভ করিব সর্ব্বথা॥ জানিবেন শিষ্য মনে করি দৃঢ়রতি। নহিলে কি যায় জীবের সকল দুর্ম্মতি॥ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সাধি দিবানিশি। কোন যুগে প্রভু কৃপা হয় হেন বাসি॥ অধিক উৎকণ্ঠা হয় গুরু করেন করুণা। ইহা সে বুঝিতে পারে কোন কোন জনা॥ শিষ্য মন বুঝি গুরু বিশ্বাসের কথা। যোগ্যতা নহিলে কৃপা নহিবে সর্ব্বথা॥ এই হয় প্রাচীন বাক্য শুন নরোত্তম। না জন্মে কৃষ্ণের কৃপা এই ত কারণ॥ বহু শিষ্য করিতে গোসাঞির আজ্ঞা নাই। ইহাতে বিশুদ্ধ আছে শুন মন দেই॥ দুই চারি শিষ্য কৈলে ধরে প্রেমফল। বহু শিষ্য কৈলে সব হয় ত বিফল॥ এই যে কহিনু কথা শুন সাবধানে। আর বা আছয়ে কত কতেক আখ্যানে॥ কৃষ্ণ-

নাম হন বাপু ধরে প্রেমফল। তাতে রতি হৈলে অবশ্য মিলয়ে সকল ॥ হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল। তদবধি সে সাধন রাত্রি দিন কৈল ॥ দুই লক্ষ নাম সাধন নিভৃতে বসিয়া। সন্ধ্যা নাম লয় বসি রাত্রিতে জাগিয়া ॥ প্রভাতে আসিয়া করে প্রণাম স্তবন। দাঁড়াইয়া নেত্রে করে রূপ নিরীক্ষণ ॥ নরোত্তম ভাল আছ কহেন বচন। স্বচ্ছন্দে আছিয়ে এই প্রতাপ চরণ ॥ ভাল ভাল বুলি গোসাঞি হাসেন আপনে। দণ্ডবৎ করি কহে মোর নিবেদনে ॥ যেমনে আজ্ঞা হয় মোর জানেন অন্তর। এই মত গতায়াত করে নিরন্তর ॥ কখন কখন আইসে ভোজনের কালে। পাত্র-অবশেষ পাই বৈসেন বিরলে ॥ কখন কখন করেন চরণসেবন। যখন যে আজ্ঞা হয় করেন শ্রবণ ॥ কভু বৃন্দাবন-স্থান যান দেখিবারে। সেই স্থানে কৃষ্ণলীলা দণ্ডবৎ করে ॥ কখন শ্রীজীব-স্থানে করেন আলাপন। শুনি কৃষ্ণলীলা প্রেমে ভাসি যায় মন ॥ আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম। রাত্রিশেষে সেই সেবা করিলা নিয়ম ॥ যে স্থানে গোসাঞিজীউ যান বহির্দেশ। সেই স্থান যাই করেন সংস্কার বিশেষ ॥ মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে। নিত্য নিত্য এই মত করেন সেবনে ॥ গোসাঞি কহে এই কার্য্য করে কোন জন। ইহা নাহি বুঝি করে কিসের কারণ ॥ হেনকালে নরোত্তম করেন গমন। সেই কালে সেই স্থানে নাহি কোন জন ॥ ঝাঁটা গাছি পুঁতি রাখে

মাটির ভিতরে। বাহির করি সেবা করে আনন্দ-অন্তরে॥ আপনাকে ধন্য মানে শরীর সফল। প্রভুর চরণ প্রাপ্তে এই মোর বল॥ কহিতে কহিতে কান্দে ঝাঁটা বুকে দিয়া। পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া॥ প্রভু-লোকনাথ নরোত্তমের জীবন। বহু-জন্ম ভাগ্যে পাই তোমার চরণ॥ মনে মনে ভাবে গোসঞি হঞা চমৎকার। কেমনে জানিব হেন কার্য্য বা কাহার॥ এইরূপে বিচার করয়ে মনে মন। কারে জিজ্ঞাসিব কার্য্য কে করে এমন॥ এই শুন নরোত্তমের সাধনের কথা। চমৎকার লাগে ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥ হেন কোথা নাহি দেখি শুনি নাহি আর। গুরু প্রতি হেন প্রীতি হইবে কাহার॥ এই মত সাধন সেবন করে নিতি নিতি। হেন নরোত্তম পায়ে সহস্র প্রণতি॥ এই মত দিনে দিনে সেবন করিতে। গোসাঞি কহেন অবশ্য চাহিয়ে জানিতে॥ বৈশাখে বৈশাখে এক বৎসর বহি গেল। মনে গোসাঞি তবে এক বিচার করিল॥ ছয় দণ্ড রাত্রি যবে হৈল অবশেষ॥ সেই কালে গমন করিব বহির্দ্দেশ॥ তবে সে জানিব ইহা করে কোন জন। নহিলে মনের দুঃখ না যায় সহন॥ শ্রীরূপের বিচ্ছেদে মনের গেল সাধ। বিশেষতঃ বৃন্দাবনে হেন অপরাধ॥ কোন্ ব্রজবাসী আছে হেন কার্য্য যার। লোকেরে কহিতে লজ্জা হয় ত আমার॥ মনোদুঃখে গোসাঞির এইরূপে দিন যায়। নহিলে কি করি ইহার কি আছে উপায়॥ তার পরে নরোত্তম-দর্শনে আইলা। দণ্ডবৎ কৈলা গোসাঞি কিছু

জিজ্ঞাসিলা॥ ভাল আছ নরোত্তম! কহ দেখি শুনি। সর্ব্বসিদ্ধি প্রভুর কৃপা এই আমি জানি॥ কহিতে বাসিয়ে লাজ কহা নাহি যায়। হাসিয়া গোসাঞি অতি করে হায় হায়॥ নরোত্তম প্রণমিয়া হইলা বিদায়। দুই লক্ষ নাম সঙ্খ্যা করেন সদায়॥ তার পর দিন গোসাঞি যান বহির্দেশ। যখন আছয়ে রাত্রি ছয় দণ্ড শেষ॥ হেন কালে নরোত্তম সেই স্থানে আছে। ঝাঁটি দিছেন, গোসাঞি দাণ্ডা'লা তাঁর পাছে॥ ঝাঁটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে। কে বট কে বট বলি লাগিলা কহিতে॥ নরোত্তম কহে প্রভু মুঞি ভৃত্যাভাস। চরণকমল দুই করিয়াছি আশ॥ গোসাঞি কহেন নরোত্তম হেন কার্য্য কর। দুঃখ বড় পাই বাপু এ সব সম্বর॥ নরোত্তম কহে ভাগ্যে মিলে এ সেবন। হেন কৃপা কর যেন নহে অন্য মন॥ এই কথা কহি গোসাঞি শৌচেতে বসিলা। তদবধি নরোত্তম সে স্থানে রহিলা॥ উঠিয়া আসিয়া ডাকে নরোত্তমদাস। যোড়হাতে দাণ্ডাইলা মনের উল্লাষ॥ মৃত্তিকা আনহ, জল আন ত্বরা করি। মৃত্তিকা আনিয়া, জল আনিলেন ভরি॥ দুই হাতে মৃত্তিকা সে তুলি দেহ জল। সাক্ষাতে সেবন পাইল হৈল তার বল॥ কর যুড়ি নরোত্তম দণ্ডবৎ করে। চরণ তুলিয়া দিল মস্তক-উপরে॥ যমুনাতে স্নান কৈল আনন্দিত হৈয়া। গোসাঞি কহেন নরোত্তম স্নান কর যাঞা॥ আনন্দ হই যমুনায় স্নান করি রঙ্গে। গোসাঞি কুঞ্জকে যান ইহঁ যান সঙ্গে॥ পাদপ্রক্ষালন কৈল স্বহস্তে

নরোত্তম। আসনে বসিলা গোসাঞি করিতে স্মরণ॥ তিলক করিল স্তব পাঠ গাঢ়তর। পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ আনন্দ-অন্তর॥ বসি আছেন নরোত্তম কুঞ্জের ভিতরে। ডাকিলেন অহে বাপু আইস এই ঘরে॥ সে কালে করেন বহু দণ্ডবৎ নতি। ডাকিয়া লইল সাক্ষাতে করেন বহু স্তুতি॥ আনাইল তুলসী চন্দন পুষ্পমালা। কুঙ্কুম কস্তুরী আনেন কেশের রচনা*॥ বাম দিকে বৈস বাপু শুনহ বচন। দুই পদ ধরি কর আত্মসমর্পণ॥ রত্নের মন্দির রত্নসিংহাসন মাঝে। শ্রীনন্দনন্দনবামে রাধিকা বিরাজে॥ আত্মসাৎ করহ শ্রীবিলাসমঞ্জরী। মঞ্জুলালির বিলাসমঞ্জরী অনুচরী॥ কৃষ্ণ-বামে বেষ্টিত হয় ললিতাদিগণ। রাধিকার বামে মঞ্জরী করহ স্মরণ॥ রাধাকৃষ্ণ-হৃদয় দেহ মাল্যচন্দন। কুঙ্কুম কস্তুরী অঙ্গে করহ লেপন॥ একে একে সখীগণে করহ পূজন। সখীগণ হস্তে তারে কৈল সমর্পণ॥ বিলাসমঞ্জরী তোমা সবার অনুচরী। গুরুরূপা সখীকে দিল সমর্পণ করি॥ হস্ত ধোয়াইয়া মন্ত্র করান গ্রহণ। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র প্রথম করাইল শ্রবণ॥ কামবীজ শুনাইল অতি-যত্ন করি। পশ্চাৎ বসিয়া সব কহিল বিবরি॥ শ্রীজীব-গোসাঞিকে যাঞা কর নমস্কার। প্রার্থনা করিবে যেন করেন অঙ্গীকার॥ হস্ত ধুইল নরোত্তম যায়েন বাহিরে। প্রার্থনা করিয়া বহু দণ্ডবৎ করে॥ ডাকিয়া তঁ কৃপা কৈল পদ দিল শিরে। চরণামৃত দিল গোসাঞি আনন্দ অন্তরে॥ শ্রীজীব-

* "কেশরের মালা" জীর্ণ-পুস্তকের পাঠান্তর॥

গোসাঞি-স্থানে যান নরোত্তম। যাইয়া করিল দণ্ড প্রণাম স্তবন ॥ কৃপা কৈল বহু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। হাসিতে হাসিতে কহেন আইস নরোত্তম ॥ বহু প্রীতি কৈল গোসাঞি বসাইল স্থানে। জিজ্ঞাসেন গোসাঞি হৈয়া আনন্দিত মনে ॥ মনোরথ সিদ্ধ হৈল বাঞ্ছিতপূরণে। সর্ব্বসিদ্ধি হয় তোমার কৃপাবলম্বনে ॥ মোরে রক্ষা কর গোসাঞি দিয়া নিজ-বল। আর কি কহিব পূর্ণ হইল সকল ॥ পুনরপি গেলা তিঁহ গোসাঞির নিকটে। ভোজন করেন গোসাঞি করিলেন দৃষ্টে ॥ আইস আইস নরোত্তম বৈস এই স্থানে। পাত্র-অবশেষ দিলা হৈয়া কৃপাবানে ॥ এই ত কহিল নরোত্তমের মন্ত্রদীক্ষা। পশ্চাৎ কহিব গোসাঞির ধর্ম্মশিক্ষা ॥ উপাসনা যে করিল সাধনের রীতি। মুঞি দুরাচার লিখ করিয়া প্রণতি ॥ যেই ইহা শুনে নিজশ্রবণে একবার। তাঁরে কৃপা করিব রাধাকৃষ্ণ-পরিবার ॥ যেই জন করে এই সাধন ভজন। তাহা কি কহিব আমি করিয়া লিখন ॥ এই ত নিগূঢ় অতি হয় উপাসনা। ইহাতে অনাসক্ত আছে কত কত জনা ॥ বহির্মুখ স্থানে ইহা করিব গোপন। কহিবে তাহার স্থানে যেই এই জন ॥ প্রাতে আইলা নরোত্তম গোস্বামির স্থানে। প্রণাম করিয়া কিছু করে নিবেদনে ॥ কিবা জিজ্ঞাসিব প্রভু উপাসনারীতি। কৃপা করি দেহ প্রভু সম্প্রদায়ে ভক্তি ॥ বৈস বাপু নরোত্তম কহি উপাসনা। রাধাকৃষ্ণ মনে সেই করিবে ভাবনা ॥ সিদ্ধদেহ সাধকদেহ দুইয়ের সাধন। এক এক করি কহি করহ শ্রবণ ॥ নরলীলা-শরীর

কৃষ্ণ সাধন প্রধান। বয়ঃক্রম আষোড়শ বর্ষ তাহার প্রমাণ॥ করিল বিচার এই [illegible] ব্যক্ততা প্রবীণ রাধা সখী-গণ আর॥ [illegible] হন ললিতা বিশাখা। মঞ্জরীর গণ হন সেবায় [illegible]। [illegible] হন তাঁর দাসী-অভি-মান। একত্র লিখিয়ে তাঁর নামের বিধান॥ শ্রীরূপ, লবঙ্গ, রতি, রস, গুণ, আর। মঞ্জুলালি আদি করি এই নাম তাঁর॥ লীলাস্থানে জানিবেন সখীগণের স্থিতি। এই কর্ত্তব্য এই লোভ এই সব প্রাপ্তি॥ নন্দীশ্বর জাবট সঙ্কেত বরষাণে। কুণ্ড কুঞ্জ-রাস যত জানিবেন স্থানে॥ নিত্যলীলা যত যাহা সময় জানিয়া। যাঁর যূথ সেই সেবা করিব বুঝিয়া॥ গুরুরূপা সখীসঙ্গে গমনাগমন। ইঙ্গিত জানিয়া লোভে করিব সেবন॥ নরোত্তম কহে প্রভু করি নিবেদন। কিরূপে জানিব সেই সাধক আখ্যান॥ কালে বাস করিয়া ভাবের অনুসারে। স্মরণ সেবন দুই জানিব অন্তরে॥ সেবন করিব সঙ্গে বাস সখীসঙ্গে। কোন্ স্থানে মন্ত্র জপি জানি কোন্ অঙ্গে॥ কুঞ্জের গবাক্ষে চক্ষু রোপণ করিয়া। যে মন্ত্র জপিব তাঁর অঙ্গ নিরখিয়া॥ কামবীজ জপিবেন কেমন সময়। বিবরিয়া কহ প্রভু শুন দয়াময়॥ কামবীজ তাঁরে জানি বশীকরণ করি। সর্ব্বত্র হইব বশ মন্ত্রের মাধুরী॥ মন্ত্র জপি নিরখিব জন জন করি। বশীকরণ তাহাতেই করিল বিবরি॥ রতি-কালে রাধাকৃষ্ণ করিব শয়ন। সেইকালে এই মন্ত্র করিব স্মরণ॥ এই ত কহিল শুন ইহার আখ্যান। যে কিছু আছয়ে

তার কহিয়ে বিধান॥ সখী সব সমর্থার সেবা অধিকারী। তাহার আশ্রয় লহ সেই অনুসারি॥ যেই জন আশ্রয় করিব সর্ব্বথায়। যে স্থানে যে স্থানে বাস রহিবে তথায়॥ রাগাত্মিকা বলি সব তাহারে জানিব। সেই সে আশ্রয় মোর ইহা বিচারিব॥ জানিবেন দুই যূথ রাধা চন্দ্রাবলী। দক্ষিণা আর বামা বলি স্বভাব সকলি॥ চন্দ্রাবলী জানিব মনে দক্ষিণা কর্কশা। বামা মৃদু রাধা হন এই ত লালসা॥ রাধিকার সখীগণ তাহারে জানিব। তার নাম পঞ্চবিধা স্বভাব বুঝিব॥ যার যত অধিকার জানিবেন মনে। রাধাকৃষ্ণ অনুরক্তি তাহাবলম্বনে॥ সেই সে আশ্রয় মোর ইহাই বিচার। কৃপা করি কহ প্রভু মুঞি দুরাচার॥ যতেক করিলে কৃপা মুঞি জীব ছার। প্রসঙ্গে করিতে নহে অন্যত্র যে আর॥ মনের বিচার এক উঠিছে আমার। নিবেদন করোঁ যদি আজ্ঞা তোমার॥ মন্ত্র যে প্রথমে কৃপা করিলে আমারে। কৃষ্ণ-রাধা বিচ্ছেদ ইথে জানিল অন্তরে॥ সে কালে বিচ্ছেদ-সেবা তার কি করিব। পৃথক্ পৃথক্ করি আজ্ঞা সে হইব॥ গৃহেতে সঙ্গেতে আর যান নন্দীশ্বর। কৃষ্ণকে গমন করেন বৃষভানুঘর॥ ইহাতে জানিল কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের গতি। ইহাতেই দিবানিশি রহিবেক মতি॥ কেমনে করিব সেবা ভাবনা অন্তরে। পৃথক্ পৃথক্ করি আজ্ঞা হউক আমারে॥ নিবেদন কৈল এই তোমার গোচরে। কৃপা করি কহ মোরে স্ফুরুক অন্তরে॥ অহে বাপু নরোত্তম ইহা না জানিলে। উপা-

সনা কিবা প্রাপ্তি কহিব বিরলে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা দুঃখিত-অন্তরে। সখী সব কৃষ্ণলীলা করে গাঢ়তরে॥ চিত্ত স্থির লাগি কহে রূপ গুণকথা। যেখানে যেখানে থাকেন যেমন ব্যবস্থা॥ আনন্দ জন্মাহ তবে রাধার অন্তরে। সেই সঙ্গে যার বাস জানিব অন্তরে॥ তখন করিব সেবা কেমন উপায়। মো বিষয়ে কহ প্রভু করুণা আজ্ঞায়॥ গৃহপতি-স্থানে যখন থাকেন রাধিকা। তখন তাঁহার সেবা করিব অধিকা॥ যখন একত্র রহে হইয়া মিলন। সেবন করয়ে সখী আনন্দিত মন॥ তেমতি ভাবনা করি দেহের স্বভাব। ইহা না করিলে হয় অন্তরায় * ভাব॥ তেন মতে যূথে মিলে সেবার লালনা। কুঙ্কুমাদি বারি চন্দন নিরীক্ষণ আশা॥ এই সব শুনিলে জানিলে অনুভব। রাগাত্মিকাময়ী দেহ এই কার্য্য সব॥ সেই দেহ প্রাপ্তি লাগি এতেক উপায়। জানিব শ্রীরূপগ্রন্থ † লিখিয়াছেন তায়॥ এবে কহি পরকীয়া স্বকীয়ার গতি। স্থান নিরূপণ কহি যেমন বসতি॥ পরকীয়া রাধা-সখীগণের অন্তরে। স্বকীয়ার যত গণ বৃন্দাবনান্তরে॥ সত্যভামা আদি করি যতেক মহিষী। স্বকীয়া সম্পূর্ণ তাতে জানিবা প্রশংসি॥ আমার যে গতি সেই পরকীয়া মত। তুমি এই আস্বাদন সখী-অনুগত॥ যে দেহ ভাবনাময়ী ভাবাশ্রয় গতি। সে সকল সিদ্ধ হৈলে সেই দেহ

---

* অন্তরায়—অর্থাৎ বিঘ্ন॥

† শ্রীরূপগোস্বামিপ্রণীত উজ্জ্বলনীলমণি এবং হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥

প্রাপ্তি ॥ অহে নরোত্তম কহি সাধনের কথা। প্রবিষ্ট করিবে মন ইহাতে সর্ব্বথা ॥ কেহ কহে বৃন্দাবন গোলোক করিয়া। কেহ ভাবে দ্বারকাদি সমান বলিয়া॥ আশ্রয় করয়ে এক, আর হয় প্রাপ্তি। না শুনে শ্রীরূপের গ্রন্থ না করে অবগতি ॥ এ কথা জানিবে নিশ্চয় শাস্ত্রের দ্বারায়। কি করিলে কিবা হয় কেবা কোথা যায় ॥ পুনঃ পুনঃ নিবে-দিতে মনে বাসো ভয়। মন্ত্র-উপাসনা নাম যত কিছু হয়॥ খেদ করি জিজ্ঞাসিলে সব লভ্য হয়। জিজ্ঞাসা করিতে মনে কেনে বাস ভয় ॥ সব শিক্ষা দিব এই রহ বৃন্দাবনে। বিস্তার লাগিয়া ইহা করিব রোপণে ॥ হেন উপাসনা নহে ধর্ম্ম কেবা জানে। কেবা বা প্রসঙ্গ করে আছয়ে ভুবনে ॥ প্রেমের উদয় হয় তোমার হৃদয়। সে কহায় হেন কথা মোর মনে লয় ॥ শুনহ মন্ত্রের কথা সাধনাঙ্গ সার। সকল বসিয়া শুন যেবা আছে আর ॥ কামগায়ত্রী শুন এই বীজ নাহি তায়। দুই পঞ্চ নাম কহি যেমন উপায় ॥ যে শুনিলে আর কহি সাধ-নের কথা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আর যতেক ব্যবস্থা॥ আশ্রয় আলম্বন কহি আর উদ্দীপন। লভ্যালভ্য হয় যত কারণা-কারণ ॥ সিদ্ধদেহ ভাবনাময়ী সাধনাঙ্গ আর। যেমনে উদয় হয় তাহার প্রকার ॥ কৃষ্ণাশ্রয়ে ত্যাগকরণ কর্ম্ম যেবা হয়। অনন্যশরণ গতি যাঁহার আশ্রয়॥ না করিলে এই মত না হয় উদয়। কর্ম্মদ্রোহি-মিলনে সে সব যায় ক্ষয় ॥ নিত্যসিদ্ধ রাগানুগা যেই দেহ হয়। সাধন করিলে যেন পুষ্টতা

করয় ॥ গুরুপাদাশ্রয় করি আদি যত হয়। চতুঃষষ্টি অঙ্গ তার প্রকরণময় ॥ ভক্ষণ করিলে যেন দেহে হয় বল। সিদ্ধ-দেহ তেন মত করয়ে প্রবল ॥ সাধক-দেহের বল নাহিক যাহার। আলম্বনশূন্য সেই নাহিক সঞ্চার ॥ নিবেদন করি প্রভু ক্ষম অপরাধ। শ্রীমুখে শুনিতে মনে বড় হয় সাধ ॥ রাগ বৈধী কহি প্রভু কহিলে আপনে। চতুঃষষ্টি অঙ্গ বৈধী ইহার কারণে ॥ ভাল জিজ্ঞাসিলে বাপু শুন আর বার। সংশয় হইলে নারে সাধন করিবার ॥ শুভাশুভ শাস্ত্রভয়ে যে করে সাধন। তারে বৈধী করি কহে গোসাঞির লিখন * ॥ মহা-প্রভু শক্তিসঞ্চার কৈল রূপদ্বারে। সে আজ্ঞায় সাধনশাস্ত্র করিল প্রচারে ॥ প্রভুরে পাঠাঞা দিল সেই গ্রন্থ সার। পত্রদ্বারায় লিখিল যে সারাসার বিচার ॥ গ্রন্থ পত্র লৈয়া লোক গেল পুরুষোত্তম। শুনিয়া সকলে গ্রন্থ আনন্দিত মন ॥ রামানন্দ স্বরূপ ডাকি করিল একত্র। বৃন্দাবন হৈতে পাঠাইল এক পত্র ॥ গ্রন্থ লিখিয়াছেন দেখ দুই মহাশয়। প্রাপ্য প্রাপ্তি যেবা আছে যেবা কিছু নয় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে গ্রন্থ নিল কোলে। গ্রন্থ দেখি পড়িলেন আনন্দবিহ্বলে ॥

* যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥
ইতি হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ॥

অর্থাৎ যে স্থলে রাগাত্মিকাভক্তিতে অধিকার না জন্মায়, কেবল শাস্ত্রের শাসনবশতই যে একটী প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে ॥

সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন। আপনে গৌরাঙ্গ করেন যত নিজ মন॥ প্রভু ত্বরায় লিখিলেন পত্র নিজ-হাতে। যে আজ্ঞা হইল প্রভুর লিখিলেন তাতে॥ এই মত ধর্ম্ম হয় সাধনাঙ্গসার। আপনে করিলে পারে করিতে নিস্তার॥ সেই পত্র লৈয়া লোক আইল বৃন্দাবন। বসিয়া শুনিল সব পত্র-বিবরণ॥ সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন। জগতে বিস্তার হৈল, হৈল মহাধন॥ আপনে আচরে ধর্ম্ম কহেন লোকেরে। তাহারেই আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করে॥ অন্যে ধর্ম্ম কহে আপনে না করে পালন। তাহারে চৈতন্য কৃপা না করেন কখন॥ না করে আপনে কেহ ভেদাভেদ করে। কৃষ্ণ নাহি পায় কোন জন্মের ভিতরে॥ প্রভু-স্থানে অপরাধ তার হয় বল। শ্রীরূপের মনোদুঃখে যায় রসাতল॥ গুরুপাদাশ্রয় করি জন্ম যায় বৃথা। যে কিছু করয়ে সব উড়ি যায় কথা॥ নরোত্তম শুনিলে এই সাধনবিবরণ। তার প্রাপ্তি হয় লুব্ধ হয়ে যার মন॥ নাম নামী অভেদ করি লহ হরিনাম। যার রতি হৈলে চৈতন্য হন কৃপাবান্॥ প্রথমেই গ্রহণ করাইল হরি-নাম। সেই দ্বারে জীবের খণ্ডিল কর্ম্ম জ্ঞান॥ যাঁরে কৃষ্ণচৈতন্য বলি এই হৈতে গুরু। এই হৈতে আজ্ঞা আছে নাম কল্পতরু॥ যে বৈষ্ণব হইবে লইবে হরিনাম। সংখ্যা করি নাম লৈলে কৃপা করেন গৌরধাম॥ পূর্ব্ব অভিপ্রায়ে সবে লহ হরিনাম। কেহ লক্ষ লক্ষ বিশেষতঃ মুখে গান॥ নরোত্তম লক্ষ নাম লয় সংখ্যা করি। নাম লৈলে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশক্তি ধরি॥ কৃষ্ণ-

পদপ্রাপ্তি লক্ষ লইলে হরিনাম। গ্রন্থি পূর্ণ হৈলে এক করিবে প্রণাম॥ জানিবে মাধুর্য্য প্রেম স্বাভাবিক রতি। গাঢ়রূপে ভাবনা করিবে দিব্যমর্তি॥ এই যে সাধন-অঙ্গ শুন নরোত্তম। ক্রমে ক্রমে সাধনাঙ্গ হইবে উত্তম॥ একে একে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল। সাধকের সাধন প্রতি অত্যন্ত প্রবল॥ অতি-দুর্ব্বল লোক সে যাইবেক কতি। দ্বারে বসি নাম লবে করিয়া ভকতি॥ ইহাতে প্রবেশ কর নরোত্তম মন। তোমার চরণ দুই আমার জীবন॥ কৃষ্ণ পাইবার তরে যার আছে সাধ। সাবধান হবে যাতে নাহি হয় বাদ॥ রাধাকৃষ্ণ, নাম যত, আর ভক্তগণে। এই স্থানে অপরাধ হবে সাবধানে॥ নিনে অপরাধ হৈলে নাহিক কল্যাণ। দোঁহে অতিগুণ ধরে কৃষ্ণের সমান॥ সংসারে জন্মিয়া গুরুপাদাশ্রয় করে। এই অপরাধ তার না জন্মে অন্তরে॥ স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য তাতে করে রতি। অবজ্ঞা করিলে তাহে হয় বড় ক্ষতি॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ শ্রীরূপগোসাঞিং দেখিলে সে জানিল আছে ঠাঞি ঠাঞি॥ শ্রীদাসগোস্বামির দেখ ভজনের রীতি। দৃষ্ট-শ্রুত বৈষ্ণবের করেন অতিভক্তি॥ সাবধানে নরোত্তম শুন এক কথা। অন্তর্বাহ্যে অপরাধ না জন্মে সর্ব্বথা॥ হেন অধি-কারী কেবা আছয়ে ভুবনে। আচরণ যার হেন হয় সাধ মনে॥ শুনিয়া দেখিয়া বাছা মনে কর রতি। বৈষ্ণবমাত্রকে দেখি করিবেন অতিভক্তি॥ উত্তম হইয়া হয় কনিষ্ঠের প্রায়। নিশ্চয় জানিবা কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়॥ যতেক শুনিলা তাতে

কর দিব্য রতি। ভজন স্মরণ কর বৃন্দাবনে স্থিতি॥ বাহির হইয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি। বৃন্দাবনে বাস কৈল আনন্দিত মতি॥ কুঞ্জে বসি স্মরণ কর সাধনাঙ্গ যত। যতেক মনের কথা কহিব বা কত॥ যেমত হইল আজ্ঞা তেমতি করিল। দিনে দিনে সাধন-ভক্তি বাঢ়িতে লাগিল॥ প্রভুর সেবন করে যখন যে হয়। এই মত দিবানিশি কাল যে ক্ষেপয়॥ এক দিন কুঞ্জমাঝে করিলা শয়ন। কিছু নিদ্রা যান কিছু বাহ্য-বৃত্তি হন॥ বৃষভানুসুতা সেই কুঞ্জমাঝে আসি। নরোত্তম-প্রতি বাক্য কহে হাসি হাসি॥ গুরুপাদাশ্রয় কর গুরুর সেবন। তাঁর আজ্ঞা যেই তাঁহা করহ সাধন॥ মানসসেবায় তোমার এত অনুভব। পরম-লালসারূপে তোমার সেবা সব॥ সর্ব্বভাবে দৃঢ়তর দেখিয়া তোমার। অতি বড় আনন্দ-চিত্ত হইল আমার॥ মধ্যাহ্নে আমার তীরে কৃষ্ণের মিলন। তাহাতে অনেক সেবা করে সখীগণ॥ ক্ষীর পাক হয় তাহা কৃষ্ণের সুখ যাতে। সর্ব্বসুখ হয় চম্পকলতার কুঞ্জেতে॥ তোমার নিত্য সেবা হয় দুগ্ধ আবর্ত্তন। মোর এই সুখ যাতে কৃষ্ণ সুখী হন॥ নরোত্তম তবে বাহ্য পাইলেন মনে। উঠিয়া বিচার তবে করেন মনে মনে॥ সে কালে যে ভাব হৈল কেহ নাহি জানে। তৃতীয় প্রহরাবধি গড়ি যায় ভূমে॥ বাহ্য পাই মনে মনে করিল বিচার। প্রভুর যে আজ্ঞা হয় কর্ত্তব্য আমার॥ বিচার করিয়া মনে যান প্রভু-স্থানে। যে দেখিল ভাল মতে করে নিবেদনে॥ অনেক

প্রকারে বহু কৈল পরণাম। প্রভুর অগ্রেতে কহে হৈয়া সাবধান॥ শুতিয়া আছিনু কুঞ্জে কিছু বাহ্য হয়। লতা বৃক্ষ ভূমি সব দেখি স্বর্ণময়॥ এক দিব্যাঙ্গনা অগ্রে রূপ অনুপম। কহিলেন বাহ্য হও অহে নরোত্তম॥ মধ্যাহ্নে আমার কুঞ্জে কৃষ্ণের মিলন। তাহাঞি অনেক সেবা করে সখীগণ॥ চম্পকলতার কুঞ্জ ক্ষীর পাক হন। আজি হৈতে তোমার সেবা দুগ্ধ আবর্ত্তন॥ চম্পকমঞ্জরী বলি দিল তোমার নাম। রোদন সহিত কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম॥ নিবেদন করিতে চাহায় মোর মন। তুমি মোর প্রভু আজ্ঞা করিবে যেমন॥ কম্প স্বেদ রোদন হইল বহুতর। বাহ্য পাই গোসাঞির আনন্দ-অন্তর॥ ধন্য ধন্য নরোত্তম তুমি ভাগ্যবান্। যাঁর পদ-প্রাপ্তি তিঁহ কৈল আজ্ঞা দান॥ এত পরিশ্রম করি যাঁর সেবা লাগি। সাধন স্মরণ করি দিবানিশি জাগি॥ আজি হৈতে সেবা কর এই নাম তোর। ইহাতে যতেক সুখ আনন্দ সে মোর॥ সেই হৈতে আজ্ঞা সেবা আনন্দেতে কৈল। প্রভুর যে সেবাসাধন বাড়িতে লাগিল॥ সেবা করে নিতি নিতি পরম-উল্লাসে। এক দিন কি হইল কহি তার শেষে॥ মানসে ঠাকুর করে দুগ্ধ আবর্ত্তন। দর্শন করেন লীলা আনন্দিত মন॥ শুষ্ক-কাষ্ঠ আঁচ দেন উথলে বারে বার। মনে বিচার করেন কিবা করি প্রতিকার॥ পুনর্ব্বার উথলিত হইল যখন। হস্ত দিয়া সেই দুগ্ধ করিল রক্ষণ॥ হস্ত পুড়ি গেল বাহ্যে তাহা নাহি জানে। উতারিয়া সেই দুগ্ধ রাখে সেই খানে॥ বাহ্য পাইলে দেখে

হাত পুড়িয়াছে। হায় হায় করে আর কি বিচার আছে॥ গোসাঞিজীউর সেবা হৈল মোর বাদ। নিশ্চয় জানিল মোর হৈল অপরাধ॥ তথাপিহ নিবেদিতে আইসে প্রভু-স্থানে। দূর হৈতে গোসাঞি দেখিল নরোত্তমে॥ বিজ্ঞ হৈয়া হৈলে তুমি অবিজ্ঞের প্রায়। আইস আইস বলি গোসাঞি করে হায় হায়॥ ওঢ়নবস্ত্রে হাত ঢাকা করে পরণাম। প্রভু কহে নরোত্তম আইস সন্নিধান॥ অনেক কান্দিলা গোসাঞি কোলে করি তাঁরে। কিশোরী কিশোর কৃপা করিল তোমারে॥ অনেক করিল কৃপা শ্রীজীব-গোসাঞি। ভজন স্মরণ হেন দেখি শুনি নাঞি॥ ইষ্টগোষ্ঠী অনেক করিল দোঁহে মিলি। দোঁহে দোঁহা অন্তরঙ্গ করিল মিতালি॥ না দেখিল না শুনিল অদভুত কথা। শ্রীজীব-গোসাঞির সঙ্গে যাহার মিত্রতা॥ কতেক লিখিব নরোত্তমের প্রেমসীমা। শুনিলেই প্রাপ্ত হয় রাধাকৃষ্ণপ্রেমা॥ যে জন করিবে হেন সাধন স্মরণ। সখীর সঙ্গিনী সেই জানিল কারণ॥ গুরু রতি হেন নাহি শুনি ত্রিজগতে। বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল সাক্ষাতে॥ গৌরাঙ্গ-গৌরাঙ্গের প্রেম যাহার অন্তরে। রূপ সনাতনের কৃপা যাহার উপরে॥ গুরু-স্থানে দীক্ষা শিক্ষা যতেক প্রকার। পূর্ব্বপক্ষ করে শুনে তাহার বিস্তার॥ যেই আজ্ঞা করেন গোসাঞি তাতে সাবধান। যেই করে তার সাক্ষী তাতে বিদ্যমান॥ গৃহে পথে বৃন্দাবনে যতেক প্রকার। কহিয়া বলিয়া কেবা পাইবেক পার॥ বহু-জন্মভাগ্যে মিলে হৈল শ্রীচরণ। দিবা·

নিশি প্রেমে ভাসে আনন্দিত মন॥ আজ্ঞাক্রমে লিখি তাঁর ভজনের রীতি। লেশ না ছুঞিল যায় আমার দুর্ম্মতি॥ স্মরণে সাধনে যার যায় নিশি দিবা। কিছু লিখি তাঁর গুণ তুলনা কি দিবা॥ পশ্চাতে লিখিব সেবা ভজনের যশ। তাহাতে ডুবিল সব যে হেন পরশ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নরোত্তমের বৃন্দাবনগমন, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত মিলন, শ্রীলোকনাথগোস্বামির নিকট এক বৎসর কেবল হরিনাম লইয়া বাস, মল মূত্রাদি পর্য্যন্ত শোধনপূর্ব্বক গুরুসেবা, উপদেশপ্রাপ্তি, স্বানসদেহে শ্রীরাধার কৃপালাভ এবং উক্ত শ্রীলোকনাথসমীপে দীক্ষা ও শিক্ষালাভ বর্ণনময় একাদশ বিলাস সম্পূর্ণ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

দ্বাদশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপানিধি। জয় জয় নিত্যানন্দ রসের অবধি॥ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় অকিঞ্চনপ্রাণ। জয় জয় গৌরভক্ত গুণের নিধান॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা, বীরচন্দ্র নাথ। কৃপা করি অধমেরে কর-আত্মসাৎ॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হৈলা সাবধান। শ্রীনিবাস নরোত্তমের যে গুণ আখ্যান॥ যে কিছু লিখিল তাহা আছে অবশেষ। তবে যে লিখিয়ে মোর প্রভুর আদেশ॥ শতহস্ত পদমুখ না দিল বিধাতা। লিখিতাম কহিতাম তবে ঘুচিত মনের ব্যথা॥ প্রেমরূপে অবতীর্ণ দুই মহাশয়। যেরূপে করিলা ব্রজে গুরুপাদাশ্রয়॥ যদবধি বৃন্দাবনে করিলেন বাস। সাধন স্মরণ কৈল পরম-উল্লাস॥ গুরুসেবা ভক্তিগ্রন্থ করিল পঠন। যাঁর যাঁর স্থানে তাহা করিয়ে লিখিন॥ শ্রীনিবাস নাম ছিল আচার্য্য হৈল খ্যাতি। কারণ লিখিব তার প্রয়োজন অতি॥ নরোত্তমের নাম হৈল ঠাকুরমহাশয়। প্রত্যক্ষে সকল দেখ তাহার নিশ্চয়॥ সাক্ষাৎ যেরূপে তাহা করে দুই জনে। যে দিনে যে কুঞ্জে যায় যেই যেই স্থানে॥ একত্র হইয়া দোঁহে আইলা গৌড়-দেশে। সেই সুখে যেই পথে লিখিব বিশেষে॥ আমি লিখি প্রভু-আজ্ঞা করি বলবান্। যেরূপে যেমন আজ্ঞা কৈল মোরে দান॥ শ্রীমুখের আজ্ঞা গ্রন্থ প্রেমবিলাস। যে

কিছু লিখিল শেষ করিয়ে প্রকাশ॥ নরোত্তমের যেইরূপ সাধন স্মরণ। গম্ভীর যাহার চিত্ত তাহা কি দুর্গম॥ পড়িল কতক দিন নিজ-প্রভু স্থানে। কখনও শ্রীজীবে যাই করে নিবেদনে॥ নাটক, সন্দর্ভ পড়ে গোসাঞির স্থানে। নিভৃতে বসিয়া তাহা পড়ান আপনে॥ এইরূপে যায় কাল আনন্দ-আবেশ। শ্রীজীব করিল প্রীতি অশেষ বিশেষ॥ শ্রীজীব-গোসাঞি কহেন শুন বন্ধু কথা। আপন মনের কথা কহিব সর্ব্বথা॥ কিরূপে কি আজ্ঞা হৈল কিবা সেবা হৈতে। হস্ত যে পুড়িল তাহা কহ আনন্দিতে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া সব কহে বিবরণ। অঙ্গ ফুলে শ্রীজীবের করেন রোদন॥ ভাবান্তরে কহে কিছু দুই ভুজ ধরি। আজি হৈতে তোমার নাম বিলাস-মঞ্জরী॥ শ্রীরূপের বিলাসমূর্ত্তি তুমি মহাশয়। আমাতে এ সব নাম অসম্ভব হয়॥ তবে হাসি কহে গোসাঞি এ বিচিত্র নয়। তোমায় আমায় এক সিদ্ধনাম হয়॥ কে বুঝিতে পারে তোমার সাধন আশয়। আজি হৈতে তোমার নাম ঠাকুরমহাশয়॥ ঠাকুর প্রণাম করে গোসাঞি করে আলিঙ্গন। দৈন্য সবিনয় কহে কাকুতি বচন॥ আজ্ঞা হয় যদি নিবেদিয়ে পুনর্ব্বার। মোরে যেইরূপে আজ্ঞা হৈল রাধিকার॥ শ্রীমুখে কহিল নাম বিলাসমঞ্জরী। জানিয়া দোঁহার গুণ সমান মাধুরী॥ পুনর্ব্বার আলিঙ্গয়ে শ্রীজীব-গোসাঞি। হেন দশা সাধন স্মরণ দেখি নাঞি॥ অবেদ্য তোমার নাহি কেনে তবে আর। বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল

তোমার ॥ গৌরাঙ্গের প্রেমরূপে জন্ম হৈল যার। তোমার প্রেমেতে সব ভাসিল সংসার ॥ শ্রীদাসগোস্বামী এক দিন কুণ্ডতীরে। ঠাকুরমহাশয় নাম শুনিল নির্ভরে ॥ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ শুনি তাঁর স্থানে। ভজনের গুণ আছে, সর্ব্বত্র প্রমাণে ॥ শ্রীদাসগোস্বামী কহে শুন কৃষ্ণদাস। নরোত্তম-দাস হৈল কৃপার প্রকাশ ॥ যে করিল গুরুসেবা যে ভজন রীতি। তাহাতেই এই সাক্ষী দেখিল সম্প্রতি ॥ গুরুকৃপা সাধন করিলে হেন হয়। শ্রীরূপের গ্রন্থবাক্যে আছয়ে নির্ণয় ॥ গৌড়বৃন্দাবনে যার ভজনের যশ। যে কেহ শুনয়ে হয় প্রেমেতে অবশ ॥ লোকনাথ গোপালভট্ট এ দুই গোসাঞি। বসি আছেন কৃষ্ণ-আলাপনে এক ঠাঞি ॥ হেন কালে শুনিলেন এই সব কথা। এ হেন ভজন তারে মিলয়ে সর্ব্বথা ॥ শ্রীভট্টগোসাঞি কহে ধন্য এ জীবনে। সব মনো-রথ-সিদ্ধি হৈল বৃন্দাবনে ॥ লোকনাথগোসাঞি হাসেন মুখে দিয়া কর। মুখে কিছু নাহি কহে আনন্দ-অন্তর ॥ শ্রীভট্ট-গোসাঞি লোকনাথে নিবেদয়। যাহাতে তোমার কৃপা এতাদৃশী হয় ॥ যেঁহো শ্রীরূপের শক্তি শ্রীজীবগোসাঞি। তেঁহ যাঁরে বন্ধু কহে হেন দেখি নাই ॥ রাধিকাজীউর কৃপা যাহার হৃদয়। সার্থক ইহাঁর নাম ঠাকুরমহাশয় ॥ কতেক লিখিব গুণ কহনে না যায়। শ্রীনিবাস সাক্ষাৎ লিখিব সর্ব্ব-থায় ॥ সংস্কৃত নহে এই পয়ারনির্ব্বন্ধ। বহুবিধ বাক্য বাঢ়ে অনেক প্রবন্ধ ॥ * এক দিন নরোত্তম গোসাঞির সাক্ষাতে।

* কারণ, সংস্কৃতে বৃহৎ কথাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করা যায় ॥

সেইকালে শ্রীনিবাস গেলা আচম্বিতে॥ শ্রীলোকনাথ-গোসাঞি আছেন বসিয়া। শ্রীনিবাস দাঁড়াইলা প্রণাম করিয়া॥ যোড়হাতে নরোত্তম রহে সেই স্থানে। হেন কালে শ্রীনিবাস দেখিল নয়নে॥ আইস বন্ধু বলিয়া ধাইয়া করে আলিঙ্গন। অন্ধে চক্ষু পাইয়া ধন্য মানিল জীবন॥ বিধি অনুকূল হৈল জানি এত দিনে। তোমা সহ সাক্ষাৎ হইল বৃন্দাবনে॥ অনেক আনন্দ হৈল তোমার মিলনে। জন্মদুঃখী বহুরত্ন পাইল হেন মানে॥ ঠাকুরমহাশয় কহে শুন মহাশয়। মুঞি দীনে কৃপা কর হইয়া সদয়॥ প্রভুর নিকটে কহিতে মনে বাসি ভয়। যোড়হাত করি কহে করিয়া বিনয়॥ প্রেমে ফুলে দোঁহার অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার। কতদিনে আগমন হৈল আপনার॥ এক বর্ষ তিন মাস প্রভুর দর্শন। বৈশাখমাসে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ॥ অতিবিরক্ত তিন মাস নিবেদন করি। দোঁহার অবশ চিত্ত ক্ষণেক সম্বরি॥ শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে। গোসাঞি-নিকটে কুঞ্জে দোঁহার মিলনে॥ গোসাঞি হাসিয়া কহে শ্রীনিবাস প্রতি। কোথা যে ইহার বাস জানহ সম্প্রতি॥ শ্রীনিবাস প্রভু প্রতি করে নিবেদন। গড়ের হাটে কৃষ্ণানন্দরায়ের নন্দন॥ পরম-সদ্গুণ হন নাম নরোত্তম। তোমার চরণসম্বন্ধে আমার প্রাণসম॥ সেই দিন হৈতে ইহাঁর প্রীতি হয় গাঢ়তর। কখন বাসাতে যান আনন্দ-অন্তর॥ কখন সাক্ষাৎ দোঁহে হয় বৃন্দাবনে। নিভৃতে বসিয়া কহেন কথোপকথনে॥ শ্রীনি-

বাস করে নিজগোসাঞির সেবন। রন্ধন করিয়া কভু করান ভোজন॥ শ্রীজীবগোসাঞি স্থানে গ্রন্থ পড়েন যাঞা। কখন স্মরণ করেন কুঞ্জান্তরে গিঞা॥ শ্রীরূপের স্থানে জীব যত পড়িয়াছিলা। শ্রীনিবাস-হৃদয়ে অর্থ সব প্রকাশিলা॥ ব্রজ-লীলা নাটক, সন্দর্ভ পড়াইল। শ্রীরূপের গ্রন্থের অর্থে প্রবীণ করিল॥ এক দিন শ্রীজীব গ্রন্থ করেন নিরীক্ষণ। ললিত-মাধব গ্রন্থে যে সব রচন॥ কৃষ্ণের মথুরাগমন অতিগাঢ়তর। সে বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ রাধাপরিকর॥ গোসাঞি লিখেন জীব করেন ভাবন। মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলা তখন॥ বহুক্ষণে চেতন পাঞা উঠি বসি আছে। আহা মরি করি দিক্ নিহারয়ে পাছে॥ বৃক্ষলতা কুঞ্জ সব মলিন হইয়াছে। হেঁট-মুণ্ডে রহে জল তাহে বরিষিছে॥ সম্মুখে কদম্ববৃক্ষ তাহে প্রফুল্লিত। পুষ্প দুই চারি তাহে দেখি আনন্দিত॥ ভাবিত হইল চিত্ত গোসাঞি দেখিয়া। হেন কালে শ্রীনিবাস উত্ত-রিলাসিয়া॥ গোসাঞি কহিল শ্রীনিবাস বৈস তুমি। মনে উঠিয়াছে প্রশ্ন নিবেদিব আমি॥ 'প্রভু মোর কি যোগ্যতা আছে বুঝিবার। জিজ্ঞাসিবেন প্রত্যুত্তর দিবার আমার॥ তোমার রোপিত দেহ আপনে কহিব। যদি ভাগ্য প্রচুর থাকে সকল শুনিব॥ গোসাঞি কহেন শ্রীনিবাস কর অনু-ভব। বৃক্ষলতা কুঞ্জ মলিন হইয়াছে সব॥ তাহাতে বরিষে জল এ আশ্চর্য্য বড়। নবীনলতা খড় খাতু অতি রহে দড়॥ দেখি চমৎকার হৈল চিত্ত সে আমার। কে আর আছয়ে

এই তত্ত্ব কহিবার॥ কহিয়া রাখহ প্রাণ হইয়াছে ব্যাকুল। না কহিলে হৃদয়ে রহয়ে এই শূল॥ শ্রীনিবাস কহে প্রভু নিবেদি চরণে। প্রহরেকে আসিব তোমার সন্নিধানে॥ ভাল ভাল বলি গোসাঞি কহিল তাহারে। বাসায় নিভৃতে বসি ভাবিহ অন্তরে॥ ভাবিতে অন্তরে উঠি গেল এক কথা। সেই শক্তিবলে তাঁর কহিব সর্ব্বথা॥ শ্রীরূপ-চরণ ধ্যান মনে করি গেলা। যাইয়া দেখিলা গোসাঞি বসিয়া আছিলা॥ দূরে হৈতে শ্রীনিবাস নয়নে দেখিলা। অতি-আদর করি তাঁরে নিকটে বসাইলা॥ কহ কহ শ্রীনিবাস যাতে ধৈর্য্য রয়। কর যুড়ি সাক্ষাতে সকল নিবেদয়॥ কৃষ্ণের লীলার লাগি এই বৃন্দাবন। তাতে বিশেষতঃ আছে সব কুঞ্জবন॥ কৃষ্ণ গৃহে গেলে যত কুঞ্জলতা বন। বিমর্ষ হইয়া তাহে সবে মলিন হন॥ যবে কোন লীলা কালে আইসে সেই বনে। ম্লানি যায় প্রফুল্লিত হয় বাহ্যে মনে॥ তাহাতে বিশেষ আছে অন্যত্র গমন। তাহাতে কি প্রাণে জিয়ে তরুলতাগণ॥ আভাস শুনি গোসাঞির দুই নেত্র ঝরে। পুনঃ পুছে শ্রীনিবাসে আনন্দ-অন্তরে॥ তার যে কদম্ব তাতে প্রফুল্লিত হন। বাল্যকালে নিজ-করে করিল রোপণ॥ মথুরায় রহি কৃষ্ণ মনে আকর্ষয়। সেই যে রোপিত বৃক্ষ কত বড় হয়॥ এই লাগি প্রফুল্লিত হন ক্ষণে ক্ষণে। মোর গম্য এত দূর কৈল নিবেদনে॥ কোলে করি কান্দে গোসাঞি দিলে প্রাণ দান। মোর প্রভুর শক্তি তুমি

ইথে নাহি আন ॥ আজি হৈতে তোমার নাম শ্রীনিবাস-আচার্য্য। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন লাগি করাইবে কার্য্য ॥ সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের আরতিদর্শনে। শ্রীনিবাসে লৈয়া সঙ্গে করিলা গমনে ॥ আরতি দর্শন করি প্রণাম করিলা। পূজারী আনি গোবিন্দের প্রসাদ মালা দিলা ॥ সবারে কহিল শ্রীনিবাস-বিবরণ। ইহার যোগ্যতা কিছু শুন সর্ব্বজন ॥ ক্রমে ক্রমে কহিলেন যত গুণ তাঁর। আজি হৈতে হৈল নাম আচার্য্য ইহাঁর ॥ সবেই সম্মত কহে যে আজ্ঞা তোমার। গোবিন্দেরে আনি দিল প্রসাদ পুষ্পহার ॥ কুসুম তিলক দিল কুঙ্কুম লেপন। সভাই আচার্য্যধ্বনি করিল তখন ॥ আনন্দিত চিত্ত হৈলা আচার্য্যঠাকুর। অশ্রুযুক্ত হৈয়া কৈল প্রণাম প্রচুর ॥ যাঁহাকে যেমন আচরণ সম্ভাষিলা। শ্রীজীবগোসাঞি যাই আলিঙ্গন কৈলা ॥ তথা হৈতে আইসেন নিজ-বাসাস্থান। সে দিন হইতে হৈল আচার্য্য-আখ্যান ॥ লোকনাথগোসাঞি শুনি এ সব আখ্যান। পরম আনন্দচিত্ত হৈল কৃপাবান্ ॥ নিজ-প্রভুর চরণে যাই প্রণাম করিল। শিরে হস্ত দিয়া বহু আশীর্ব্বাদ কৈল ॥ লোকনাথগোসাঞি স্থানে গেলা সেই ক্ষণে। প্রণাম করিয়া পড়ে তাঁহার চরণে ॥ আপনি কহিলা মুখে কহিলা আচার্য্য। শ্রীজীবের আজ্ঞাবলে তুমি হৈলে আর্য্য ॥ ঠাকুরমহাশয় আসি দণ্ডবৎ হৈলা। সম্ভাষণ করি আচার্য্য অলিঙ্গন কৈলা ॥ সেই রাত্রে বিচারিলা শ্রীজীব-গোসাঞি। প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিব সর্ব্বথাই ॥

মোর প্রভুর গ্রন্থের অনুসারে যত ধর্ম্ম। গৌড়দেশে কেহ ত না জানে ইহার মর্ম্ম॥ এই সব গ্রন্থ লৈয়া আচার্য্য গৌড়ে যায়। ঠাকুরমহাশয় সঙ্গে হইব সহায়॥ কার্ত্তিকব্রত মহোৎসব সম্পূর্ণকারণে। শ্রীজীবগোসাঞি বহু কৈলা আয়োজনে॥ সামগ্রীর কথা আমি লিখিব বা কত। গাড়ি ভরা দ্রব্য আইল ভার শত শত॥ পত্রী সব বৈষ্ণবেরে পাঠান কুণ্ডতীর। শ্রীদাসগোস্বামী আর কবিরাজ ধীর॥ সর্ব্বত্র লিখিল পত্র গমন দশমী দিবস। কৃপা করি সবে মিলি আসিবেন অবশ্য॥ শ্রীভট্টগোসাঞি আর লোকনাথগোসাঞি। ভূগর্ভ যতেক আর অন্য অন্য ঠাঞি॥ কতেক লিখিব আর আমন্ত্রণ-কথা। আসিতে লাগিল বৈষ্ণব আছে যথা তথা॥ আগমন হৈল কারো দশমী দিবসে। কেহ পর দিনে একাদশীতে আইসে॥ পরম-আদরে গোসাঞি দিল বাসাস্থান। যাঁহারে যেমন ভক্তি যেমন সম্মান॥ লিখন বাহুল্য হয় গমনাগমনে। সবাই আইলা তাঁহা কে করু গণনে॥ একাদশী রাত্রি হৈতে চড়িল রন্ধন। কেহ কেহ রুটি করে কেহ রান্ধে অন্ন॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন করে ব্যঞ্জনাদি আর। শ্রীজীবগোস্বামির দেখি আনন্দ অপার॥ দশ দণ্ড দিনে হৈল প্রস্তুত সকল। কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণনাম সর্ব্বত্র কোলাহল॥ স্থানে করাইল সব সংস্কার করিয়া। ভোজনসামগ্রী কৈল যত্নিত হইয়া॥ রাধাকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ স্থানে। সামগ্রী ধরিল আনি করিয়া যতনে॥ সনাতন রূপ রঘুনাথভট্ট আর। স্বরূপ শ্রীরামানন্দ

পার্ষদ অপার ॥ ভোগ লাগাইল সভায় আচার্য্য আপনে। শ্রীজীবগোসাঞি তবে কহে বিবরণে ॥ ভোজনে বসাইয়া সভায় হইলা বাহির। তত ক্ষণে শ্রীজীব কিছু হইলেন স্থির ॥ দুই দণ্ড অতিরিক্ত শ্রীজীবগোসাঞি। আচমন দিতে কহিলেন আচার্য্যের ঠাঞি ॥ সেই ক্ষণে আপনে শ্রীজীবগোসাঞি যাইয়া। রঘুনাথ গোপালভট্টে আনিল ডাকিয়া ॥ লোকনাথ-গোসাঞি আইলা আর সব যত। অগণ্য বৈষ্ণব বসে আইলা কত শত ॥ আসিয়া বসিলা সভে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে। কত শত চন্দ্রাক্ষ দীপ্ত হইল সেই স্থানে ॥ তাম্বূল আরতি কৈল আচার্য্যঠাকুর। সর্ব্বত্র করেন স্তব পঠন প্রচুর ॥ সর্ব্বভক্তে নিরখয়ে আনন্দিত মন। বাহির হইয়া করেন প্রণাম স্তবন ॥ তবে ত শ্রীজীবগোসাঞি করিয়া বিনয়। ভক্ষণের স্থান করি যদি আজ্ঞা হয় ॥ সভে মিলি সম্মতি করিলা সেই ক্ষণে। প্রসাদ পাইতে বসিলেন স্থানে স্থানে ॥ যেন যোগ্য তেন মত আসন করিলা। কেহ কারো ডাহিনেতে বামেতে বসিলা ॥ প্রণাম করি আচার্য্য করেন পরিবেশন। প্রসাদের সৌরভে সভার আনন্দিত মন ॥ আপনে শ্রীজীব দ্রব্য দেওয়ান সভারে। অশ্রুযুক্ত হয় ধন্য মানে আপনারে ॥ নিরখে সভার অঙ্গ হৈয়া অতিশোভা। প্রেমময়মূর্ত্তি যেন করে দিব্য আভা ॥ হেন কালে উঠে গোসাঞি, করিয়া রোদন। কোথা গেলা মোর প্রভু রূপ সনাতন ॥ সেই কালে যে হইলা প্রেমের তরঙ্গ। কতেক লিখিব যেই যতেক প্রসঙ্গ ॥ আচমন কৈল সভে

দিল মুখবাস। শ্রীজীবগোসাঞির চিত্তে পরম উল্লাস॥ নিজবাসা যাই সবে বসিলা আসনে। অনন্য হইয়া রহে কৃষ্ণ-আলাপনে॥ আর দিন মহোৎসব তেন মত হয়। দ্রব্য সামগ্রী যত ততোঽধিক হয়॥ সকল গোসাঞি বসিলা একত্র হইয়া। কৃষ্ণলীলা-কথা কহে আনন্দিত হৈয়া॥ তার পর শ্রীজীব প্রসঙ্গ পাইয়া কথনে। সবারে কহেন শ্রীনিবাস-বিবরণে॥ বহু শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইল ইহাঁরে। সবে মিলি কৃপা কর ইহাঁর উপরে॥ আমার প্রভুর শক্তি হয় ইহাঁ প্রতি। শ্রীভট্টগোসাঞি ইহাঁরে কৃপা কৈল অতি॥ এ চরণ আশ্রয় করিল যেই দিন। সর্ব্বশাস্ত্রযুক্তিতে হইলা প্রবীণ॥ তোমরা সকল পূর্ব্বে হও একগণ। সেই লাগি প্রভুদত্ত দিল বৃন্দাবন॥ লক্ষ গ্রন্থ কৈল সেই শক্তি করুণায়। তোমরা তাহাতে অতি করিলা সহায়॥ অন্য দেশ হৈতে প্রভুর নিজাত্মা গৌড়দেশ। সর্ব্বমহান্তের বাস অশেষ বিশেষ॥ এ ধর্ম্ম প্রকট হয় গ্রন্থ পরচার। যেমনে হয়েন তার করহ প্রকার॥ সবেই সম্মত হৈয়া কহে এক কথা। রূপের স্বরূপ সবে জানয়ে সর্ব্বথা॥ এ সকল সিদ্ধ হয় যে মত উপায়। সবেই আনন্দ অতি করিব সহায়॥ তবে ত শ্রীজীব কহে শুন মহাশয়। শ্রীনিবাস-আচার্য্য যান যদি কৃপা হয়॥ অন্য কেহ যোগ্য নহে ইহা প্রচারিতে। ঠাকুরমহাশয় যান ইহাঁর সহিতে॥ লোকনাথগোসাঞি কৃপা কৈল অতিশয়। সমান যোগ্যতা দোঁহার সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥

গাড়িভরি গ্রন্থ লইয়া যান গৌড়দেশ। এ দোঁহার প্রীতি হয় সবার আদেশ॥ তোমার যে আজ্ঞা হয় সম্মতি সবার। তোমরা এই দুই জনে কর অঙ্গীকার॥ আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। দণ্ডবৎ করি কহে করিয়া বিনয়॥ যদি আজ্ঞা হয় প্রভু রহি বৃন্দাবনে। প্রভুর চরণসেবা করি রাত্রি দিনে॥ সবার দর্শন করি অন্য মন নয়। সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা পায় যদি আজ্ঞা হয়॥ বড় ধর্ম্ম রক্ষা প্রভু ধর্ম্মপ্রচারণ। সবার আজ্ঞায় গৌড়ে করহ গমন॥ শ্রীজীবগোস্বামী কহে ভট্টগোস্বামিরে। তোমার কর্ত্তব্য যেই সম্মতি আমারে॥ সেইকালে দুই জনে দণ্ডবৎ করি। নিকটে আনিয়া তাঁর শিরে হস্ত ধরি॥ সবে মিলি করে দোঁহারে শক্তিসঞ্চারণ। তোমা দোঁহায় কৃপা করেন রূপ সনাতন॥ সবার জীবন নরোত্তম শ্রীনিবাস। শ্রীরূপের আজ্ঞায় সর্ব্বত্র করহ প্রকাশ॥ সর্ব্বত্র জয় তোমা দোঁহার করিবে। যে তোমার শাখা তাহে জগৎ ব্যাপিবে॥ পুনরপি সেই দিন ভোজন আনন্দ। একত্র রহিলা তথা সবাই স্বচ্ছন্দ॥ প্রাতঃকালে স্নান করি হইলা বিদায়। না জানিয়ে কত সুখ হইল তথায়॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুরমহাশয়। দণ্ডবৎ করি যায় প্রেমেতে ভাসয়॥ সবে কৃপা কৈল অতি-আনন্দ হিয়ায়। সর্ব্বত্র মঙ্গল দেখি লোক আইসে যায়॥ গৌরাঙ্গের শক্তি বিনা এত কার হয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন কর সর্ব্বত্রে হউক জয়॥ সর্ব্বত্র বিদায় হৈয়া যান নিজ-স্থানে। শ্রীজীবগোস্বামী তবে বিচারিলা মনে॥ মহাজন সেবক আছে মথুরা-

নগরে। নিজহস্তে পত্র লিখি পাঠাইল তারে॥ পত্র শুনি মহাজন শীঘ্রগতি আসি। দণ্ডবৎ কৈল শিরে চরণ পরশি॥ ভাল গাড়ি চারি বলদ বলিষ্ঠ যেন হয়। দশ মনুষ্য-সঙ্গে সেই নিজ-পরিচয়॥ আচার্য্য ডাকিয়া তাঁরে করাইল মিলন। মোর প্রভু লক্ষ গ্রন্থ করিল বর্ণন॥ রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহে বৈষ্ণবের আচার। তিঁহ গৌড়দেশ লঞা করিবেন প্রচার॥ মোমজামা * আনিয়া দিও উপরে বেঠন। পথে লঞা যাবেন সব করি সঙ্গোপন॥ কিছু দ্রব্য দিল তাঁর হস্তের উপরে। কিছু সহায় কৈল তিঁহ আনন্দ-অন্তরে॥ দশ দিনে প্রস্তুত করি আন মোর স্থানে। আপনে গাড়ির সহিত করিবা গমনে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ গেলা নিজ ঘরে। গাড়ি মোমজামা সাজ করিলা সত্বরে॥ শ্রীজীবগোস্বামী এক বৈষ্ণবের দ্বারে। ঠাকুরমহাশয়ে ডাকি বৈসে কুঞ্জান্তরে॥ শুন নরোত্তম তোমার কহি এক কথা। এই শ্যামানন্দ ছিলা মোর স্থানে এথা॥ ইহারে ত লৈয়া যাই কৃষ্ণ-কথারঙ্গে। নিজ-দেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে॥ খরচ সহিত দিবে দুঃখ নাহি পায়। সর্ব্বভাবে করিবেন ইহার সহায়॥ শুন শুন শ্যামানন্দ আমার বচন। এই নরোত্তম হন আমার জীবন॥ আমাকে জানহ যেমন ইহাঁকে জানিবে। ভজনপ্রসঙ্গ-কথা ইহাঁরে জিজ্ঞাসিবে॥ ভয়ে কিছু আমাকে না করে প্রশ্ন আর। তাহা জিজ্ঞাসিবে মনে আছয়ে তোমার॥ কিম্বা সাধ-

* মোমজামা—একরূপ চট। ইহার আবরণ দিলে রৌদ্র বৃষ্টি লাগে না॥

নাঙ্গ আর সিদ্ধদেহ-কথা। নিগূঢ়প্রসঙ্গ যত কহিবে সর্ব্বথা॥ আদ্যোপান্ত প্রসঙ্গ ইহার শুনিয়াছি যত। সকল লিখিব তাহা করিয়া বেকত॥ জন্ম আগে লিখি ইহার হয় কোন দেশ। বৃন্দাবনগমন ইহার লিখিব বিশেষ॥ যে মতে সংসার ত্যাগ করিয়া আইলা। তাহার বিশেষ লিখি গুরু-আজ্ঞা হৈলা॥ শুন শ্রোতাগণ মনে করি পরিহার। ব্যতিক্রম করি মনে না লবে আমার॥ প্রভুমুখে শুনি লিখি এই সব কথা। এ সব শুনিয়া মনে নাহি পাবে ব্যথা॥ গৌড়দেশে জন্ম নহে কেবল দক্ষিণে। তাহার বিষয় কিছু করি নিবেদনে॥ সংকুলপ্রসূত গোপীজনকুলে জন্ম। কিরূপে জানিল ভাগবত-ধর্ম্মমর্ম্ম॥ পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত সাধন আছিল ইহার। তাহা বিনা হেন দশা হয় বা কাহার॥ বিরক্ত হৈল চিত্ত কৃষ্ণ পাই কি প্রকারে। অবশ্য চাহিয়ে আমি গুরু করিবারে॥ রাত্রে উঠি সংসার ছাড়ি গেলা দূরদেশ। সব দূর কৈল লৈল বৈরাগীর বেশ॥ পিতা মাতা দুঃখ পাই বহু অন্বেষিল। অনেক করিল তত্ত্ব লাগি না পাইল॥ বামে পথ ছাড়ি দিয়া তলপথে যায়। কতক দিবসে গ্রাম নাড়াদেউ পায়॥ চেওয়া-নগর দিয়া খানাকুলে যায়। গোপীনাথদর্শন করি মহাসুখ পায়॥ ভাগ্য করি মানে পাট করিয়া দর্শনে। কোথা যায় কোথা থাকে কিছুই না জানে॥ আর দিন অম্বিকাতে গেলা সন্ধ্যাকালে। একাকী বসিলা তিঁহ যাইয়া বিরলে॥ সে ঠাকুরবাড়ীর শোভা অতিমনোহর। চৈতন্য নিত্যানন্দ দেখি

আনন্দ-অন্তর ॥ আরতি করিল কত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি। কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ কেহ নাচে কেহ কান্দে গড়াগড়ি যায়। সে সুখে ডুবিল চিত্ত লাগিলা হিয়ায় ॥ প্রহ-রেক রাত্রি গেল বৈষ্ণব-ভোজন। দেখিয়া আইলা তবে সেবক একজন ॥ জিজ্ঞাসিলা কোথা থাক কহ ভাই তুমি। নিবেদিল দক্ষিণ-দেশেতে থাকি আমি ॥ ঠাকুরমহাশয়ের আজ্ঞা প্রসাদ পাইতে। প্রবেশ করিল বাড়ী বৈষ্ণব সহিতে ॥ দেখিল ঠাকুর বৈষ্ণবগণসনে বসি। কৃষ্ণকথা কহে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসি ॥ দেখিয়া প্রণাম করি প্রসাদ পাইলা। স্বচ্ছন্দে প্রসাদ পাই আচমন কৈলা ॥ আসনে বসিলা যাই ভাবে মনে মনে। কোন্ সেবা করি কাল করিব ক্ষেপণে ॥ শয়ন করিলা রাত্রে হইল বিহান। রাসমণ্ডলে ঝাঁটি দেন করে কৃষ্ণ-গান ॥ হেন কালে ঠাকুর আইসে দণ্ডবৎ করে। দর্শন করিল তাঁরে আনন্দ-অন্তরে ॥ নিরখিয়া রূপ দোঁহে করয়ে প্রণাম। ভাল ভাল বলি ঠাকুর অন্তঃপুরে যান ॥ সেই দিন হৈতে সেবা করিতে করিতে। অপূর্ব্ব বালক দেখি প্রসন্ন হৈলা চিত্তে ॥ অতিনির্ম্মল কার্য্য করে দেখি সুখ পায়। আর এক দিনে ঠাকুর ডাকিয়া আনায় ॥ সম্মুখে যাইয়া কৈল প্রণাম বিস্তর। কাঁপিছে শরীর, যুড়ি রহে দুই কর ॥ কোন্ দেশে থাক বাপু কহ সমাচার। উদাসীন হও কেবা আছয়ে তোমার ॥ পৃথিবীতে কেহ নাহি হই জন্ম-দুঃখী। চরণ দর্শন করি হইয়াছি সুখী ॥ অপূর্ব্ব বালক দেখি

সুখ বড় পাইল। পূজারী-সেবাতে থাকি আপনে কহিল॥ ইহাঁরে প্রসাদ দিবে স্বচ্ছন্দ করিয়া। সেবা কর বাপু এই স্থানেতে রহিয়া॥ দিবসে দিবসে সেবা অধিক বাঢ়িল। দেখিয়া সভার চিত্তে সুখ বড় হৈল॥ ঠাকুর করুণা করেন বাঢ়ে দিনে দিনে। কার্য্য বড় করে দয়া হৈল সবার মনে॥ এক দিন ঠাকুর-নাটমন্দিরেতে বসি। সেবা দেখি বালকেরে কহে হাসি হাসি॥ শুন বাছা একা তুমি কেহ নাহি আর। প্রভু আছেন সংসারে সত্য চরণ তোমার॥ কাহার সেবক হও কোন পরিবার। এ দুই চরণ সত্য করিয়াছি সার॥ কেহ নাহি সংসারে প্রভু মুঞি অতিদীন। কহিবার যোগ্য নহি তাহে ভক্তিহীন॥ তোমা বিনু পতিত-পাবন কেবা হয়। কৃপা করি দেহ অভয়চরণ-আশ্রয়॥ জানিল সেবক হব এই ইহা মনে। সেই দিন হৈতে অতি করিল যতনে॥ এক দিন ঠাকুর বসিয়া এক স্থানে। যোড়-হস্ত করি আগে করে নিবেদনে॥ প্রভু দীনহীনতারণ তোমার অবতার। আমা হেন পতিত কেহ সংসারে নাহি আর॥ রূপ নিরখিয়া কান্দে কেহ নাহি মোর। জীবনে মরণে গতি চরণ দুই তোর॥ কৃপা হৈল প্রভুর ডাকিল সন্নিধানে। মস্তকে ধরিয়া হরিনাম দিল কাণে॥ অনেক প্রণাম করে নিরখে বদন। ডাকিয়া মস্তকে তুলি দিলেন চরণ॥ সেই হৈতে নিজসেবা করিতে আজ্ঞা হৈল। দিনে দিনে চেষ্টা প্রীতি বাঢ়িতে লাগিল॥ বৈষ্ণবে সাবধান অতি-

কৃষ্ণনামে রতি। প্রভুরে দেখিলে যোড়হাতে করে স্তুতি॥ করিলেন গঙ্গাস্নান আসি সন্নিধানে। দেখিয়া ঠাকুর বলে বৈস এই স্থানে॥ কৃষ্ণমন্ত্র কৃপা কৈল হাতে হাত ধরি। শত বার জপিবা মন্ত্র কৃষ্ণ-ধ্যান করি॥ ভজনের যেই রীতি কহিল সকল। অশ্রু নয়নে বহে পুলক অবিরল॥ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করয়ে প্রণাম। সত্য কৃষ্ণপদযুগ সত্য কৃষ্ণনাম॥ আজি হৈতে তোমার নাম দুঃখিনী কৃষ্ণ-দাস। সেবা কর মোর এই স্থানে করি বাস॥ সেই দিন হৈতে কৃষ্ণনামে অনুরাগী। নিভৃতে বসি কৃষ্ণনাম লয় রাত্রি জাগি॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা বাদ হৈল প্রেমামৃতপান। যার সাধনের কথা বৈষ্ণবে করে গান॥ শ্রদ্ধা বলবতী দেখি ঠাকুর আপনে। কহি কিছু বৈস বাপু মোর সন্নিধানে॥ আমার প্রভুর কথা শুন বাপু আর। চৈতন্য নিত্যানন্দ হন জীবন যাঁহার॥ কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা সুবল-ঠাকুর। সেই প্রভু-গৌরীদাস প্রেমের অঙ্কুর॥ চৈতন্য নিত্যানন্দের দিবা নিশি সঙ্গে। সহিতে না পারি তাঁর প্রেমের তরঙ্গে॥ সাক্ষাতেই দুই প্রভুর বিরহ প্রকাশ। পূর্ব্বাপর সঙ্গে যাঁর সদাই বিলাস॥ বিগ্রহ প্রকাশ করি করাইল ভোজন। ভোজন না কৈলা নাহি কহিলা বচন॥ শুনিয়া ত দুই প্রভু পণ্ডিতের স্থানে। ডাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে॥ শুনিলাম দুই মূর্ত্তি করিয়াছ প্রকাশন। সাক্ষাতে আনিহ তাঁরে করিব দর্শন॥ আনিয়া বিগ্রহ দুই সম্মুখে রাখিল। যেই মত দুই প্রভু

তেমন দেখিল ॥ রন্ধন করহ যাই করিব ভোজন। রন্ধন করিল পণ্ডিত করিয়া চিন্তন ॥ অন্ন ক্ষীর ব্যঞ্জন বহু চারি ভোগ কৈল। দুই প্রভু দুই বিগ্রহ আনি বসাইল ॥ বলেন খাও দেখি চারি যুড়াক নয়ন। দুই বিগ্রহ দুই প্রভু করিল ভোজন ॥ আচমন করি প্রভু কহে পণ্ডিতেরে। যখন করিবে মনে আসিব তোমা ঘরে ॥ এই দুই বিগ্রহরূপে আমরা দুই জন। নিত্য নিত্য তোমার ঘরে করিব ভোজন ॥ সেই প্রভু আমারে করিল আত্মসাৎ। এই দুই সেবা দিল মোর প্রাণ-নাথ ॥ কহিল সকল কথা শুন মন দিয়া। এ সব কহিল তোমার যোগ্যতা দেখিয়া ॥ অতি-বিরক্ত কিছু মনে নাহি আর। বৃন্দাবন বলি সদা করয়ে ফুৎকার ॥ এক দিন দাঁড়াইল প্রভুর সাক্ষাতে। ভয় পায় চিত্তে প্রভু না পার কহিতে ॥ কহ বাপু ভয় নাহি কি কহ বচন। যদি আজ্ঞা হয় যাই শ্রীবৃন্দাবন ॥ ভাল ভাল বলি প্রভু কহিল তাঁহারে। অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করুন তোরে ॥ বৃন্দাবন যাহ বাপু করিহ শ্রবণ। হৃদয়চৈতন্যদাস বুঝিলা বচন ॥ প্রাতে উঠি ঠাকুর তাঁরে করিল বিদায়। প্রণাম করিলেন পদ দিলেন মাথায় ॥ দুই প্রভু বসি আছেন আইল ঠাকুর। কৃষ্ণদাস প্রতি কর করুণা প্রচুর ॥ আনিয়া প্রসাদি-বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে।—প্রণাম করিয়া কান্দে যায় ধীরে ধীরে ॥ মহাবিরক্ত কৃষ্ণনাম নিরন্তর গায়। ভক্ষণের চেষ্টা নাহি পথে চলি যায় ॥ কৃষ্ণ-জন্ম-স্থান দেখি অনেক কান্দিলা। ভ্রমিতে ভ্রমিতে

বিশ্রামঘাটে উত্তরিলা॥ রাত্রে মনে বিচারয় সকল বৃন্দাবনে। ভ্রমণ করিয়া করি সর্ব্বত্র দর্শনে॥ প্রভাতে হইলে চলে বৃন্দাবনমুখে। চলিতে না পারে অশ্রু বহি পড়ে বুকে॥ দেখিল গোবিন্দের চক্রবেড় দূরে হৈতে। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে॥ গোবিন্দদর্শন করি প্রেমে মত্ত হৈয়া। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে প্রণাম করিয়া॥ বৃন্দাবনে দেখি যাঞা সেই সেই স্থল। প্রণাম করিয়া কান্দে হইয়া বিকল॥ ধীরসমীর দেখি আর বংশীবট। দর্শন করয়ে সব যমুনার তট॥ চিরঘাট দর্শন করেন আমলীর তলা। দর্শন করিতে বন গোবর্দ্ধন গেলা॥ তার পর আইলা দুই কুণ্ড সরোবর। কুণ্ডেশ্বরে দণ্ডবৎ করে বহুতর॥ কুণ্ডপরিক্রমা করি করেন প্রণাম। শ্রীদাসগোস্বামির সঙ্গে কহে গুণগ্রাম॥ জিজ্ঞাসা করিল লোকে কহে এই স্থানে। নিরীক্ষণ করি রূপ করয়ে প্রণামে॥ সাধন করয়ে কারে কিছু নাহি কহে। অশ্রু পড়ে দুই চক্ষে দাণ্ডাইয়া রহে॥ ক্ষণেক অন্তরে গোসাঞি কহিল বচন। কোথা হৈতে বৈষ্ণব তোমার আগমন॥ দণ্ডবৎ করিয়া করয়ে নিবেদন। দক্ষিণদেশে জন্ম প্রভুর চরণদর্শন॥ কি নাম তোমার কার চরণ-আশ্রয়। মোর নাম দুঃখিনী কৃষ্ণদাস নিবেদয়॥ মোর প্রভু হৃদয়চৈতন্যদাস মহাশয়। শুনিয়া গোসাঞির বাঢ়ে আনন্দহৃদয়॥ পরমগুরু গৌরীদাস-পণ্ডিতঠাকুর। শুনিয়া গোসাঞির হইল আনন্দ প্রচুর॥ বৈস বৈস অহে বাপু দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সুখের বিলাস॥ অধিকারির কহ দেখি সকল মঙ্গল। যেন জিজ্ঞাসিলা তেন কহিলা সকল॥ আনন্দ পাইয়া তাঁরে কৃপা কৈল অতি। কুঞ্জান্তরে কবিরাজ * দেখহ সম্প্রতি॥ যে আজ্ঞা বলিয়া যায় তাঁহার দর্শনে। কুটীর ভিতরে দেখে করেন স্মরণে॥ দুই চারি দণ্ড গেল আছেন দাণ্ডাইয়া। অবসর দেখি পড়ে দণ্ডবৎ করিয়া॥ অতিবৃদ্ধ জরাদেহ সূক্ষ্মবাক্য অতি। ক্ষণেক অন্তরে দেখে পড়ি আছে ক্ষিতি॥ কে বট কে বট বাপু কহ দেখ কথা। এত দণ্ডবৎ করি কেনে দেহ ব্যথা॥ উঠিয়া ত নাম কহে দুঃখিনী কৃষ্ণদাস। আসিয়াছে প্রভুর পদ-দর্শনের আশ॥ ভাল ভাল এথা আইস কহ সমাচার। কোথা হৈতে গমন করিলে আসি আর॥ না জানিয়ে না দেখিয়ে নয়নে অতিশয়। কোন মহাশয়ের কৈলে চরণ-আশ্রয়॥ দক্ষিণদেশেতে জন্ম আম্বুয়া বলি গ্রাম। হৃদয়চৈতন্যদাস মোর প্রভুর নাম॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরীদাসপণ্ডিত। চৈতন্য নিত্যানন্দের সেবা হয় অখণ্ডিত॥ বহু কৃপা করি তাঁরে নিকটে বসাইলা। নিকটে বসাইয়া তাঁর অঙ্গস্পর্শ কৈলা॥ জিজ্ঞাসিল সকল মঙ্গলসমাচার। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন কহে আর বার॥ এই মত তাঁর দর্শন করিয়া কুণ্ডবাস। পুনঃ আইলা বৃন্দাবন-দর্শনের আশ॥ যাইয়া কৈল দর্শন শ্রীমদনমোহন। মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমি পড়িলা তখন॥ তবে আসি শ্রীজীব-গোসাঞির

* কৃষ্ণদাসকবিরাজ, যিনি চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা॥

দর্শন করিল। বসিয়া আছেন গোসাঞি দেখি সুখ পাইল॥ দর্শন করিয়া চক্ষু না যায় অন্য স্থান। নিরীক্ষণ করি এক করিল প্রণাম॥ গোসাঞি কহেন বৈষ্ণব প্রণাম না কর। বার্ত্তা কহ দেখি প্রণাম সকল সম্বর॥ তাঁহারে দেখিয়া গোসাঞি সুখ পাইল অতি। কোথা হৈতে আগমন হইল সম্প্রতি॥ কি নাম তোমার, ঠাকুরের নাম কহ মোরে। হাসি জিজ্ঞাসেন গোসাঞি তাঁরে ধীরে ধীরে॥ তিঁহ কহে মোর নাম দুঃখিনী কৃষ্ণদাস। পিতা মাতা আমার দক্ষিণ-দেশে বাস॥ হৃদয়চৈতন্যদাস ঠাকুর আমার। পণ্ডিতঠাকুর হন প্রভু সে তাঁহার॥ শুনিয়া তাঁহারে কৃপা করেন অতি-শয়। তোমা দেখি সুখ বড় হইল নিশ্চয়॥ গোসাঞি বিরক্ত দেখি ভাবে মনে মনে। আমার নিকটে সুখ পাইবে নিদানে॥ বৈস বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিয়ে সকল বৃত্তান্ত। দেশে কি যাইবে ইহাঁ রহিবে একান্ত॥ আপনার কৃপা বিনা কে পারে রহিতে। এই ক্ষত সাধ হয় চাহিয়ে রহিতে॥ ভক্তিমান্ দেখি তাঁর দৈন্য যে বিনয়। কহেন এই কুঞ্জে রহ করিয়া আশ্রয়॥ যদি পড়িবারে সাধ আছে তোমার মনে। সর্ব্বশাস্ত্র পড়াই পড় করিয়া যতনে॥ প্রসাদী পাইবা এথা সাধন করিবা। দুই এক টহল* করি নিকটে পড়িবা॥ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণতি করয়ে বিস্তর। মস্তকেতে হাত দিল আনন্দ-অন্তর॥ বিদ্যার আরম্ভ কৈল করিয়া সুদিন।

---

* টহল—ঠাকুরভোগাদির পরিচর্য্যা। টহল স্থানে প্রহর,পাঠান্তর॥

পড়িতে পড়িতে অতি হইলা প্রবীণ॥ রাত্রে বসি সাধন করে এক কুঞ্জান্তরে। কভু ভক্তিগ্রন্থ শুনে আনন্দ-অন্তরে॥ ব্যাকরণ সাঙ্গ হৈল কাব্য কিছু দেখে। কখন বসিয়া ভক্তি-গ্রন্থ কিছু লিখে॥ পড়িতেই ব্যুৎপন্ন হৈল অতিশয়। ভক্তি-গ্রন্থ পড়িতে গোসাঞির আজ্ঞা হয়॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আমূল হইতে। আনন্দিত হৈল চিত্ত পড়িতে পড়িতে॥ সিদ্ধান্ত বৈধী রাগতত্ত্ব দেখিতে শুনিতে। পূর্ব্বপক্ষ করেন গোসাঞি সুখ পান চিতে॥ তাঁর স্থানে উজ্জ্বল পড়ে টীকার সহিতে। সর্ব্বত্র যোগ্যতা হইল কহিতে শুনিতে॥ রাধাকৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে। বিনয় করিয়া কহে গোসাঞির সাক্ষাতে॥ যেই ভাব যেই চেষ্টা সাধনের রীতি। আপ-নার আজ্ঞা হয় এ অধম প্রতি॥ তবে গোসাঞি পঞ্চ-রসের কহিল আখ্যান। বিশেষে মধুর রস তাহাতে শুনান॥ এই ভাব ভাবাশ্রয় রাগ অভিমত। নিষ্কপটে কহেন তাঁরে যেই অনুগত॥ শুনিতেই কৃষ্ণদাসের লোভ উপজিল। বিনয় করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥ যে আজ্ঞা হইল তাহা কর অঙ্গীকার। শ্রীরূপের অভিমত যেই ধর্ম্ম সার॥ যাঁর গ্রন্থ তাঁর মত করিলে আশ্রয়। তবে সে সকল সিদ্ধি বরদায়ক হয়॥ আপনার দর্শনে আর গ্রন্থ আস্বাদনে। ভয়ে নাহি কহি লোভ হইয়াছে মনে॥ তুমি কৃপাময় মোরে কৈলে অঙ্গীকার। তোমার প্রসাদে জানিনু এই ভাব সার॥ অঙ্গী-কার কৈল গোসাঞি হৈল সফল। শুনিতেই সিংহপ্রায়

হৈল তাঁর বল ॥ দুই চারি দিন অন্তে নিকটে বসাইল। রাধিকাজিউর মন্ত্র ষড়ক্ষর দিল ॥ কৃষ্ণ-পঞ্চনাম রাধিকার পঞ্চনাম। যেই কালে জপিবার কহিল বিধান ॥ কামবীজ কহিল তবে বিশেষ প্রকার। রাধাকৃষ্ণলীলায় যুক্ত তখন জপিবার ॥ সখীভাব গ্রহণ কৈল নিজ-অনুগত। সেবাকাল যার যেই সাধন অভিমত ॥ এই যে শুনিলে তার কহি মর্ম্ম কথা। পশ্চাতে শুনিবে যেই আছয়ে সর্ব্বথা ॥ শুন অহে কৃষ্ণদাস কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য। হৃদয়চৈতন্যদাস গুরু সে অবশ্য ॥ কৃষ্ণমন্ত্রদাতা তিঁহ তাঁর কৃপা হৈতে। এই সব প্রাপ্তি তাঁর কৃপার সহিতে ॥ তাতে অপরাধ হৈলে সব যায় ক্ষয়। এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হৃদয় ॥ প্রভুর যে আজ্ঞা সেই কর্ত্তব্য আমার। বাহিরে আসি দণ্ডবৎ করিল অপার ॥ যে দিন শুনিল সে দিন হৈতে করেন সাধন। গোসাঞি-স্থানে পড়েন কুঞ্জে বসিয়া স্মরণ ॥ রাত্রে বসি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবেশ চিত্তে। কত ভাব উঠে তাহা ভাবিতে ভাবিতে ॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। কুঞ্জে নৃত্য গীত সবে বিবিধ তরঙ্গে ॥ রাধাসখীগণ নিজ-ভুজে অন্যভুজে। মধ্যে কৃষ্ণ-চন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে ॥ নৃত্য করে সখীগণ আনন্দিত মন। মধ্যে নৃত্য করে কৃষ্ণ ভুবনমোহন ॥ গান বাদ্য করে তাহে সব সখীগণ। রাধা নৃত্য করেন কৃষ্ণ করয়ে দর্শন ॥ বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সখীগণ গায়। রাধিকা নাচয়ে কভু সখীরে নাচায় ॥ এই মত কৃষ্ণসুখ লাগিয়া নর্ত্তন। এই রসে সভে

মত্ত জুড়ায় নয়ন॥ রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত প্রচুর। খসিয়া পড়িল বামপদের নূপুর॥ আপনে না জানে সখীগণ না জানিল। চরণে আছয়ে কিম্বা কোথায় পড়িল॥ নৃত্য অন্তে পালঙ্কে শয়ন করেন যাঞা। সখীগণ নিরীখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিঞা॥ রতিরসে গোঙাইল রাত্রি হৈল শেষ। সখীগন উঠিবারে করিল আদেশ॥ বহু ক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গভরে। লাজভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে॥ সখীগণ চলি গেলা নিজ-নিকেতনে। পড়িয়া রহিল নূপুর কেহ নাহি জানে। সেইকালে উঠিলা দুঃখিনী-কৃষ্ণদাস। রাসস্থলী দেখিবারে মনের উল্লাস॥ নিরীখয়ে পদচিহ্ন দণ্ডবৎ করে। নয়নে বহয়ে নীর আনন্দ-অন্তরে॥ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছে রত্নের নূপুর। তাহার সৌরভে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥ হাতে তুলি নিল মাথে যায় ধীরে ধীরে। চলিতে না পারে প্রেম ভরিল অন্তরে॥ গোসাঞি যেথানে উত্তরিলা সেই স্থানে। বিচিত্র নূপুর গোসাঞি দেখিল নয়নে॥ জানিলেন মনে এই যাঁহার নূপুর। হাতে তুলি লইয়া তাঁরে দণ্ডবৎ করে॥ বুকে মুখে লাগাইল চক্ষে লৈয়া মাথে। কণ্ঠ রুদ্ধ হৈলা গোসাঞি পড়িলা ভূমিতে॥ গোসাঞিকে কৃষ্ণদাস ধরি বসাইল। বক্ষঃস্থলে করি নূপুর কান্দিতে লাগিল॥ কতেক সাধন কৈলে কত কাল ধরি। তোমার ভাগ্যের সীমা কহিতে না পারি॥ কৃষ্ণদাস চুম্ব দিল আলিঙ্গন বুকে। চরণ-কুঙ্কুম লাগিয়াছে তোমার মস্তকে॥ পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ ল'য়ে মস্তকে

তাঁহার। ভাগ্য করি মানয়ে জীবন আপনার॥ দুই দিকে বুকমধ্যে কুঙ্কুমের বিন্দু। শোভিয়াছে স্থান যেন হয়ে পূর্ণ ইন্দু॥ কৃষ্ণপদাকৃতি তিলকবিন্দু রাধিকার। করিলেন মনে সুখ পাই আপনার॥ সর্ব্ব মহাশয় ইথে পাইবে আনন্দ। আজ হৈতে তোমার নাম হৈল শ্যামানন্দ॥ হরিপদাকৃতি তিলকের আছে সর্ব্বত্র প্রমাণে। ইহা জানি লহ দোষ না লইব কোন জনে॥ করিল করুণা অতি সেই শ্যামানন্দে। প্রণাম করয়ে অতি পাইয়া আনন্দে॥ সেই শ্যামানন্দে গোসাঞি বিদায় করিল। ঠাকুরমহাশয়ের হস্তে হস্তে সমর্পিল। যতেক ইহাঁর শাখা যেখানে রহিব। পাপী তাপী নীচ জাতি কত উদ্ধারিব॥ এ সব লিখিতে নাহি করি অনুভব। প্রভুর শ্রীমুখে ইহা শুনিয়াছি সব॥ লিখিমাত্র সেই আজ্ঞা করি বলবান্। ইথে যেই নিন্দা করে সেই অগেয়ান॥ তিঁহ কৃষ্ণভক্ত তাহে এ বিস্ময় নহে। সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকরিয়া পুনঃ পুনঃ কহে॥ প্রাতঃকালে লোক পাঠাইল মথুরায়। শীঘ্র লোক গাড়ি সহিত আনহ এথায়॥ সেইকালে জীবগোসাঞি বিচারিল মনে। ঠাকুরমহাশয় ডাকি আন আমা-স্থানে॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য ডাকি আনহ এখানে। শীঘ্র আনহ দোঁহায় আছয়ে কারণে॥ আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। দেখিয়া গোসাঞি তাঁরে আনন্দ-হৃদয়॥ নিজ নিজ প্রভু-স্থানে হইলা বিদায়। আসিহ আমার স্থানে আনন্দ-হিয়ায়॥ লোকনাথ-গোসাঞি-স্থানে গেলা দুই জন। যাইয়া কহিল গোসাঞির

বিবরণ ॥ শুনিয়া কাতরচিত্ত হইলা অতিশয়। রোদন করিয়া কিছু নরোত্তমে কয় ॥ গোসাঞির আজ্ঞা সেই মোর কার্য্য হয়। আজ্ঞাভঙ্গ হৈলে অতি হয় অপচয় ॥ পূর্ব্ব-শিক্ষা দীক্ষা যত করিয়াছি আমি। যোগ্যতামস্ত হও তুমি করিবে ইহা জানি ॥ তাহাতে সংশয় করি মনে এই ভয়। বিবাহের কাল অতি মনে জানি লয় ॥ ব্যবহারে রহি সব বৈরাগ্য সাধিবে। তৈল ত্যাগ হবিষ্যান্ন সদা আচরিবে ॥ প্রথমেই গৌরাঙ্গের সেবা আচরিবা। তাঁর পর রাধাকৃষ্ণ-সেবা যে করিবা ॥ যেন কৃষ্ণসেবা তেন বৈষ্ণবসেবন। একরূপ করিয়া করিবা সমাধান ॥ সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব যাত্রাদিক করণ। সাবধানে করিবে মোর আজ্ঞার পালন ॥ আচার্য্য ডাকিয়া সমর্পিল তাঁর হাতে। নরোত্তমে লইয়া যাবে সাবধানে পথে ॥ যে ধর্ম্ম কহিল তাহা রক্ষা যেন পায়। অসাবধান নহে সদা করিবে সহায় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে করিল প্রণাম। পুনঃ পুনঃ রোদন করে নিরখে বয়ান ॥ ডাকি আলিঙ্গন দিল চরণ মস্তকে। কেবল আমার প্রাণ জানিয়ে তোমাকে ॥ এই জরা-দেহ মোর শক্তি নাহি আর। পুনশ্চ আসিয়া যেন দেখ আববার ॥ আচার্য্যঠাকুরে ডাকি গোসাঞি কৈল কোলে। দুই হাতে ধরি কহে বহে অশ্রুজলে ॥ শরীরে জীবনে মোর সঙ্গে ছাড়ি যায়। কহিল তোমারে এই মোর নাহি দায় ॥ আচার্য্য-ঠাকুর লইল চরণের ধূলি। যেন নরোত্তম তেন শ্রীনিবাস বলি ॥ জানাবেন দোঁহার মনে হেন কৃপা করি। জন্মে জন্মে

পদ যেন না পাশরি॥ কান্দিতে কান্দিতে দোঁহে হইলা বাহির। ব্যাকুল-অন্তর হৈল করিতে নারে স্থির॥ শ্রীভট্ট-গোস্বামিস্থানে গেলা সেই ক্ষণে। দেখিয়া বুঝিলা গোসাঞি সকল কারণে॥ যাইয়া করিল প্রণাম, দণ্ডবৎ স্তবন। বৈস বৈস অহে বাপু শুনহ বচন॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ গৌড়ে হইবে প্রচারে। কে করিবে হেন কেহ না দেখি সংসারে॥ গ্রন্থ-অনুসারে ধর্ম্ম সব প্রচারিবে। আপনার নিজ-ধর্ম্ম পালন করিবে॥ পূর্ব্বে কহিয়াছি যার যেরূপ করণ। সেইরূপে সর্ব্বজনে করাবে শিক্ষণ॥ এই মোর নিজ-কার্য্য, সাবধানে যাবে। যে মত গোসাঞির আজ্ঞা তে মত করিবে॥ এ কার্য্য করিবে বাপু নহে অন্য মন। পুনরপি একবার আসিহ বৃন্দাবন॥ নয়ন ভরিয়া আমি দেখিব আর বার। তবে সে বাঞ্ছিত পূর্ণ হইবে আমার॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম তুমি দুই জন। আজি হৈতে ছাড়ি গেল শরীরে জীবন॥ সে কালে যে দশা হৈল সেই তাহা জানে। প্রহরেক ভূমে পড়ি করেন রোদনে॥ শ্রীনিবাস বলেন প্রভু কি বলিব আর। চিরদিন না করিনু সেবন তোমার॥ বহু সাধ বাধ বিধি করিল আমার। নয়নে দেখিব আর চরণ তোমার॥ নরোত্তমে কোলে করি কান্দে শ্রীনিবাস। নিজ-কর্ম্মদোষ জানি হইল প্রকাশ॥ নরোত্তমের রোদনেতে পাষাণ বিদরে। ছাড়িয়া প্রভুর পদ যাই কোথাকারে॥ কৃপা করি আপনে দিলেন চরণযুগল। এবে কি ফলিল আসি অপরাধের ফল॥ দোঁহে

গড়ি যায় মোর প্রাণনাথ বলি। কি সুখ পাইতে পথে যাও চিত্ত চলি॥ সে কালে যে দশা হৈল লিখন না যায়। বিন্দু না ছুঁইল এই পাতকির গায়॥ গুরুতে এমন রতি হয় বা কাহার। শুনিয়া লিখিতে চিত্ত হয় চমৎকার॥ কিবা গুণ কিবা প্রেম কিবা দোঁহার দশা। ভাগ্যবলে করি তাঁর কোন-মাত্র আশা॥ তর্ক ছাড়ি যেই জন করয়ে শ্রবণ। অন্তকালে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের অধ্যয়ন এবং শ্রীনিবাসের "আচার্য্য" পদবী, নরোত্তমের "ঠাকুরমহাশয়" পদবী লাভ, দুঃখিকৃষ্ণদাসের জন্মস্থানাদি চরিত, "শ্যামানন্দ" নাম প্রাপ্তি, শ্যামানন্দের বিবরণ ও উক্ত তিন জনের গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে যাত্রা প্রভৃতি বর্ণনময় দ্বাদশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

ত্রয়োদশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন। জয় জয় নিত্যানন্দ অকিঞ্চন ধন ॥ জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র গুণের অবধি। জয় জয় ভক্তগণ মনোরথসিদ্ধি ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়। হেন শ্রীচরণ যবে করিল আশ্রয় ॥ সেই আজ্ঞাবলে লিখি চরণপ্রভাব। শুনিয়া লিখিয়া মোর যত্ন হৈল লাভ ॥ যেই বাক্য প্রভুমুখে দেখি তাহা লিখি। কি হৈল লিখিয়া তাহা পরতেক দেখি ॥ নিকটে বসাঞি মোর ক্রম করি কহে। শুনিয়া আনন্দচিত্ত কহিব বা কাহে ॥ যখন শুনিয়ে যাহা লিখিয়ে কাগজে। সাক্ষাতে শুনাইল তাহা দণ্ডচারি ব্যাজে ॥ আনন্দ হইল চিত্ত কৃপা কৈল অতি। শ্রীমুখের বাক্যসিদ্ধি সেই পদগতি ॥ যাও বাপু শ্রীনিবাস কান্দ কি কারণ। শুভাশুভ লিখিবেন পথের গমন ॥ নরোত্তম সঙ্গে থাকিবেন সর্ব্বথায়। দুইদেহ একপ্রাণ সর্ব্বলোকে গায় ॥ দোঁহার গমনে পাইলাম যত ব্যথা। শুভাশুভ বার্ত্তা পাইলে প্রাণে পাইব সর্ব্বথা ॥ সাবধানে পথে যাবে নহে অপচয়। কান্দিতে কান্দিতে গোসাঞি এই কথা কয় ॥ আলিঙ্গন কৈল দোঁহে কৃপা অতিশয়। সে কার্য্য করিবে যেন না হয় অপচয় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া আচার্য্য হইলা বাহির। যাইতে না পারে দেহ হইলা অস্থির ॥ গোসাঞি-সাক্ষাতে রহি

ঠাকুরমহাশয়। প্রণাম করিয়া কিছু তাঁরে নিবেদয়॥ এই নরোত্তম তোমার হয় ভৃত্যাভাস। এ দুই চরণ প্রাপ্তি নহে অন্য আশ॥ যাও বাপু নরোত্তম কি বলিব আর। বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল তোমার॥ শ্রীনিবাসসহিতে তুমি রহিবে একস্থানে। শুনিয়া আনন্দ চিত্ত হইল যেন মনে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া হৈলা কুঞ্জের বাহির। যত স্থির করেন চিত্ত নাহি রহে স্থির॥ শ্রীজীবগোসাঞি-কাছে গেলা সেইকালে। সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক ভরেন বিরলে॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ-গ্রন্থ আর। থরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার॥ বহু লোক লৈয়া সিন্ধুক আনিল ধরিঞা। গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা॥ সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ * দিল তায়। মোমজামায় ঘেরাইল সর্ব্বাঙ্গে লেপটায়॥ পথের খরচ যত দিল তিন জনে। যেথানে সেথানে যাবে হবে সাবধানে॥ বলদ জুড়িল তায় আনন্দিত চিত্তে। রূপ সনাতনের পদ ভাবিতে ভাবিতে॥ চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভক্তগণ। সর্ব্বত্র মঙ্গল লাগি করিয়ে স্মরণ॥ আগি উত্তরিলা গাড়ি গোবিন্দের দ্বারে। শ্রীজীবের সঙ্গে যান দর্শন করিবারে॥ দেখিল গোবিন্দ বসি আছেন সিংহাসনে। অনেক প্রণাম করি করে নিবেদনে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমের মঙ্গলকারণে। কৃপা কর চরণে করিয়ে নিবেদনে॥ পূজারী প্রসাদি মালা দিলা দোঁহার গলে। প্রণাম করিয়া দোঁহে মথুরা-মুখে চলে॥

* কুলুপ—চাবি সহিত তালা॥

শ্রীজীবগোস্বামিসঙ্গে মথুরানগরে। সেই স্থানে মিলি সভে রাত্রে বাস করে॥ মহাজন পাঠাইয়া রাজপত্র আনে। চৌকী সহিত যাজপুরের করিল লিখনে॥ প্রাতঃকাল হৈল সবে আনন্দ-অন্তর। পথে চলি যায় ক্ষণে করিয়া মন্থর॥ নগর-বাহির হৈলা বিদায়ের কালে। আলিঙ্গন করিয়া শ্রীজীব কিছু বলে॥ সর্ব্বরস শিরোমণি গৌরাঙ্গসুন্দর। তাঁর শক্তি সনাতন রূপ কলেবর॥ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমূর্ত্তি দুয়ের শরীরে। রূপ সনাতন শক্তি জানিয়ে অন্তরে॥ সেই চৈতন্যের আজ্ঞা প্রেম প্রকাশিতে। বর্ণন করিলা রূপ সনাতন তাতে॥ সেই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম প্রকাশ তোমাতে। প্রকাশ করিতে দোঁহে পার সর্ব্বত্রেতে॥ মোর আজ্ঞা নহে এই প্রভুর আদেশ। শীঘ্র যাহ গৌরাঙ্গের দোঁহে নিজ-দেশ॥ স্বচ্ছন্দে মঙ্গল হউক পথের গমন। আজ্ঞা পালন করি কিবা ছাড়িব জীবন॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম তুমি মোর প্রাণ। একত্র রহিবা নাহি যাব অন্যস্থান॥ গলায় ধরিয়া কান্দে নাহি কসম্বিৎ। তোমা দোঁহার গুণে চিত্ত হৈয়াছে মোহিত॥ জীবনে মরণে লাগি রহিল হিয়ায়। তুমি আমি জানি ইহা অন্যের নাহি দায়॥ শ্রীজীবগোস্বামী ধরি শ্যামানন্দের কর। অনেক করিল কৃপা আনন্দ-অন্তর॥ দেশে যাই কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন। ধর্ম্মপ্রচারণ কর প্রেমপ্রবর্ত্তন॥ দেশে যাহ চিন্তা নাহি সর্ব্বত্র মঙ্গল। তোমার যে শাখাগণে জানিবে সকল॥ অচ্যুতানন্দের পুত্র নাম মুরারিদাস। তোমার আশ্রয় মনে করিয়াছে আশ॥

পূর্ব্বে কহিয়াছে আমি তাহে দিহ মন। নরোত্তমের হাতে ধরি কৈল সমর্পণ॥ কহিব প্রসঙ্গ গণোদ্দেশ-অনুসারে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সাধন জানিবা অন্তরে॥ ভক্তিরসামৃতগ্রন্থ অনুসারের মত। স্বচ্ছন্দে বুঝা'বা তাহা করিয়া বেকত॥ রসলীলাগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বলের দ্বারে। শিক্ষা দিয়া নিজ-দেশ পাঠা'বা সত্বরে॥ দুই মনুষ্য সঙ্গে দিবে খরচ যাইবারে। দুঃখ নাহি পান যান আনন্দ-অন্তরে॥ কান্দিতে লাগিলা দুই পদ-যুগ ধরি। বিদায় করিলা তারে আলিঙ্গন করি॥ দশ জন অস্ত্রধারী হিন্দু সঙ্গে যায়। দুই গাড়োয়ান তবে দুঃখ নাহি পায়॥ পথে চলি যাবে সর্ব্ব করিয়া স্মরণ। কোন মতে কারো যেন নহে অন্য মন॥ সেই মতে চলে তিনে কান্দিয়া কান্দিয়া। রূপ সনাতন জীব স্মরণ করিয়া॥ গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন করিলা গমন। শুভ চিন্তা করে সদা পথের চিন্তন॥ রাজপত্র দেখাইয়া যায় স্থানে স্থানে। আগরায় এক রাত্রি করিল ক্ষেপণে॥ প্রভাতে উঠিয়া পথে চলে শীঘ্রগতি। কৃষ্ণ-নাম লয়ে পথে চলে শুদ্ধমতি॥ রাত্রে বসি রহে কৃষ্ণকথা-আলাপনে। কিরূপে বা দিন যায় তাহা নাহি জানে॥ রাজ-পত্র দেখাইয়া যায় সর্ব্ব-স্থানে। ঝিটানগর পর্য্যন্ত করিলা গমনে॥ কথো দিন রাজপথে গমন স্বচ্ছন্দ। ঝাড়িখণ্ডপথে যাব করিলা নির্ব্বন্ধ॥ মগদেশ * বামে করি পথে চলি যায়। বনপথে যাইতেই সুখ অতি পায়॥ কৃষ্ণকথা-আলাপনে দিন যায় রঙ্গে। কথো দূর যান কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে॥ ঝাড়িদেশ

* পাটনাপ্রদেশকে মগদেশ বা মগধ কহে॥

ছাড়াইয়া উত্তরিলাসিয়া। তমলুকে যান মনে আনন্দ পাইয়া॥ রাত্রে বসি ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ-আলাপন। এই মত সুখে যান না জানয়ে বন॥ কোকিল ময়ূর ডাকে নৃত্য করে তারা। তাহা দেখি ভাব উঠে বৃন্দাবন পারা *॥ মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডে সুখ পাইল অতি। দেখি অশ্রু কম্প হয় পুলকের পাঁতি॥ পরম-আনন্দ সুখ দুঃখ নাহি জানে। ভদ্রাভদ্র হবে বলি নাহি পড়ে মনে॥ বিষ্ণুপুরিয়া রাজার নাম বীরহাম্বীর। দস্যুবৃত্তি করে তাহে অত্যন্ত দুঃশীল॥ হাত গুণি দেয় পাসে ডাকাইত কত। ফাঁসিয়ারা মানুষমারা † আছে শত শত॥ সর্ব্বদেশ মারে যাইয়া সেই সব জন। গাড়ির সঙ্গে পাছে তারা করেন গমন॥ গণিয়া গণিয়া যায় অন্যের রাজ্য-পথে। নিজ-দেশ বলি নাহি মারে যায় সাথে॥ পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুর। নিজ-দেশ বলি বাঢ়ে আনন্দ-প্রচুর॥ মালিয়াড়া বলি গ্রামে ভৌমিক এক হয়। রহিলা স্বচ্ছন্দে তাহা হইয়া নির্ভয়॥ গণিয়া দেখয়ে গাড়িভরা বহুধন। হীরা মণি মাণিক কত অমূল্যরতন॥ আগে দুই জন যাই কহে রাজা প্রতি। সোণা হীরা মাণিক বলি কহিল দুষ্টমতি॥ রাজা জিজ্ঞাসিল লোক সঙ্গে কত হয়। পঞ্চদশ লোক সঙ্গে কহিল নিশ্চয়॥ দুই শত লোক লৈয়া করহ গমন। প্রাণে নাহি মারিবা আনিবে সব ধন॥ বন্দুকজালালি কত তিরন্দাজ আর। গাড়ি মারিবারে

---

* বৃন্দাবনের ন্যায়॥

† মানবুড়িয়া, পাঠান্তর॥

যায় করিয়া বিচার ॥ গোপালপুর এক গ্রাম অতিমনোহর। সেই স্থানে রাত্রে বৈসে আনন্দ-অন্তর ॥ দুইপ্রহর রাত্রি কৃষ্ণ-কথারসে। শয়ন করিল কেহ কেহ বসি আছে ॥ কাল-স্বরূপ সব গুলা উত্তরিলা গিয়া। মার মার কাট কাট বলয়ে লুটিয়া ॥ সবে স্তব্ধ হৈয়া রহে মনে ভয় করি। গাড়ির দ্রব্য লুটি লৈল অস্ত্র নাহি ধরি ॥ বনপথে লঞা গেল রাজার নিকটে। প্রাতঃকাল হৈল সবে পড়িল সঙ্কটে ॥ আপনে আইল রাজা গাড়ি লইবারে। গাড়ির বলদ দেখি আনন্দ-অন্তরে ॥ বাড়ীর ভিতরে লইয়া গাড়ি তার রাখে। লোক অন্যত্রেতে করি গাড়ি খুলি দেখে ॥ দেখিল সিন্ধুক বড় ভিতরে আছয়। সে শোভা দেখিয়া রাজা আনন্দিত হয় ॥ তাহাতে দেখিল সব গ্রন্থ বহুতর। দুঃখ বড় হইল চিত্তে ভাবয়ে অন্তর ॥ বাহির হইয়া রাজা লোক বলাইল। যত লোক যাঞা ছিল সকলি আইল ॥ কোন্ পথে আইল গাড়ি শুন দেখি ভাই। কতদূর হৈতে তুমি আনিলে গোড়াই ॥ তোমার সহিত রাজা আসি তার সনে। যখন গণিয়ে তখন দেখি নানা ধনে ॥ মালগাড়া রাজা সবে এই নিবেদন। ভাবিত হইল চিত্ত কারে নাহি কন ॥ তেমতি সিন্ধুক লঞা রাখিল ভাণ্ডারে। সাবধানে রাখিলা ইহা কহিলা লোকেরে ॥ এথা আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। ভ্রমিয়া ফিরয় কারে কিছু না বলয় ॥ শ্যামানন্দের চিত্তে তাতে হৈল চমৎকার। সবার উপরে হইল মহাদুঃখভার ॥ গাড়িয়ান লোক

সব বলয়ে তাহার। যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন ভাই আর॥ এই যে দেশের কথা কহা নাহি যায়। নিজদেশে আসি দুঃখ জন্মিল হিয়ায়॥ যে কিছু আছিল সঙ্গে সব লৈল কাড়ি। দুঃখ না পাইহ তোমরা যাহ নিজ-বাড়ী॥ যে হইল তাহা লিখি গোস্বামির স্থানে। নিজদুঃখ পত্রে সব করি নিবেদনে॥ ভাল ভাল বলি লোক কহিল তাঁহারে। সভারে লইয়া গেলা গ্রামের ভিতরে॥ কাগজ কলম মাঙ্গি লইল তথাই। লিখিলেন যে হইল তাঁ [illegible] ঠাঁই॥ পথে পথে তাঁরা সব করিল গমন। গ্রামে গ্রামে বলেন যাঞা কান্দে অনুক্ষণ॥ কোথাহ না পায় টের * লোক নাহি কহে। যে দুঃখ হইল চিত্তে কেবা তাহে সহে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দরায়। দেশে আনি এত দুঃখ আছিল দশায়॥ রূপ সনাতন জীব প্রভু প্রাণনাথ। কি সুখে বঞ্চিব কাল হইয়া অনাথ॥ যত পরিশ্রম কৈল আসি এত দূর। অপরাধ কৈল সেবা ছাড়িল প্রভুর॥ ভাবে মনে মনে বসি বনের ভিতরে॥ প্রাণ যায় বড় শেল রহিল অন্তরে॥ যতেক হইল আজ্ঞা সব হৈল বৃথা। কেবা জানে এবা দুঃখ নিবেদিব কোথা॥ পাগল হইয়া অতি বলে গ্রামে গ্রামে। কান্দয়ে সতত বিচারয়ে মনে মনে॥ কারণ আছয়ে ইহার অনুভব হয়। চৈতন্যের ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥ রূপ সনাতন জীব ভঙ্গি উঠাইল। ধন বলি গ্রন্থ সব চুরি করি লৈল॥ অপ্রমাণ

* টের—অনুসন্ধান॥

নহে সেই ধনমাত্র সার। গণিতা গণিল কিবা দোষ আছে তার॥ প্রভু-রামানন্দ সঙ্গে যত প্রত্যুত্তর। লিখিলেন কবি-রাজ আনন্দ-অন্তর॥ রসভক্তি কৃষ্ণতত্ত্বে প্রেমের আখ্যান। কতেক লিখিব তার যতেক প্রমাণ॥ সেই তত্ত্ববেত্তা, যেই মনে তাহা জানে। আমি যে লিখিয়ে তার বুঝিবে কারণে॥ "ধন মধ্যে কহ রায় কোন ধন গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই মহাধনী"॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ যত লীলার প্রসঙ্গ। কত প্রেমধন আছে তাহার তরঙ্গ॥ প্রেমধন গাঁথিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে। স্পর্শমণি বলি তারে গণিল অন্তরে॥ যেই গণিয়াছে তার বাক্য মিথ্যা নহে। চুরি করি লৈল তার কারণ আছয়ে॥ কোনরূপে যায় গ্রন্থ লৈল তার ঘরে। অচিন্ত্য শক্তি আছে, প্রেম জন্মায় অন্তরে॥ অল্প লোকে হয় যদি কেবা তাহা গণে। রাজপাত্রে জন্মিলে প্রেম সর্ব্বলোকে জানে॥ আমার লিখন যেই বুঝিবে অনুসার। পশ্চাতে বুঝিবে তার প্রয়োজন আর॥ এথা শ্রীআচার্য্যঠাকুর বলেন খেদ করি। কথো দিনে লোক গেল মথুরানগরী॥ আর দিনে পত্র লৈয়া গোসাঞির স্থানে। পত্র দিয়া সব বাক্য কৈল নিবেদনে॥ শ্রীজীব পড়িল পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথগোসাঞি-স্থানে সকল কহিল॥ শ্রীভট্টগোসাঞি শুনিলেন সব কথা। কান্দিয়া কহয়ে বড় পাইলাম ব্যথা॥ রঘুনাথ, কবিরাজ শুনি দুই জনে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥ কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ। কি করিল কিবা হৈল

ভাবে মনে মন॥ জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে। অন্তর্দ্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে॥ কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ। উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥ বিরহ-বেদনা কত সহিব পরাণে। মনের যতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়। তোমা বিনু আর কেবা আমার আছয়॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণা-হৃদয়। কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয়॥ প্রভু রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। কোথা গেলা প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ॥ লোকনাথ গোপালভট্ট শ্রীজীবগোসাঞি। তোমরা করহ দয়া মোর কেহ নাঞি॥ শ্রীদাসগোসাঞি দেহ নিজপদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান॥ বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথদাস। মরমে রহল শেল না পূরল আশ॥ তুমি গেলে আর কোথা কে আছে আমার। ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তাঁর॥ তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া। কেমনে বঞ্চিব কাল এ দুঃখ সহিয়া॥ নিজনেত্রে কৃষ্ণ-দাস রঘুনাথের মুখে। চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে॥ অহে রাধাকুণ্ডতীর বাস দেহ স্থান। রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান্॥ যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন। মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ॥ রঘুনাথদাস কান্দে বুকে দিয়া হাত। ছাড়ি গেলা রাখি মোরে করিয়া অনাথ॥ কতেক লিখিব দুঃখ কহনে না যায়। কবিরাজ কবিরাজ বলি সভে গুণ গায়॥ সিদ্ধের প্রসঙ্গ যত কহনে না যায়। সেই সে

জানয়ে মনে যাঁরে কৃপা হয়॥ এই কালে হইয়াছে এমন প্রসঙ্গ। না লিখিলে নিজপ্রভুর আজ্ঞা হয় ভঙ্গ॥ তাহে অপরাধ হৈলে না স্ফুরে বদনে। এখনে লিখিয়ে তাহা শুন বিবরণে॥ অন্বেষণ করি বলে দুই মহাশয়। সেই দুঃখে শ্যামানন্দে সঙ্গে করি লয়॥ একদিন রাত্রে দোঁহে বিচার করয়। আচার্য্যঠাকুর কহে মোর মনে লয়॥ নিজদেশে যাও তুমি আপনার ঘর। এই দুঃখে দুঃখী হয় আমার অন্তর॥ এ সাধ্য নহিলে সাধ্য নহে প্রয়োজন। সব ব্যর্থ হয় নহে আজ্ঞার পালন॥ কে নেল অবশ্য তাহা চাহি জানিবারে। তবে সে করিব তার যে থাকে প্রকারে॥ লোকদ্বারে পত্র লিখি তোমারে পাঠাব। রাজপত্র করি তবে তেমত হইব॥ নহেবা জানিয়া আমি যাব তোমা স্থানে। আসোয়ার লোক লইয়া করিব গমনে॥ এই যুক্তি কর তবে সব সিদ্ধ হয়। প্রাতঃকালে উঠি তুমি করহ বিজয়॥ প্রাতঃকালে দুই জনে হইলা বিদায়। সেইকালে যত দুঃখ উঠিল হিয়ায়॥ করে ধরি কহে শুন অহে নরোত্তম। না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন॥ কান্দিয়া কান্দিয়া দোঁহে হইল বিদায়। ইহোঁ দেশে যান তিঁহ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ ঠাকুরমহাশয় দুঃখী অন্তর বাহিরে। না জানয়ে কোথা যায় থাকে কোথাকারে॥ সঙ্গে শ্যামানন্দ যায় কিছু নাহি কহে। গমন করয়ে পথে পড়ি দুঃখমোহে॥ কথো দিনে চলি আইলেন নিজদেশে। বস্ত্রহীন ঘরে যান

অকিঞ্চনবেশে॥ শুনি তাঁর মাতা পিতা আইল ধাইয়ে। মুখ নিরখিয়া পড়ে লোটাঞা লোটাঞা॥ নিজ-পরিবার আইল যত কিছু ছিল। আসিয়া প্রণাম করি চরণে ধরিল॥ নিরখিয়া রূপ তাঁর পড়য়ে কান্দিয়া। হরি বলে দুঃখে দেখে আনন্দিত হৈয়া॥ প্রজা পাত্র মিত্র আনহ দেশ হৈতে। একে একে কহে তাঁরে কান্দিতে কান্দিতে॥ চরণে পড়িয়া কান্দে গেল দুঃখ-শোক। ব্রাহ্মণ সজ্জন আইল আর কত লোক॥ তাঁর প্রেমময়-মূর্ত্তি করিয়া পরশে। নিজ-ঘরে লৈয়া গেলা আনন্দ-আবেশে॥ সভার আনন্দ হৈল ডুবিলা প্রেমায়। হা হা রাধাকৃষ্ণ বলি ভূমে গড়ি যায়॥ মাতা পিতা পরিজন ভাগ্য করি মানে। পুনর্ব্বার প্রেমমূর্ত্তি দেখিল নয়নে॥ তিন বার স্নান করে স্মরণ কীর্ত্তন। দেখিয়া সকল জনের আনন্দিত মন॥ দিবারাত্রি কোথা যায় প্রেমের আবেশে। হরিনাম লয়, দিন হৈল অবশেষে॥ বহুজন্ম ভাগ্য মোর হইল উদয়। কেহ কহে আমা প্রতি কিছু আজ্ঞা হয়॥ কারে কিছু নাহি কহে রহে স্তব্ধ হৈয়া। সনাতন রূপ ক্ষণে স্মরণ করিয়া॥ প্রভু-লোকনাথ কোথা মোর প্রাণনাথ। দেখিব সে পদ কবে নয়নে সাক্ষাৎ॥ নিভৃতে কাননমধ্যে একা বসি রহে। মন্দ মন্দ স্বরে মুখে হরিনাম কহে॥ এতেক সাধন করে নাহি জানে লোক। তাঁহার দর্শনে সভার যায় দুঃখ-শোক॥ তাঁহার করুণা হৈলে কিবা গুণ ধরে। কিবা প্রেম-প্রাপ্তি হয় অন্তরে বাহিরে॥ পশ্চাতে লিখিব সব সে আশ্চর্য্য

কথা। যে প্রেম প্রকাশি পাত্র কৈল যথা তথা॥ এখনে লিখিয়ে তার শুনহ প্রসঙ্গ। যে কারণে শ্যামানন্দ আইলেন সঙ্গ॥ নিবেদন করি কিছু শুন মহাশয়। গোস্বামিজিউর আজ্ঞা যেবা কিছু হয়॥ ভাল ভাল বলি তাঁরে লাগিলা কহিতে। গণোদ্দেশদীপিকায় যে প্রসঙ্গ তাথে॥ নিজ সিদ্ধ-দেহে করে স্মরণের রীতি। যে কালে যেমন সেবা যার সঙ্গে স্থিতি॥ রতির আশ্রয় কহে যূথনিরূপণ। বিশেষ লালসা-রূপে সেব অনুক্ষণ॥ বর্ণ বেশময় এই সব শাস্ত্রমত। গুরু-রূপা সখীসঙ্গে থাকিবে একত্র॥ সঙ্কেত কুণ্ডতীর বর্ষাণ নন্দী-শ্বর। যাবট নিকাস সেবায় হইবে তৎপর॥ সাধনাঙ্গ কহিল রসামৃতসিন্ধুদ্বারে। রাগ বৈধী যেই মত তার ব্যবহারে॥ রাগে যুক্ত করিবেন সকল সাধন। এই দৃঢ়তর বাক্য শ্রীরূপের হন॥ আর যে কহিল সাধ্য সাধনপ্রসঙ্গ। তাহা-তেই রক্ষা পায় হেন সাধনাঙ্গ॥ কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ-স্থানে হ'য়ে সাবধান। নামাপরাধ সেবাপরাধ তাহে রক্ষা পান॥ বিশেষ কহিল যত যতেক বিচার। তাহে যেই মত হয় বৈষ্ণব-আচার॥ দশ দিন তাঁরে রাখি করিল বিদায়। খরচ দুই মনুষ্য দিল পথের সহায়॥ গমনের কালে যে বিচ্ছেদ দোঁহার দুঃখ। এত দিনে ভঙ্গ বিধি কৈল সব সুখ॥ শ্যামানন্দ নিজদেশে করিলা গমন। সে কালে যে হৈল তাহা কে করে বর্ণন॥ ঠাকুরমহাশয় তবে বাহিরে আসিয়া। বিদায় করেন তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ প্রণাম করিল ঠাকুর

কৈল আলিঙ্গন। শ্যামানন্দ শোকাকুল করিল গমন॥ কথোদূর যাই করে এক পরণাম। আর কথোদূর যাই নিরখে বয়ান॥ পথে চলি যান মাথে দিয়া নিজ-হাত। সে কালে যে দুঃখ হৈল নিবেদিব কাথ *॥ এথা ত আচার্য্য-ঠাকুর বনেতে ভ্রমিঞা। এক দিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিঞা॥ কারে নাহি জানে তিঁহ তারে নাহি জানে। বাউ-লের প্রায় কেহ করে অনুমানে॥ এক বহির্বাস, কৌপীন এক হয়। দেড় হাত বস্ত্র তাতে শরীর মোছয়॥ সেহ পুরাতন অতি-মলিনবসন। অতিথির প্রায় † গ্রামে করেন ভ্রমণ॥ কভু ভিক্ষা মাগি খায় কভু জলপান। কোথা রহেন কোথা যান নাহি স্থানাস্থান॥ দশ দিন নগরমধ্যে ভ্রমণ করিয়া। এক দিন বৃক্ষতলে আছেন বসিয়া॥ হেন কালে আইল এক ব্রাহ্মণকুমার। দেখি জিজ্ঞাসিল তাঁরে কি নাম তোমার॥ তিঁহ কহে "কৃষ্ণবল্লভ" মোর নাম হয়। রাজার রাজ্যে বসি করি রাজার আশ্রয়॥ বিপ্র-পুত্রের সৌন্দর্য্য দেখি সুখ পাইল। বিনয় করিয়া তারে কিছু জিজ্ঞাসিল॥ কহ দেখি কেবা রাজা কিবা নাম হয়। ধার্ম্মিক কি অন্য মত তাহার আশয়॥ তিঁহ কহে রাজা হয় বড় দুরাচার। দস্যুবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত দুর্ব্বার॥ মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট। বীরহাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট॥

---

* কাথ—কাহাকে॥

† অতিকৃশ অঙ্গ। পাঠান্তর॥

এইরূপে গেল কাল দিনকথো হৈল। দুই গাড়ি মারি ধন লুটিয়া আনিল ॥ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসি পুরাণ শুনায়। রাজা বসি শুনে বিপ্র বসিয়া শুনায় ॥ আমরা বসিয়া শুনি দুই চারি দণ্ড। বিশ্বাস নাহিক তাহে দুর্জ্জন পাষণ্ড ॥ তারে জিজ্ঞাসিল কিছু পড়িয়াছ তুমি। ব্যাকরণ হইয়াছে নিবেদিল আমি ॥ শ্লোকের আভাস বুঝ অর্থ কিবা হয়। সাহিত্য অলঙ্কার দেখি তবে সে বুঝয় ॥ তাহাতে কহিল সন্ধিসূত্রের প্রসঙ্গ। দু'জনে বিচার করে অতি বড় রঙ্গ ॥ ব্রাহ্মণের পুত্র প্রীতি পাইল বড় মতে। আপনে পারেন ঠাকুর মোরে পড়াইতে ॥ বহু বিদ্যা দেখ মুঞি মোর পড়াবার। তোমারে পড়াইতে পারি কৈল অঙ্গীকার ॥ দেউলি বলিয়া গ্রাম অতিদূর নয়। নদী-পারে অর্দ্ধক্রোশ মোর বাসা হয় ॥ যদি কৃপা মোরে কর চল মোর ঘরে। শুনিয়া তাহার বাক্য আনন্দ-অন্তরে ॥ চল যাই বলি ঠাকুর আনন্দিত মন। সঙ্গে চলি যাই বিপ্র দরশে চরণ ॥ দুই জনে ঘরে গেলা ঘরে বসাইঞা। চরণ ধুইতে জল আনিলেন ধাঞা ॥ আসি বসিলেন কহে পাক করিবারে। পাক-সামগ্রী আনিল বড় আনন্দ-অন্তরে ॥ ঠাকুর কহয়ে বাপু শুন মোর কথা। সিঝা পোড়া * ব্যঞ্জন আমি করিয়ে সর্ব্বথা ॥ প্রদেশী ব্রাহ্মণ আমি নাহি পরিচয়। হাতে জল আনি খাই, যদি আজ্ঞা হয় ॥ জল আনিবারে পাত্র তারে আনি দিল। উঠিয়া যাইয়া জল আপনে আনিল ॥ রন্ধন

* সিদ্ধপক। পাঠান্তর ॥

করিয়া ভোজন করিল সভাই। ভালরূপে পড়ান তারে মনে সুখ পাই॥ পড়িয়া তাঁহার স্থানে যান রাজদ্বারে। সন্ধ্যা-কালে আইসেন আপনার ঘরে॥ ক্ষণেক বসিলেন ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তাঁরে। কি পড়িলে কি শুনিলে কহ দেখি মোরে॥ তিঁহ কহেন ভাগবত পণ্ডিত পড়িলা। শুনি রাজা উঠি নিজ-অন্তঃপুরে গেলা॥ শুনিয়া আইল ঘরে ঘুষিবারে চাই। কেবল আমার মন আছে তোমার ঠাঞি॥ আমারে লইয়া তুমি যাও রাজদ্বার। তাহারে দেখিতে চিত্ত হইল আমার॥ ব্রাহ্মণকুমার কহে যে আজ্ঞা তোমার। অবশ্য যাইব আমি সঙ্গে আপনার॥ আর দিন ভোজন করি যায় দুই জনে। তাঁহা উত্তরিলা যাঁহা রাজা বিদ্যমানে॥ ভাগবত পড়ে পণ্ডিত রাজা তাহা শুনে। অর্থ করে ভাল মন্দ কিছুই না জানে॥ সে দিবস আইলা বাসা ব্রাহ্মণের ঘরে। আর দিন পুনশ্চ যান রাজবরাবরে॥ রাস্তপঞ্চাধ্যায়ী পড়ে সদর্থ না জানে। বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে॥ ব্যাস-ভাষিত এই গ্রন্থ ভাগবত। শ্রীধরস্বামির টীকা আছয়ে সম্মত॥ কিবা ব্যাখানহ ইহা বুঝনে না যায়। ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিতপ্রতিভায়॥ না শুনে পণ্ডিত রাজা তার পানে চায়। সেই দিনে ঘরে আইল আর দিনে যায়॥ সেই দিনে পঞ্চাধ্যায়ী পণ্ডিত বাখানে। অসম্মত অর্থ হৈল করে নিবেদনে॥ পণ্ডিতের অর্থ শুনি রাজা আছে বসি। স্বামির যে টীকা ব্যাখ্যা কহ না প্রকাশি॥ পণ্ডিতের ক্রোধ হৈল

রাজা তারে কয়। কিবা অর্থ কর ব্রাহ্মণ কেনে বা দোষয়॥ পণ্ডিত কহে মহারাজ ভাগবতের অর্থ। আমা বিনা বাখানয়ে কাহার সামর্থ্য॥ কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহে কথা। কিবা বাখানিবে তুমি আসি বৈস এথা॥ রাজা কহে বাখানহ ব্রাহ্মণকুমার। ঠাকুর উঠিয়া কহে যে আজ্ঞা তোমার॥ বসি বাখানয়ে সুখে পড়ে পুনর্ব্বার। এক শ্লোকে বাখানয়ে কতেক প্রকার॥ শুনিয়া রাজার চিত্তে পরম উল্লাস। রাজার সাক্ষাতে বিপ্রের হৈল বড় ত্রাস॥ নয়নে বহয়ে অশ্রু কতেক ধারায়। অবাক্য হইল পণ্ডিত রহে বকপ্রায়॥ পুনর্ব্বার শ্লোক পড়ে আনন্দ-আবেশে। বুঝাইয়া অর্থ করে অশেষ বিশেষে॥ শুনিয়া আনন্দ হয় রাজার অন্তর। সভাতে যতেক লোক হৈল চমৎকার॥ কোথা হৈতে আইল বিপ্র কোথা ইহাঁর ঘর। সন্ধ্যাকাল হৈলে তবে পুস্তকে দিল ডোর॥ পণ্ডিত-চরণে পড়ে আনন্দ-অন্তরে। তুমি বড় বিচক্ষণ কৃপা কর মোরে॥ গুণগ্রাহী পণ্ডিত তুমি বুঝিল অভিপ্রায়। অর্থ শুনাইয়া ঠাকুর! কিনিলে আমায়॥ নমস্কার করি রাজা জিজ্ঞাসা করয়। কোথা হৈতে আগমন হৈল মহাশয়॥ শ্রীনিবাস নাম মোর এই দেশে বাস। রাজসভা * দেখিবারে মোর অভিলাষ॥ যেন মহারাজ তেন সভার পণ্ডিত। শুনিয়া দেখিয়া মোর আনন্দিত চিত॥ রাজলোকদ্বারে বাসা দিল নিজস্থানে। অনেক মর্য্যাদা কৈল উঠিয়া

* রাজার শোভা ও রাজসেবা। দুই পুস্তকের পাঠান্তর॥

আপনে॥ লোকসঙ্গে নিজ-বাসা আইল আপনে। চরণ-ধুইয়া তবে বসিলা আসনে॥ ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে পণ্ডিত আইলা। ক্ষণেক রহিলে তাঁরে বিদায় করিলা॥ রাত্রে রাজা আইলেন ঠাকুরের স্থানে। ভক্ষণ করিবার লাগি করেন নিবেদনে॥ ঠাকুর কহেন মহারাজ আমি একাহারী। কোন স্থানে রহি ভোজন পুনঃ নাহি করি॥ রাজা কহে কিছু ভক্ষণে যদি আজ্ঞা হয়। আতপ হইলে কিছু অন্য আর নয়॥ রাজা দুগ্ধ শর্করা উখড়া আনাইলা। ঠাকুর বসিয়া রাত্রে জলপান কৈলা॥ শয়ন করিলা রাজা গেলা নিজপুর। ঠাকুরের মনে হৈল আনন্দ প্রচুর॥ ঠাকুর আসনে বসি আনন্দিত মন। রূপ সনাতন বলি করিল স্মরণ॥ প্রভু মোর শ্রীগোপালভট্ট প্রাণনাথ। হেন দুঃখ শ্রীনিবাস নিবেদিল কাথ॥ শ্রীজীব গোসাঞি মোরে হৈলা কৃপাবান্। সেই সে ভরসায় আমি রাখিয়াছি প্রাণ॥ রাত্রি প্রভাত হৈল কিছু আছে শেষ। স্তব পড়ে পুনঃ পুনঃ আনন্দ-আবেশ॥ রাজার নাহিক নিদ্রা শুনয়ে শ্রবণে। শুনিয়া বিচার করে আপনার মনে॥ এত গুণে মনুষ্য কি পৃথিবীতে হয়। ইহার দর্শনে মোর ভাগ্যের উদয়॥ প্রাতঃকালে উঠি গেলা ঠাকুরের স্থানে। দাঁড়ায়ে দর্শন করি করয়ে প্রণামে॥ ঠাকুর কহেন বৈস ভাল হৈল আইলে। অনেক ভাগ্য হয় রাজা দেখিলে প্রাতঃকালে॥ রাজা কহে যেই আজ্ঞা সেই সত্য হয়। তোমার দর্শনে কত পাপ যায় ক্ষয়॥ ঠাকুর কহে প্রাতঃস্নান প্রত্যহ আমার।

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করিল বিচার॥ জলপাত্র দুইটী নবীন আনাইল। ঠাকুরের আগে লয়ে আপনে ধরিল॥ জলপাত্র নাহি ঠাকুর কর অঙ্গীকার। পতিতের ত্রাণ লাগি তোমার অবতার॥ প্রভু কহে আমি তোমার আশ্রিত ব্রাহ্মণ। যাহা তোমার ইচ্ছা হয় সেই আমার মন॥ পণ্ডিত আনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে। কালি কি শুনিলে তাহা কহ ত আমারে॥ মহারাজ তাঁরে দেখি মোর চমৎকার। অর্থ বুঝিবারে শক্তি নাহিক আমার॥ তাঁরে লঞা রাজা গেলা ঠাকুরের স্থানে। সেবার লাগিয়া তাঁরে করে সমর্পণে॥ সেবার সামগ্রী সব আনি দিল তাঁরে। আপনার হাতে সব ব্যবহার করে॥ ভোজন করিয়া রাজা বসিলেন গিয়া। ঠাকুর নিকটে দিল পুস্তক আনাইয়া॥ ঠাকুর বসিলা ডোর খুলি পুস্তকের। আরম্ভ করিতে ওর নাহি আনন্দের॥ শ্রীমুখের অর্থ শুনি পাষাণ মিলয়। রাজা কান্দে হস্ত মারে আপন মাথায়॥ রূপ নিরিখয়ে রাজা চাহে মুখপানে। হেনজি পাপিরে কৃপা করে কোন জনে॥ রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই এই মহাশয়। শ্রীনিবাসের কর য়াই চরণ আশ্রয়॥ শ্রীনিবাস কার নাম কেবা তাঁরে জানে। আজি আসিয়াছেন, রহে তোমার ভবনে॥ হেন কভু নাহি শুনি দেখিয়ে স্বপনে। কাহারে কহিব কেবা কহিব কারণে॥ এত অর্থ করে ঠাকুর কখন না শুনে। বুকে করাঘাত মারে চাহে মুখপানে॥ না পড়িল গ্রন্থে ডোর দিলেন তথায়। বসি-

রাছে রাজা কান্দে করে হায় হায়॥ পণ্ডিত শুনিল সব যত অর্থ করে। হেন নাহি শুনি কভু ভুবন-ভিতরে॥ নিরখি রূপের শোভা কান্দয়ে পণ্ডিত। ঝরয়ে নয়নে নীর পড়য়ে ভূমিত॥ দেখিয়া ঠাকুর স্তব্ধ কিছু নাহি কয়। রাজা উঠি প্রণমিয়া কিছু নিবেদয়॥ কহ ঠাকুর কোথা হইতে হৈল আগমন। কিবা নাম কহ শুনি স্থির হউক মন॥ শ্রীনিবাস নাম আইল বৃন্দাবন হইতে। লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥ গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব প্রচার। চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার॥ তাহার লাগিয়া ফিরি কত দেশে বনে। শয়নভোজন গেল অন্য নাহি মনে॥ মোর প্রভু শ্রীগোপালভট্ট তাঁর নাম। শ্রীজীবগোসাঞি মোরে আজ্ঞা দিল দান॥ গোসাঞি দশ অস্ত্রধারী দুই গাড়োয়ান। ভাল মন্দ নাহি আর পথের জঞ্জাল॥ আমি, শ্যামানন্দ আর ঠাকুর-মহাশয়। এত পথ আইলাম হইয়া নির্ভয়॥ রাত্রেতে গোপালপুরে আসি বাসা করিল। বহু অস্ত্রধারী যাইয়া রাত্রে কৈল চুরি॥ গাড়িভরা গ্রন্থ ছিল যত দ্রব্য আর। লুটি নিজ-দেশে গেল এ দশা আমার॥ রাজা কহে বহু-ভাগ্য বংশের আমার। এই দেশে আগমন হইল যে তোমার॥ চুরি না করিলে নহে তোমার আগমন। অধমেরে কৃপা করে কে আছে এমন॥ যেই মত গাড়ি সব তেমত আছয়। উচিত যে শাস্তি তাহা কর মহাশয়॥ আমার উদ্ধার লাগি তোমার আগমন। আমা হেন মহাপাপী নাহি কোন জন॥ ইহা বলি

কান্দে রাজা ভূমে গড়ি যায়। সুবর্ণের প্রায় দেহ গড়াগড়ি যায় * ॥ দু'নয়নে ঝরে নীর নাচে মত্ত হৈঞা। কোথায় রাখিয়াছ গ্রন্থ চল দেখি যাঞা ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা যায় সঙ্গে চলি। ঠাকুর দেখিল যাঞা আছয়ে সকলি ॥ দণ্ডবৎ করেন ঠাকুর আনন্দ-অন্তর। চরণে পড়িয়া রাজা কান্দয়ে বিস্তর ॥ ঠাকুর বাসাতে যান করিবারে স্নান। চন্দন তুলসী মালা আন সন্নিধান ॥ করিব গ্রন্থের পূজা সকল মঙ্গল। আপনে আনিল রাজা সাক্ষাতে সকল ॥ নবীন আসনে বসি করয়ে পূজন। ঠাকুর কহে স্নানে রাজা করহ গমন ॥ অন্তঃপুরে যাঞা রাজা করিলেন স্নান। ঠাকুর-নিকটে আসি করিল প্রণাম ॥ ঠাকুর কহেন বৈস শুন কৃষ্ণনাম। যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা পাতিলেন কাণ ॥ নিকটে বসাঞা রাজায় কহে হরিনাম। মহামন্ত্র হরিনাম করিল প্রদান ॥ গ্রন্থস্পর্শ করাইল গলে দিল মালা। উঠিয়া ঠাকুর নিজ-বাসাতে চলিলা ॥ রাজা যাই পণ্ডিতেরে আনিল ডাকিয়া। নিযুক্ত করিলেন তাঁরে সেবার লাগিয়া ॥ পণ্ডিত আসিয়া করে দণ্ডবৎ প্রণাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তাঁরে কিবা তোমার নাম ॥ মুঞি ছার বলিয়া ঠাকুরে নিবেদিল। বিদ্যাগুরু ব্যাস বলি আপনে কহিল ॥ সেই হৈতে ব্যাস বলি কহে সর্ব্বজনে। আজ্ঞা হয় সমর্পিত হইয়ে চরণে ॥ ঠাকুর কৃষ্ণনাম শুনাইলেন কর্ণেতে। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিল নামের সহিতে ॥

---

* উঠিয়া ত পদ প্রভু দিলেন মাথায়। ইতি পাঠান্তর ॥

রোদন করয়ে, পদে করয়ে প্রণাম। সেইক্ষণে তাঁর হস্তে কৈল জলপান॥ তিলক কপালে দিল প্রভু নিজ-হাতে। আত্মসাৎ করিলেন পদ দিল মাথে॥ সাক্ষাতে আসিয়া রাজা দেখিল সকল। নয়নে গলয়ে নীর আনন্দে বিহ্বল॥ আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়াদিবসে। ভাল দিন নাহি পরে বুঝিল বিশেষে॥ সেই দিন মন্ত্র-দীক্ষা রাজার হবেক। ঠাকুর বিদ্যমানে সামগ্রী করিল অনেক॥ রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিল ধ্যানাদিক যত। শিক্ষা করাইল শ্রীরূপের গ্রন্থমত॥ যতেক দিলেন দ্রব্য মনের আনন্দে। নিবেদন করে রাজা চরণারবিন্দে॥ আজ্ঞা হয় প্রভু এই গ্রামে হয় বাস। দর্শন শ্রবণ করোঁ এই অভিলাষ॥ ঠাকুর অঙ্গীকার কৈল তাঁহার বচন। রহিলা রাজার স্থানে আনন্দিত মন॥ ঠাকুরের সেবক ব্যাস-আচার্য্য-পণ্ডিত। শ্রীভাগবত পড়ান তাঁরে মনের সহিত॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ পড়ান আনন্দ-আবেশে। হেন পরমার্থ রাজার ঘোষে সর্ব্বদেশে॥ রাজারে দিলেন নাম "হরিচরণদাস"। কায়-মনোবাক্যে ঠাকুরের পদ আশ॥ এক দিন রাজা বৈসে প্রভুর সাক্ষাতে। সেইক্ষণে ঠাকুর কিছু লাগিল কহিতে॥ এই ব্যাস-ভ্রাতা তোমার আমার সম্বন্ধে। ইহঁ গ্রন্থশাস্ত্র বহু পড়িল স্বচ্ছন্দে॥ তুমি মহারাজ, তোমার সভার পণ্ডিত। ইহঁ পড়িবেন সব শুনিহ আনন্দিত॥ শ্রবণ ভজন কর এই বড় কার্য্য। আজি হৈতে নাম দিল শ্রীব্যাস-আচার্য্য॥ যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করে নমস্কার*। যেমত রাজা তেমত

* পুরস্কার। পাঠান্তর॥

সভাপণ্ডিত তোমার॥ শুন রাজা এক বাক্য আমার মনের। তুমি আমি জানি প্রবেশ নাহিক অন্যের॥ দুই মনুষ্য খরচ সহিত আনহ ত্বরায়। গড়ের হাট দেশ খেতরিগ্রামে যেন যায়॥ ঠাকুর-নরোত্তম দুঃখী আছেন অন্তরে। লোকে পত্র লৈয়া তাঁরে দিবে অন্তঃপুরে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা লোক আনাইল। সেইক্ষণে ঠাকুর মঙ্গলবার্ত্তা যে লিখিল॥ লোকে পত্র লৈয়া শীঘ্র করিল গমন। করযোড়ে রাজা কিছু করে নিবেদন॥ কেবা নরোত্তম প্রভু! কোথা তাঁর ঘর। শ্রবণে শুনিলে হয় আনন্দ-অন্তর॥ ঠাকুর কহেন রাজা বড় সুখ পাবে। তাঁহার আমার সঙ্গ বৃন্দাবনে সবে॥ দুই জনে গ্রন্থের সহিত কৈল আগমন। চোরে লৈল গ্রন্থ দুঃখে করেন ভ্রমণ॥ বহু দুঃখে বিদায় দিল তাঁরে নিজ-ঘরে। এ দুঃখে দুঃখিত তিঁহ ভাবিত অন্তরে॥ গড়ের হাট নামে দেশ তার জমীদার। কৃষ্ণানন্দরায়, নাম পরম-উদার॥ অল্পকালে তাঁর পুত্র গৃহেতে উদাস। মহাপ্রভু দিলেন নাম নরোত্তমদাস॥ তবে বৃন্দাবনে তিঁহ করিলা গমন। আশ্রয় করিল লোকনাথের চরণ॥ তাঁহার ভজনরীতি কহিব বা কত। একস্থানে বাস আমার একই সম্মত॥ বৃন্দাবনে নাম হৈল "ঠাকুরমহাশয়"। কৃষ্ণভজনের বল আছয়ে নিশ্চয়॥ শুনিয়া রাজার চিত্ত আনন্দিত হয়। কিরূপে দর্শন করি হেন মহাশয়॥ ঠাকুর কহে বড় দুঃখে পাই দরশন। কেবা তুল্য আছে কৃষ্ণভক্ত তাঁর সম॥ এক

প্রাণ দুই দেহ তাঁহার আমার। তিঁহ জানেন আমার মন আমি জানি তাঁর ॥ যেই দুই লোক গেলা পত্রিকা লইয়া। কথো দিনে খেতরি গ্রামে উত্তরিল গিয়া ॥ বসিয়া আছেন ঠাকুর কৃষ্ণলীলারসে। হেন কালে দুই লোক করিল প্রবেশে ॥ জিজ্ঞাসিলেন কোথা হৈতে এথা আগমন। ঘর বিষ্ণুপুর আচার্য্য-ঠাকুরের লিখন ॥ উঠি পত্র হাতে করি নিজে লইলেন। ঠাকুরের মঙ্গলবাক্য তারে পুছিলেন ॥ লোক কহে মঙ্গল হয় লিখিল লিখনে। খাম খুলিয়া পত্রের পড়িল আপনে ॥ পড়িতে পড়িতে হয় আনন্দ-অন্তরে। নেত্রে জল ঝরি পড়ে বুকের উপরে ॥ ডাকহ বাজনদার বাজাক্ বাজনা। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হইল ঘোষণা ॥ পঞ্চ দিনে লোকদ্বারে পত্র লিখিয়া। খরচ সহিতে তারে দিল পাঠাইয়া ॥ লিখিলেন "তোমার মঙ্গলে মোর বড় সুখ। তৎকাল দর্শন করি তবে যায় দুঃখ ॥" সেই পত্র লোক লঞা দিল ঠাকুরেরে। সকল মঙ্গল কহ পুছয়ে লোকেরে ॥ রাজা বসিয়াছেন লোক কহিতে লাগিল। শুনি বাদ্য ভাণ্ড বাজে আকাশ ভেদিল ॥ নয়নে বহয়ে নীর চিবুক * বাহিয়া। আমরা কি জানি তিঁহ কান্দে কি লাগিয়া ॥ পত্র পড়ে ঠাকুর সব রাজাকে শুনায়। নেত্রে কত ধারা বহে করে হায় হায় ॥ হেন যে দিবস হবে দেখিব নরোত্তম। সকল কহিব সুখ দুঃখ বা যেমন। কৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাহ্মণকুমার। প্রথমে ঠাকুরের

* চিবুক—নিম্ন ওষ্ঠের অধোভাগ, দাড়ির উপর ॥

বাসা গৃহেতে যাহার ॥ পশ্চাতে করিল সেই চরণ-আশ্রয়। বহু গুণ ধরে বহু অপূর্ব্ব আশয় ॥ অপূর্ব্ব আভাস রাজা করে একক্ষণে। ঠাকুর বসিলা সুখ পায় দিনে দিনে ॥ একদিন রাজারে ঠাকুর কহিল্ল বচন। রাঢ়দেশে যাব মোর আছে প্রয়োজন ॥ মাতা মোর যাজিগ্রামে আছেন একাকিনী। দেখিতে চাহিয়ে তাঁর চরণ দু'খানী ॥ রাজা বহু সামগ্রী দিল ভারি দুই চারি। লোক বহু সঙ্গে দিল সজ্ঘট্ট হৈল ভারি ॥ ব্যাস আচার্য্য সঙ্গে চলে আর কৃষ্ণবল্লভ। এই মত গমন করিলেন রাঢ়দেশ সব। বহু গ্রন্থ লইল সঙ্গে পুরাণ ভাগবত। রাজার মহাদুঃখ হৈল ভাবে অবিরত ॥ চারি দিন উপরান্তে আইলা যাজিগ্রাম। মাতার চরণে যাই করিল প্রণাম ॥ মাতা নাহি জিজ্ঞাসয়ে ভয়ে কাঁপে প্রাণ। ঠাকুর কহিল মোর শ্রীনিবাস নাম ॥ প্রাণ ছাড়ি গিয়াছিলা বসিল অন্তরে। হাতে ধরি কান্দে মাতা বদন নিহারে ॥ জিজ্ঞাসিল মাতা সব নিবেদিল পায়। বৃন্দাবন হৈতে গমন তোমার কৃপায় ॥ ঠাকুরের মহিমা জগতে হইল ব্যাপিত। দিনকত রহেন তথা মাতার সহিত ॥ তথাই প্রসঙ্গ হৈল অপূর্ব্ব আখ্যান। তেলিয়া বুধরি এক আছে গণ্ডগ্রাম ॥ পদ্মাবতী-তীর উপারে গড়ের হাট দেশ। সেই পারে কিছু দূর লিখিয়ে বিশেষ ॥ অম্বষ্ঠ-কুলেতে * জন্ম প্রতিষ্ঠিত লোকে। পূর্ব্বে পরে তাঁর গুণ লিখিব অনেকে ॥ একোদর দুই ভ্রাতা পরম সচ্ছন্দ।

* অম্বষ্ঠ—বৈদ্যজাতি ॥

মহাবিদ্বান্ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ গোবিন্দ॥ রামচন্দ্র পূর্ব্ব এক সর্ব্ব লোকে জানে। ঠাকুরের যত গুণ শুনিলেন কাণে॥ দর্শ-নের লোভ হৈল যান বিষ্ণুপুর। পথে চলে মনে উঠে আনন্দ প্রচুর॥ এক ভৃত্য সঙ্গে কাটোয়াতে আগমন। শুনিল গৌরাঙ্গের সেবা অতিবিচক্ষণ॥ যাইয়া দর্শন করে আনন্দ-আবেশে। ঠাকুরের গুণ সবে বসিয়া প্রশংসে॥ কেহ বলে বৃন্দাবন হইতে বিজয় *। কেহ বলে বিষ্ণুপুরে তাঁহার আলয়॥ কেহ কহে হেন শক্তি নাহি শুনি আর। কেহ কহে পণ্ডিত বড় ব্রাহ্মণকুমার॥ কেহ কহে যাজিগ্রামে দেখিল এখন। কিবা সেই গৌরাঙ্গের এক বর্ণ হন॥ কেহ কহে মাতা তাঁর এই স্থানে ছিল। বৃন্দাবন হৈতে আসি তাহারে দেখিল॥ রামচন্দ্র সেই কথা শুনে মন দিয়া। তৎ-কালে বাহির হৈলা আনন্দিত হৈয়া॥ গ্রামের বাহিরে যাই পুছিল লোকেরে। যাজিগ্রাম কত দূর কহ ভাই মোরে॥ লোক কহে এক ক্রোশ এখান হইতে। শুনি শীঘ্র চলে পথে দর্শন করিতে॥ যাজিগ্রামমধ্যে গেলা পুছে লোকগণে। আচার্য্য-ঠাকুর গ্রামে করিলা গমনে॥ কেহ কহে তাঁর মাতার ঘর আছে। খণ্ডকে গমন তিঁহ প্রাতে করিয়াছে॥ বাসা কৈল না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত মন। আর দিন ঠাকুর গ্রামে করিলা গমন॥ যখন শ্রীখণ্ডে ঠাকুর গমন করিল। যে কিছু প্রসঙ্গ তাহা যেমন হইল॥ পশ্চাৎ কহিব তাহা যেমন

---

* বিজয়—যাত্রা॥

প্রসঙ্গ। যাইয়া হইল যেন বিরহ-তরঙ্গ ॥ কেহ লিখায় শুনিমাত্র লিখয়ে সর্ব্বথা। আমি লিখি নিজ-প্রভুর আজ্ঞায় এই কথা ॥ ইথে যে লইবে দোষ সেই তাহা জানে। লাভালাভ * যেই হয় কারণাকারণে ॥ দুর্ম্মতি মায়িক যেই শুনে একবার। কৃষ্ণে মতি হয় তার কহি'যে নির্দ্ধার ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আগমন, বনবিষ্ণুপুরের নিকট বীরহাম্বীর রাজাকর্ত্তৃক গ্রন্থ চুরি, গ্রন্থ না পাইয়া তিন জনের খেদ, বৃন্দাবনে সংবাদ-প্রেরণ, গোস্বামিগণের খেদ, ঐ খেদের পর কৃষ্ণদাসকবিরাজের রাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ, শ্যামানন্দের ও নরোত্তমের দেশে বিদায়, শ্রীনিবাসের নগর-ভ্রমণ, গ্রন্থপ্রাপ্তি, বীরহাম্বীর রাজার দীক্ষা, গ্রন্থপ্রাপ্তি সংবাদে নরোত্তমের মহানন্দ, ইত্যাদি বর্ণনময় ত্রয়োদশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

* ভাল মন্দ হয়, পাঠান্তর ॥

চতুর্দ্দশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম। জয় জয় নিত্যানন্দ বৈষ্ণবের প্রাণ॥ জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য প্রিয়গণ। যাঁহার প্রকাশ জীব উদ্ধার কারণ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র-প্রাণ। প্রেমের প্রকাশ যিহঁ আছয়ে আখ্যান॥ এবে লিখি খণ্ডেতে গমন যেন রীতে। দেখিয়াছি আমি যার যেই হইল প্রীতে॥ ঠাকুরবাড়ীর দ্বারে বাহন ছাড়িয়া। পদব্রজে আইলা লোক সঙ্গেতে করিয়া॥ আসিয়া প্রণাম কৈল গৌরাঙ্গ দক্ষিণে। সেইকালে রঘুনন্দন কৈল আগমনে॥ আইস আইস ভাই মোর প্রাণ শ্রীনিবাস। না বুঝিল কোনরূপে তোমার প্রকাশ॥ প্রেমালিঙ্গন করিল দোঁহে আসনেতে বসি। রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করেন হাসি হাসি॥ সব শুনিয়াছি লোক গতায়াত দ্বারে। শুনিয়া আনন্দ পাই কহ [illegible] আমারে॥ বৃন্দাবনে যে হইল যেরূপে গমন। যাইয়া আজ্ঞা কৈল প্রভুর চরণ॥ যেরূপে শ্রীজীবস্থানে গ্রন্থের পঠন। আজ্ঞা হৈল গ্রন্থ লৈয়া করহ গমন॥ যেরূপে আনিল [illegible] বাড়িখণ্ডপথে। সকল কহিল তাঁরে যত লোক সাথে॥ সেই রূপে চুরি হৈল যেমন প্রকার। যেইরূপে প্রাপ্তি হৈল স্থানেতে রাজার॥ আমি বসি শুনি রঘুনন্দনের বামে। রাজারে করিল কৃপা বনাইরা গ্রামে॥ রাজারে অত্যন্ত প্রীত হৈল [illegible]

কারণ। সম্প্রতি করিল আসি মাতার দর্শন ॥ আমাদিগের সুখ লাগি রহ যাজিগ্রামে। অনেক পাইয়ে সুখ রহি এই-স্থানে ॥ কহিল প্রসঙ্গ যত গৃহের প্রকার। যেরূপে কাটিয়ে কাল যেরূপে নির্ভর ॥ শ্রীসরকারঠাকুর অপ্রকট হইয়াছেন। সেই দুঃখে রঘুনন্দন সদাই কান্দেন ॥ এই বড় দুঃখ পাই মনের ভাবন। ভৃত্যকে ছাড়িয়া ঠাকুর করিলা গমন ॥ মরমে রহিল শেল বাহির না হইল। দুই জনে গলাগলি কান্দিতে লাগিল ॥ শ্রীনিবাস কান্দিয়া কহে সেই কৃপা হৈতে। শ্রীমুখের আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইতে ॥ আসি অদর্শন হৈল হেন দশা মোর। বিরহে দোঁহার চিত্ত হইল বিভোর। সেই রাত্রি রহিলা তাঁহা কৃষ্ণকথারসে। রহিলা সে দিন তথা হইল রাত্রিশেষে ॥ প্রাতঃকালে বসিলেন শ্রীনাট-মন্দিরে। শ্রীরঘুনন্দন বলে কি বলিব তোরে ॥ তুমি মোর প্রাণ ভাই! সব ভার তোর। তোমা সহ কাল কাটি এই বাঞ্ছা মোর ॥ বিদায়ের কালে দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন। হস্তে হস্ত ধরি দোঁহে করিল গমন ॥ এক দিন বাস কৈল বসি দুই জনে। সেই স্থানে বসি দর্শন ভাবি মনে মনে ॥ রঘুনন্দ-নের রূপ ভুবনমোহন। শ্রীনিবাসের রূপ তাহে অত্যন্ত শোভন ॥ দেখিয়া মোহিত হৈল চিত্ত যে আমার। সে জানে দোঁহার রূপ নয়নে লাগে যার ॥ সেইরূপে আইলেন নিজ-গৃহ স্থান। মাতার চরণে আসি করিল প্রণাম ॥ হেনকালে রামচন্দ্র আছিলা সে গ্রামে। লোকমুখে শুনি শীঘ্র গমন

দর্শনে ॥ পথে চলি যান মনে করিয়া ভাবন। দর্শন করিয়া করিব কেমন সম্ভাষণ ॥ যাইয়া দেখিল ঠাকুর বসিয়া আসনে। একাকী আছয়ে কেহ নাহি সেই স্থানে ॥ যাইয়া সম্মুখে রহে কিছু নাহি কয়। প্রণাম করয়ে রূপ নয়নে দেখয় ॥ পাঁচ মুদ্রা আগে রাখি পুনঃ নমস্কার। আশীর্ব্বাদ কৈল জিজ্ঞাসিল একবার ॥ কোথা হৈতে আগমন হৈল আপনার। কিবা নাম কোন গ্রামে বসতি তোমার ॥ রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ-কুলে জন্ম। কেবল মানস প্রভুর চরণ দর্শন ॥ তেলিয়া বুধরিগ্রামে জন্মস্থান হয়। আসন আছিল তাতে বসিতে কহয় ॥ অনেক সম্মান কৈল কর স্নান পান। নিকটে বসিতে তাঁরে দিল বাসাস্থান ॥ আর দিন ঠাকুর কহয়ে তাঁহা প্রতি। খেতরি হৈতে কত দূর তোমার বসতি ॥ তিঁহ কহে চারি ক্রোশ নিবেদন করি। কত দিন আপনে আইলে গৃহ ছাড়ি ॥ তিঁহ কহে চারি দিন পথেতে গমন। পঞ্চ দিবসে হৈল চরণ দর্শন ॥ কিছু বিদ্যা পড়িয়াছ কহ সমাচার। বহু গ্রন্থ শাস্ত্র আছে দর্শন আমার ॥ ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসিল কহিল সকল। শুনিয়া ঠাকুরবাক্যে হইল কৌশল ॥ দেখিয়া আনন্দ হয় প্রসঙ্গ না করে। এক দিন ঠাকুর আজ্ঞা করেন আচার্য্যেরে ॥ তোমার প্রসঙ্গ হয় রামচন্দ্রসঙ্গে। বসিয়া শুনিয়ে আমি বিচার তরঙ্গে ॥ ব্যাস রামচন্দ্র দোঁহে নিকটে আসিয়া। বিদ্যার প্রসঙ্গ করে আনন্দিত হৈয়া ॥ প্রথমে ব্যাকরণ টীকার প্রসঙ্গ। তবে উঠাইল দোঁহে কাব্যের তরঙ্গ ॥

অনেক বিচার হয় ঠাকুর বসি শুনে। তার পর ঝগড়া হইল দুই জনে॥ তর্কে রামচন্দ্র বড় বলবান্ দেখি। আপনে ঠাকুর কহে ব্যাসাচার্য্য প্রতি॥ অবাক্য হইল আচার্য্য ঠাকুর বসি শুনে। রামচন্দ্রে ডাকি কোলে করিল আপনে॥ রামচন্দ্রের অভিমান থাকয়ে অন্তরে। তর্কশাস্ত্রে মোর সঙ্গে বিচার কে করে॥ ঠাকুর আপনে তাঁর বুঝিল আশয়। আচার্য্যে বারণ করি ঠাকুর কিছু কয়॥ অত্যন্ত বিচার হয় ঠাকুরের সহিত। শুনিয়া বিচার আচার্য্য হইলা মোহিত॥ ঠাকুর জানিল রামচন্দ্রের যোগ্যতা। ব্যাস প্রতি কহে ঠাকুরের অদ-ভুতকথা॥ কিবা সে পণ্ডিত কিছু বুঝা নাহি যায়। দৈব-বিদ্যা কিছু সরস্বতী যে সহায়॥ হেন অভ্যাস বিচার দ্রুত সংস্কার। আমি নাহি দেখি হেন হয় বা কাহার॥ আর দিনে ঠাকুরের বিচার রামচন্দ্রসনে। যতেক কহেন তাহা ব্যাস সব শুনে॥ সন্ধ্যাকালাবধি দোঁহার বিচার হইল। বাহ্য নহে কার হেন স্নান যে রহিল॥ ঠাকুর নিবৃত্ত হৈয়া উঠিলা তখন। যাহ রামচন্দ্র স্নান করহ এখন॥ সে দিন হৈতে মর্য্যাদা করেন অতিশয়। গুণগ্রাহী গুণ জানে অন্যে না জানয়॥ সেই দিন হৈতে ঠাকুর প্রীতি করেন অতি। ঠাকুর অতি প্রীতি পান দেখি অঙ্গজ্যোতিঃ॥ নিকটে বসায়ে করেন আপনে ভোজন। জানিলেন রামচন্দ্র পুরুষরতন॥ আর দিনে ঠাকুর বসিলা তাঁর সনে। আজি আমা সহিত বিচার করহ আপনে॥ যে আজ্ঞা করিয়ে কহেন মনের

সাটোপ * ঠাকুরের সহ বাক্য মোর অনুভব॥ প্রহরেক পর্য্যন্ত অনেক হইল বিচার। রামচন্দ্র প্রতি ঠাকুর কহেন আর বার॥ মনুষ্যশরীর ধরি হয় গুণচয়। যেই সাধ্য করে সেই মনেত উদয়॥ অবিদ্যা বিদ্যা যত সাধয়ে অন্তরে। গুণ অপগুণ সব শরীরে প্রচারে॥ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ যত শরীরে সাধন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যত কারণাকারণ॥ দেহ ধরি নিত্যানিত্য বাখানয়ে যে। পৃথিবীতে সেই ধন্য ইহা জানে কে॥ যে শাস্ত্র পড়িলে ভবরোগ হয় নাশ। সর্ব্বত্যাগ করি তাহে করি অভিলাষ॥ নহিলে সকল বৃথা শাস্ত্রে নিষেধয়। সর্ব্বশাস্ত্রে বাক্য আছে নাহিক সংশয়॥ তর্ক ন্যায় পড়িমাত্র কাল যায় ক্ষয়। অন্তে কিবা লাভ হয় কিবা শাস্ত্রে কয়॥ প্রথমেই ভাগবত বিচারিব চিতে। এতেক শুনহ বাপু যে হইল তাতে॥ ভাগবতসিদ্ধান্ত কহে অশেষ বিশেষ। তাহাতেই বাক্য আছে ঈশ্বর-আদেশ॥ সেই করি সেই পড়ি যাতে লভ্য হয়। কেনে অন্য কার্য্যে করি কাল যায় ক্ষয়॥ এই লাগি ঠাকুর আইনু তোমা স্থানে। রামচন্দ্রের নাথ হও সর্ব্বলোক জানে॥ পড়িয়া শুনিয়া মনে না গেল সংশয়। কিবা সে করিব মনে উঠে মহাশয়॥ ক্ষার † খলি খাইতে জনম গেল বৃথা। আপনার শুভাশুভ না করিল চিন্তা॥ গৌড়ে বৃন্দাবনে নাম আচার্য্য শ্রীনিবাস। রামচন্দ্রে অঙ্গী করি কর

* সাটোপ—সগর্ব্ব ভাব॥

† শুষ্ক খলি। পাঠান্তর॥

নিজদাস ॥ দাস হৈয়া আশা করি এ দুই চরণ। তবে সে সফল হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ অধম পতিত দেখি না কর ধিক্কার। মোর পরিত্রাণ হেতু চরণ তোমার ॥ বিলম্ব করিলে এই কাল যায় ক্ষয়। মোর মস্তকে ধর প্রভু চরণ-অভয় ॥ কান্দিয়া নেহারে মুখ ভূমে গড়ি যায়। জন্মে জন্মে হও মোর প্রভু সুনিশ্চয় ॥ চরণে বিক্রীত হৈনু মূল্যে লহ মোর। রামচন্দ্রের নাথ নাম ধরিহ সংসারে ॥ তবে ঠাকুর কৃপা কৈল হস্ত দিল মাথে। জন্মে জন্মে তুমি মোর কৃপা কৈলা তাথে ॥ প্রণাম করিয়া চরণামৃত কৈল পান। হরিনাম শুনাইলা হৈয়া কৃপা-বান্ ॥ আর দিন রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কৃপা কৈল। সাধ্য সাধন বস্তু সকল কহিল ॥ স্মরণ পদ্ধতি দিল সাধনাঙ্গ সার। পড়াইল সব অর্থ কহিল তাহার ॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ পড়ে হঞা কৃপাবান্। নাটক, সন্দর্ভ পড়ে টীকা অভিধান ॥ পড়িতে আভাসমাত্রে অন্বয় করয়। কত পূর্ব্বপক্ষ করে কত ব্যাখ্যা-নয় ॥ হেন অর্থ করেন ঠাকুর কান্দয়ে বিস্তর। আলিঙ্গন করি বোলে প্রাণের দোশর ॥ একমাস মধ্যে সব পড়িল বসিয়া। ঠাকুর শুনয়ে অর্থ কহে উঘাড়িয়া ॥ ইহাতে সন্দেহ নাই শুন মহাশয়। নিরপরাধ চিত্ত হৈলে সব স্ফূর্ত্তি হয় ॥ হেন বিদ্যা হেন গুণ যাঁর দেহে হয়। তাঁহারে প্রাকৃত বলি কোন্ জনে কয় ? ॥ পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব থাকে সঙ্গেতে লাগিয়া। আশ্রয়মাত্রে সর্ব্বগুণ জন্ময়ে আসিয়া ॥ এই মত পূর্ব্বে মহা-ন্তের সব চেষ্টা। সেই বুঝে যার ভজনের পরাকাষ্ঠা ॥

জন্মিয়া বিষয়ি-ঘরে অনাশ্রয় করে। মহৎ জনার আশ্রয় সর্ব্বগুণ ধরে॥ এই মত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকৃপা যারে। গুরু-পাদাশ্রয় তাঁর জন্ময়ে অন্তরে॥ পূর্ব্বগ্রন্থে বাক্য আছে তবে যে লিখিয়ে। না লিখিলে সাবধানে চিত্ত নাহি হয়ে॥ হেন রামচন্দ্রকবিরাজ গুণবান্। যেন গুরু তেন শিষ্য হয় ত প্রধান॥ এক দিন ঠাকুর বসি আছেন নিজ-ঘরে। রামচন্দ্র বিনয় করে থাকি কথো দূরে॥ হেন কালে গৃহের এক পত্রিকা আইল। গোবিন্দকবিরাজ নিজ-হস্তেতে লিখিল॥ শরীর অসুস্থ হয় শীঘ্র আসিবেন। দুই চারি দিন রহি পুনঃ যাইবেন॥ না শুনিল রামচন্দ্র রহে প্রভুস্থানে। অবসর নাহি গ্রন্থ সতত বাখানে॥ ভক্ষণ নাহিক সদা সাধন ভজনে। কি করয়ে কোথা রহে তাহা নাহি জানে॥ পুনরপি দেড় মাস রহে প্রভুসঙ্গে। নিরবধি যায় কাল প্রেমের তরঙ্গে॥ হেন কালে গোবিন্দের অস্বাস্থ্য বাহুল্য। বড় ভ্রাতা প্রতি লিখি কর আনুকূল্য॥ না রহে শরীর মোর ব্যাধি বলবান্। কৃপা করি প্রভু যদি দেন পদ দান॥ লিখিলেন তাঁরে ঠাকুরকে আনি-বার তরে। নিবেদিব সব দেখি নয়নগোচরে॥ হস্ত পাদ ফুলিয়াছে গ্রহণী প্রবেশ। সব নিবেদন কৈল কি লিখিব শেষ॥ পত্র পড়ি কবিরাজ না কহিল প্রভুরে। জিজ্ঞাসিলা ঠাকুর অন্য নিবেদন করে॥ এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থ্য কারণ। গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়য়ে জীবন॥ তাঁর দেবী-উপাসনা শক্তি মহামায়া। সেই সেবা সেই স্মরণ বাঞ্ছে তার দয়া॥

মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ। মরণসময়ে পদে করে প্রণিপাত ॥ "জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি। ভব তরিবার তরে দেহ ত তরণী ॥ হেন কাল গেল অন্তে যুক্তি দেহ মোরে। তোমা বিনে গোবিন্দের কৃপা কেবা করে ॥ কাতর হইয়া ডাকে কর পরিত্রাণ। জীবনে মরণে তোমা বিনে নাহি আন ॥" বহু লোক বেড়ি আছে নহে সাক্ষাৎকার। দৈববাণী হৈল কর্ণে শুনি আপনার ॥ "পরিত্রাণহেতু গোবিন্দ স্মর ওহে বাপা। শাস্ত্রে দেখিয়াছ পড়িয়াছ মহাতপাঃ ॥ গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিঁহ হন কর্ত্তা ॥ আমি কি দিবারে পারি মুক্তিপদ দান। আমিহ ভাবিয়ে তার রাতুল-চরণ ॥ আমি কি কহিতে পারি তাহার মহিমা। আমা হেন দাসী তার কত কত জনা ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নন্দের নন্দন। আমা হেন শত দুর্গা করয়ে প্রার্থন ॥ অজ ভব আদি যার সীমা নাহি পায়। হেন শত সহস্র তাঁর চরণসেবায় ॥ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র সার হয়। সেই পাদপদ্ম তুমি করহ আশ্রয় ॥ সবার যে মুক্তিদাতা পরমগোবিন্দ। হেন প্রভু যেবা ভজে মূঢ়মতি মন্দ ॥ গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা ॥" শুনিয়া তাঁহার বাক্য উড়িল পরাণে। রামচন্দ্র কোথা গেলা না দেখি নয়ানে ॥ নিকটে আছিলা লোক তারে পাঠাইয়া। অস্বাস্থ্যের কথা কহি আনিল ডাকিয়া ॥ আইলেন গুরু দিব্য ছিলেন আসনে। নিকটে

বসাইয়া তাঁরে করে নিবেদনে॥ কৃপা কর প্রভু মোর হউক পরিত্রাণে। কর্ণ রুদ্ধ হৈল আর না দেখি নয়নে॥ গুরু কহে গোবিন্দস্মরণ কর চিত্তে। কে আছে সংসারে আর উদ্ধার করিতে॥ হেটমুণ্ডে রহে কারে কিছু না বলিয়া। নিজ-পুত্র দিব্যসিংহ তারে ত ডাকিয়া *॥ জনম গোঙাইল আমি পড়ি মিথ্যা রসে। আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা আছে॥ আচার্য্যঠাকুর যাঁহা আছেন বসিয়া। পাঁচ জন শীঘ্র পাঠাও নিবেদন লিখিয়া॥ শরীর সংশয় লেখ প্রভুর আগমন। একবার নয়নে দেখিতে আছয়ে জীবন॥ রামচন্দ্রকবিরাজ প্রতি পত্র লিখিলা। খরচ সহিত পাঁচ জন লোক পাঠাইলা॥ রাত্রি দিনে চলি গেলা তুই দণ্ড বেলা। চারি দণ্ডে যাজিগ্রামে যাই উত্তরিলা॥ লোকে জিজ্ঞাসিল ঠাকুরের বাড়ী কোথা। দ্বারের ডাহিনে বৃক্ষ বড় আছে যথা॥ যাইতেই দ্বারে বৃক্ষ দেখি উত্তরিলা। লোক যাই কবিরাজে সমাচার দিলা॥ শুনিয়া বাহির হৈয়া দেখে পাঁচ লোক। সেই লোক সব পত্র দিয়া করে শোক॥ পত্র পড়িয়া গেলেন ঠাকুরের স্থানে। পত্র শুনাইয়া কিছু করে নিবেদনে॥ মোর গোষ্ঠী প্রতি প্রভু কর অঙ্গীকার। তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুঞি ছার॥ প্রভুর করুণা হৈল তাঁহার বচনে। সেই দিনে যাত্রা কৈলা করিয়া ভোজনে॥ আর দিনে চলি গেলা যাইতে

* "পুত্রে ডাকি বলে সিংহাসন আন গিয়া" পাঠান্তর॥

নারিলা। এক স্থানে রহি সেই রাত্রি গোঙাইলা॥ প্রাতঃ-কালে চলিলা সভে আগে মনুষ্য গেল। ঠাকুর আইলা লোক যাইয়া কহিল॥ পড়ি আছে গোবিন্দকবিরাজঠাকুর। পুত্রেরে ডাকিয়া কহে আনন্দপ্রচুর॥ গ্রামমধ্যে কদলীর বৃক্ষ রোপা-ইয়া। আম্রের পল্লব রাখি চৌদিকে বেড়িয়া॥ অনুব্রজি দিব্যসিংহ আনিল প্রভুরে। প্রণাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল তাঁরে॥ জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র করে নিবেদন। গোবিন্দের পুত্র ইহঁ তোমার ভৃত্য হন॥ প্রভুরে লইয়া যায় আপনার ঘরে। হরি হরি ধ্বনি করে আনন্দ-অন্তরে॥ যাই উত্তরিলা কবিরাজের আবাস। প্রভু কহে কি করিব রামচন্দ্রদাস॥ রামচন্দ্র বলে প্রভু কি বলিব আমি। যেই ইচ্ছা তাহা কর স্বতন্ত্র হও তুমি॥ প্রভু কহে তোমার গণ আমার কিঙ্কর। এত বলি প্রবেশিলা গোবিন্দের ঘর॥ বাজয়ে দুন্দুভিবাদ্য মঙ্গল-হুলাহুলি। যে গৃহে গোবিন্দ আছে গেলা তথা চলি॥ দুই চারি লোকে ধরি বসাইল তাঁরে। মুখে বাক্য নাহি, চক্ষে বদন-নিহারে॥ কর যোড় করে মুখে বাক্য না সরয়। ঠাকুর চরণ দিল তাঁহার মাথায়॥ ঘরে দিব্য আসনে প্রভুকে বসাইল। চন্দনাদি তৈল দিয়া স্নান করাইল॥ পক্কান্ন মিষ্টান্ন কিছু ভক্ষণ করিল। চরণামৃত অধরশেষ রামচন্দ্র লইল॥ গোবিন্দেরে তাহা লৈয়া ভক্ষণ করাইল। খাইতেই মাত্র সব ব্যাধি দূরে গেল॥ কতেক সামগ্রী আইল চড়িল রন্ধন। রন্ধন সম্পূর্ণ করি স্নান মার্জ্জন॥ নৈবেদ্য প্রস্তুত কৃষ্ণে কৈল

সমর্পণ। আপনে ঠাকুর বসি করিল ভক্ষণ॥ প্রভুর পাত্র-অবশেষ গোবিন্দ খাইল্ল। ব্যাধি নাহি মনে হেন আনন্দ জন্মিল॥ সেই রাত্রি গেল প্রাতঃকাল হৈল আসি। রামচন্দ্র প্রতি প্রভু কহে হাসি হাসি॥ গোবিন্দের স্নান করাও সম্মতি আমার। আমি স্নান করি তাঁর করিব সংস্কার॥ রামচন্দ্র নিজ-হস্তে স্নান করাইলা। আর্দ্রবাস দূর করি শুষ্ক পরাইলা॥ প্রভু স্নান করি যান কৃপা করিবারে। যে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে॥ রামচন্দ্র ক্রোলে করি বৈসে আপনার। প্রভু "হরেকৃষ্ণমন্ত্র" কর্ণে দিলা তার॥ চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণব করেন নামসঙ্কীর্ত্তন। হেন কালে কৃষ্ণমন্ত্র করান শ্রবণ॥ রাধিকাজীউর মন্ত্র তবে কৃপা কৈল। দোঁহার পৃথক্ ধ্যান সকল কহিল॥ প্রণাম করিল পর দিলেন মস্তকে। সিংহ-প্রায় বল হৈল মানে আপনাকে॥ অনেক সামগ্রী দিল স্বর্ণ বস্ত্র কত। কাংস্য-পাত্র পিত্তল-পাত্র আদি শত শত॥ প্রভুর কৃপাতে উদরভঙ্গ † গেল দূর। মন্দ মন্দ চলে আনন্দ হইল প্রচুর॥ আমার লিখন অন্য মত নহে ইহ। এ কথা শুনিয়া দুঃখ না ভাবিহ কেহ॥ কবিরাজের পূর্ব্ববাক্য করহ শ্রবণ। পরে যে হইবে তাহা দেখিব সর্ব্বজন॥

না দেব কামুক, না দেবী কামিনী, কেবল প্রেম * পর-

---

† উদরভঙ্গ—গ্রহণীরোগ॥

* "প্রেম" স্থলে কোন কোন পুস্তকে "কাম" লেখা আছে॥

কাশ। গৌরী শঙ্কর, চরণে কিঙ্কর, কহই গোবিন্দদাস ॥

প্রভুর কৃপাতে যত গুণের প্রচার। যে করয়ে আস্বাদন মর্ম্ম জানে তার ॥ সেই দিন হৈতে সুস্থ হইলা গোবিন্দ। প্রভুর নিকটে আইলেন পরমস্বচ্ছন্দ ॥ আপনার পূর্ব্বরীতি কহে প্রভু-আগে। কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দদাস শরণ মাগে ॥ কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র। প্রভু কৃপা কৈল মোরে তাঁহার সম্বন্ধ ॥ আপনার নিজ-দোষ কহিব বা কত। অস্পৃশ্য পামর মুঁঞি সহজে অসত্ ॥ কান্দিতে কান্দিতে পড়ে রামচন্দ্রের পায়। শ্রীনিবাস যার প্রভু কার আছে দায় ॥ এবে নিবেদন করোঁ শুন প্রভুবর। নিবেদিতে বাসি ভয় কাঁপয়ে অন্তর ॥

তথাহি পদং ॥

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে। দুর্লভ মানব,-দেহ সাধুসঙ্গ, তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে ॥ ১ ॥

শীত আতপ, বাত বরিখত, এ দিন যামিনী জাগি রে। বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগি রে ॥ ২ ॥

এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত * রে। নলিনীদল জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতি § রে ॥ ৩ ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পদ সেবন দাসী রে। পূজহুঁ

---

* পরতীত—প্রতীতি ॥

§ নিতি—প্রতিদিন ॥

সখীগণ, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥ ৪ ॥

এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার। আজ্ঞা হয় কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিবার॥ গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে। সর্ব্বসিদ্ধি পরাৎপর যাঁহার বর্ণনে॥ প্রভু কহে যে মাগিলে শুন কহি তায়। কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর আনন্দ-হিয়ায়॥ গৌর-প্রিয় বাসুদেবঘোষ-মহাশয়। নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণ-চয়॥ স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা। আনন্দে মগন হৈয়া এই আজ্ঞা দিলা॥ পড়হ গোবিন্দদাস রসামৃতসিন্ধু। সর্ব্বত্র মঙ্গল যার স্পর্শি একবিন্দু॥ উজ্জ্বল পড়হ যাতে রাধাকৃষ্ণলীলা। সর্ব্বরস লীলাচয় তাহাতেই দিলা॥ শুভ-ক্ষণ করি পুঁথি পড়িতে লাগিলা। বিষয় বিভাগ তার সকল কহিলা॥ শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের যেমত আভাস। অনুভবি বহু অর্থ করিল প্রকাশ॥ রসসিদ্ধান্ত ভাব দশা বুঝিনু সকল। এক নিবেদন মোর করহ সফল॥ বুঝিলাম মনে যেই তোমার করুণা। গৌরকৃপা বিনে লীলার নাহি পায় সীমা॥ হাসি ভাল ভাল বলি প্রভু কৈল কোলে। গৌরা-ঙ্গের অনুভব জানিল সকলে॥ যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ। কিবা বা আছিল তার হইতে মরণ॥ কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন॥ সেই দিন হৈতে লীলার করিল ঘটন। গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন॥ এই ত কহিল গোবিন্দকবিরাজের গুণ। যাঁহার শ্রবণে খণ্ডে পাষণ্ড অজ্ঞান॥ আমি অতি-অন্ধ হই

নাহি লব লেশ। যে কিছু লিখিয়ে আমি কৃপার আদেশ॥ আমি লিখি এই দুই প্রভুর কৃপায়। শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায়॥ শুন শুন শ্রোতাগণ করি এক মন। দন্তে তৃণ ধরি এই করি নিবেদন। শ্রীঠাকুরমহাশয়ের লিখি গুণ-কথা। প্রথমে গৌরাঙ্গ-সেবার করিল ব্যবস্থা॥ শুনি ঠাকুরের আগমন কবিরাজ-ঘরে। আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইলা অন্তরে॥ নবীন-মন্দির কৈল সামগ্রী সকল। মহোৎসব লাগি ইচ্ছা হইল প্রবল॥ নিজ-পরিজন যত গ্রাম অধিকারী। সভেই হইলা মুগ্ধ যত আজ্ঞাকারী॥ যে সামগ্রী চাহি তাহা প্রস্তুত সকল। কিবা গুরু-আজ্ঞা কিবা সাধনের বল॥ লোক দুই চারি সঙ্গে বুধরি আইলা। আগে আসি লোক সব ঠাকুরে কহিলা॥ ঠাকুরের আনন্দ হৈল তাঁর আগমনে। প্রাণ পাইলেন যেন পাইলেন মনে॥ সভারে সাবধান কৈল কহি তাঁর গুণ। পূর্ব্বমর্য্যাদা করিবে যেমত সম্ভাষণ॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ ব্যাস-আচার্য্যেরে। শীঘ্র দুই যাঁহ অনুব্রজি আনিবারে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে বাহির হইলা। অতিদূর নহে নিকট তাহারে দেখিলা॥ সাক্ষাৎ হইলা দোঁহে দণ্ডবৎ করে। কোন্ মহাশয় তুমি আজ্ঞা কর মোরে॥ সম্ভাষণ করে তাঁরে কোলে উঠাইঞা। আইলা ঠাকুর যথা আছেন বসিঞা॥ বামদিকে রামচন্দ্র দক্ষিণেতে ব্যাস। অঙ্গ-ফুলে প্রফুল্লিত হইঞা উল্লাস॥ দূরে দেখি ঠাকুর তাঁরে অভ্যুত্থান করে। আইস আইস প্রাণ আসি বসিল অন্তরে॥

দণ্ডবৎ কৈল তিঁহ কৈল আলিঙ্গন। আসনে বসিঞা তবে কহেন বচন॥ জিজ্ঞাসিল মঙ্গল যে আজ্ঞাতে তোমার। দুঃখ গেল যাঁহাতে আগমন তোমার॥ গোবিন্দকবিরাজ আসি পড়িল চরণে। উঠাইঞা কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ইহঁ কোন জিজ্ঞাসিলা পাইঞা আনন্দ। ঠাকুর কহে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ॥ অনেক হইল সুখ মিলন বহু দিনে। রামচন্দ্র নিবেদিল স্নানের কারণে॥ স্নান জলপান কৈল কৃষ্ণকথারসে। বসিয়া আসনে কহে আনুপূর্ব্ব ভাষে॥ আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। বৃন্দাবনে যেমত সুখ যেমতে পরিচয়॥ পথের গমনে যেমতে গ্রন্থ গেল চুরি। বসিয়া শুনেন সভে বচনমাধুরী॥ কৃষ্ণকথারসে সভে রহে দিবা নিশি। সেইরূপে গেল রাত্রি প্রাতঃকাল আসি॥ খেতরী গমন কর করিল প্রসঙ্গ। আপনে না গেলে সব সুখ হবে ভঙ্গ॥ যে আজ্ঞা হইল প্রভুর জ্ঞাত আমি তার। আজ্ঞা আছে তোমাকে সাবধান করিবার॥ আপনে যাঁহাতে আছ কর সেই কথা। পাঁচ দিন মধ্যে আমি যাইব সর্ব্বথা॥ রহিতে নারিব আমি শীঘ্র যাব গ্রাম। যেন অপরাধ নহে রহে মোর প্রাণ॥ ব্যাসাচার্য্য সঙ্গে যান হেন আজ্ঞা হয়। ইহঁ সর্ব্ব সমাধান করিব নিশ্চয়॥ ইহা বলি বিদায় হই গেলা নিজ-গ্রামে। আজ্ঞা হৈল ব্যাস যাই কর সমাধানে॥ উত্তরিলা গ্রামে ব্যস্ত হইল অন্তর। লোক পাঠাইঞা দ্রব্য আনে দূরান্তর॥ শৈল আনি বিগ্রহ প্রকাশ

করেন ঘরে। কারিকর আনেন গৌরাঙ্গ প্রকাশের তরে॥ নবীন আবাস ঘর অনেক হইল। হেন কালে আচার্য্যঠাকুর গমন করিল॥ রামচন্দ্রসঙ্গে প্রভু আইলা অল্প দূরে। ঠাকুর-মহাশয় ব্যাস যান আনিবারে॥ ঠাকুর আনিলা ঘরে মহা-নন্দভরে। সেই সে জানয়ে কেবা জানিবারে পারে॥ শুশ্রূষা যেমন তাহা কতেক লিখিব। তাঁর ঘর তাঁর দ্রব্য অন্য কি কহিব॥ গৌররায় বিগ্রহ প্রকাশ সঙ্গে এক। আচার্য্য হইলা ব্রতী সঙ্গেত অনেক॥ পত্র লোক পাঠাইল নিমন্ত্রণ করি। যেই যেই গ্রামে মহান্ত আছে অধিকারী॥ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবস্থানে দিল আমন্ত্রণ। ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে সভার গমন॥ সহস্র সহস্র লোক সমাধান করে। এইরূপে সভে রহে আনন্দ-অন্তরে॥ স্মরণ করেন ঠাকুর হয় সঙ্কীর্ত্তন। হেন কালে গৌররায় প্রকাশ উত্তম॥ আনন্দে করেন সভে হরি হরি ধ্বনি। কি কহিব সেইরূপ অপূর্ব্ব লাবণি॥ তার পর বল্লবীকান্তের পরকাশ। সভার হইল চিত্তে পরম-উল্লাস॥ ক্রমে ক্রমে আসি সবার হইল মিলন। এমতে মহান্ত অধিকারির আগমন॥ কতেক হইল বাসা গ্রামের ভিতরে। বাড়ীর সমীপে কত কত গ্রামান্তরে॥ কতেক নবীন-ঘর কতেক অসারা *। সে জানে যে দেখিয়াছে আর জানে কারা॥ কতেক সামগ্রী দধি চিড়া কদলক। মিষ্টান্ন উখড়া আর শর্করা কতেক॥ যে যে দ্রব্য লাগে সব হইল উপনীত।

* অসারা—যাহা সারা হয় নাই (অসম্পূর্ণ)॥

শত ঘট আনিল পঞ্চামৃতেতে পূরিত ॥ আপনে আচার্য্য করেন স্নান অভিষেক। মর্য্যাদা সে ক্রিয়াসিদ্ধ করিল অনেক ॥ যতেক মহান্ত মেলি অঙ্গস্পর্শ কৈল। চন্দন তুলসীমালা অঙ্গে পরাইল ॥ কীর্ত্তন আরম্ভ যত কৈল স্থানে স্থানে। কেবা কোথা নাচে গায় গড়ি যায় ভূমে ॥ গৌরাঙ্গের আগে হৈল কীর্ত্তন যখন। কেহ না বসিলা সভে করিলা গমন ॥ কিবা গৃহী কিবা যতি নীচ নীচাচার। সভেই আইলা ঘরে না রহিলা আর ॥ দেবিদাস-মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভিল। কিবা সে গায়ন বাজন জানিতে নারিল ॥ গৌরাঙ্গবল্লভরায় মৃদঙ্গ বাজায়। ধৈর্য্য নাহি রহে প্রাণে শুনি বাহিরায় ॥ গৌরাঙ্গরায় বসিয়াছে বল্লবীকান্ত বামে। যেমত দর্শন তেমত করেন গায়নে ॥ যতেক মহান্ত অধিকারী কত শত। বৈষ্ণব শুনয়ে গান হইয়া উন্মত্ত ॥ কিবা সে মধুর গান কিবা সে বাজনা। কর্ণেতে শুনিলে ধৈর্য্য না ধরে কোন জনা ॥ আচার্য্য-প্রভুর সঙ্গে শ্রীব্যাসাচার্য্য। রামচন্দ্রকবিরাজ নাহি ধরে ধৈর্য্য ॥ ঠাকুর নাচয়ে গান করে তেন মতে। ধৈর্য্য নহে ভূমে পড়ি কান্দিতে কান্দিতে ॥ নয়নে বহয়ে নীর শত শত ধারা। নাচিতে না পারে হৈল বাউলের পারা ॥ ধরিতে না পারে কেহ ভাবের বিকার। দেখিয়া অন্যের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ঠাকুর-মহাশয় দেখি শুনি স্তব্ধপ্রায়। কি জাতীয় প্রেম তাহা বুঝন না যায় ॥ শুনিতে শুনিতে সুখে হাসে খল খল। নয়নে গলয়ে নীর কিবা অনর্গল ॥ না রহিল ধৈর্য্য তবে না রহে কীর্ত্তনে।

কম্প ঝম্প দেখি লোক ধরে দশ জনে ॥ কিবা সে অধরকম্প দন্ত-খসি পড়ে। বক্ষে হস্ত দিয়া ক্ষণে অবনীতে পড়ে ॥ শিমলীর কাঁটা যেন অঙ্গ সব হয়। ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ক্ষণে তনু সূক্ষ্ম হয় ॥ সে হেন অঙ্গের শোভা ভাবের বিকার। ভাবচন্দ্র উদয় হৈল শরীরে সভার ॥ কৃষ্ণানন্দমজুমদার স্বগণ সহিতে। সকলে পড়য়ে ভূমে কান্দিতে কান্দিতে ॥ হেন দশা হেন সুখ কবে হব আর। লোটাঞা কান্দয়ে পায় ধরিয়া সভার ॥ ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখপানে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে ধরিঞা চরণে ॥ পবিত্র করিলা বাপু স্বগণ সহিতে। হেন সুখ কে দেখিল জন্মি পৃথিবীতে ॥ বৃন্দাবনসম সুখ হৈল মোর ঘর। মোর যত গণ নরোত্তমের কিঙ্কর ॥ হেন প্রেম প্রকাশিল নরোত্তম দেশে। নাচিয়া বলয়ে যায় প্রেমের উল্লাসে ॥ যখন কীর্ত্তনে সব লাগিলেন দিতে। ঘরে হৈতে আনি দেয় যে পড়য়ে হাতে ॥ ঠাকুরমহাশয় তাহা কিছুই না জানে। কিবা বা কহিব প্রেম কিবা বা বাখানে ॥ নাচিবার কথা রহু দাণ্ডাইলা যখনে। যেন গৌরাঙ্গ তেন রূপ ভাবে মনে মনে ॥ প্রেমাবেশে ফিরিয়া নেহারে যার পানে। সেই সব লোক কান্দি পড়য়ে চরণে ॥ আচার্য্য-ঠাকুর কান্দি করিলেন কোলে। দুই ভুজ ধরি মন্দ মন্দ করি বলে ॥ প্রেমমূর্ত্তি প্রেমময় করিলে ভুবন। দেখিয়া আনন্দ চিত্ত সফল নয়ন ॥ হেন মহোৎসব করে হেন কার বল। স্বগোষ্ঠী-সহিত গৌর করুণা সকল ॥ গৌরাঙ্গ তোমার

বশে কৈল অঙ্গীকার। জীবনে মরণে কারু নাহি অধিকার॥ কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈল ভক্ষণ জলপান। যার যেই বাসা তেন মতে সভে যান॥ আর দিন মহোৎসব সম্পূর্ণের কালে। সভেই একত্র হই যান বাসাস্থলে॥ ঠাকুরমহাশয়ের শিষ্য গোকুলদাস নাম। সে দিন কীর্ত্তনমধ্যে সেই করে গান॥ আরম্ভ করিয়া করে মৃদঙ্গের ধ্বনি। অমৃত জিনিয়া কিবা কর্ণে সভে শুনি॥ সভেই গমন কৈল কীর্ত্তনমণ্ডলে। আলাপ ছাড়িয়া সভে গান করি চলে॥ প্রথমে গৌরাঙ্গগুণ কি মধুর গায়। শুনিতে শুনিতে সভার লাগিল হিয়ায়॥ ঠাকুর মহাশয় শুনে আনন্দ-আবেশে। তার পরে কৃষ্ণলীলা গান করে শেষে॥

তথাহি পদং। যথারাগঃ॥

ও মুখ সম্মুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি, পিবইতে জীউ করে সাধা। নয়নে লাগিল যেই, পান করে সদা সেই, ঘন ঘন সোঙরই রাধা॥

ঠাকুরমহাশয় যেই কর্ণে ত শুনিল। আলিঙ্গন করি তাঁরে ভূমিতে পড়িল॥ গোকুল আকুল কৈল কিবা শুনাইঞা। এত বলি ধারা বহে মুখ বুক বাঞা॥ কীর্ত্তনীয়ার হাতে ধরি ভ্রমিয়া বেড়ায়। কিবা শুনাইলে বলি করে হায় হায়॥ কিবা সিদ্ধ কৃষ্ণের রূপ রাধার পিরিতি। নয়নে করয়ে পান হেন করে মতি॥ সে ভাব দশায় চিত্ত ডুবি গেল মন। যতেক সম্ভবে প্রেম বাঢ়য়ে দ্বিগুণ॥ এই ভাবে নৃত্যমধ্যে

দ্বিতীয় প্রহর। ভাবের প্রভাবে তনু হৈল জর জর॥ শত শত আছাড় খায় ধরণী উপরে। কাহার শকতি তারে ধরি রাখিবারে॥ কি বিকার হয় চিত্ত বুঝান না যায়। সাধা সাধা রাধা রাধা * বলি ক্ষণে ধায়॥ কিবা বা দেহের কম্প কোথা যাই পড়ে। হেন দেখি প্রাণ যেন নাহি রহে ধড়ে॥ মাতা পিতা বন্ধুজন কান্দয়ে সকল। নরোত্তমে ধরি রাখে জীবন বিকল॥ দেখিয়া আচার্য্য-ঠাকুর ভাবিত অন্তরে। বসিয়া ধরিলা তাঁরে কাঁপে থরে থরে॥ উজ্জ্বলের শ্লোক পড়ে শ্রীরূপের বর্ণন। যাঁহাতেই ধৈর্য্য ধরে শ্রীরাধারমণ॥ পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ে তবু বাহ্য নাঞি। উপায় সৃজিল মনে লও অন্য ঠাঞি॥ শোয়াইল ঘরে লঞা প্রহরেক অন্তে। বাহ্য হৈল ভাবান্তর বৈশে সেই মতে॥ সে রাত্রি বসিলা সভে কৃষ্ণ-কথারসে। কেহ কহে পূর্ব্বপক্ষ করয়ে বিশেষে॥ আর দিন বিদায় করে যার যেই মত। বিদায়ের যত কথা কহিব বা কত॥ যেন যোগ্য তেন মত হইলা বিদায়। প্রীতি পাই সভে মেলি নিজ-ঘরে যায়॥ বিচ্ছেদে রহিতে নারে ঠাকুরমহাশয়। আচার্য্য-ঠাকুর তাঁর জানিল আশয়॥ ঠাকুরমহাশয় লঞা একত্র আসনে। কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণগুণ কথোপ-কথনে॥ রামচন্দ্রকবিরাজ শ্রীব্যাস-আচার্য্য। আচার্য্য-ঠাকুর কহে শুনে সভে ধৈর্য্য॥ কহ দেখি রামচন্দ্র শুনি তোমার মুখে। এইরূপে যায় রাত্রি আনন্দিত সুখে॥ রামচন্দ্র কৃষ্ণ-

* পূর্ব্বকার গানটীতে "সাধা ও রাধা" শব্দ আছে॥

লীলা কহে দণ্ড চারি। আনন্দিত চিত্ত সভার আপনা পাশরি॥ রামচন্দ্র কহে শুন ঠাকুরমহাশয়। আপনার মুখে শুনি হেন বাঞ্ছা হয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া ঠাকুর লাগিলা কহিতে। শুনিতেই ধৈর্য্য কারু নাহি রহে চিতে॥ ভাবে গর গর মন বাহ্য নাহি রহে। কত ব্যাখ্যা করে কত অলঙ্কার তাহে॥ তার শেষে আচার্য্যঠাকুর আনন্দিতে। কৃষ্ণপূর্ব্বরাগাবস্থা লাগিলা কহিতে॥ পূর্ব্বাপর যে হইল উদয় নিবৃত্তি। পুনঃ কহে পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে অতি॥ সভেই আনন্দে ভাসে না বান্ধয়ে সেহ। সেই রাত্রি গোঙাইলা প্রফুল্লিত দেহ॥ এক মাস রহি ঠাকুর কৃষ্ণকথা-রসে। এক দিনের যেই সুখ কি বলিব শেষে॥ এক দিন এই মনে হৈল এক রীতি। ঠাকুর কহয়ে, ঠাকুরমহাশয় প্রতি॥ তিন ঘর হৈল তাহা কহিয়ে বিশেষে। খেতরি যাজিগ্রাম বিষ্ণুপুর তিন দেশে॥ উপায় নাহিক মোর কত উঠে মনে। সর্ব্বত্র কহিতে চাহি যেই সমাধানে॥ গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পিরিতি। বিষ্ণুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি॥ একবার যাই আমি আসিব পুনর্ব্বার। তোমার নিকটে প্রাণ এই তত্ত্বসার॥ শুনিয়া ঠাকুর হৈলা অত্যন্ত কাতর। বিধি নিদারুণ বলি কান্দয়ে বিস্তর॥ দুই চারি দিন গেল না কহে বচন। রামচন্দ্র রহ তুমি ধরহ সদগুণ॥ দোঁহে কৃষ্ণলীলা-কথা ভজনপ্রসঙ্গে। ইহাঁর সঙ্গে রহ আজ্ঞা না করিহ ভঙ্গে॥ যে আজ্ঞা হইল প্রভুর সেই বলবান্। রহিলাম

একসঙ্গে মোর মনস্কাম॥' 'এ বাক্য শুনিয়া ঠাকুরমহাশয় চিতে। রহিব যাইব যথা দোঁহে এক সাথে॥ সেই দিন বিদায় ঠাকুর শোক অতি হৈল। দুই মোহর দুই থান বস্ত্র সাঁথে দিল॥ ব্যাসাচার্য্যকে পাঁচ মুদ্রা এক থান বস্ত্র। কাহার ভারিকে তবে দিলেন একত্র *॥ সে কালে যতেক দুঃখ হইল দোঁহার। সেই দুঃখ সেই জানে প্রাণ পোড়ে যার॥ আমার কঠিন চিত্ত দেখিতে নারিল। এত প্রীতি এত প্রেম চিত্ত না দ্রবিল॥ হেন দর্শন মহোৎসব ভাবের বিকার। শুনিয়া লিখিয়া চিত্ত কাষ্ঠপ্রায় যার॥ রামচন্দ্রকবিরাজ ঠাকুরমহাশয়। শয়ন ভক্ষণ স্নান একস্থানে হয়॥ নিরবধি কৃষ্ণলীলা-কথন বিচার। দিন রাত্রি নাহি জানে হেন প্রীতি যার॥ এক দিন পদ্মাবতী স্নান করিবারে। হাতাহাতি চলে দোঁহে আনন্দ-অন্তরে॥ জলে জলযুদ্ধ করে কৃষ্ণ-কথা কয়। সেই কালে আইলা দুই বিপ্রমহাশয়॥ হরিরাম রামকৃষ্ণ পণ্ডিত সুধীর। দুই জনে দেখি চিত্ত করিল সুস্থির॥ দোঁহে স্নান করিতে জলে হইলা প্রবেশ। কেহ পূর্ব্বপক্ষ করে সিদ্ধান্ত বিশেষ॥ দুই বিপ্র শাস্ত্রবেত্তা কিছু নাহি কয়। যত সিদ্ধান্ত করে সব বুঝয়ে বিষয়॥ শুনিতে শুনিতে বিপ্র বাক্য উঠাইল। যত কহে সিদ্ধান্তদ্বারে সকল খণ্ডিল॥ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য কহয়ে ব্রাহ্মণ। যত কিছু কহে তাহা করয়ে খণ্ডন॥ বর্ণাশ্রয় তার ক্রিয়া স্মৃতিতে লিখয়। ভাগবতপুরাণ-

* কাহার—শিবিকাবাহক (বেহারা)। ভারী, ভারবাহক (বাঙ্গিদার)॥

বাক্যে সকল খণ্ডয়॥ ক্রোধ করে দুই বিপ্র সহিষ্ণুতা করয়। পুনঃ শ্লোক পড়ে দোঁহে স্তব্ধ হঞা রয়॥ স্নান করি দুই মহাশয় আইলা ঘর। সঙ্গে আইলা দুই বিপ্র গেলা অভ্যন্তর॥ সারগ্রাহী মহাশয় অত্যন্ত সদ্গুণ। আসন প্রদান কৈল বসিলা ব্রাহ্মণ॥ বাসা দিয়া উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করাইল। সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের আরতি দেখিল॥ দেখি আনন্দিত হৈল মূর্ত্তি বিলক্ষণ। রাত্রে বসি বিচার দুই করয়ে ব্রাহ্মণ॥ যতেক বিচার করে তাহা নাহি মানে। সেই শাস্ত্র প্রমাণে তাহা করয়ে খণ্ডনে॥ রাত্রিকে শয়ন করি কহয়ে ব্রাহ্মণ। কেহ কহে মহাপুরুষ এই দুই জন॥ অহে ভাই গুরু করি পড়িয়াছি যাহা। এই দুই সিদ্ধান্তদ্বারে না মিলিল তাহা॥ কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা করে অনুক্ষণ। ভাল সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা দুই মহাজন॥ বিচারিল সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর-ভজন। না করিলে স্বামি-দ্রোহি খণ্ডে তারে যম॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে বুঝি শূদ্রত্ব না রহে। এত দিন না শুনিল হেন শাস্ত্রে কহে॥ এত বলি দুই জন নিদ্রায় অচেতন। শেষরাত্রে আসি কহে এক মহাজন॥ অহে ব্রাহ্মণপুত্র তুমি না বুঝ অন্তরে। কৃষ্ণ-ভজিলে ব্রাহ্মণ্য রহে কহে শাস্ত্রদ্বারে॥ তোমার গুরুর গুরু সেই দুই জন। গর্ব্ব কর আপনাকে মানিয়া ব্রাহ্মণ॥ প্রাতঃকালে যাই কর চরণ আশ্রয়। যে হউ সে হউ মোর সংসার গেল ক্ষয়॥ গোবিন্দভজন কর জীব কত কাল। এত দিন যত কৈল সকলি জঞ্জাল॥ পূর্ব্বে কৃষ্ণভজন কৈল এই দুই ব্রাহ্মণ।

তার সাক্ষী পশ্চাৎ দেখিব সর্ব্বজন ॥ স্বল্পাভাব লাগি দুই বিপ্রকুলে জন্ম। জন্মজন্ম তার গুরু, শিষ্য তার মর্ম্ম ॥ প্রভাতে উঠিয়া দোঁহে দণ্ডবৎ করি। বহু নিবেদন করে দুই কর যুড়ি ॥ অব্রাহ্মণ করি জন্ম হইল সংসারে। এবে ব্রাহ্মণ-সিদ্ধি কৃপা কর মোরে ॥ এ দুই পাতকী আর যাব কোথা-কারে। আপন বলিয়া চরণস্পর্শ দেহ শিরে ॥ শরীরে না রহে প্রাণ কর মোরে দয়া। ত্রিতাপে * তাপিত মোরে দেহ পদছায়া ॥ নির্ম্মঞ্ছন † যাউ পদ অভয় তোমার। অধমেরে কৃপা কর কে আছে সংসার ॥ এত দিন গেল কাল হেন মিথ্যারসে। শ্রীকৃষ্ণচরণ দুই নহিল লালসে ॥ কৃপা করি প্রভু কর হেন উপদেশ। এই দুই পদ প্রাপ্তি আছে অবশেষ ॥ ধরিল আপন মনে এ দুই চরণ। রামকৃষ্ণনাথ মোর প্রভু নরোত্তম ॥ হরিরাম বলে মোর প্রভু রামচন্দ্র। জনমে জনমে ভজি হেন পদদ্বন্দ্ব ॥ ইহা বলি কান্দে নিজপ্রভু লইয়া নাম। হা ধিক্ হা ধিক্ বলি ভূমে পড়ি যান ॥ দোঁহারে দোঁহার দয়া চিত্তে উপজিল। দোঁহে দোঁহার কর্ণে হরিনামমন্ত্র দিল ॥ পাইয়া প্রণাম করে ঝরয়ে নয়ন। কৃপা কর কোন্ কার্য্য করি দুই জন ॥ দুই জনে কহে সদা লহ কৃষ্ণনাম। ভোজনে শয়নে মনে নহে যেন আন ॥ "গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ" কহে প্রাঙ্গণে আসিয়া। পড়য়ে ভূমিতে দোঁহে রূপ নিরখিয়া ॥ যখন কীর্ত্তন

* ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ॥

† নির্ম্মঞ্ছন—আরতি ॥

হয়ে ভাবের বিকার। কত দীনহীন করি কহে আপনার ॥ কথো দিন সেই [illegible] আপন মনে। দুই মহাশয় আজ্ঞা দিল দুই জ[illegible]রি যাই। বিপ্র করে আজ্ঞা দান। বসাইয়া [illegible] ন কৃপাবান্ ॥ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দেন মনের উল্লাসে। মন্ত্র শুনি ফুলে অঙ্গ ভাবের আবেশে ॥ বাহিরে যাইয়া করে অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। মাথায়ে চরণস্পর্শ পৃষ্ঠে দিল হাত ॥ সাধনের যত অঙ্গ কহিল তাহারে। স্মরণপদ্ধতি পড়ে আনন্দ-অন্তরে ॥ সাধ্যসাধন করে আনন্দ-আবেশে। বাণীক *করিল আজ্ঞা দিল অবশেষে ॥ ভক্তিগ্রন্থ পড় বাপু বসি দুই জনে। সাধন করিতে বড় সুখ পাবা মনে ॥ সাধনেতে দৃঢ় রতি জন্ময়ে যাহাতে। সেই সব গ্রন্থ পড় মর্ম্ম পাবে যাতে ॥ শ্রীরূপ-রচিত গ্রন্থ পড়ে দুই জন। পড়িতে পড়িতে হৈলা বড়ই ব্যুৎপন্ন ॥ এ দোঁহার ভজনরীতি কতেক লিখিব। হেন কৃপা হেন বল পশ্চাতে দেখিব ॥ পূর্ব্ব উপার্জ্জিত আছে সিদ্ধ যে ভজন। সেই লাগি উত্তমকুলে হয় উৎপন্ন ॥ পণ্ডিতের হয় অপরাধ প্রতি ভয়। তৎকাল আশ্রয় কৈলে করয়ে উদয় ॥ পশ্চাতে প্রবল হয় বড় শক্তিবল। তাঁর গুণগান যত বৈষ্ণবসকল ॥ আর এক বাক্য লিখি করহ শ্রবণ। সর্ব্বত্র প্রকট আছে গ্রন্থের লিখন ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের বিষ্ণু-

* ব্যতীত—এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপদেশ ॥

পুর হইতে যাজিগ্রামে আগমন, রঘুনন্দনের সহিত মিলন, পুনশ্চ যাজিগ্রামে আগমন, রামচন্দ্রকবিরাজের সহিত মিলন, রামচন্দ্রের দীক্ষা, তেলিয়া বুধরি গমন, গোবিন্দকবিরাজের (দুর্গার আজ্ঞানুসারে) শ্রীনিবাসাশ্রয় ও দীক্ষালাভ, গ্রহণী-রোগ মোচন, খেতরীতে মহোৎসব, মহান্তগণের আগমন, উত্তম প্রস্তরে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, গৌরাঙ্গ ও বল্লভীকান্তাদির অভিষেক, শ্রীনিবাসের বিদায়, রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুরমহাশয়ের প্রণয়, হরিরাম এবং রামকৃষ্ণাচার্য্যের দীক্ষা ইত্যাদি বর্ণনময় চতুর্দ্দশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

প্রেমবিলাস।

প্রথম বিলাস।

—:o:—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্মং,
নালোকিতঃ কলিযুগে তব গৌরদেহঃ।
নাকর্ণিতা কলিযুগে তব তত্ত্বগাথা,
চৈতন্যচন্দ্র! ভবতা পরিবঞ্চিতোঽহং * ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় বীরচন্দ্র। জয় জয় কলিযুগে হরিনামমন্ত্র॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য-ঠাকুর। যাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর॥ জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর-গোবিন্দ। যাঁর গুণে সপ্তদ্বীপা-জীবের আনন্দ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ কর অবধান। রাধাকৃষ্ণলীলা যাঁর হইবেক প্রাণ॥ আচার্য্য-ঠাকুরের জন্ম হৈল যেন মতে। ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিতে॥ নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়ে দিল পাঠাইয়া। তেঁহ গৌড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া॥ গৌড়-দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে। জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে॥ কেহ কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম। সজ্জন দুর্জ্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ †॥ কেহ কহে ভক্তি

* একখানি পুস্তকে অন্যরূপ মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে। অসংলগ্ন বোধে ও সংস্কৃতে ভুল থাকায় ত্যাগ করা হইল॥

† "কেহ কহে নাহি দেশে সঙ্কীর্ত্তন নাম" পাঠান্তর॥

ছাড়ি আচার্য্যগোসাঞি। মুক্তিকে প্রধান করি লয়াইল ঠাঞি ঠাঞি॥ কেহ কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর। মুক্তি কহি কহি গোসাঞি ভাসাইল সংসার॥ শুনিতে শুনিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল। নিত্যানন্দবিচ্ছেদ দুঃখ অধিক বাঢ়িল॥ এই কালে প্রভু-স্থানে স্বরূপ রামরায়। কহিবারে চাহে প্রভু আনন্দহিয়ায়॥ আইস আইস ভাল হইল আইলা দুই জন। ভক্তিশূন্য হইল গৌড় শুনহ কারণ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য হইলা ঈশ্বরের মূর্ত্তি। ভক্তি না ছুইল, বাখানে পঞ্চবিধা মুক্তি *॥ বুঝিতে নারিনু আমি অদ্বৈতের মন। কিসে ভক্তি রহে ইহাঁ কহ দুই জন॥ ঘৃণা নাহি হয় মনে মুক্তি পাঠ করি। এ লীলার তিঁহ হন মূল অধিকারী॥ লোকের মুখে ত শুনি না হয় প্রতীত। ভক্তি ছাড়ি মুক্তি ব্যাখ্যা তার নহে চিত॥ এই কালে নিত্যানন্দের পত্রিকা আইল। "ভক্তিপথ ছাড়ি আচার্য্য মুক্তি বাখানিল"॥ লিখন পাইঞা বড় ভয় উপজিল। শ্রীহস্তে লিখন করি দর্শনে চলিল॥ ভক্তগণসঙ্গে প্রভু পুরীর ভিতরে। গরুড়ের নিকটে দর্শন আনন্দ অন্তরে॥ সেই কালে আইলা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম। তাঁহারে দেখিয়া প্রভুর হইল ভাবোদ্গম॥ ভক্তি ভক্তি করি প্রভুর প্রেম উপজিল। মুক্তি ব্যাখ্যা ছাড়ি প্রভু ভক্তি বাখানিল॥ ভট্টাচার্য্য কোলে করি হইলা বাহির। মিশ্রের আবাসে আসি হৈলা কিছু স্থির॥ নিত্যানন্দপ্রভুর পত্র হস্তে ত

---

* পঞ্চবিধা মুক্তি যথা—"সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, একত্ব"॥

আছিল। পত্র পঢ় ভট্টাচার্য্য! প্রভু আজ্ঞা কৈল॥ পত্র পঢ়ি ভট্টাচার্য্য হৈলা মহাক্রোধ। হেন বুঝি গৌড়দেশে নাহি কাঁর বোধ॥ ভক্তি ছাড়ি মুক্তিকে বাখানে কোন্ জন। সেই স্থানে আমরা যাইব তিন জন॥ বিচার করি তাঁরে প্রভু নিরস্ত করিব। প্রৌঢ়ি * করেন যদি বান্ধিয়া আনিব॥ ভট্টাচার্য্যের বাক্যে প্রভুর আনন্দহৃদয়। না হইব ভক্তিবাদ শুন মহাশয়॥ স্বাক্ষরেতে এক পত্র যায় অদ্বৈতেরে। আর পত্র লিখেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরে॥ ভাল ভাল বলি এই যুক্তি দৃঢ় কৈল। বৈষ্ণবদ্বারায় পত্র গৌড়ে পাঠাইল॥ এ বাক্য শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহামতি। করযোড় করি কহে আপন দুর্গতি॥ তর্ক পঢ়ি ভক্তি নাহি জানি লব লেশ॥ মুক্তি ব্যাখ্যা ছাড়ি ভক্তিতে আনন্দ বিশেষ॥ শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে কতকাল গেল। গোপীনাথ-আচার্য্যসঙ্গে প্রসঙ্গ হইল॥ দুর্মতি মায়িক নহে, তিঁহ প্রভুর ভক্ত। কেন না জানিবেন প্রভুর স্বরূপের তত্ত্ব॥ তাঁহার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈলা মোরে। সকল দুর্মতি গেল, ভক্তি জন্মিল অন্তরে॥ তিঁহ অতি প্রভুর প্রিয়ভক্তমহারাজ। সংসারে বুঝাবার হয় তাঁর হেন কাজ॥ নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন। তথাপি যে সুখোৎপত্তি না হইল মন॥ ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাড়িল। ভক্তিশূন্য হৈল জীব ভয় উপজিল॥ কিরূপেতে ভক্তি রহিবেক পৃথিবীতে। গৌড়ে কিছু প্রেম-কার্য্য

---

* "প্রৌঢ়ি" স্থলে "অবিচার" পাঠান্তর॥

চাহি পাঠাইতে ॥ নিত্যানন্দ সাক্ষাতে ইহা কেমতে হইবে। অবিদ্যমানে ভক্তি জীবের কেমনে রহিবে ॥ ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিতে রূপ সনাতন। বৃন্দাবনে দুই ভাই করিলা গমন ॥ সেই ভক্তি নিলা চাহি গৌড়ে প্রকাশিতে। প্রেমরূপ একপাত্র চাহি জন্মাইতে ॥ "অবনি অবনি!" বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা। যোড়হাতে পৃথিবী তবে প্রভুর নিকটে আইলা ॥ শুন শুন পৃথিবী তুমি হঞা সাবধান। প্রেমরূপ পাত্র আনি কর অধিষ্ঠান ॥ যেই প্রেম রাখিয়াছ প্রভু মোর ঠাঞি। আজ্ঞা দেহ প্রেমরূপ প্রকাশিতে চাই ॥ আনন্দিত হঞা পৃথিবীরে আজ্ঞা দিল। পাত্রাপাত্র অবধি কথা নাম না হইল ॥ এই কালে প্রভুস্থানে স্বরূপ-রামরায়। প্রভুরে প্রণতি করি নিবেদিতে চায় ॥ কি করিব কি হইবে ভাল হইল আইলা। পৃথিবীতে যে কথা হৈল সকল কহিলা ॥ প্রেম প্রেম বলি প্রভু আবিষ্ট হইলা। নিত্যানন্দ বলি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥ মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু, তৃতীয় প্রহর গেল। মধুর স্বরে হরিনাম স্বরূপ শুনাইল ॥ হরিনাম শ্রবণে প্রভুর হইল চেতন। চল যাই করি স্বরূপ! ঈশ্বর দরশন ॥ এইকালে সার্ব্বভৌম-প্রভুর সম্মুখে। সার্বভৌম দেখি প্রভু পাইলা বড় সুখে ॥ ভাল হৈল আইলা তুমি বৈস এই খানে। বিশেষ আছয়ে কথা শুন সাবধানে ॥ ভক্তিপথ দূর কৈল অদ্বৈত-আচার্য্য। কি কহিব কি করিব কহ ভট্টাচার্য্য ॥ অভক্তিবাদ শুনি ভট্টের বড় দুঃখ হৈল। মহাপ্রভুর পায়ে তবে নিবেদন কৈল ॥ অদ্বৈত-

আচার্য্য হন জগতের প্রভু। তাঁর মুখে হেন বাক্য না হইবে কভু॥ উদ্ধত-লোক † আসি শুনাইল প্রভুকে। সেই লোক আন দেখি আমার সম্মুখে॥ প্রয়াস করিল লোক দেখা না পাইল। বড় অজ্ঞ সেই লোক ভট্ট আনাইল॥ শুন শুন ভট্টাচার্য্য! পূর্ব্বকথা কহি। নবদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ বড় দুঃখ পাই॥ বুঝি নাহি সেই দুঃখে কি যে আছে মনে। ভয় দেখাইতে করে স্বতন্ত্র আচরণে॥ সকল করিতে তেঁহ ধরেন সামর্থ্য। যাহা করে তাহা হয় নাহি হয় ব্যর্থ॥ আমার প্রতীতি আছে তাঁহার কথাতে। তাঁর আজ্ঞা না পারি আমি অন্যথা করিতে॥ এই যুক্তি কর আজ্ঞা না হয় হেলন। প্রেমরক্ষা পায় পশ্চাৎ যুক্তির কারণ॥ ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু-নিত্যানন্দের সাক্ষাতে। বিদ্যমানে প্রেম যেন নহিবেক বাদে॥ অবিদ্যমানের * কথা কি কহিব আমি। যে তোমার মনে হয় তাহা কর তুমি॥ তার সাক্ষী আছে প্রভু! মোর মায়াবাদ। মুক্তি ছাড়ি ভক্তিব্যাখ্যা তোমার প্রসাদ॥ প্রভুর দর্শনে মোর বন্ধ গেল নাশ। মুক্তি ছাড়ি ভক্তিপথে হৈনু তবে দাস॥ কলিযুগের লোক সব বড় দুরাচার। তাহার প্রধান কৈল রাজার অধিকার॥ অধিকার রাজার যেই সব দূর কৈল। মহৌষধ হরিনামমন্ত্র প্রকাশিল॥ নামের আভাসে পাপ করিলেন ধ্বংস। ভক্তিকে স্থাপন কৈল নিত্যানন্দ অংশ॥ হেন

---

† "বৃদ্ধ সব লোক" পাঠান্তর এবং অবিজ্ঞ ইতি পাঠান্তর॥

* অবিদ্যমানের অনুপস্থিতের॥

নিত্যানন্দপ্রভু গৌড়ে পাঠাইলা। পশ্চাতে কি লাগি তুমি ভাবিতে লাগিলা॥ সেই সব সত্য কিছু শুন মন দিয়া। ভক্ত-সঙ্গে করি নিত্যানন্দেরে লইয়া॥ সঙ্গ ছাড়া নিত্যানন্দ করিলাম আমি। কি করিব যেবা হয় যুক্তি দেহ তুমি॥ তোমারে যুক্তি দিতে কেহ নারে অন্যথায়। এক নীলাচলে আছে জগন্নাথরায়॥ ভাল সমাধান কৈল ভট্টমহাশয়। জগন্নাথ বিনা ইহা সমাধা না হয়॥ এই যুক্তি করি সবে গেলা দরশনে। পশ্চাৎ রাখিতে প্রেম কৈলা নিবেদনে॥ করুণাসাগর তুমি বড় দয়াময়। নিবেদন করি প্রভু কহিবে নিশ্চয়॥ কলিযুগে জগন্নাথরূপে অবতার। দর্শনে বিশ্বাসে লোকের হইল নিস্তার॥ প্রসাদ-মাধুরী-গন্ধে দেশ ভাসাইলা। বর্ণাশ্রম চণ্ডালাদি একত্র করিলা॥ এই মত রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তার। অনুগ্রহ নিগ্রহ পাত্রের না হবে বিচার॥ চৌদ্দহাত দোলনমালা গলার ছিঁড়িল। আনিয়া পূজারি প্রভুর আগে ত ধরিল॥ আনন্দিত হইয়া প্রভু আইলা আবাসে। আনন্দ হইল চিত্তে অশেষ বিশেষে॥ চিন্তা না হইল চিত্তে করিলা শয়ন। শয্যাপরে জগন্নাথ করিলা গমন॥ হাসি হাসি জগন্নাথ বাক্য কিছু কয়। তোমা হৈতে যোগ্যতা মোর কত বড় হয়॥ এক ব্রাহ্মণ ছিল অনেক দিন হইতে। অপুত্রক ব্রাহ্মণ আইল পুত্রের নিমিত্তে॥ যখন দর্শনে আইসে মাগে পুত্রবর। রোদন করয়ে সদা কাতর অন্তর॥ বিপ্রেরে ব্যাকুল দেখি দয়াবন্ত হৈল। সন্তুষ্ট হইয়া তাঁরে পুত্রবর দিল॥ চৈতন্যদাস

আচার্য্য তার নাম হয়। সেই মহাযোগ্যপাত্র প্রেমমূর্ত্তিময়॥ প্রেম সমর্পণ তুমি করিবে তাঁর স্থানে। অনুতাপ আর যেন না করে ব্রাহ্মণে॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁর পত্নী বলরামের কন্যা। অতি-সুচরিতা পতিব্রতা মহাধন্যা॥ সেইকালে মহাপ্রভুর হইল চেতন। জগন্নাথ বলি বহু করিল রোদন॥ কাশীমিশ্রে ডাকি প্রভু জিজ্ঞাসিল তাঁরে। গৌড়িয়া চৈতন্য-দাসকে দেখাহ আমারে॥ তাঁর নিমিত্ত জগন্নাথ আজ্ঞা দিল মোরে। প্রয়াস করিয়া তাঁরে আনহ সত্বরে॥ মিশ্র কহে প্রভু অনেক দিবস হৈল। রোদন করিয়া বিপ্র দেশে চলি গেল॥ প্রভু কহে জান তাঁর বাড়ী কোথা হয়। মিশ্র কহে তাহা আমি করিব নিশ্চয়॥ যেইকালে জগদানন্দ আইলা বৃন্দা-বন হৈতে। সনাতনের কুশল প্রভু লাগিলা জিজ্ঞাসিতে॥ তেঁহ কহে সর্ব্বসিদ্ধি আনন্দে আছয়। শুনাইল প্রভুরে তেঁহ যে যেমন হয়॥ মাতার চরণ দেখি আইনু নবদ্বীপে। শান্তি-পুরে আসিলাম আচার্য্যসমীপে॥ বিদায়ের কালে গোসাঞি আজ্ঞা দিল মোরে। যে কহিব আমি তাহা কহিও তাহারে॥ প্রহেলী* কহিলা শুনি বলে মহাপ্রভু। যে কহিলা তাহা আমি নাহি শুনি কভু॥ স্বরূপাদি মহাপ্রভু একত্র আছিলা। প্রহেলী শুনিয়া সবে হাসিতে লাগিলা॥ সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল। কৃষ্ণের বিরহ-ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥ "যৎ

* প্রহেলী-প্রহেলিকা (হেঁয়ালী)॥

কথিতং তৎ ফলিতং" § শুনিলা দুই জন। প্রেমরক্ষা পায় তাহা করহ চিন্তন ॥ জগন্নাথের আজ্ঞা হৈল ব্রাহ্মণে দেখিতে। আনহ প্রয়াস করি দেশে চাহি পাঠাইতে ॥ এথা পৃথিবী প্রেমভার সহিতে না পারি। ভূমিকম্প হৈল সব নীলাচল-পুরী ॥ দিবানিশি নীলাচল টলমল করে। ভূমিকম্প নহে ভাই চৈতন্য এত করে ॥ পূর্ব্বে সমুদ্রকে প্রেম চৈতন্য দান দিয়া। নীলাচলপুরীকে দিলেন প্রেমে ভাসাইয়া ॥ সমুদ্রে বুঝি সেই প্রেম রাখিতে নারিলা। তাথে হৈতে লৈঞা প্রেম পৃথিবীকে দিলা ॥ পৃথিবী রাখিতে নারে টলমল করে। ঘর দ্বার ভাঙ্গি পাছে লোক জন মরে ॥ এতকাল আছি ভাই আমরা নীলাচলে। আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র করে এত বলে ॥ সবে মেলি বিচারয়ে কি কর্ত্তব্য হয়। সেই দেশে যাই যাঁহা সবার প্রাণ রয় ॥ কেহ লোক বলে পৃথিবী ছাড়া দেশ নাঞি। যে হউ সে হউ আমি রহিব এই ঠাঞি ॥ কেহ বলে তোমার নাহিক পুত্রাপত্য। তাহাতে দরিদ্র তুমি নাহিক সম্পত্য ॥ কোন্ ভয়ে ছাড়িবে তুমি এই নীলাচল। উভয়ে মরিয়া যাব আমরা সকল ॥ এ বিপত্তে যদি জগন্নাথ রক্ষা করে। তবে অনায়াসে ভাই রহিব সংসারে ॥ কেহ বলে ভাই জগন্নাথ কি করিব। চৈতন্যের রস ভাই দ্বিগুণ বাঢ়িব ॥ কেহ বলে সকলেই একত্র হইয়া। মিশ্রের দ্বারাতে সবে উত্তরিলা গিয়া ॥ লোক-ভীড়ে দ্বারে বড় কোলাহল হৈল। অন্ত-

§ (জগন্নাথ) যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ফলিত হইল॥

পাদি সহ প্রভু বাহিরে আইল ॥ প্রভু দেখি ব্যাকুল লোক নীলাচলবাসী।—বাল বৃদ্ধ যুবা গৃহী কি আর তপস্বী ॥ জলেতে ভাসিল পুরী তাতে রক্ষা কৈলা। টলমল করে পুরী বিপত্তি হইলা ॥ এইবার রক্ষা কর প্রভু গৌরচন্দ্র। পৃথিবী অস্থির কৈলে কিবা দিয়া মন্ত্র ॥ তোমা বহি নাহি বিপত্ত্যে রক্ষা করিবারে। ভয় পাঞা আইলাম নিবেদি তোমারে ॥ পতিতপাবন তুমি বড় দয়াময়। এ সবারে না ছাড়িহ জগন্নাথাশ্রয় ॥ এই কালে জগন্নাথের প্রসাদ লইয়া। পূজারি প্রভুর স্থানে উত্তরিলা গিয়া ॥ দেখিদা প্রসাদ মহাপ্রভু ত উঠিলা। বন্দনা করিয়া প্রসাদ নিকটে রাখিলা ॥ পূজারি কহে প্রভু সেবা নারি করিবারে। জগন্নাথে হাত দিতে দেহ সব ঘুরে ॥ কি করিব প্রভু রাখ সেবা বাদ হৈল। ভয় পাই আসি আমি তোমারে কহিল ॥ সেই কালে পৃথিবীকে আনিল ডাকিয়া। দিবস কথক তুমি রহ স্থির হৈয়া ॥ লোকমুখে শুনিয়া পূজারির হৈল ভয়। এ বিপত্ত্যে ঠেকাইল অদ্বৈতমহাশয় ॥ যোড়হাতে পূজারি প্রভুকে নিবেদিল। সেবা কর জগন্নাথের অঙ্গে হস্ত দিল ॥ পূজারিকে বিদায় দিয়া লোকের সম্মুখে। যাও যাও ভাই সকলে ঘরে যাও সুখে ॥ না হইবে ভূমিকম্প জগন্নাথে নিবেদিব। পৃথিবীর স্থানে আমি ভিক্ষা মাগি নিব ॥ বিনয় করিয়া সব লোকে বিদায় দিলা। চৈতন্যদাস বিপ্রের লাগি চিন্তিতে লাগিলা ॥ এত চিন্তি পৃথিবীকে করিল স্মরণ। পৃথিবী আসিয়া কৈল

প্রভুর বন্দন ॥ কিবা আজ্ঞা কর প্রভু পৃথিবী নিবেদিল। চৈতন্যদাসের বাস প্রভু জিজ্ঞাসিল ॥ পৃথিবী কহয়ে প্রভু নাম অনেক হয়। কোন্ রূপে ইহা প্রভু জানিব নিশ্চয় ॥ প্রভু কহে পুত্র-নিমিত্ত জগন্নাথ-স্থানে। এক বৎসর কায়মনে করিল স্মরণে ॥ সেই চৈতন্যদাসে তুমি করহ প্রয়াস। লক্ষ্মীপ্রিয়া পত্নীর পিতা বলরামদাস ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া পৃথিবী বিদায় হইলা। তৃতীয় দিবসে আসি প্রভুকে নিবেদিলা ॥ চাকন্দিতে বাস তাঁর অতিশুদ্ধাচার। তাঁর দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার ॥ পুত্র-নিমিত্তে পুরশ্চরণ আরম্ভিলা। জগন্নাথে রাখি তেঁহ অল্পকালে গেলা ॥ প্রভু কহে পৃথিবী তুমি সহায় কৈলা বড়। জগন্নাথ রাখিল প্রেম-বাক্য এই দড় ॥ শুন শুন পৃথিবী শুন সাবধান হৈয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া স্থানে প্রেম তুমি দেহ লঞা ॥ সকল প্রেম তারে দিবা কিছু না রাখিবে। আমার বাক্য সত্য এই অবশ্য পালিবে ॥ আনন্দিত হৈয়া পৃথিবী লাগিলা নাচিতে। আনি প্রেম দিলা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সম্মুখেতে ॥ নিশ্চিন্তে প্রভু এথা কীর্ত্তন আরম্ভিল। জগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে নাচিতে লাগিল ॥ জগন্নাথ-সম্মুখে প্রভু যোড়হাত করি। শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলি কান্দে উচ্চ করি ॥ আনন্দিত জগন্নাথ হাসয়ে দেখিয়া। চৈতন্য-দাসেরে প্রেম দিল পাঠাইয়া ॥ জগন্নাথের হাস্য দেখি প্রভুর হাস্য হৈল। আজ্ঞাক্রমে চৈতন্যদাসে প্রেম পাঠাইল ॥ তাহাতে জন্মিবে পুত্র নাম শ্রীনিবাস। তাহাতে অনেক হবে

প্রেমের বিলাস ॥ নানাশাস্ত্র প্রকাশিতে রূপ সনাতন। পাঠাইলা দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবন ॥ রাধাকৃষ্ণ-রূপ শাস্ত্রে হইবে প্রকাশ। আজ্ঞাক্রমে সমর্পিব শ্রীনিবাস-পাশ ॥ জগন্নাথে নিবেদিয়া বাসাকে আইলা। আনন্দিত হৈয়া কাশীমিশ্রে বোলাইলা ॥ স্বরূপ রামানন্দ সনে বিরলে যুকতি। জগন্নাথের আজ্ঞা পাই হইল সুমতি ॥ কহ কহ শুনি প্রভু কহ সমাচার। চৈতন্যদাসের ঘরে প্রেমের প্রচার ॥ গৌড়ে নিত্যানন্দরায় আছেন চিন্তিত। পত্র পাঠাইয়া তাঁরে করহ প্রতীত ॥ ভাল ভাল বলি প্রভু লিখি হস্তাক্ষরে। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন হবে ঘরে ঘরে ॥ অদ্বৈত-আচার্য্যে তুমি পত্র পাঠাইবা। ভক্তি বিনা মুক্তিপদ তুচ্ছ যে করিবা ॥ পশ্চাতে ভাবনা তুমি আমার না করিবে। হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে জগৎ ভাসিবে ॥ জগন্নাথের আজ্ঞাতে এক বড় পুত্র হবে। রাধাকৃষ্ণলীলাতে যে জগৎ ভাসাইবে ॥ গঙ্গাতীর নিকটে চাকন্দি নাম হয়। চৈতন্যদাস-বিপ্র নামে এক মহাশয় ॥ প্রেমরূপে এক পুত্র জন্মিবে শ্রীনিবাস। বৈষ্ণবরূপেতে তিঁহ হইব প্রকাশ ॥ এইরূপে পত্র লিখি গৌড়ে পাঠাইলা। প্রেম-প্রকাশিয়া তবে নিশ্চিন্তে রহিলা ॥ এই কালে সনাতনের পত্রিকা আইলা। গোপাল-ভট্টের আগমন সকল লেখিলা ॥ বৃন্দাবনে গোপালের গমন শুনিয়া। আনন্দ হইল বড় ভক্তগণ লঞা ॥ শুনি শুন স্বরূপ-রামানন্দ সমাচার। গোপালভট্টের আগমন বৃন্দাবনে আর [illegible] ভট্টের মহিমা প্রভু অনেক কহিলা। [illegible]

আনন্দ হইলা॥ প্রভু কহে কহ দেখি বিচার কি করি। পাঠাইব কোন দ্রব্য অপূর্ব্বমাধুরী॥ দরিদ্র সন্ন্যাসী কিছু নাহি মোর ধন। সবে ডোর আছে মোর বসিতে আসন॥ তাতে গোর শক্তি আছে শুনহ কারণ। দুই দ্রব্য করি আমি ভট্টে সমর্পণ॥ বসিয়া থাকেন যেন রূপসন্নিধানে। স্বরূপদ্বারায় পত্র করাব লিখনে॥ সনাতনে প্রভু আপনে লিখি হস্তাক্ষরে। লীলাশাস্ত্র রূপ যেন বর্ণন আচরে॥ আমার যে এই পত্র রূপে শুনাইবে। শুনিয়া তাহার চিত্তে আনন্দ হইবে॥ গৌড়দেশে এক রত্নপাত্র জন্মাইব। যোগ্যদেহ হইলে পশ্চাতে পাঠাইব॥ শ্রীনিবাস নাম তার বিপ্রকুলে জন্ম। গৌড়ে প্রকাশিবে রাধাকৃষ্ণলীলা-মর্ম্ম॥ মোর অবিদ্যমানে তিঁহ যাবেন বৃন্দাবন। আপনার গ্রন্থ তারে করিবে সমর্পণ॥ গৌড়দেশে আমি পাঠাইব নিত্যানন্দ। সঙ্গে রামদাস গদাধর সুন্দরানন্দ॥ পুত্র লাগি চৈতন্যদাস বাস নীলাচলে। প্রেম দিল জগন্নাথ তিঁহ কৈল অঙ্গীকারে॥ আমিহ আসিতেছি দেখিতে সবাকারে। নিভৃতে করিহ স্থান এক কুঞ্জান্তরে॥ একাকী আছয়ে সবে স্বরূপ রামরায়। প্রাণ রক্ষা পায় এই দোঁহার দয়ায়॥ তোমারে আসন দিলাম বৈষ্ণবের হাতে। রামানন্দদ্বারায় খরচ দিল যাইতে পথে॥ ডোর আসন লৈয়া বৈষ্ণব গেলা বৃন্দাবন। সে দিন একত্র ছিল রূপ সনাতন॥ পত্রী পাঞা দুই ভাই হৈলা আনন্দিত। ডোর আসন দেখি প্রেমে হইলা মূর্চ্ছিত॥ অনেক রোদন কৈল

ডোর গলে করি। পড়িলা অবনীতলে বলি গৌরহরি॥ আর কি দেখিব প্রভু গোরাচাঁদের মুখ। না শুনি মধুরবাণী বিদরিছে বুক॥ লোটাঞা লোটাঞা কান্দে আসন বুকে করি। পাইলেম শ্রীঅঙ্গের সৌরভমাধুরী॥ হেন কালে আইলা তথা ভূগর্ভলোকনাথ। পড়িলা পৃথিবীতলে বুকে দিয়া হাত॥ প্রস্তাবে লিখিয়া কিছু শুন শ্রোতাগণ। লোকনাথের বিরক্ততার লিখি এক কণ॥ দ্বিতীয় সঙ্গ নাহি তার নিভৃতে রহে বসি। মুদিত নয়নে রহে ক্ষণে কান্দে হাসি॥ লোকনাথগোসাঞি প্রিয় প্রভুর গাঢ়তর। রূপ সনাতন মর্য্যাদা করে নিরন্তর॥ এইমত তার শিষ্য হবেন নরোত্তম। অবনীতে করিবেন প্রেমপ্রকটন॥ নরোত্তম নাম যাঁর গড়েরহাটবাসী। কৃষ্ণানন্দরায়ের পুত্র হন প্রেমরাশি॥ যেন রূপ সনাতন এক দেহ হয়। নরোত্তম শ্রীনিবাস তেন জানিহ নিশ্চয়॥ গৌরাঙ্গ রাখিলেন নাম যার নরোত্তম। কি কহিব তার গুণ সব অনুপম॥ সেই শক্তি সেই লীলা করিল প্রচার। হেন অধিকারিসঙ্গে তুলনা কাহার॥ দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তাঁর পাছে॥ এবে লিখি যে হইল বিরহবেদনা। দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীনহীন জনা॥ সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার। তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবার॥ প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ্য হয়॥ নানাযত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহ

কম্পাদি দ্বিগুণ বাড়িল ॥ সে দিন হৈতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাঙ্গবিরহব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল ॥ চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন এই বৃন্দাবন ॥ সম্বিৎ পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া ॥ দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্নে করি বুকে। ভট্টের বাসাতে গেলা পাঞা বড় সুখে ॥ দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা প্রেমের মাধুরী ॥ পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ যত্ন করি শ্রীরূপ করান কিছু স্থির। সনাতনে দেখি ভট্ট হইলেন ধীর ॥ সনাতন কহেন শুন ভট্ট-গোসাঞি। কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি। প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভুর কেমনে উপেক্ষিব॥ প্রভু-আজ্ঞা বল-বতী শ্রীরূপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট আসনে বসিলা ॥ পরস্পর আনন্দচিত্ত সবাকার হৈলা। নিজ নিজ কুঞ্জে সবে গমন করিলা ॥ সেই রাত্রি সনাতন নিদ্রা স্বপ্নচ্ছলে। কহিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র ধরি তাঁর গলে ॥ শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার। সেই দ্বারে গৌড়ে লীলা করিবেন প্রচার॥ প্রেমরূপে তাঁরে জন্মাইব গৌড়দেশে। আসিবেন শ্রীনিবাস লীলা অব-শেষে ॥ তোমরা দেখিবে তাঁরে রহি বৃন্দাবনে। থাকি না থাকি ইহা হবে দরশনে ॥ চৈতন্যের দয়াপাত্রে ভাগ্যে দেখা হয়। অনুমানে বুঝি আমার দশা তেন নয় ॥ চৈতন্যের করুণা বুঝি থাকে সবাকারে। এই ক্ষণে দেখিবে তাঁরে সবার

ভিতরে ॥ ভট্ট কহে প্রভু হেন নিধি পাঠাইব। ভাগ্যে যদি থাকে তাঁরে নয়নে দেখিব ॥ রূপ কহে শ্রম কৈলুঁ প্রভুর শক্তি বলে। শ্রম সার্থক হয় যদি আইসেন সকালে ॥ বিদ্যমানে আমি তাঁরে সব সমর্পিব। পড়াইয়া সব গ্রন্থ পণ্ডিত করিব ॥ এইরূপে পরস্পর সবার আনন্দ। জানিলেন উদ্ধারিব দীনহীন মন্দ ॥ সেই হৈতে গোপালভট্টের নিয়ম হৈল। গলে ডোর বান্ধি সবে নিয়ম যে কৈল ॥ এক দিন সভামধ্যে বাক্য উঠাইল ॥ শ্রীনিবাসে আজি রাত্রে স্বপ্নে যে দেখিল ॥ চৈতন্যদাসের ঘরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে। জন্মমাত্র রাধাকৃষ্ণ নামের প্রচারে ॥ আচাণ্ডাল উদ্ধারিব আনন্দিত মনে। পরস্পর এই সব দেখিল স্বপনে ॥ এককালে সকলের হইল চেতন। দেখিল আনন্দস্বপ্ন বুঝিল কারণ ॥ চিন্তিত হইলা সবে প্রভুর নিমিত্তে। অভিপ্রায় কিছু ইহার না পারি বুঝিতে ॥ এইরূপে সচিন্তিত সনাতন রূপ। কবে আসিবেন শ্রীনিবাস প্রেমের স্বরূপ ॥ নীলাচলে স্বরূপের উৎকণ্ঠিত মন। রাত্রি দিবা অমঙ্গল দেখেন স্বপন ॥ এক দিন স্বরূপ বিরলে পাইল। শ্রীনিবাস কেবা প্রভুস্থানে নিবেদিল ॥ তাঁর গুণ কহ প্রভু শুনি বিবরিয়া। শুনিলেই তাঁর গুণ আনন্দ হয় হিয়া ॥ নাম শুনি স্বরূপের আনন্দ বাড়িল। সনাতনে পত্র লেখি পুনঃ নিবেদিল ॥ সনাতন পত্র লিখি অপূর্ব্ব করিয়া। বুঝিল সকল কার্য্য তিঁহ ত পড়িয়া ॥ এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র নিজ-ঘরে। পুত্রের নিমিত্তে বিপ্র পুরশ্চরণ

করে॥ সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে। স্বপ্নচ্ছলে আজ্ঞা হৈল গৌরবর্ণরূপে॥ জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র নাম শ্রীনিবাস। তাঁর দ্বারে হইবেক প্রেমের প্রকাশ॥ লক্ষ্মী-প্রিয়ার আজ্ঞা হৈল মস্তকে হাত দিয়া। জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র থাক আনন্দিত হৈয়া॥ প্রভুর হস্ত স্পর্শমাত্রে প্রেমে মত্ত হৈলা। চেতন পাঞা লক্ষ্মীপ্রিয়া কান্দিতে লাগিলা॥ অশ্রু কম্প পুলক দেখি হইলা অস্থির। প্রেমপূর্ণ হইব লক্ষ্মীপ্রিয়ার শরীর॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে আচার্য্য হও সাব-ধান। আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান॥ হাসে কান্দে নাচে গায় এই দশা হৈল। ঘুচিল সকল দুঃখ তোমারে কহিল॥ আমারে ছাড়িয়া তুমি কোথাও না যাবা। ঘরে নামসঙ্কীর্ত্তন কর রাত্রি দিবা॥ আচার্য্য কহেন নিদ্রা কেমনে হইব। নাহিক ঘরেতে ধন কেমতে খাইব॥ লক্ষ্মী-প্রিয়া কহে বড় পাইলাম্ ধন। ঘুচিল দারিদ্র্য তোমার সফল জীবন॥ রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত উপহতি। তাহা শান্তি হৈল রাজা করিল পিরিতি॥ গ্রাম ছাড়ি জমীদার ছিল অন্য গ্রামে। সেই উপহতি গেল আসিব নিজ-স্থানে॥ প্রবেশ করিতে প্রেমে আনন্দহৃদয়। অনায়াসে গেল সব যবনের ভয়॥ যাবৎ পর্য্যন্ত লোক বলে দুর্গা শিব। এবে কৃষ্ণনাম বিনা নাহি লবে জীব॥ তাঁহা এক প্রাচীন বিপ্র বড় দুরাচার। জমীদারের কর্ণে সেই কহে অবিচার॥ গ্রাম উজাড় হয় ভাই এ নাম শুনিয়া। গ্রামী-লোক বারণ করুক কহিল আসিয়া॥

শিব দুর্গা বিনা আর কেহ যদি বলে। ঘর দ্বার লুটি নিব রাখে কোন্ বলে॥ কোটাল ঢুলিয়া আনি কহে দুর্গাদাস। "শিব দুর্গা" বোল, নহে হবে সর্ব্বনাশ॥ ঢুলিয়া ঢোলেতে বাড়ি প্রথমে ত দিল। "রাধাকৃষ্ণ" শব্দ ঢোলে বাজিতে লাগিল॥ শিশুগণ নাচে প্রেমে বলে রাধাকৃষ্ণ। স্ত্রীগণ নাচয়ে মনে হইয়া সতৃষ্ণ॥ ঢোলের শব্দেতে সব লোক মত্ত হৈলা। রাধাকৃষ্ণ বলি লোক নাচিতে লাগিলা॥ নাচে কান্দে হাসে ঢুলি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। নাচয়ে বালকগণ পড়য়ে ঢলিয়া॥ ঢোলের শব্দেতে সর্ব্বলোক মত্ত হৈল। বালকের সঙ্গে রঙ্গে নাচিতে লাগিল॥ নাচিতে নাচিতে গেলা চৈতন্যদাস-ঘরে। জমীদার দেখি বিপ্র কাতর অন্তরে॥ মান্য করি তাহারে আসিনে বসাইলা। কি করিব কি বলিব অস্ত ব্যস্ত হৈলা॥ আদর করিয়া লোক বিদায় করিল। আদর করি দুর্গাদাসে স্নান করাইল॥ ভক্ষ্য সামগ্রী বহু আসিয়া মিলিল। দুর্গদাস কাছে আচার্য্য আনিয়া ধরিল॥ সামগ্রী দেখি দুর্গাদাস হইল আনন্দ। দরিদ্র-ঘরে দ্রব্য দেখি হাসে মন্দ মন্দ॥ ভক্ষণ করিল রায় আচার্য্যের ঘরে। শয়ন করি রহিলেন আনন্দ-অন্তরে॥ নিশাভাগে হয় খোল করতালের ধ্বনি। নিদ্রায় পীড়িত তন্থ শব্দমাত্র শুনি॥ চেতন হইল আর শুনিতে না পায়। মুর্চ্ছিত হইল রায় পড়িল তথায়॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া বলে আচার্য্য হও সাবধানে। গৌরবর্ণ দুই শিশু নাচে সঙ্কীর্ত্তনে॥ গৌরবর্ণ দুই শিশু একত্র হইয়া। ধরিলা চরণ শিরে হাসিয়া

হাসিয়া॥ আজ্ঞা হৈল দশ মাস থাক সাবধানে। পুনরায় নাচিব আমি তোমার অঙ্গণে॥ দুর্গাদাস শয্যায় বসি করয়ে দর্শনে। শুনিল সকল কথা দেখিল স্বপনে॥ প্রেমে মত্ত হৈল রায় ফুকরিয়া কান্দে। পড়য়ে ধরণীতলে স্থির নাহি বান্ধে॥ অস্তে ব্যস্তে আচার্য্য ধরিয়া কৈল কোলে। ধৈর্য্য হও রায় শান্ত হৈয়া তারে বলে॥ জানি নাহি কি শব্দ শুনিল মুঞি কাণে। চেতন হইল জানি গেল কোন স্থানে॥ আচার্য্য কহে স্বপ্নে দেখিলুঁ দোঁহার স্বভাব। নিদ্রাভঙ্গ হৈল কাঁহা গেল হেন লাভ॥ রায় কহে স্বপ্ন নহে তুমি কেন ভাঁড়। দয়া করি কহিবেন সুখ পাব বড়॥ আচার্য্য কহেন রায় তুমি বড় ধীর। স্বপ্ন দেখি তুমি কেন হইলা অস্থির॥ রায় কহে স্বপ্ন নহে সাক্ষাৎ দেখিল। পাইয়া বিধাতা মোরে বঞ্চিত করিল॥ রায় কহে আচার্য্য করিয়ে নিবেদন। পাসরিল নিজ-ইষ্ট না বুঝি কারণ॥ স্বপ্ন দেখি নিজ-ইষ্ট আমি পাসরিল। রাধাকৃষ্ণ নাম মোর দেহে প্রবেশিল॥ ইষ্টত্যাগে মরণ হয় শাস্ত্রের প্রমাণ। শাস্ত্রে শুনিয়াছি বাক্য ইথে নাহি আন॥ আচার্য্য কহে রায় তুমি বড় বিজ্ঞ হয়। বুঝিয়া করিবে কার্য্য যাহা মনে লয়॥ রায় কহে লোকমুখে শুনিয়াছি কথা। নবদ্বীপে গৌররূপে জন্মিল বিধাতা॥ সেই ত বিধাতা মোর হৃদয়ে পশিল। প্রবেশিয়া রাত্রে নিজ-ইষ্ট পাসরাইল॥ সেই ত বিধাতা তোমার নাচিল প্রাঙ্গণে। দুই জন গৌরবর্ণ দেখিল স্বপনে॥ কি কার্য্য করিব আমি যুক্তি দেহ তুমি। আচার্য্য

কহে তুমি রাজা আশ্রিত যে আমি॥ রায় কহে সব বৃত্তান্ত তোমারে কহিল। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র লব মোর মনে হৈল॥ এত বলি রায় নিজ-বাসাকে গমন। এখন যোগ্য স্থানে গুরু করিতে হৈল মন॥ যোগ্য স্থান বুঝি রায়ে উপদেশ কৈল। গর্ভেতে প্রবেশমাত্র এত কর্ম হৈল॥ হেন শ্রীনিবাস পায়ে মোর নমস্কার। গর্ভে রাধাকৃষ্ণ নামে ভাসাইল সংসার॥ নবদ্বীপে সর্ব্বজীবে নারিল লয়াইতে *। গর্ভে শ্রীনিবাস লয়াইল চাকন্দিতে॥ সাক্ষাতে পাষণ্ডিগণ কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীনিবাসদ্বারায় প্রভুর এতেক উদয়॥ হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে। না মানিয়া দুই ভাই করি বিষভোগে॥ ভজ ভজ তারে ভাই চৈতন্য নিতাই। এ হেন দয়ার ঠাকুর কভু দেখি নাই॥ এথায় লক্ষ্মীপ্রিয়া আচার্য্য আনন্দিত। প্রেমেতে দোঁহার দেহ হইলা পূরিত॥ যে যথা পায় দ্রব্য সেই দেয় আনি। দারিদ্র্য ঘুচিল সব আনন্দিত প্রাণী॥ দশ মাস দশ দিন পূর্ণ যবে হৈল। শুভক্ষণ করি বালক ভূমিষ্ঠ হইল॥ বৈশাখ-পূর্ণিমা শুভ দিন শুভক্ষণ। দেখিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্রের বদন॥ প্রবেশ করিল আচার্য্য ঘরের ভিতর। পুত্র-মুখ দেখি বড় আনন্দ-অন্তর॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার। অন্তরীক্ষে দেব করে মঙ্গল উচ্চার॥ নারীগণ দেয় মঙ্গল হুলাহুলি। বৃদ্ধ বালক নাচে দিয়া করতালি॥ হাম্বারবে গাভীগণ

* অর্থাৎ মহাপ্রভু।

বৎসসঙ্গে ল'য়া। উচ্চপুচ্ছে ফিরে তৃণ মুখেতে করিয়া॥ গ্রামের লোক যৌতুক থালিতে ভরি আনি। দিছেন সকল লোক আনন্দ বড় মানি॥ দুর্গাদাসরায় বাদ্য ভাণ্ড সঙ্গে করি। আইলা আচার্য্য-গৃহে মঙ্গল উচ্চারি॥ আসিয়া প্রাঙ্গণে বহু নৃত্য আরম্ভিল। ব্রাহ্মণেরে বহু দ্রব্য বিতরণ কৈল॥ রাধাকৃষ্ণ শব্দ বিনু অন্য নাহি শুনি। বোল বোল বলিয়া হইল আকাশবাণী॥

আজুক আনন্দের নাহিক ওর *। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥

এই পদ গাওইয়া নাচিতে লাগিল। আনন্দে অবধি নাই দিন শেষ হৈল॥ নিজগণ সঙ্গে রায় গেলা নিজ বাড়ী। ব্রাহ্মণ সজ্জনগণের হৈল হুড়াহুড়ি॥ পুত্রের কল্যাণে ব্রাহ্মণে নিবেদিল। ঘরে ধন ছিল আগে আনিয়া ধরিল॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুরের জন্ম বর্ণন নামক প্রথম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥

---

* "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" ইহাই পাঠান্তর॥

দ্বিতীয় বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য আচার্য্য জয় জয়। জয় জয় লক্ষ্মীপ্রিয়া করুণহৃদয় ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা যাঁর প্রাণধনে ॥

"পুত্র জন্ম শুনি লোক, পাসরিল দুঃখ শোক, দেখিবারে চলে নরনারী। রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়, পঙ্গু জড় অন্ধ ধায়, গৃহ পুত্র সকল পাসরি ॥ আচার্য্য যাইয়া ঘরে, আনন্দে নয়নভরে, দেখি পুত্রের সে চান্দবদন। নয়নে গলয়ে নীর, নিরখিয়া অস্থির, নিছিয়া নিছিয়া * দেয় প্রাণ ॥ দেখিয়া আসিতে নারে, সে দুটি নয়ন ঝরে, ধন্য মাতা ধরিল উদরে। গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা, ভুলিলা নাহিক দিবা, ডুবিলেন প্রেমের সাগরে ॥ নাচয়ে নর্ত্তকীগণ, নর্ত্তকাদি যত জন, নাচে গায় সুমধুর স্বরে। ভাট লোক পড়ে কত, কৃষ্ণলীলা অদ্ভুত, পুলকিত তনু হর্ষ-ভরে ॥ মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি ঢোল, বাজনার উতরোল, করতাল পাখোয়াজ বাজায়। মহুরি পিনাক † বাজে, ডম্ফ সপ্তস্বরা গাজে, ধ্বনিতে আকাশ ভেদি যায় ॥ আপনাকে ধন্য মানে, অন্ধ বধির জনে, সেহ বিধি করমে নিন্দন। দেখিতাম নয়ন-ভরি, হেন দুঃখে প্রাণে মরি, অরে বিধি তুহুঁ নিকরুণ ॥ ইহা

---

* নিছনি করিয়া করিয়া যেন প্রাণ উপহার দেয় ॥

† পিনাক—শূলাস্ত্র ॥

বলি নাচে গায়, কান্দে ভূমে গড়ি যায়, রাধাকৃষ্ণ বলি উল্লসিত" †। লক্ষ লক্ষ ধায় লোক, তেজি ভয় দুঃখ শোক, ধায় কত বিষয়ী পণ্ডিত ॥ আনন্দে পূরিল দেহ, ধনধান্যে পূরে গেহ, প্রেমে সভে হইল মূর্চ্ছিত। শ্রীনিবাস জন্ম এই, তোমারে কহিল তাই, শুনে যেই সকল জীবনে। নিত্যানন্দদাসগানে, বিথারিব প্রেমধনে, নিজ-তনু করিতে শোধনে ॥

শ্রীজাহ্নবাবীরচন্দ্র-পদে য'র আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের জন্মোৎসব বর্ণন নামক দ্বিতীয় বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥

---

† " " এই চিহ্নে বেষ্টিত অংশ দুই খানা পুস্তকে নাই॥

তৃতীয় বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য আচার্য্য জয় জয়। জয় জয় লক্ষ্মীপ্রিয়া করুণহৃদয়॥ জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে। রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা যাঁর প্রাণধনে॥ আপনার ব্যতিক্রমে লিখি একবার। কৃষ্ণভক্ত-জন পায়ে মোর নমস্কার॥ বিদ্যা নাহি পড়ি ভক্তিগুণের নাহি লেশ। তবে যে লিখিয়ে করুণাসমুদ্র আদেশ॥ মোর যত ভক্তগণ অবনী বিহরে। মোর সঙ্গে অবতীর্ণ সমগুণ ধরে॥ কেহ রাধাকৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন। কেহ গৌরলীলা-শাস্ত্র কৈল প্রকটন॥ কৃষ্ণের ভক্তের গুণ যেবা জন লিখে। আনন্দিতচিত্তে কৃপা করিয়ে তাহাকে॥ আমা অন্তর্দ্ধানে প্রেম হবে অবনীতে। তোমায় কহি তাঁর গুণ লিখিয়া বর্ণিতে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম দুই মহাশয়। এ দোঁহার গুণ লিখি করি অতিশয়॥ এ দোঁহার গুণ লিখ যে ভজনরীতি। প্রেমবিস্তার কৈল যেন দোঁহা-রূপে ক্ষিতি॥ বর্ণনের লেশ নাহি জানি কোন কালে। তবে যে লিখিয়ে দুই প্রভুর আজ্ঞাবলে। শ্রীজাহ্নবাবীরচন্দ্র-পদে যার আশ। তার আজ্ঞা হৈল গুণ করিতে প্রকাশ॥ মোর প্রাণ শ্রীনিবাস জীবন নরোত্তম। এ দোঁহার গুণ লিখি করিয়া যতন॥ আজ্ঞা-অনুসারে লিখি যে স্ফুরয়ে কথা। বৈষ্ণব-গোসাঞি দোষ না লবে সর্ব্বথা॥ ছয় মাস আচার্য্য কোথাও

না হৈলা বাহির। পুত্রের প্রভাব দেখি আছয়ে সুস্থির ॥ আনন্দ হইল দোঁহার পুত্রমুখ দেখি। পুত্রের পালন করে হৈয়া মনে সুখী ॥ অন্নপ্রাশনকাল উপস্থিত হৈল। দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন সুদৃঢ় করিল ॥ শুভক্ষণ করি প্রসাদ দিল পুত্র-মুখে। আনন্দ হইল দোঁহার পুত্র করি বুকে ॥ চূড়াকরণের কাল উপস্থিত হইল। বিধিমত ক্রিয়া করি যজ্ঞসূত্র দিল ॥ অরুণবসন অঙ্গে বালমল করে। দেখিয়া ত পিতা মাতা আনন্দ-অন্তরে ॥ তৃতীয় দিবসে ঠাকুর উৎকণ্ঠা হইল। পাঠবাদ হইল ঘরে কান্দিতে লাগিল ॥ এই কালে বিদ্যা-নিধি-পণ্ডিত উপস্থিত *। পাঠবাদ শুনি বড় আনন্দিত-চিত ॥ বিদ্যাবিষয়ে বালকের এত অভিলাষ। বিদ্যাতে প্রবীণ বুঝি হবেন শ্রীনিবাস ॥ এক দিন রাত্রিকালে দেখিল স্বপনে। শীঘ্র পড় শ্রীনিবাস যাবে বৃন্দাবনে ॥ গৌড়দেশ চৈতন্যের অতিপ্রিয় হয়। ইহাতেই লীলাগ্রন্থের করাবেন উদয় ॥ তিন দিবস পাঠবাদ কেন কর তুমি। পিতা মাতার বাক্যে পাঠ পড়াইব আমি ॥ এ বাক্য অন্যথা যদি তুমিহ করিবে। যে পড়্যাছ বিদ্যা তাহা মনে না পড়িবে ॥ রাধা-কৃষ্ণ নাম সদা জিহ্বাতে উচ্চারে। অতএব বিদ্যা গেল না যান পড়িবারে ॥ সুবিস্মিত লক্ষ্মীপ্রিয়া আচার্য্য হইল। কিরূপে বা জন্ম কিছু বুঝিতে নারিল ॥ রাধাকৃষ্ণ নাম সদা জিহ্বাতে উচ্চারে। অতএব বিদ্যা গেল আনন্দ-

* ইহাঁর নিবাস যাজিগ্রাম ॥

অন্তরে॥ ঘরে বসি শ্রীনিবাস কিবা কহে কথা। পণ্ডিত না হৈলু ভাবক মনে এই ব্যথা॥ কৃষ্ণের করুণা কিছু না পারি বুঝিতে। পঢ়িয়া পাণ্ডিত্য তার এমন চরিতে॥ অতএব যাজিগ্রামে বাস না করিব। বিদ্যার নিমিত্ত অন্য দেশে আমি যাব॥ দশ দিন ব্যতিরেক মাতা আজ্ঞা কৈল। পঢ়িবারে যাও বাপু পাঠ বাদ হৈল॥ যে আজ্ঞা বলিয়া পুস্তক হাতেতে করিয়া। শ্রীনিবাস গুরু-স্থানে উত্তরিলা গিয়া॥ ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস কহে অপরূপ। দেখিতে আনন্দ পাই তোমার স্বরূপ॥ শুন শুন শ্রীনিবাস করি নিবেদন। বিদ্যা স্ফূর্ত্তি নাহি তুমি আইলা কি কারণ॥ আমার সকল বিদ্যা তুমি কৈলে চুরি। শূন্যদেহ আছি আমি নিবেদন করি॥ তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে নারিল। সরস্বতী প্রতিকূল বুঝি মোরে হৈল॥ লজ্জিত হৈয়া শ্রীনিবাস গুরুকে নমস্করি। উঠিল ধনঞ্জয় ভয়ে হায় হায় করি॥ বিশেষে লজ্জিত আর দ্বিগুণ বাঢ়িল। বিমর্ষ হইয়া পুস্তক বান্ধিয়া চলিল॥ পিতা মাতা এত কথা কিছুই না জানে। পাঠবাদ-দুঃখে শয়নে আছেন নির্জনে॥ রন্ধন প্রস্তুত হৈল বালক নাহি ঘরে। প্রয়াস করিতে গেলা কাতর অন্তরে॥ পণ্ডিত কহেন তিঁহ অনেক ক্ষণ গেলা। উদ্দেশ না পাঞা বড় ব্যাকুল হইলা॥ ঘরের ভিতরে যাঞা হইলা প্রবিষ্ট। দেখেন পুস্তক হাতে নিদ্রাতে আবিষ্ট॥ পিতৃবাক্য শুনি লজ্জায় কিছু না বলিলা। "অন্ন দেহ মাতা" বলি হাসিতে লাগিলা॥ ভোজন করি

শ্রীনিবাস কৈল আচমন। হাসিতে হাসিতে পুন করিল শয়ন॥ আচম্বিতে দৈববাণী ঘরমধ্যে শুনি। সকল বিদ্যা স্ফূরিবেক এই হৈল ধ্বনি॥ সরস্বতী হই আমি চৈতন্য আজ্ঞাতে। স্বপ্নচ্ছলে আইলাম তোমাকে বিদ্যা দিতে॥ চক্ষু মেলি চাহেন মনুষ্য নাহি ঘরে। হইব অনেক বিদ্যা দেবতার বরে *॥ হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন সুখে। দাঁড়াইলা পিতা মাতা তুঁহার সম্মুখে॥ আইস আইস বাপ হের করি কোলে। পাঠবাদ নিমিত্ত নহে চুম্ব দিয়ে গালে॥ এই হৈতে পাঠবাদ না পড়িল আর। তাহা ছাড়ি রাধাকৃষ্ণনামের সঞ্চার॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের পাঠবাদ বর্ণনময় তৃতীয় বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

---

* বর অবশ্যই ফলে, আশীর্ব্বাদ অনিশ্চিত।

চতুর্থ বিলাস ॥

—— ০ : ০ ——

প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস স্নান করিতে। সরকারঠাকুর সঙ্গে দেখা হৈল পথে ॥ গাজিপুর হৈতে দুঁহে খণ্ডকে গমন। দেখিলা অপূর্ব্ব রূপ কনকবরণ ॥ প্রভুর চরণ স্মরণ আচম্বিতে হৈল। হেন বুঝি সেই মূর্ত্তি সাক্ষাৎ পাইল ॥ শ্রীনিবাস নাম তাঁর বিপ্রকুলে জন্ম। তেজ দেখি বালকের বুঝিলেন মর্ম্ম ॥ জিজ্ঞাসিলে নাম রূপ পাব পরিচয়। দণ্ডবৎ করি বালক দাণ্ডাইয়া রয় ॥ মধুর সম্ভাষণে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে। কিবা নাম হয় বালক কহ সুনিশ্চিতে ॥ নিবেদন করিয়া কহেন শ্রীনিবাস। চাকন্দিতে জন্ম হয় তোমার নিজ-দাস ॥ শ্রীনিবাস নাম শুনি সুখ উপজিল। চৈতন্যের শক্তি দৃঢ় বিশ্বাস হৈল ॥ আইস আইস বাপু তোমায় করি কোলে। বক্ষে করি ভিজাইলা নয়নের জলে ॥ তোমার নিমিত্ত নিত্যানন্দ যে চিন্তিত। সাধ ছিল দেখা হৈল তোমার সহিত ॥ নাহি শুনি কারো মুখে নহে দরশন। না বুঝি ইহাতে আছে কত গূঢ় ধন ॥ বীরচন্দ্র ডাকি মোরে জাহ্নবা সাক্ষাতে। বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসে পাঠাহ ত্বরিতে ॥ জন্মিয়াছেন গঙ্গা-তীরে অতিশিশু হন। দেখা নাহি হয় তাঁর এই ত কারণ ॥ অনায়াসে চৈতন্য এই পথে মিলাইলেন। তোমাদ্বারে বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশিবেন ॥ এবে কার্য্য নাহি সব জিজ্ঞাসিয়ে আর। তোমার সহ খণ্ডে

সুখ হইব আমার॥ খণ্ড হৈতে গমন হইল গঙ্গা হৈতে পার। মাতা পিতা দুঃখী বড় গৃহে আপনার॥ ঘরে যাইয়া বালক অস্থির হৈল প্রেমে। হাসে কান্দে নাচে গায় ঘন পড়ে ভূমে॥ ফুকরি ফুকরি কান্দে অতি উচ্চস্বরে। রোদন উঠিল বড় আচার্য্যের ঘরে॥ কেন বা হইল হেন কিছুই না জানি। জিজ্ঞাসিলে অধিক কান্দে উড়িল পরাণি॥ রোদন শুনিলেন আচার্য্য বাড়ির ভিতরে। দেখিলেন পুত্র কান্দে কাতর অন্তরে॥ জিজ্ঞাসিল কেন পুত্র করহ রোদন। স্নান করি কেনে কান্দ না বুঝি কারণ॥ একে একে গ্রামের লোক সংঘট্ট হইল। দেখিয়া বালকের-চেষ্টা হাহাকার কৈল॥ তার মধ্যে ছিলা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ধৈর্য্য কর শুন ইহার কহিয়ে কারণ॥ খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরমহাশয়। স্নান কালে বালক সনে পথে দেখা হয়॥ তাঁর দর্শনে বালকের এই দশা হৈল। চিন্তা নাহি ধৈর্য্য ধর স্বরূপে কহিল॥ নরহরি নাম শুনি বালক হাসিল। বিপ্রের কথাতে কিছু বাহ্য প্রকাশিল॥ কিন্তু সেই দিন হৈতে আর দশা হৈল। চৈতন্যবিরহ-ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥ চৈতন্যপ্রভুর নাহি হৈল দরশন। নিত্যানন্দ-প্রভুর নাহি দেখিল চরণ॥ অদ্বৈত আচার্য্য রূপ আর না দেখিল। স্বরূপ রায় সনাতন রূপ না পাইল॥ ভক্তগণ সহিতে না শুনিল সঙ্কীর্ত্তন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখন॥ ঊর্দ্ধমুখ করি অনেক করে আর্ত্তনাদ। পশ্চাৎ জন্ম দিয়া বিধি কৈল সুখ-বাদ॥ সে কালে আকাশ-বাণী হইল গগনে।

"প্রেমরূপে জন্ম তোমার চিন্তা কর কেনে॥ তোমাদ্বারে রাধাকৃষ্ণলীলার প্রচার। চৈতন্যের আস্বাদ্য তুমি ভাসাবে সংসার॥ বৃন্দাবনে রসশাস্ত্র রূপ সনাতন। লিখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ॥ ভবিষ্য চৈতন্যগোসাঞি তোমার নিমিত্তে। দুই ভাই পাঠাইলা গ্রন্থবর্ণন করিতে॥ দুই ভাই সচিন্তিত আছেন বৃন্দাবনে। শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশনে॥ বিলম্ব হৈলে দুই ভাই দর্শন না হৈবে। বৃন্দাবনে গেলে দুঃখ অধিক বাড়িবে॥ পিতা মাতার মনে দুঃখ এ বড় সংশয়। ইহাতে সহায় যদি করেন মহাশয়॥" শ্লোক স্থগিত হইল লোক গেল ঘর। সুস্থ দেখি সুখী পিতা মাতার অন্তর॥ পিতার হৃদয় বুঝি শ্রীনিবাস হাসিলা। ক্ষুধা লাগিয়াছে বড় খাইতে চাহিলা॥ আনন্দ হইল বড় পুত্রের বচনে। স্নেহরূপে বহু দ্রব্য করাইলা ভক্ষণে॥

পিতা মাতা বিদ্যমানে কেমনে ছাড়িব। বিশেষে বালক আমি বৃন্দাবনে যাব। চৈতন্য করুণা অতি হয় গাঢ়তর। ঘুচিল সকল দুঃখ আনন্দ অন্তর॥ আচম্বিতে চৈতন্যদাসের দেহে জ্বর হৈল। সপ্তদিবসের মধ্যে গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈল॥ পিতার বিয়োগে পাইলেন বড় দুঃখ। মাতার ক্রন্দন দেখি শুখাইল মুখ॥ অপুত্রের পুত্র প্রভু দিল শ্রীনিবাস। হইল বিয়োগ বড় না পূরল আশ॥ অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে। অল্পকালে এত দুঃখ দিলা বালকেরে॥ ক্ষীরকণ্ঠ বালক মোর কেমনে দিন যাবে। আপনা বলিতে নাই

মোর কি হইবে॥ অরে শ্রীনিবাস তোর্ বাপ কোথা গেল।. কিরূপে কাটিব কাল অনাথ হইল॥ মায়ের করুণা দেখি শ্রীনিবাস কাতর। পিতা পিতা করি ক্রন্দন করিল বিস্তর॥ কার নিকটে ছাড়ি আমা গেলা বা কোথা রে। এত স্নেহ করি ঠাকুর ছাড়ি গেলা মোরে॥ এইরূপে অনেক বিলাপ করি গঙ্গাতীরে। বিধিমত ক্রিয়া করি অস্থি দিলা নীরে॥ গৃহেতে আসিয়া বহু করিল ক্রন্দন। লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রবোধিতে আইলা নারীগণ॥ শুন শুন ঠাকুরাণী কেনে শোক কর। আপনার পুত্র দেখি সকল সম্বর॥ কি দিব প্রবোধ শুন ধৈর্য্য কর মনে। পুত্র দেখি পাসরহ না কর ক্রন্দনে॥ এই কালে আকাশবাণী হইল গগনে। "কেনে শোক কর আই চিন্তা কর কেনে॥ বালকের গুণ তুমি নাহি জান কিছু। যাজিগ্রামে গেলে সব জানিবেন পাছু॥ তুহাঁর নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনে রূপদ্বারা কৈল গ্রন্থের আরম্ভ॥ পুত্র রাখিতে যত্ন কর, শুন লক্ষ্মীপ্রিয়া। মিছা শোক না করহ ধৈর্য্য কর হিয়া॥" স্বামির নিমিত্ত সব শোক গেল দূর। শ্রীনিবাস লাগি বুকে শোকের অঙ্কুর॥ লোকাচার ব্যবহার-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করি। যাজিগ্রাম দেখিয়া দেখিল নরহরি। উৎকণ্ঠা হইল বড় ছাড়ি এই গ্রাম। যাজিগ্রামে মাতা রাখি যাব অন্যস্থান॥ রাত্রিতে আছিলা গ্রামে করিয়া শয়ন। স্বপ্নে চৈতন্যের আজ্ঞা হইল যাহ বৃন্দাবন॥ চেতন হইল তবে

স্বপন দেখিয়া। শীঘ্র কেমনে যাব আমি ইহাঁকে ছাড়িয়া॥ বিশেষতঃ উপাসনা না হয় আমার। বৃন্দাবন যাবার মোর নাহি অধিকার॥ বিলম্ব অতিভাল নহে যাইয়া বাসা করি। যেই যুক্তি দেন মোরে ঠাকুর-নরহরি॥ কতক দিবস চাকন্দিতে বাস করি। আইলেন যাজিগ্রামে স্থান ত্যাগ করি॥ ফাল্গুন মাস পঞ্চমীতে করিলেন্ বসতি। গ্রামের জমীদার সনে সাক্ষাৎ সম্প্রতি॥ তেজ দেখি জমীদার করিল আদর। এই গ্রামে বাস কর করি দিয়ে ঘর॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব রূপ ভাগ্য করি মানে। আমরাহ ভাগ্যবান্ সার্থক জীবনে॥ এইরূপে কত দিন সেই গ্রামে স্থিতি। বাসনা হইল খণ্ড যাইতে সম্প্রতি॥ দেখিয়া করিল অতি স্থান মনোহর। গ্রামের পশ্চিম ভাগে আলয় সুন্দর॥ মাতা রাখি সেই গ্রামে খণ্ডকে গমন। বহির্দ্বারে বৃক্ষতলে শ্রীরঘুনন্দন॥ তেজ দেখি জিজ্ঞাসিল কি নাম তোমার! কোথা হৈতে আগমন কহ সমাচার॥ সম্প্রতি যাজিগ্রাম হৈতে আইলুঁ দরশনে। শ্রীনিবাস নাম হয় করি নিবেদনে॥ শ্রীনিবাস নাম শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা। বাহু পসারিয়া আসি আলিঙ্গন কৈলা॥ ঠাকুরের শ্রীমুখে ত শুনিয়াছি সব। দর্শনমাত্রেতে তোমার গেল সব ক্ষোভ॥ চল চল অহে ভাই ঠাকুরের কাছে। ইষ্টগোষ্ঠী পশ্চাৎ করিব দুহেঁ পাছে॥ হাতে ধরি লঞা গেলা ঠাকুরের পাশ। আইস আইস অহে বাপু বৈস শ্রীনিবাস॥ তোমার নিমিত্ত বীরচন্দ্রের লিখন। শ্রীনিবাসে শীঘ্র করি

পাঠাও বৃন্দাবন॥ দয়া করি অঙ্গেতে শ্রীহস্ত বুলাইলা। শ্রীহস্তপরশে অতিপ্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ নিকটে আছিলা নয়ান-সেন মহাশয়। ধরাধরি করি নিল আপন আলয়॥ সে দিবসে তার গুরু-আরাধনা পিতৃবাসর। বৈকালে রঘুনন্দন সহিতে গেলা তাঁর ঘরে॥ কহ কহ অহে নয়ান শ্রীনিবাস কোথা। আন, জিজ্ঞাসিব বৃন্দাবন যাবার কথা॥ এই কালে শ্রীনিবাস নরহরি দেখি। প্রণাম করিলা হাস্যমুখ দেখি সুখী॥ কহ শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের গমন। কিরূপে করিবা বাপু কহ বিবরণ॥ শুনহ ঠাকুর আমি নিবেদন করি। অনাশ্রয় আমি ইহা করিতে কি পারি॥ তোমার নিমিত্ত চৈতন্য আজ্ঞা কৈল ভট্টেরে। উপাসনা করাবেন অশেষ প্রকারে॥ রোদন করিয়া তিঁহ করে নিবেদন। বঞ্চনা করিয়া কেনে পাঠাও বৃন্দাবন॥ চাকন্দি হইতে আসি পাইল দর্শন। সেই কালে করিয়াছি আত্মসমর্পণ॥ ঠাকুর কহে সেই সত্য যে কহিলে তুমি। গোপালভট্ট তোমার গুরু কহিলাম আমি॥ প্রভু-আজ্ঞা অন্যথা করিতে নারি আমি। এথায় সম্প্রতি বাস সেবা কর তুমি॥ হরিনাম মহাপ্রভুর নিজ-শক্তি হন। বুঝিয়া ত ইহা তুমি করিবে গ্রহণ॥ এতেক শুনিয়া তিঁহ চলিলা বাসাতে। সরকারঠাকুর যে কহিলা, লাগিলা ভাবিতে॥ কার স্থানে হরিনাম করিব গ্রহণ। মনে মনে ভাবি রাত্রি কৈল জাগরণ॥ শেষ রাত্রে বাহ্য হৈল নিদ্রা শেষ হয়। কৃপা করি গৌরচন্দ্র তাঁহারে

কহয়॥ শুন শুন শ্রীনিবাস কেনে ভাব মনে। প্রেমরূপে জন্ম তোমার মোর প্রয়োজনে॥ আশ্রয়ের অপেক্ষা বা কেনে কর তুমি। প্রেমরূপে জন্ম তোমার কহিলাম আমি॥ বৃন্দাবন যাও তুমি বিলম্ব না কর। গোপালভট্টের পদ আশ্রয় যে কর॥ তৈলঙ্গদেশে জন্ম তাঁর * মোর প্রাণরূপ। এক আত্মা দেহভেদ সনাতন রূপ॥ যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন রূপ সনাতন। তুমি গেলে তোমারে করিবেন সমর্পণ॥ তোমার বিলম্বে তাঁরা আছেন চিন্তিত। কার্য্য সিদ্ধ হইল তুমি চলহ ত্বরিত॥ ভাবাবিষ্ট হৈয়া প্রভুকে করেন প্রণাম। শিরে হস্ত দিয়া কহেন পূরুক্ মনস্কাম॥ প্রভু অন্তর্দ্ধান কৈল নিদ্রাভঙ্গ হৈল। জাগিয়া ত শ্রীনিবাস মনে বিচারিল॥ প্রভুর আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে বৃন্দাবন। সরকারঠাকুরে যাঞা কৈল নিবেদন॥ এত ভাবি শ্রীনিবাস নরহরি-স্থানে। আসিয়া করিল তাঁরে প্রণাম স্তবনে॥ স্বপ্নে যে দেখিনু তাহা শুন মহাশয়। গৌরশরীর এক শিশু আসি মোরে কয়॥ যতেক দেখিল স্বপ্নে সকলি কহিল। তেঁহ কহে মহাপ্রভুর কৃপা যে হইল॥ আশীর্ব্বাদ কৈল হস্ত দিয়া তার মাথে। অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোতে॥ বীরচন্দ্র-নিকটে পত্র পাঠাইল আমি। শ্রীনিবাসে রাখিয়াছি আজ্ঞা দেহ তুমি॥ যেবা প্রত্যুত্তর আইসে করিব বিধান। তাবৎ এই স্থানে রহ মোর সন্নি-

* তৈলঙ্গদেশের বেলগুণ্ডি (বেলগুঁড়ি) গ্রাম নিবাসি বেদান্তি শ্রীবেঙ্কট-ভট্টের পুত্র এবং শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীর ভ্রাতুষ্পুত্র॥

ধান ॥ এইরূপে কত দিন খণ্ডে হৈল বাস। জগন্নাথ-দরশনে হৈল অভিলাষ ॥ শ্রীভাগবত পড়িব বলি বড় সাধ আছে। জগন্নাথ দেখিব রহি পণ্ডিতের কাছে ॥ যাইয়া তাঁহার স্থানে ভাগবত পড়িব। সটীক পড়িয়া আমি বৃন্দাবন যাব ॥ এই মনে করি গেলা নরহরি-নিকটে। যে কিছু কহিলা বাপু এই সত্য বটে ॥ আমি এক বৈষ্ণব দিয়ে সংহতি * তোমার। পত্র দিয়া কহিবে আমার সমাচার ॥ নিবেদন পত্র দিলা বৈষ্ণ-বের হাতে। যাত্রা করি দোঁহে চলে জগন্নাথ-পথে ॥ ক্রমে চলি উত্তরিলা জগন্নাথপুরী। জগন্নাথ দেখি আইলা গোপী-নাথের বাড়ী ॥ চৈতন্যবিরহে পণ্ডিত-গোসাঞি কাতর। কভু মূর্চ্ছা কভু হাস্য জড়িমা অন্তর ॥ 'চৈতন্য নিত্যানন্দ' বলি দণ্ডবৎ কৈলা। চৈতন্যনাম শুনি গোসাঞি ব্যাকুল হৈলা ॥ কে তুমি কে তুমি বলি মিলিলেন চক্ষে। আইস আইস বাপু তোমায় করি বক্ষে ॥ কি নাম তোমার বাপু কহ দেখি শুনি। শুনিলাম তোমার মুখে কি অপূর্ব্ব বাণী ॥ নাম শুনাইয়া মূল্য লইলা আমারে। স্বপ্ন দেখিয়াছি আমি বিরহ-অন্তরে ॥ শ্রীনিবাস বলি এক আসিব গৌড় হৈতে। প্রেমরূপে জন্ম তাঁর হৈল চাকন্দিতে ॥ চৈতন্যদাস পিতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে। রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচার হইবার তরে ॥ সেই তুমি বট বাপু দেহ পরিচয়। জুড়াও শরীর মোরে হৈত নিশ্চয় ॥ সেই হও বলি পুনঃ হাসে মন্দ মন্দ। তুমি

* সংহতি—সঙ্গে ॥

প্রভু মুঞি ছার ভাগ্যহীন মন্দ॥ ভাল হৈল আইলা বাপু দিলা পরিচয়। শ্রীভাগবত পড়াইতে প্রভু-আজ্ঞা হয়॥ শেষলীলাকালে প্রভু আমাকে কহিলা। শ্রীনিবাস আইলে শুনাবা কৃষ্ণলীলা॥ তাঁহার নিমিত্ত তুমি থাকিবে গোপীনাথে। বৃন্দাবনে পাঠাবে পত্র দিয়া তাঁর হাতে॥ শ্রীরূপ সনাতন দুই সহোদর। শাস্ত্রদ্বারে প্রকাশিলা প্রভুর অন্তর॥ সেই সব শাস্ত্র তুমি আনিবা গৌড়দেশে। প্রকাশিবা লীলাশাস্ত্র অশেষ বিশেষে॥ শ্রীভাগবত পড়াইতে প্রভুর আজ্ঞা আছে। অশ্রু-জলে অক্ষর সব লুপ্ত হইয়াছে॥ আমার লিখন দিহ নরহরি-হাতে। নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে॥ তোমার নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞা বলবান্। বিলম্ব না কর সব কর সমাধান॥ রাধাকৃষ্ণলীলাকালে শ্রীগুণমঞ্জরী। সেই সে গোপাল-ভট্ট সমান মাধুরী॥ শিষ্য হব প্রভু বড় সাধ আছে মনে। গুণমঞ্জরী নাম শুনি উল্লাস শ্রবণে॥ মঞ্জরীকে প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে দেখি। নবদ্বীপে ঈশ্বরীজিউ স্থানে পাবে সাক্ষী॥ গোপীনাথের অবশেষ করিলা ভক্ষণ। আজি শুভ দিন গৌড়ে করহ গমন॥ পথে বিলম্ব হৈলে না পাইবে দর্শন। চক্ষু মুদ্রিত করি বাক্য করিল শ্রবণ॥ কোথা গেলা প্রভু চৈতন্য কোথা নিত্যানন্দ। ক্ষণেকে রোদন করি হাস্য মন্দ মন্দ॥ বিরহবেদনা বহি নাহি স্মৃতি হয়। গোপীনাথ আছেন বলি মনে না পড়য়॥ বিরহপ্রলাপ দেহে বিবিধ বিকার। ঊর্দ্ধ-মুখ করি ক্ষণে করেন ফুৎকার॥ বিকার দেখি শ্রীনিবাস হৈল

চমৎকার। গৌড়দেশে গেলে দেখা না পাইব আর ॥ প্রত্যুত্তর লইয়া করিল দণ্ডবৎ। দেশে যাত্রা কর যদি পড়িবা ভাগবত ॥ পত্র লইয়া আইলা নরহরির নিকটে। সে দিবস বীরচন্দ্র-বাড়ীতে বহু সঙ্ঘটে ॥ সেই কালে মহাশয় দণ্ডবৎ হৈলা। আজ্ঞা হৈল শ্রীনিবাস ভাল হৈল আইলা ॥ এই পত্র আইল বৃন্দাবন হৈতে শুন। ভাগবত পড়িয়া যাত্রা কর বৃন্দাবন ॥ পণ্ডিত-গোসাঞির আজ্ঞা পত্রে বেদ্য হৈল। যাদৃশী দেখিব তাহা সব নিবেদিল ॥ বীরচন্দ্র-গোসাঞিকে পত্র শুনাইলা। ভাগবত পড়িতে যাই আজ্ঞা মাগিলা ॥ বিলম্ব হইলে নাহি হবে দরশন। অবিলম্বে ক্ষেত্রে তুমি করহ গমন ॥ পুনর্ব্বার সেই বৈষ্ণবঠাকুর সঙ্গে দিলা। গদাধর চৈতন্য বলি যাত্রা যে করিলা ॥ যাজপুর পর্যন্ত শ্রীনিবাস গেলা উৎকণ্ঠাতে। অপ্রকটবার্ত্তা পাইল গ্রামে প্রবেশিতে ॥ বার্ত্তা পাইয়া মূর্চ্ছা হইলা সেই স্থানে। ভয় পাইয়া সে বৈষ্ণব ধরিল চরণে ॥ সম্বিৎ পাইয়া অনেক করিল প্রণাম। কার্য্যসিদ্ধি নহিল মোরে বিধি হৈল বাম ॥ সেই রাত্রি সেই খানে হৈল উপবাস। ক্ষীণ-অঙ্গ দেখি বৈষ্ণবের হইল মহাত্রাস ॥ কিরূপে লইয়া যাব গৌড়-দেশ আমি। নিগ্রহ করিল ঠাকুর উড়িল পরাণি ॥ অনেক শুশ্রূষা করি করাইল ভক্ষণ। নিবেদন করি গৌড়ে করেন গমন ॥ কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ আইলা গৌড়দেশে। বৈকালে শ্রীখণ্ডগ্রামে করিল প্রবেশে ॥ দণ্ডবৎ করিয়া কহিল বিবরণ। হাহাকার করি অনেক করিল রোদন ॥ সে বিরহবিলাপ

কে বর্ণিবারে পারে। গুরুবৈষ্ণব-বিচ্ছেদদুঃখ যাহার অন্তরে॥ সেই দিন হৈতে পুনঃ আর দশা হইল। কিরূপে বৃন্দাবনে যাব উৎকণ্ঠা বাঢ়িল॥ প্রভাতে শ্রীখণ্ড ছাড়ি আইলা নবদ্বীপে। বৈরাগ্য করি রহিলা প্রভুর বাড়ীর সমীপে॥ পণ্ডিত-গোসাঞি বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। দুই চারি দিবসে অন্ন না দিল উদরে॥ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্তচিত্তে সহিষ্ণুতা না হয়। ছটাক্ তণ্ডুল পাত্র করয়ে সঞ্চয়॥ গঙ্গাতীরে তাহা নিয়া করয়ে রন্ধন। বিরহবেদনা অতি করয়ে ভক্ষণ॥ অষ্টাহ দিবসে অঙ্গ অতিক্ষীণ হৈলা। বংশীবদনদাস * সহ দেখা যে করিলা॥ কি নাম কোথায় থাক নাহি দেখি শুনি। গদাধরবিয়োগে এই স্থানে আছি আমি॥ শ্রীনিবাস নাম হয় যাজিগ্রামে ঘর। না পড়িলাম ভাগবত হৃদয় কাতর॥ গদাধর-পণ্ডিতস্থানে প্রভুর আজ্ঞা ছিল। পড়িতাম অভাগ্য মোর তাহা না হৈল॥ কহিতে কহিতে অতি উঠিল রোদন। সেই কালে ঈশানের হৈল আগমন॥ ঈশানের স্বভাব এই জীবে দয়া হয়। মহাভাগবত দেখি প্রেমের উদয়॥ অতিক্ষীণ দেখি তারে জিজ্ঞাসা করি[illegible]তীয় সঙ্গহীন দেখি সুখ বড় পাইল॥ বুঝিল [illegible] বালকের হয়। ঈশ্বরীনিকটে মোর কহিতে উচিত হয়॥ ফিরিয়া আইলা ঘরে ঈশ্বরীনিকটে। এক অপূর্ব্ব বালক দেখিল গঙ্গাঘাটে॥ গদাধর-পণ্ডিত নামে সদাই রোদন।

* বংশীবদন, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়শিষ্য। ভক্তিরত্নাকরের আভাস॥

দ্বিতীয় নাহিক সঙ্গ সজল নয়ন॥ তাঁহারে দেখিতে দয়া হইল আমার। অন্ন বিনা অতিক্ষীণ শরীর তাহার॥ আজ্ঞা হয় কিছু অন্ন দিই তারে আমি। পশ্চাতে আনিয়া তারে দয়া কর তুমি॥ দেহ যাই তণ্ডুল তারে যে উচিত হয়। চৈতন্য-অপ্রকটে বিরক্ত মনের সংশয়॥ ঈশানে লইয়া গেলা সামগ্রী বিলক্ষণ। শ্রীনিবাসনিকটে গেলা আনন্দিত মন॥ শুন অহে বিপ্র এই সামগ্রী লইয়া। গঙ্গাতীরে পাক করি ভক্ষণ কর গিয়া॥ সে আজ্ঞা মাগিয়া লইল প্রণাম যে করি। এথা সব বুঝিলেন আপনে ঈশ্বরী। তণ্ডুল দিয়া ঈশ্বরীর আনন্দহৃদয়। প্রেমরূপে জন্ম বুঝি বালকের হয়॥ তণ্ডুল লইয়া বিপ্র রান্ধিল যখন। সেই কালে পাঠাইলা বৈরাগী দশ জন॥ অন্ন প্রস্তুতকালে বৈরাগী আকার। ভক্ষণের কালে যাই হৈল সাক্ষাৎকার॥ বৈষ্ণব দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। পাইয়া সবারে বহু সম্মান করিল॥ তাঁরা কহে আমরা বড় আছিয়ে ক্ষুধিত। অন্ন দেহ মহাশয় তবে পাই প্রীত॥ বড় দয়া করি আসি দিলা দরশন। প্রসাদ প্রস্তুত আসি করহ ভক্ষণ॥ অল্প অন্ন রন্ধন কৈলা আমরা অনেক। না হইব ক্ষুধাতৃপ্তি দেখি পরতেক॥ ক্ষুধাতৃপ্তি হবে আছে প্রসাদলক্ষণ। মণ্ডলীবন্ধনে বসিলা বৈষ্ণব দশ জন॥ এই মত সবারে করেন পরিবেশন। পাত্রে পাত্রে দেন অতি আনন্দিত মন॥ অর্দ্ধসের তণ্ডুলের অন্ন প্রসাদ করিয়া। এগার বৈষ্ণবে * পাইলেন আনন্দিত হইয়া॥ সে বার্ত্তা ঈশ্বরী

* শ্রীনিবাস সহিত এগার জন॥

শুনি ঈশানের দ্বারে। প্রেমরূপে জন্ম হৈল বুঝিল অন্তরে॥ এমন বালক-গুণ শুনিতে বড় সুখ। অবশ্য দেখিব আমি বালকের মুখ॥ নিশাভাগে গঙ্গাস্নানে দাসীসঙ্গে করি। দেখিলেন বালক অতি-প্রেমের মাধুরী॥ স্নান করি নিশা থাকিতে গেলা অন্তঃপুরে। বালক দেখিয়া হৈল আনন্দ অন্তরে*॥ কিরূপে আনিয়া তারে কথা জিজ্ঞাসিব। অন্য পুরুষের মুখ চাহি কেমনে পুছিব॥ প্রভুর শক্তি যদি হয় লজ্জা যাবে দূরে। তবে সে জানিব আছে করুণা প্রচুরে॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞা ঈশানে বালক আনিবারে। কি কারণে দিবা-নিশি রোদন সে করে॥ ঈশান কহিল আসি শুন শ্রীনিবাস। ডাকেন ঈশ্বরী চল প্রভুর আবাস॥ ঊর্দ্ধবাহু করি অনেক নৃত্য আরম্ভিল। পণ্ডিত-গোসাঞির দশা হেন বুঝি হৈল॥ কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন ঈশানের পাছে। ভিতর প্রকোষ্ঠে যাই হইল সঙ্কোচে॥ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবিষ্ট হৈলা অন্তঃপুরে। নিকটে না গেলেন রহিলেন কিছু দূরে॥ ঈশান কহিলা এই আইলা শ্রীনিবাস। দণ্ডবৎ করেন তোমার হন প্রিয়দাস॥ অন্তঃপট দূর করি করিলা নিরীক্ষণ। আমার প্রভুর শক্তি বুঝিল কারণ॥ লজ্জা উপেখিয়া তাঁরে আপনে ডাকিলা। কি নিমিত্তে রোদন কর ভ্রমহ একলা॥ পণ্ডিত-গোসাঞির বাক্য কৈল নিবেদন। তাঁর দয়া হৈলে যাই তাঙ

* "অন্তঃপুরে" স্থানে "অন্তপুর" এবং "আনন্দ অন্তরে", স্থানে "করুণা প্রচুর" পাঠান্তর॥

বৃন্দাবন ॥ নীলাচলে তাঁর মুখে শুনিল যেই কথা। না পড়িয়া ভাগবত জন্ম হৈল বৃথা॥ শুনিলাম প্রভুর আজ্ঞা যাইতে বৃন্দা-বন। তাহা পূর্ণ নহিল পদে কৈল নিবেদন ॥ গদাধর-নিমিত্ত এবে কান্দি নিরন্তর। অতএব প্রভুর শক্তি তোমার উপর ॥ অল্প বয়স্ দেখি অতিসুকুমার। বৈরাগ্য কৈলে ঘর যাহ ব্রাহ্মণকুমার ॥ বৈরাগ্য কঠিন তাহা অতিবড় শক্তি। যোড়-হাত করি অনেক করিল বিনতি ॥ আজ্ঞা হয় থাকি আমি চরণ-নিকটে। পরাণ যুড়ায় মোর এড়াই সঙ্কটে ॥ সংসারে কেহ নাহি একা মাতা বিদ্যমান। কিরূপে বৃন্দাবন যাই তবে রহে প্রাণ ॥ চৈতন্যের শক্তি বিনা এমন দয়া নহে। প্রবীণ হৈলে যাবে এবে উপযুক্ত নহে ॥ এই আজ্ঞা পাইয়া থাক বাড়ীর বাহির। প্রসাদ-ভক্ষণ কর চিত্ত হউক স্থির ॥ গৌরাঙ্গবিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া কাতর অতি। দ্বিগুণ হইল শোক হইলা বিস্মৃতি ॥ ঈশ্বরী তাঁরে ডাকি কহে শুনহ ঈশান। রজনী বহিয়া গেল হইল বিহান ॥ ঈশান কহে রাত্রি যায় করিয়া ক্রন্দন। হা পণ্ডিত-গোসাঞি বলি কৈল জাগরণ ॥ সে দিবস আর সাক্ষাৎ পুনশ্চ নহিল। দরশন-উৎকণ্ঠাতে রাত্রি দিন গেল ॥ ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব। যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব ॥ নবীন মৃৎভাজন আনি দুই পাশে ধরি। এক শূন্যপাত্র আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি ॥ একবার জপে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর। এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ-অন্তর ॥ তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন

হরিনাম। তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান॥ সেই সে তণ্ডুলমাত্র রন্ধন করিয়া। ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রু-যুক্ত হৈয়া॥ রাত্রি দিন হরিনাম প্রভুর সখ্যা যত। সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতি হত॥ প্রভুর প্রেয়সী যেঁহ তাঁহার কি কথা। দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥ তাহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি। নাম লয়েন তাহে রোপণ করেন প্রভুর শক্তি॥ নামের আভাসে যত পাপ যায় নাশ। মনোহভীষ্ট বাড়ি যায় প্রেমের প্রকাশ॥ নাম কল্পবৃক্ষ হন এই ত নিশ্চয়। সখ্যা করি নাম লৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ নাম সত্য কলিযুগে কহিল তিনবার। অনাসক্ত জনে গৌরাঙ্গ করেন অঙ্গীকার॥ যতেক সাধন হৈতে শ্রেষ্ঠ এই হয়। বহু জন্মের ভাগ্য হৈতে জন্ময়ে প্রণয়॥ এইরূপে রাত্রি যদি তৃতীয় প্রহর গেল। হা চৈতন্য বলি ভূমিতে শয়ন করিল॥ রাত্রিশেষে সঙ্কীর্ত্তনে একত্রে দুই ভাই। নাচিতে নাচিতে কহে কোথা মোর আই॥ তোমার বধূ মোর শ্রীনিবাসে বহির্দ্বারে। রাখিয়া আনন্দে আছেন আপনার ঘরে॥ আমার যতেক কার্য্য শ্রীনিবাস লৈয়া। অভিরাম স্থানে পাঠাও ঈশান সঙ্গে দিয়া॥ চৈতন্যবিরহে রাত্রে নাহি নিদ্রালব। স্বপ্নামৃত বাক্য শুনি হইলা নীরব॥ ঈশান ঈশান বলি ডাকে দাসীগণ। নিদ্রাগত অতি ঈশান নাহিক চেতন॥ বহুক্ষণে ঈশানের চেতন হইল। ভয়ে অতি আপনাকে অধন্য মানিল॥ যোড়-হস্তে ঈশ্বরীর নিকটে আইলা। মোর কাছে শ্রীনিবাসে আন

আজ্ঞা দিলা ॥ কুশাসনে শ্রীনিবাস করেন রোদন। উঠ উঠ বটু * শীঘ্র করহ গমন ॥ অঙ্গণে দাঁড়ায়ে বহু করিল প্রণাম। আজ্ঞা হৈল ঈশানেরে দেখে অভিরাম ॥ এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ-অঙ্গুলি। শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিল মাথে তুলি ॥ চরণ-পরশে অতিপ্রেমাবেশ হৈলা। লোটাঞা ধরণীতলে কান্দিতে লাগিলা ॥ শুন শুন অহে বাপু তুমি ভাগ্যবান্। তোমাতে চৈতন্যশক্তি ইথে নাহি আন ॥ তবে শান্তিপুর যাই খড়দহ যাবে। আচার্য্যগোসাঞি দেখি পরিচয় পাবে ॥ খড়দহ যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্দ। তোমা পাইয়া জাহ্নবার হইবে আনন্দ ॥ বিলম্ব না কর বড় যাও শীঘ্র করি। অনেক শুনিবে দেখিবে রূপের মাধুরী॥ সর্ব্বত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন। সর্ব্বসিদ্ধি হবে পথে করিবে স্মরণ ॥ দণ্ডবৎ করি উত্তরিলা শান্তিপুর। কোথা উত্তরিব হৈল ব্যামোহ † প্রচুর ॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞা আছে অদ্বৈত দেখিতে। কিবা রূপ আজ্ঞা হৈল না পারি বুঝিতে॥ ত্রয়োদশ বৎসর গোসাঞির অপ্রকট। অলঙ্ঘ্য এই আজ্ঞা সন্দেহ পড়িল সঙ্কট॥ এই কালে আজানুবাহু প্রকাণ্ডশরীর। তেজ দেখি অতিকম্পঃ হইলা অস্থির ॥ নয়ন মিলিতে নারে পড়িলা ধরণী। আইস আইস শ্রীনিবাস তোমার বাক্যশুনি॥ অভিপ্রায় করিলা হেন অদ্বৈতগোসাঞি। দণ্ডবৎ করি জিজ্ঞাসিল এই ঠাঞি ॥ নিশ্বাস ছাড়িয়া গোসাঞি

---

* বটু—নবোপনীত ব্রাহ্মণকুমার ॥

† ব্যামোহ—মোহ বা অজ্ঞান অর্থাৎ হতজ্ঞান হওয়া ॥

কান্দিলা বিস্তর। কোথা গেলা চৈতন্য নিত্যানন্দকলেবর॥ কোথা গেলা পারিষদ স্বরূপ রামরায়। প্রেমে হস্ত দিল শ্রীনিবাসের মাথায়॥ আইস আইস শ্রীনিবাস জুড়াক জীবন। আলিঙ্গন করি স্নিগ্ধ হউক মোর মন॥ গোপালভট্ট পাঠাইল নিমিত্ত তোমার। হইবে তাহার দাস কহিল নির্দ্ধার॥ আমাকে ক্রোধ করি প্রভু তোমাকে জন্মাইল। নিজ-কার্য্য যত ইতি সব প্রকাশিল॥ বৃন্দাবনে পাঠাইল রূপ সনাতন। তাহা প্রকাশিতে কৈল তোমার জনম॥ গোপালভট্ট পাঠাইল তোমার নিমিত্তে। উপদেশ লইল তথা প্রেম প্রকাশিতে॥ আইস আইস বলি প্রভুর শক্তি সঞ্চারিয়া। জগৎ ভাসাইলা প্রেম বিস্তার করিয়া॥ তোমার নিমিত্ত এথা দিলাম দরশন। অন্যত্র কদাচ নাহি কর প্রকাশন॥ "খড়দহ যাঞা তুমি আনন্দ পাইবা। জাহ্নবার দর্শন করি বৃন্দাবন যাবা" *॥ তাঁহা হৈতে শ্রীরূপের পাইবা দর্শন। গোপালভট্টের যাই বন্দিবা চরণ॥ চৈতন্যকরুণা প্রেমে দেশ ভাসাইবা। অদ্বৈত গোবিন্দ বলি দুঃখ না ভাবিবা॥ তোমার যে প্রভু ইহা নাগরবর-দ্বারে। গণ দুষ্ট প্রেম-দ্বারে করিল সংহারে॥ আমার গণে এই বাক্য যে আনিব মুখে। চৈতন্য নিত্যানন্দ ছাড়া পাবে বড় দুঃখে॥ এত বলি অদ্বৈতচন্দ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান। দর্শনবিচ্ছেদে অতি হৈলা অগেয়ান †॥ এই কালে

* এই চিহ্নিত স্থল কোন পুস্তকে নাই॥

† অগেয়ান—অজ্ঞান॥

শ্রীতামাতা যান গঙ্গাস্নান। দেখেন বালক-রত্ন করেন রোদন॥ বাছা বাছা বলিয়া বালক লৈলা কোলে। সান্ত্বনা করিয়া অতিমধুর বাক্য বোলে॥ জিজ্ঞাসিল কে তুমি কান্দ কি কারণ। হেন বুঝি আমার প্রভুর পাইলা দর্শন॥ কহ দেখি অহে বালক কোথা তোমার ঘর। কি কারণে এথা আইলা কান্দহ বিস্তর॥ শ্রীনিবাস নাম মোর জন্ম চাকন্দিতে। ঈশ্বরী-জিউর আজ্ঞা তোমারে দেখিতে॥ শ্রীনিবাস নাম শুনি আনন্দহৃদয়। অচ্যুতানন্দ লিখন-ক্রমে হৈল পরিচয়॥ সাধ ছিল বড় বাপু তোমাকে দেখিতে। চৈতন্যকরুণা বড় দেখা হৈল পথে॥ গোপালগোসাঞি বান স্নান করিয়া। তাহারে দেখিয়া পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥ যাবৎ না আসিয়ে আমি গঙ্গা-স্নান করি। তাবৎ ইহাঁরে রাখিবে যত্ন করি॥ সঙ্গে দিয়া সীতামাতা গেলা গঙ্গাস্নানে। তাবৎ আছিল গোসাঞি একত্র আসনে॥ স্নান করি শীঘ্র তাঁর গমন হইল। শ্রীনিবাস গোপাল দুই একত্রে দেখিল॥ সেই মতে লৈয়া গেলা ভিতর অন্তঃপুরে। অপূর্ব্ব বৈষ্ণব * পাঞা আনন্দ-অন্তরে॥ অদ্বৈত-অধরশেষ দিলা খাইবারে। পাক করিতে আমি যাই বৈস তুমি দ্বারে॥ রন্ধন প্রস্তুত করি ভোগ লাগাইল। আচমন দিয়া কৃষ্ণে শয়ন করাইল॥ আজ্ঞা হৈল গোপালেরে প্রসাদ

* এই বিলাসে পূর্ব্বে "বৈরাগ্য করি" ও "অপূর্ব্ব বৈষ্ণব" এবং ১৩ বিলাসে কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণ, ইত্যাদিদ্বারা শ্রীনিবাসকে বেষধারী বৈষ্ণব বলিয়া বোধ হয়॥

পাইতে। শ্রীনিবাস একত্র লৈয়া বৈসহ ত্বরিতে॥ অপূর্ব্ব বৈষ্ণব তারেঁ আসি পরিবেশিব। সঙ্গে লৈয়া বৈস বাপু সুখ বড় পাইব॥ একত্রে বসিয়া লৈয়া করিতে ভোজন। প্রসাদ অধর-স্পর্শে পুলক সঘন॥ সীতার হস্তের পাক কৃষ্ণাধরশেষে। প্রেমের বিকার হয় অশেষ বিশেষে॥ সে রাত্রি আনন্দে বাস কৈল শান্তিপুরে। প্রাতে বিদায় হইতে গেলা সীতার গোচরে॥ এক নিবেদন করি শুন সাবধানে। অদ্বৈত গোবিন্দ শুনিল এ গ্রামে আগমনে॥ ইহার স্বরূপাখ্যান মাতা কহিবা আমারে। আজ্ঞা হয় যাই খড়দহ দেখিবারে॥ ইহা শুনিতে বালক কিবা আছে প্রয়োজন। আপনার কার্য্য কর, কর পর্য্যটন॥ আজ্ঞা হয় মাতা বড় শুনিতে সাধ হয়। দয়া করি কহিবেন হইয়া সদয়॥ বালকের স্বভাব সে, যে কথায় ধরে। সীতামাতা তাহা অন্যথা করিতে না পারে॥ স্থিরচিত্ত হৈয়া শুন অহে শ্রীনিবাস। শুনিতেই দৃঢ়চিত্তে করিবে বিশ্বাস॥ জগাই মাধাই দুই উদ্ধারের কালে। ক্রোধ করি গোসাঞি হরিদাস প্রতি বলে॥ যদি মোরে প্রেমযোগ না দেয় গোসাঞি। শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাই *॥ নিত্যানন্দে ক্রোধ করি বাড়ীতে আইলা। জগদানন্দদ্বারে তর্জ্জা লিখি পাঠাইলা॥ সেই দিন হৈতে প্রভুর ক্রোধ উপ-

---

* "রাখুক তোমার দেখি চৈতন্যগোসাঞি" এই অংশ কোন পুস্তকে পূর্ব্বার্দ্ধ। "রাখুক তোমার দেখি চৈতন্য আসিয়া। শুষিব শুষিব প্রেম প্রকৃতি হইয়া॥" ইতি পাঠান্তর। মূলের পাঠ দুই খানী পুস্তকেই আছে॥

ঙ্গল। নিত্যানন্দসঙ্গী রামাই সুন্দরাদি দিল (১) ॥ কামদেব নাগর দিলা মোর ঠাকুরেরে। ক্রোধ করি নাগর কহিল বাক্যদ্বারে॥ গৌড়দেশ আইলা প্রভু নাগর লৈয়া সঙ্গে। চালাইলা এক বাক্য প্রেমের তরঙ্গে॥ শুনিতেই মাত্র মোর ক্রোধ উপজিল। নাগরের মুখ আমি আর না দেখিল॥ স্বতন্ত্র করিনু আমি সেবক নন্দিনী। সেই বাক্য আমি আর কর্ণে নাহি শুনি॥ সব পুত্র লইল না লইল অচ্যুতানন্দ। গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ॥ নাগরেরে গোসাঞি নিষেধ করিতে নারিল। তে কারণে এই গণ বিরুদ্ধ হইল॥ শুন শ্রীনিবাস মনে তাপ বড় পাই। পুত্রসঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্রা যাই॥ চৈতন্যের দাসীপুত্র অচ্যুত সহিত। এই বাক্য না কহে যেই সম্বন্ধরহিত॥ আনন্দ হইল বড় শুনিয়া অন্তরে। পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস দণ্ডবৎ করে॥ মনের সন্দেহ মাতা সব ঘুচাইলা। দণ্ডবৎ করি সীতাস্থানে বিদায় হৈলা॥ শ্রীজাহ্নবাবীরচন্দ্র-পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের শ্রীখণ্ড, উৎকল, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ভ্রমণাদি বর্ণনময় চতুর্থ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥

---

(১) নিত্যানন্দপ্রভু যখন অত্যন্ত দুরাচার জগাই মাধাইকে নবদ্বীপে উদ্ধার করেন, তদ্দর্শনে অদ্বৈতপ্রভু "মাদৃশব্যক্তির উদ্ধার হইল না" এই অভিপ্রায়ে স্বভাব সুলভ একটী উপহাস (তর্জ্জা) করেন যথা——

"হে হরিদাস! প্রভু যদি আমাকে প্রেমযোগ না দেন অর্থাৎ উদ্ধার না

পঞ্চম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়। ভক্তি দেহ লিখি গ্রন্থ বাঞ্ছাসিদ্ধি হয়॥ শুন শুন শ্রোতাগণ দেখহ বিলাস। দর্শনমাত্রে আনন্দ হইলা শ্রীনিবাস॥ যেইক্ষণে খড়দহে প্রবেশ করিলা। প্রেমে মত্ত শ্রীনিবাস নাচিতে লাগিলা॥ বীরচন্দ্রপ্রভু আছে মাতার সমীপেতে। আচম্বিতে বীরচন্দ্র লাগিলা কাঁপিতে॥ ঠাকুরাণী কহে বাপু হও সাবধান। কোন ভাগবতের বুঝি হৈল অধিষ্ঠান॥ হেন বুঝি চাকন্দির আইল শ্রীনিবাস। নহে বা কেমনে হয় দেহের উল্লাস॥ রাধাকৃষ্ণ নাম শুনি লোকের কোলাহল। প্রেমরূপে তাঁর জন্ম ধরে সেই বল॥ সর্ব্বত্র আনন্দ শুনি কেন হেন হয়। আনন্দ

করেন, তবে আমি নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর বিস্তীর্ণ প্রেমকে শুষিব অর্থাৎ শুষ্ক করিয়া নষ্ট করিব। তাৎপর্য্য এই যে, শুষ্কজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়া সুরস প্রেমকে নীরস করতঃ দূর করিব। "প্রকৃতি হইয়া" এই পাঠে প্রধান হইয়া বা জগতের মূল কারণ হইয়া কার্য্যকলাপের পরিবর্ত্তন করিব। (সাঙ্খ্যমতে যেমন প্রকৃতিই সকল কার্য্যের মূল)। এই সমস্ত উপহাসবাক্য বলিয়া নিত্যানন্দের উপর বাহ্যক্রোধ করতঃ অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে আসিলেন নিত্যানন্দ এই তর্জ্জা নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট লিখিয়া জগদানন্দদ্বারা প্রেরণ করেন, মহাপ্রভু অদ্বৈতের ক্রোধ সত্য বলিয়া জানিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দের প্রেমপ্রচারে যাহাতে বিঘ্ন না হয়, এই জন্য রামদাস ও সুন্দরানন্দাদিকে প্রেমপ্রচারের সহকারী করিয়া পাঠাইলেন এবং কামদেব, নাগর ও নন্দিনীপ্রভৃতি

জন্মিছে তেঞিঃ সবার হৃদয়॥ আমার প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ হইলা। হেন বুঝি সে বালক গ্রামেতে আইলা॥ তত্ত্ব লও বাপু মোর হও সাবধান। নিশ্চিন্ত হইয়ে তবে জুড়ায় পরাণ॥ এই কালে ঈশান যাই কহিল সত্বরে। এক অপূর্ব্ব বালক আসি কান্দয়ে দুয়ারে॥ যাও যাও অহে বাপু ঈশান করি সাথে। দেখিলে জানিবে গুণ আমার সাক্ষাতে॥ নিত্যানন্দ বলিয়া বাহির প্রভু হৈলা। দেখিয়া বালক-শোভা আলিঙ্গন কৈলা॥ নবদ্বীপে শ্রীনিবাস বলি হইল স্মরণ। নামরূপ প্রেমাবিষ্ট কম্প ঘনে ঘন॥ দণ্ডবৎ বহুত করি চরণে পড়িলা। হাতে ধরি তুলি তবে নাম জিজ্ঞাসিলা॥ কি নাম তোমার হয় দেখিয়া আনন্দ। নাম শ্রীনিবাস হয় ভাগ্য অতিমন্দ॥ আইস আইস

কয় জনকে অদ্বৈতের নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ নাগরাদি অদ্বৈতের শিষ্য হইয়াও তৎপ্রতি ক্রোধ করিয়া আমাকে (নাগরকে) লইয়াই মহাপ্রভু গৌড়দেশে আসিয়াছেন অর্থাৎ আমিই প্রেমপ্রচারবিষয়ে কর্ত্তা। নাগরের ইত্যাদি অনেক গর্ব্ব ও ক্রোধপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অদ্বৈতপত্নী সীতা তাহাকে নিজের সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিয়া দেন, ঐরূপ নন্দিনী, কামদেবপ্রভৃতি শিষ্যকেও নিজগণ হইতে বহিভূর্ত করা হয়। ("নাগর অদ্বৈত" বলিয়া এক অদ্বৈতের পরিবার আছে, তাহা ঐরূপে পরিত্যক্ত বুঝিতে হইবে)। সীতাদেবী ও অদ্বৈত, অচ্যুতানন্দ নামক বৈরাগ্যধর্ম্মাবলম্বী পুত্রের প্রতি সমধিক প্রীতি করিতেন, এমন কি, সীতা বলিতেন। "আমি যেন চৈতন্যের দাসী ও চৈতন্যের দাসীর পুত্র অচ্যুতের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাহার মতের যে অনুগামী নহে, সে আমাদের সম্বন্ধরহিত।" অচ্যুতই অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণমিশ্র, গোপালদাসমিশ্র ও বলরামমিশ্রপ্রভৃতি পুত্রগণমধ্যে অচ্যুত সংসারত্যাগী,

অহে বন্ধু বড় সুখ দিলা। অনায়াসে বিধি মোরে রত্ন মিলাইলা॥ হস্তে ধরি শ্রীনিবাসে বাড়ীর ভিতরে। যথা আছেন ঈশ্বরীজিউ লৈল অন্তঃপুরে॥ যে উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত আছেন ঈশ্বরী। অনায়াসে বিধি দিলা প্রেমের মাধুরী॥ বালক দেখিয়া বড় প্রেম উথলিল। চৈতন্য নিত্যানন্দ বলি ফুৎকার করিল॥ নবদ্বীপ বলি ঘন ছাড়েন নিশ্বাস। নিত্যানন্দের বিরহে বড় হইল উল্লাস॥ হস্তে ধরি বীরচন্দ্র ঈশ্বরীর সাক্ষাতে। শ্রীনিবাসে দেহ প্রেম সমর্পিলা হস্তে॥ বৃন্দাবন যাইতেছেন শীঘ্র আজ্ঞা কর। এই নিবেদন পুনঃ পুনঃ শক্তি সঞ্চার॥ শীঘ্র করি ইহঁ যদি যান বৃন্দাবন। তবে সে দর্শন পাবেন শ্রীরূপ-চরণ॥ বিলম্ব হইলে পথে দেখা না পাইবে। শীঘ্র গমন কৈলে দর্শন আনন্দে হইবে॥ শ্রীনিবাসে শীঘ্র গমনে আজ্ঞা হৈবে। লীলাগ্রন্থের অদভুত সকল কহিবে॥ বিলম্ব না কর অরি যাহ বৃন্দাবনে। আশ্রয় করহ গোপালভট্টের চরণে॥ আজ্ঞা হৈল বালকেরে করাহ ভক্ষণে। ঈশান সঙ্গে দেহ অভিরামের লিখনে॥ সকল মঙ্গল সিদ্ধি চাবুক তোমার পাশে। তিন চাবুক অবশ্য যেন মারেন শ্রীনিবাসে॥ ঈশ্বরীর অবশেষ ছিল পাত্রভরি। তাহা আনি বীরা...

অপর পুত্রগণের বিবাহাদি হয় এবং তাঁহারা পিতার নিকটেই মন্ত্রগ্রহণ করেন। তাহাদের বংশীয়গণ এখনও দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত। অচ্যুতের মতেও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। নাগর কামদেবাদি অদ্বৈতের শিষ্য হইলেও পরিত্যক্ত। নাগর শান্তিপুরে "অদ্বৈত গোবিন্দ" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত কৃষ্ণদাসকৃত চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১২শ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতের শাখাবর্ণন-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে মীমাংসিত হইয়াছে। ইত্যলং শ্রীরাসঃ॥

দিল হস্তে করি ॥ অধরের শেষ পাই প্রেম উথলিল। হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইল ॥ হাতে ধরি বীরচন্দ্র নিকটে বসাইল। তাঁর হস্ত স্পর্শে পুনঃ বাহ্যজ্ঞান হৈল ॥ শীঘ্র করি শ্রীনিবাস যাহ বৃন্দাবন। বিলম্ব হইলে রূপের নহিবে মিলন ॥ দণ্ডবৎ করি মহাশয় বিদায় হইলা। অভিরামের নিকটে তবে আসি উত্তরিলা ॥ পত্র দিয়া ঈশান তাঁরে করিলা প্রণাম। ঈশ্বরীর আজ্ঞা বালকেরে কর প্রেমদান ॥ কহ কহ ঈশ্বরীর মঙ্গল আখ্যান। আজ্ঞা অনুরূপ তাঁর করিল সমাধান ॥ শ্রীনিবাসে দেখি বড় মনের উল্লাস। দেখিলাম গৌড়দেশে প্রেমের বিকাশ ॥ ঈশানে আসন দিল বসিবার তরে। চাবুকের নাম শুনি আনন্দ-অন্তরে ॥ দেখিব ঈশ্বরী কোন পাত্র পাঠাইলা। পরীক্ষা করিতে অষ্টকড়া কড়ি দিলা ॥ কিরূপে নির্বাহ ইহাতে বালক করিব। বুঝিয়া বৈরাগ্য তারে চাবুক মারিব ॥ কড়ি হাতে করি অনেক করিল ভাবনা। কিরূপে ভক্ষণ করিব কোন দ্রব্য কিনা ॥ পরীক্ষা করিতে অষ্টকড়া দিলা হাতে। রন্ধন করিয়া চাহি ভক্ষণ করিতে ॥ বণিক্-ঘরে যাই সব সামগ্রী দেখিল। যথা অনুক্রম করি কিনিয়া লইল ॥ মূল্য করি কদলীর উদ্যানে যাইয়া। জলের নিকটে গেলা দ্রব্য সব লঞা ॥ ঠাকুর শ্রীঅভিরাম দুই বৈষ্ণবেরে। কহে যাই অতিথি হও শ্রীনিবাসদ্বারে ॥ রন্ধনের কাল জানি যাবে তার পাশ। ভক্ষণ লাগি করিবে বহু হাস পরিহাস ॥ বিদায় হইয়া যায় শ্রীনিবাসের স্থানে। যেই কালে করেন

রাধাকৃষ্ণে সমর্পণে॥ আচমন-শেষকালে গেলা দুই জন। বৈষ্ণব দেখি শ্রীনিবাসের আনন্দিত মন॥ ক্ষুধার্ত্ত হই আমা দোঁহায় করাহ ভোজন। ভাগ্য মোর বলি কহে বিনয়বচন॥ তুমি কৃষ্ণভক্ত হও মুঞি জীব ছার। করুণার দ্বারে দোঁহে কর অঙ্গীকার॥ সেই ভোগে তিন ভোগ সমান করিয়া। করযোড় করি বলে ভোজন করসিয়া॥ ভোজন করিয়া আচমন কৈল সুখে। দুই বৈষ্ণব কহে যাঞা গোসাঞি-সম্মুখে॥ ব্যঞ্জন নাহি অন্ন লাগে অমৃতের সম। ভক্ষণ করিতে হয় আনন্দিত মন॥ সেই দ্রব্য রাধাকৃষ্ণ করিলা ভোজন। ভোজন করিতে কম্প হয়েত রোদন॥ আনন্দিত চিত্ত হৈল শুনিয়া আপনে। শীঘ্র করি আনাইল সাক্ষাতে ঈশানে॥ শ্রীনিবাসে ডাকি আন আমা বিদ্যমান। ঈশ্বরীর প্রেরিত তাঁরে প্রেম করি দান॥ ঈশানে পাঠাইয়া দিলা শ্রীনিবাস-স্থানে। শীঘ্র করি চাবুক আনাইয়া রাখেন বামে॥ ঈশানের সঙ্গে আইলা বিপ্র শ্রীনিবাস। প্রণাম করয়ে আসি মনের উল্লাস॥ প্রেমেতে রোদন করে করযোড় করি। উঠিয়া গোসাঞি চাবুকের বাড়ি মারি॥ ভাসাইনু ভাসাইনু বলি মারেন চাবুক। শ্রীনিবাস আনন্দ বড় প্রেমে হালে বুক॥ মারিলেন তিন চাবুক আপন সাক্ষাতে। বাহির হৈয়া মালিনী ধরিলেন তাঁর হাতে॥ প্রেমে ভাসাইলে গোসাঞি আর নাহি মার। চৈতন্যের শক্তি এই ব্রাহ্মণকুমার॥ হস্তে ধরি লয়ে গেলা নিজ-অন্তঃপুর। ঠাকুরাণী কৈলা অতি করুণা

প্রচুর ॥ সে রাত্রি রহিলা সুখে গোসাঞির স্থানে। শ্রীনিবাসের সঙ্গে দিলেন ডাকিয়া ঈশানে ॥ শীঘ্র তুমি যাহ শ্রীনিবাস বৃন্দাবন। আশ্রয় করহ গোপালভট্টের চরণ ॥ সনাতন রূপ গোসাঞি দেখিবা লোকনাথ। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখ যাইয়া সাক্ষাৎ ॥ চৈতন্য করুণা কিছু বুঝনে না যায়। প্রেমে ভাসাইবেন সব তোমার দ্বারায় ॥ নরহরি করেন তোমার পথ নিরীক্ষণ। তাঁহার দর্শন করি যাহ বৃন্দাবন ॥ বিদায় সময় অনেক করিলা রোদন। আজ্ঞা হয় চরণ-নিকটে রহি অনুক্ষণ ॥ মুঞি ক্ষুদ্র হঙ অতি, করিলেন দয়া। মনোরথ সিদ্ধি হয় নহে কোন মায়া ॥ কিরূপে যাইবে কাল আমি ত ছাওয়াল। আজ্ঞা হয় কুপথে যেন বৃথা না যায় কাল ॥ শুন অহে বালক তুমি না জান আপনা। তোমা প্রতি চৈতন্যের হইঞাছে করুণা ॥ চৈতন্যের শক্তি তুমি প্রেম প্রকাশিতে। বিলম্ব না কর গমন করহ ত্বরিতে ॥ আমিহ দিলাম শক্তি তোমার উপরে। পথেতে বিরোধ কেহ না করিবে তোরে ॥ আনন্দিত চিত্ত হৈল দণ্ডবৎ করি।' বিদায় হইয়া যান বলি গৌরহরি ॥ একরূপে চলিলা ক্রমে নরহরি-স্থানে। প্রসাদ পাইলা আসি হইল বিকালে ॥ সরকারঠাকুর শ্রীনিবাসে কৈলা কোলে। দণ্ডবৎ বহু কৈল পড়ি ক্ষিতিতলে ॥ বিলম্ব না সহে বাপু যাহ বৃন্দাবন। শীঘ্র যাও মনোরথ হইবে পূরণ ॥ মাতার নিকটে যাই বিনয় করিয়া। যাত্রা করিবে তাঁর তুমি আজ্ঞা লইঞা ॥ সন্ধ্যাকালে আসি মাতার

চরণ বন্দিল। আদ্যোপান্ত যত কথা সব নিবেদিল॥ বৃন্দাবন যাবার নামে ব্যামোহ হইল। পুত্রের বিচ্ছেদ-দুঃখ হিয়ায় বাড়িল॥ স্বামী নিল ঈশ্বর এক পুত্র শ্রীনিবাস। অনাথিনী একাকিনী কিরূপে হবে বাস॥ অরে দারুণ বিধি আমি কি বলিব তোরে। পুত্র গেলা হেন বুঝি অন্ধ করি মোরে॥ মাতৃহীন করি কিবা তোর নাহি ভয়। কিরূপে যাইবা বাপু হইয়া নির্দ্দয়॥ বিনয় করিয়া প্রবোধ করিল বিস্তর। হাত দুই যুড়ি কহে বিনয় উত্তর॥ "তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। কোনরূপে তোমার ঋণ নারিব সুধিতে॥" আমি কি করিব চিত্ত নারি স্থির হৈতে॥ শীঘ্র মোরে আজ্ঞা হউক বৃন্দাবন যাইতে॥ দয়া করি আজ্ঞা করুন যাই বৃন্দাবন। অন্যথা শরীরে মোর না রহে জীবন॥ এই-রূপে রাত্রি দোঁহে বিরহ-অন্তরে। নিদ্রা নাহি প্রাণমাত্র ছট্‌ফট্ করে॥ শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখি বাহ্যবৃত্তি হয়। যাত্রা করি উঠিলেন আনন্দ-হৃদয়॥ সে রাত্রিতে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-গোসাঞি। শ্রীনিবাসের বিলম্ব দেখি দুঃখ বড় পাই॥ সনাতনবিচ্ছেদে দেহে জন্মিয়াছে ব্যাধি। প্রভাতে উঠিয়া গেলা দেখিতে সমাধি॥ রোদন করিল বহু শ্রীনিবাস করি। অদ্যাপিহ না আইলা প্রেমের মাধুরী॥ চিন্তাযুক্ত হৈয়া আইলা জীবের নিকটে। একত্রে সকল ছিলা যমুনার তটে॥ শ্রীরূপ দেখিয়া সবে দণ্ডবৎ হৈলা। যথাযোগ্য সম্ভাষণ আলিঙ্গন কৈলা॥ নিশ্চিন্তে আছহ সবে যমুনার তটে।

না আইল শ্রীনিবাস পড়িল সঙ্কটে॥ যাত্রা করিল তিঁহ আসিতে বৃন্দাবন। আসিতে আসিতে হৈল বিলম্ব কি কারণ॥ প্রেমরূপে তাঁর জন্ম হৈল বিপ্রকুলে। কোনরূপে দেখা হৈত আসিত সকালে॥ তোমরা বিরক্ত কেহ না যাবা গৌড়দেশ। অতএব নহিল দেখা হৈল অতিশেষ॥ কহিতে কহিতে শ্রীজীবের হাতে ধরি। কোন বুদ্ধি নাহি আর কেন বা কি করি॥ শুন শুন জীব তোমারে নিশ্চয় কহিল। যাজি-গ্রাম হৈতে রাত্রে যাত্রা যে করিল॥ সাবধান থাকিবা সবে তাঁর আগমন। হা চৈতন্য বলি ক্ষণে করেন রোদন॥ কোথা রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। হেন ভাগ্য কবে হবে দেখিব সাক্ষাৎ॥ গড়িদ্বার দেখি উত্তরিলা পাটনায়। কভু উপ-বাসে থাকে কভু কিছু খায়॥ দুই তিন দিবসে রুটি এক দুই করি। ভক্ষণ করয়ে উদ্যানে রহে রাত্রি করি॥ গৌর-দেহ শুষ্ক হেন চলে নিরাহারে। ক্ষণেকে রোদন করে গদগদ স্বরে॥ দুই কানে হরিনাম লয় সর্ব্বথায়। সে দিবসে গঙ্গাপারে বারাণসী পায়॥ যেই ঘাটে প্রভু চৈতন্য করি-য়াছেন স্নান। ঘাটের উপরে যাই করিল প্রণাম॥ ঘাটের উত্তরে চন্দ্রশেখরের আলয়। দ্বারের বামেতে মনোহর স্থান হয়॥ সনাতনগোসাঞি যবে দরবেশ-বেশে *। বসিয়া আছিলা প্রভুর দর্শন-লালসে॥ তুলসীর বেদী তাতে করিল প্রণাম। তাহা পাছে করি ভিতর অন্তঃপুরে যান॥ দেখিলেন যাই

* দরবেশ (পারস্যভাষা) ভিক্ষুক—ফকির॥

এক বৈষ্ণব প্রাচীন। তাঁহাকে প্রণাম করে হৈয়া অতিদীন॥ তিঁহ উঠি কোলে করি করিল সম্মান। কোথা হৈতে আগমন কিবা তোমার নাম॥ কহিলেন তাঁরে শ্রীনিবাস মোর নাম। গঙ্গাতীর-নিকট চাকন্দিতে জন্মস্থান॥ ইহাঁরে দেখিতে তাঁর আনন্দ হইল। আদ্যোপান্ত সব কথা কহিতে লাগিল॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মোর গুরু হয়। তাঁর আজ্ঞায় ইহাঁ রহি কহিল নিশ্চয়॥ এই মহাপ্রভুর দেখ বসিবার স্থান। ইহাঁ রহি সেবা করি আজ্ঞা বলবান্॥ তাহা প্রদক্ষিণ করি করেন প্রণাম। ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে ভূমে পড়ি যান॥ অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে। এইরূপে জন্মাইলা দুঃখ দিতে মোরে॥ কেনে বা পাপিষ্ঠ জন্ম এত কালে হৈল। মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ দেখিতে না পাইল॥ অনেক বিলাপ কৈল অনেক রোদন। অধিক বাড়িল খেদ হৈল অচেতন॥ তবে শ্রীনিবাস কৈল অনেক ইঙ্গিৎ। মহাভাবের চেষ্টা দেখি কৈলা বড় প্রীত॥ ভক্ষণ করাইল তাঁরে অতিপ্রীতি করি। মোর বহুভাগ্য আজি কহিতে না পারি॥ রাত্রি গোঙাইলা দোঁহে কৃষ্ণকথারসে। প্রভাতে বিদায় হইলেন তাঁর পাশে॥ দ্বিতীয় দিবসে প্রয়াগে আসি উত্তরিলা। ত্রিবেণীতে স্নান করি তাঁহাই রহিলা॥ আর দিন চলি চলি যান রাজপথে। এক ধার্ম্মিক চারি পয়সা দিল তাঁর হাতে॥ তাহাই নির্ব্বাহ হৈল দুই যে দিবস। পথশ্রমে দেহ ক্ষীণ হইল অবশ॥ জিজ্ঞাসিল কত দূর আছে বৃন্দাবন। চারি দিনের পথ

আছে কহে লোকগণ ॥ আর দিন এক কূপতটে স্নান করি। বৃক্ষতলে পড়ি আছেন শয়ন যে করি ॥ বৃন্দাবন হৈতে আইলা পাঁচ ব্রজবাসী। জলের নিকট বৃক্ষতলে বসিলেন আসি ॥ শ্রীনিবাস দেখিলেন অতিশ্রান্ত হন। জল দিল কর ঠাকুর পাদপ্রক্ষালন ॥ স্নান স্মরণ করি জলপানের বেলে। চাণা গুড় দিল শ্রীনিবাসের অঞ্চলে ॥ বসি জলপান কৈল শ্রম গেল দূরে। পরস্পর বাক্য দোঁহে কহেন প্রচুরে ॥ নীলাচল গৌড়-দেশের মঙ্গল সব আর। শুনিয়া বৈষ্ণব সবার আনন্দ অপার ॥ কহ ঠাকুর কৃপা করি বৃন্দাবনের কথা। কোন্ স্থানে বাস করি কেবা আছেন কোথা ॥ তাঁরা নাম করেন ইহঁ করেন প্রণাম। তাঁহা বাস করেন রূপ সনাতন নাম ॥ দুই ভট্ট-লোকনাথগোসাঞি নাম আর। ভূগর্ভ শ্রীজীব নাম কহিল সবার ॥ কতেক কহিব ভাই শুনিলে সব কথা। সনাতনের অপ্রকটে পাইনু বড় ব্যথা ॥ চারি মাস হইলেন তিঁহ অপ্র-কট। শুনিতেই মাত্র প্রাণ করে ছট্ ফট্ ॥ সবারে প্রণাম করি পথে চলি যায়। কতেক পর্ব্বত ভাঙ্গি পড়িল মাথায় ॥ এত দুঃখ না পাইনু মোর জন্মাবধি। যাঁহা গেলে পাব সুখ দুঃখ দিল বিধি ॥ সে দিবস সে ভক্ষণে চলে অতিত্বরা। আর দিন উত্তরিলা যাইয়া আগরা ॥ চলিতে চলিতে চিত্ত হইল আকুল। বামে রাজপথ ছাড়ি গেলেন গোকুল ॥ যমু-নাতে পার হৈয়া যান নন্দালয়। দর্শন প্রণাম করে কতেক বিনয় ॥ প্রভাতে মথুরা আইলা কৃষ্ণজন্মস্থান। প্রার্থনা করিয়া

তগা করিলা প্রণাম ॥ যেস্থানে যেস্থানে আছে দেখিল সকল। কম্পিত হইল অঙ্গ নেত্রে বহে জল ॥ মথুরার শোভা দেখি মনে অনুমানি। বৈকুণ্ঠের পরাৎপর ইহা শাস্ত্রে শুনি ॥ মহা-কোলাহল গান কেহ করে নাট। সেইরূপে গেলা কৃষ্ণ-বিশ্রা-মের ঘাট ॥ দর্শন স্পর্শন করে জল ধরে শিরে। কতেক জন্মের ভাগ্য জানিল অন্তরে ॥ পূর্ব্বমুখে দর্শন করে রহেন বসিয়া। তিন ব্রজবাসী যান কহিয়া কহিয়া ॥ কেহ কহে কেহ শুনে কি হবে সুবিধা। তিন অদর্শন হৈলা অন্তরে বড় ব্যথা ॥ প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট। তাহা বহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট ॥ শ্রীরূপগোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট। শরীরে না রহে প্রাণ করে ছট্ পট্ ॥ তাঁহারা কহেন কথা শুনে শ্রীনিবাস। আমার অভাগ্য বিধি করিল নৈরাশ ॥ যোড়-হাত করি তাঁরে কৈল নিবেদন। কি কহিলে তিন জনে কথোপকথন ॥ তাঁহারা কহেন ভাই কি বলহ কথা। তোমারে কি কব মোর অন্তরের ব্যথা ॥ বৃন্দাবন শূন্য হৈল না হয় মরণ। রূপের বিচ্ছেদে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ শুনি মাত্র শ্রীনিবাস সে স্থান হৈতে উঠি। বিধিরে কি দিব দোষ প্রাণ যায় ফাটি ॥ না দেখি নয়নে পথ যাব কোথাকারে। দুঃখের সমুদ্রে বিধি ডুবাইল মোরে ॥ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত চলি যায় পথে। কান্দিয়া কান্দিয়া যায় হাত দিয়া মাথে ॥ দেশমুখে চলি যায় কতক দূর যাঞা। এক বৃক্ষতলে যাইয়া রহিলা পড়িয়া ॥ সে কালে যতেক ব্যাধি আসি হৈল মনে।

কতেক লিখিব আমি সেই তাহা জানে ॥ কঠিন পরাণ ধরি লিখিলাম ইহা। শুনি দুরাচারের ফাটি নাহি যায় হিয়া ॥ লিখি মাত্র গুরু-আজ্ঞা করি বলবান্। তাহা বিনা কিবা জানি আমি সে অজ্ঞান ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের খড়-দহে জাহ্নবা অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ ও জাহ্নবাসমীপে চাবুকের আঘাত খাইয়া পরীক্ষাদান এবং বৃন্দাবনগমনাদি বর্ণনময় পঞ্চম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ষষ্ঠ বিলাস।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়। সেই পাদপদ্ম দুই আমার আশ্রয়॥ এবে যে লিখিয়ে তাহা শুন শ্রোতাগণ। রাধাকৃষ্ণলীলা যার হন প্রাণধন॥ যেই কহে যেই শুনে তারে নমস্কার। বৃক্ষতলে শ্রীনিবাসের দশার বিস্তার॥ কান্দে ভূমে গড়ি যায় বাউলের প্রায়। রূপ সনাতন বলি করে হায় হায়॥ যেই লোভ করি সেই হয়ে ত বিফল। যত আজ্ঞা হৈল তাহা অসত্য সকল॥ পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নহিল দর্শন। পণ্ডিতের স্থানে নহিল শ্রীভাগবত পঠন॥ সরকার-ঠাকুরের আজ্ঞা যাহ বৃন্দাবন। শীঘ্র যাও দর্শন কর রূপ সনাতন॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞা হৈল যাহ বৃন্দাবন। দর্শন করহ রূপসহ সনাতন॥ শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী কহিল আমারে। প্রাণ যায় এই দুঃখ কহিব কাহারে॥ কত অপরাধ কৈল কত জন্মধরি। বিরহবেদনা সহি নাহি প্রাণে মরি॥ নিজদেশ ছাড়ি আইলাম মথুরা বা কোথা। না দেখিল বৃন্দাবন জন্ম হৈল বৃথা॥ ভট্টগোসাঞির পদ করিতাম আশ্রয়। দুই গোসাঞির বিচ্ছেদে কি আর প্রাণ রয়॥ দেশে গেলে কিবা হবে নহিল দর্শন। দেহ বৃথা হৈল আশ্রয় নহিল চরণ॥ শ্রীনিবাস মরিলে আর কে আইসে দেখিতে। জন্মান্তরে

আশা আছে চরণ পাইতে ॥ এ ধর্ম্ম আশ্রয় করি কত কত লোক। সুখের সমুদ্রে ভাসে তেজি দুঃখশোক ॥ সেই সব দুঃখ দিলেন আমার উপরে। কি দিব প্রবোধ প্রাণ হইল জর্জ্জরে ॥ প্রভু রূপ সনাতন শ্রীনিবাসের নাথ। তোমার রূপ নয়নে নাহি দেখিনু সাক্ষাৎ ॥ সেইরূপ বৃক্ষতলে ভূমে পড়ি আছে। নিস্পন্দ হইল তনু শ্বাসমাত্র আছে ॥ দেখিলেন শ্রীনিবাসের রোদন চীৎকার। রূপ সনাতন আসি হৈলা সাক্ষাৎকার ॥ উঠ উঠ শ্রীনিবাস দেখ সন্নিধান। তুমি প্রভুর প্রেমমূর্ত্তি মোর হও প্রাণ ॥ এত দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। প্রভুর বিরহে কিবা রহয়ে জীবন ॥ ফিরি কেন যাহ বাপু যাহ বৃন্দাবন। মনোরথ সিদ্ধি হউক বাঞ্ছিত পূরণ ॥ শ্রীগোপালভট্টপদ করহ আশ্রয়। সেই দ্বারে মোর কৃপা জানিহ নিশ্চয় ॥ শ্রীজীবে কহিল আমি তোমার প্রসঙ্গ। তাঁর স্থানে পড় গ্রন্থ কর তাঁর সঙ্গ ॥ নিদ্রা নাহি শ্রীনিবাস উঠিলা তখন। উঠি করে দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন ॥ উঠি নিরীখয়ে রূপ নয়নের লোভা। দাণ্ডাইয়া দেখে দুই ভাইর অঙ্গশোভা ॥ গৌর স্থূল কলেবর শিখা ক্ষীণ মাথে। তিলক কপালে কণ্ঠী শোভয়ে গলাতে ॥ সর্ব্বাঙ্গে লিখিত রাধাকৃষ্ণ দুই নাম। কৌপীন-উপর বহির্বাস পরিধান ॥ হরিনাম লয় করে জিহ্বাতে উচ্চার। মধ্যে মধ্যে রাধাকৃষ্ণনামের সঞ্চার ॥ অঙ্গের সৌরভ কিবা কুঙ্কুমাদিচয়। দন্তপঙ্‌ক্তি শোভা কুন্দ মধুর হাসয় ॥ সব দুঃখ দূরে গেল সুখের সাগর। অতিমত্ত হৈল শ্রীনিবাসের অন্তর ॥

দেখি ভাবাবেশ চিত্ত পড়িলা অবনী। মাথায় চরণ দিলা তুলিয়া আপনি॥ অন্তর্দ্ধান হৈলা দোঁহে গেলা নিজ-স্থানে। বাহ্য হৈল শ্রীনিবাস বিচারয়ে মনে॥ আর কি করিবা মন চল বৃন্দাবন। অনাথের নাথ প্রভু রূপ সনাতন॥ শ্রীগোপাল-ভট্টপ্রভু জীবন আমার। শ্রীজীবগোসাঞি করুন করুণা অপার॥ ভাবাবেশে গর গর চলি যায় পথে। না জানয়ে কিবা রাত্রি হইল প্রভাতে॥ এথা রূপ সনাতন শ্রীজীবের স্থানে। শ্রীনিবাস আইলা আজ্ঞা করিলা আপনে॥ সন্ধ্যা-কালে গোবিন্দের আরতিসময়। আসিয়া দর্শন তিঁহ করিব নিশ্চয়॥ গোবিন্দের রূপ দেখি ভাবাবেশ হৈয়া। উন্মাদে পড়িল দ্বারের বামদিকে যাঞা॥ সেই কালে গোবিন্দের দর্শন করিবা। দ্বারের দক্ষিণ বামে তাঁরে অন্বেষিবা॥ সান্ত্বনা করিয়া তবে রাখিবা নিজ-ঘরে। শ্রীগোপালভট্ট-স্থানে লঞা যাবে তাঁরে॥ যেমনে করেন কৃপা শ্রীনিবাস প্রতি। ভক্তিগ্রন্থ পড়াইবা লইয়া সম্প্রতি॥ সেই গ্রন্থ পড়াইবে গৌড়দেশ লাগি। আচরণ করে লোক জ্ঞান-কর্ম্মত্যাগী॥ সেইরূপে গেলা ভট্টগোসাঞির স্থানে। শ্রীনিবাস গমন কহিল বিবরণে॥ মথুরা আইলা আজি আসিব বৃন্দাবন। আশ্রয় করিব আসি তোমার চরণ॥ তাহারে করিবে কৃপা অশেষবিশেষে। ভক্তিগ্রন্থ লঞা যেন যান গৌড়দেশে॥ এত শুনি শ্রীরূপ হইলা অন্তর্দ্ধান। এবে লিখি শ্রীনিবাসের আগমনাখ্যান॥ প্রেমাবেশে চলি যায় নাচিয়া নাচিয়া। পথে চলি যায় ডাহিন

বামে নিরখিয়া ॥ স্বর্ণময় বৃন্দাবন দেখিয়ে নয়ানে। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ কহয়ে বয়ানে ॥ দেখিলেন চক্রবেড় গোবিন্দের মন্দির। দেখিয়া পুরয়ে মন নাহি হয়ে স্থির ॥ গলিছে সতত ধারা নয়নের জল। নিরখিব গোবিন্দের চরণকমল ॥ এত বলি সন্ধ্যাকালে যাই উত্তরিলা। বেণু বীণা পাখোয়াজ কাঁসর বাজিলা ॥ রহিয়া লোকের পাছে রূপ নিরীখয়। দেখেন সভার চক্ষে অশ্রু বরিষয় ॥ দণ্ডবৎ করি সবে গেলা অন্তঃপুরে। শ্রীনিবাস আইলা জগমোহন * ভিতরে ॥ দেখেন গোবিন্দের শোভা আনন্দ-অন্তরে। যেন রূপ তেন গুণ বর্ণন অ...র ॥ অষ্টক করিল রূপ যেমন দেখিল। অক্ষরে অক্ষরে প্রেম তাহাতে গাঁথিল ॥ মনমথ জিনি কিবা গোবিন্দের দেহ। ডুবিলেন শ্রীনিবাস না পাইল থেহ ॥ ভাবের আবেশে দ্বারের বামে পড়ি রহে। জনে জনে কানাকানি কিবা কথা কহে ॥ হেনকালে শ্রীজীবের হৈল আগমন। দণ্ডবৎ করি গোবিন্দের কৈল দরশন ॥ দেউটি জ্বালিয়া সঙ্গে লোক বহুতর। প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে আনন্দ-অন্তর ॥ দ্বারের বামে পড়িয়াছে দেখিল যাইয়া। বসি শান্ত করে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ দেখিল নিবিড়-ভাব অন্তরে অন্তরে। লোক লৈয়া দ্বারে গেলা আপনার ঘরে ॥ যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। কিছু নাহি কহে কণ্ঠ করে ঘড় ঘড় ॥ তখন জানিল জীবভাব শেষ হৈল। নিকটে বসিয়া তাঁর অঙ্গে হস্ত দিল ॥ ক্ষণেক

* বারান্দার ভিতরের অংশ অর্থাৎ মন্দিরের মধ্যভাগ ॥

রহিয়া ডাকে গোবিন্দ বলিয়া। নেত্রে অশ্রু বহে কত বুক যে বাহিয়া॥ শ্রীজীব পুছয়ে তাঁরে কি নাম তোমার। কহ শুনি আনন্দ-চিত্ত হউক আমার॥ দণ্ডবৎ করি কহে শ্রীনিবাস নাম। দ্বিজকুলে জন্ম আমার চাকন্দিতে স্থান॥ বন্ধু বন্ধু বলি আলিঙ্গন কৈল তাঁরে। গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি আনি দিল মোরে॥ করুণাসাগর হেন না দেখি এমন। নির্দ্ধনেরে ধন দিলা রূপ সনাতন॥ আর দিন উঠি কহে শুন শ্রীনিবাস। প্রভুর আজ্ঞা, চল যাহ ভট্ট-গোসাঞির পাশ॥ যাইয়া করহ তুমি চরণ আশ্রয়। যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রীনিবাস কথা কয়॥ এত বলি চলে দোঁহে গোসাঞির স্থানে। দূর হৈতে দণ্ডবৎ করেন প্রণামে॥ বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীনিবাস হয়। আজ্ঞা যদি হয় করি চরণ আশ্রয়॥ আইস আইস শ্রীনিবাস আইস বাপু মোর। বৃদ্ধকালে এত তাপ আমার উপর॥ চরণ-নিকটে আসি দণ্ডবৎ করে। কৃপা করি হস্ত দিল পিঠের উপরে॥ চরণ মস্তকে দিয়া কহে সব কথা। দুই গোসাঞির বিচ্ছেদেতে পাইল বড় ব্যথা॥ এই মোর দেহে দেখ অস্থি-মাত্র আছে। আর আমি যুড়াইব যাঞা কার কাছে॥ এত বিলম্ব করি বাপু কেনে আইলা তুমি। প্রয়োজন আছে সঙ্গে যাইতাম আমি॥ এত কাল কেনে না আইলা শ্রীনিবাস। তোমারে দেখিতে ছিল সবাকার আশ॥ প্রভু নিবেদন করি ক্ষম অপরাধ। শ্রীভাগবত পড়িবারে ছিল বড় সাধ॥ অপরাধ লাগি মোর অন্তর কাতর। পুনরপি গেলাম পণ্ডিত-গোসাঞি-

বরাবর ॥ সে পুস্তকে দেখিলাম প্রভুর হস্তাক্ষর। অক্ষর সব মোছা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥ পণ্ডিত-গোসাঞি বাক্য কহিল আমারে। নবীন পুস্তক আন সরকার ঠাকুরের ঘরে ॥ তাঁর পত্র লইয়া আইনু খণ্ডগ্রামে। পুস্তক দিলেন পুনঃ আইলাম পুরুষোত্তমে ॥ কত দূরে শুনিলাম পণ্ডিত-গোসাঞির অপ্রকট। কাতর হইল চিত্ত পড়িল সঙ্কট ॥ তবে নবদ্বীপে ঈশ্বরীর চরণদর্শন। আজ্ঞা হৈল, দেখ যাহ ঠাকুর-অভিরাম ॥ সবাকার আজ্ঞা হৈল যাহ বৃন্দাবন। সর্ব্বত্র গোচর প্রভুরে করি নিবেদন ॥ তাঁর বাক্য শুনি গোসাঞি কান্দিলা বিস্তর। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ বাপু তুমি ভাগ্যবান্ মুঞি ভাগ্যহত। সেই সব অপরাধে দুঃখ পাই এত ॥ না হইল নিত্যানন্দ-চরণদর্শন। না দেখিনু অদ্বৈতচন্দ্র বিফল জীবন ॥ ঈশ্বরীর পদযুগ না দেখিল আর। সরকার-ঠাকুর দয়া না করিল একবার ॥ এই সব সাধ বাদ কৈল বিধি মোরে! এই সব দুঃখে প্রাণ সদা ঝুরে মরে ॥ এবে অদর্শন দুই রূপ সনাতন। কাষ্ঠ-পাষাণ করি বিধি গঢ়ল মোর মন ॥ সাক্ষাতে আছিলা জীব বসিয়া আসনে। আমারে বঞ্চিত বিধি কৈল সব গুণে ॥ মুঞি পাপী সবাকার হৈল অদর্শন। এ সব বিচ্ছেদে ধরি এ ছার জীবন ॥ কান্দে শ্রীনিবাস পড়ি দোঁহার চরণে। সে ভাবের চেষ্টা কত করিব লিখনে ॥ ভাবান্তরে শ্রীজীব যান আপন বাসায়। শ্রীনিবাস নমস্করি হইলা বিদায় ॥ এইরূপে দোঁহে রহে কৃষ্ণকথারসে। না জানয়ে রাত্রি দিবা সদা

প্রেমে ভাসে॥ ভাল দিন গণাইল করি শুভক্ষণ। গোসাঞি-সঙ্গে শ্রীনিবাস করিলা গমন॥ তুলসীমঞ্জরী মালা লইল চন্দন। শ্রীনিবাস হস্তে পাছে করিল গমন॥ শ্রীগোপাল-ভট্ট-স্থানে গেলা দুই জন। শ্রীনিবাস প্রণাম করি বিনয় স্তবন॥ উঠ বাপু কহি শুন সেই বাক্য সার। শ্রীনিবাস শুনি বাক্য কহে পুনর্ব্বার॥ মহাপ্রভু জগদ্গুরু যে ধর্ম্ম আচার। শ্রীরূপের গৃহে আছে সে সব বিচার॥ উপদেশকর্ত্তা সেবকের জন্মে জন্মে হয়। অনুগতা অনুগ ভাবের নিশ্চয়॥ সেই কালে শ্রীজীব করয়ে নিবেদন। যেমন কহিলে তেমন করহ গ্রহণ॥ ভাল ভাল বলি গোসাঞি উঠিলা সত্বরে। শ্রীনিবাসসঙ্গে গেলা আনন্দ অন্তরে॥ যে স্থানে বিহার করেন শ্রীরাধারমণ। তাঁহার দর্শনে দোঁহে করিলা গমন॥ পাদ-প্রক্ষালন করি প্রণাম আচরে। পুনঃ দণ্ডবৎ করি গেলা শ্রীমন্দিরে॥ সময় জানি শ্রীনিবাস করযে প্রণাম। আইস আইস শ্রীনিবাস মোর সন্নিধান॥ গুরুর বামে বসিলেন হৈয়া পূর্ব্বমুখে। শ্রীঅঙ্গ দর্শন করেন আনন্দিত মুখে॥ পদযুগ ধরি করে আত্মসমর্পণ। আত্মসাৎ করি গোসাঞি কহিল বচন॥ দুই হস্ত ধৌত পুনঃ কর আর বার। যোড়হস্তে কর ধ্যান ব্রজেন্দ্রকুমার॥ তাঁর বামে শ্রীরাধিকা অতিমনোহর। ললিতা-মঞ্জরী আদি শোভিত সুন্দর॥ পূজা করাইল সব পৃথক্ করিয়া। তুলসীমঞ্জরী মাল্য চন্দনাদি দিয়া॥ যূথে মিলাইব সব হস্তে হস্তে করি। শ্রীনিবাসে করাইল সবার অনুচরী॥

শ্রীরাধারমণ-পূজা কর পুনর্ব্বার। সব মনোরথ সিদ্ধি চরণে যাঁহার॥ সুগন্ধি চন্দন দিল হৃদয় উপর। তুলসীমঞ্জরী চরণে দিল বহুতর॥ দক্ষিণ হস্ত মস্তকে ধরি কহে হরিনাম। তবে রাধাকৃষ্ণ পঞ্চনামের বিধান॥ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কহে করযুগে ধরি। কামবীজ শুনাইল অঙ্গুলি অনুসারি॥ এই সব মন্ত্র তুমি করিবে স্মরণ। যেই কালে তদাশ্রয়ে করিবে মনন॥ গুণ মঞ্জরিকাশ্রয়ে মণিমঞ্জরিকা তুমি। তোমার যূথের বিবরণ কহি সব আমি॥ রূপ গুণ রতি রস মঞ্জুলামঞ্জুল। এই সব সঙ্গে সঙ্গী এই অনুকূল॥ সেবা রাগাত্মিকা রাগ ভজনের মত। শ্রীরূপ-গোসাঞির বাক্য আছয়ে সম্মত॥ সেবা নাম সাধকের যত বড় আর্ত্তি। তাহা সিদ্ধ হৈলে হয় এই সর্ব্ব প্রাপ্তি॥ সাধন করয়ে দেহ সাধক নাম হয়। সখীর আশ্রয় সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয়॥ চতুঃষষ্টি অঙ্গসাধন কহিল অনেক। আনুকূল্য প্রাতিকূল্য বুঝিবে পরতেক॥ প্রাতিকূল্য যে হয় তারে করিব বর্জ্জন। আনুকূল্য যেবা হয় প্রাপ্তির কারণ॥ সেবা-নামা-পরাধ যত রক্ষার কারণ। অন্তরে প্রবেশি হানি করয়ে ভজন॥ কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ হয় সাধনের প্রাপ্তি। অন্য মত করিলে সাধন উড়ি যায় ক্ষতি॥ কৃষ্ণে মন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবার কারণ। সেই অঙ্গ করে তাহে প্রাপ্তি নিরূপণ॥ কিসে অপরাধ হয় শুন শ্রীনিবাস। বিস্তারিয়া কহি আমি করিয়া প্রকাশ॥ না করে ভক্তির অঙ্গ নিন্দয়ে আপনে। প্রাপ্তি নাহি হয় তার যায় অন্য স্থানে॥ বটবীজ ক্ষুদ্র অতি বৃক্ষ অতি হয়। অপরাধ

দিনে দিনে বাড়িয়া পড়য় ॥ দেবতানিন্দন জীবে দুঃখ আদি যত। ইথে না লুব্ধচিত্ত য়ার ভক্তি হয় তত ॥ যখন দেখিবা শাস্ত্র তখনে জানিবা। সেই ক্ষণে মোর বাক্য সত্য করি লবা ॥ এই পথে পথিক হৈলে হৈও সাবধান। কৃষ্ণভজন সাধু শাস্ত্র ইহার প্রমাণ ॥ শ্রীনিবাসে যে করুণা সেই সব সিদ্ধি। লক্ষমুখ লক্ষকর্ণ নাহি দিল বিধি ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীল রূপসনাতনের অপ্রকটে শ্রীনিবাসের খেদ, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত সাক্ষাৎ ও দীক্ষালাভ বর্ণন নামক ষষ্ঠ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তম বিলাস

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়। সেই পাদপদ্ম হয় আমার আশ্রয়॥ জয় শ্রোতাগণ শুন হইয়া এক মন। অতি অদ্ভুত কথা করহ শ্রবণ॥ যে কিছু লিখিল ইহা সব সত্য হয়। প্রভুর আজ্ঞাতে লিখি আমার আশ্রয়॥ অবতার কারণে লিখি এই সব কথা। শুনিলে পাইবে সুখ ঘুচিবেক ব্যথা॥ সেই কালে ব্রজে কৃষ্ণ হৈলা অবতার। ব্রজ বৃন্দাবন বলি শাস্ত্রের প্রচার॥ চৌরাশি-ক্রোশ ব্রজমণ্ডল আছয়ে লিখন। সর্ব্বত্র আছয়ে কৃষ্ণপারিষদ-গণ॥ সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপনাথ। মাতা পিতা দাস সখা সখীগণ সাথ॥ আগে অবতীর্ণ বিষ্ণু হইলা আপনি। শান্তিপুরে অবতীর্ণ অদ্বৈতশিরোমণি॥ ভক্তিশিরো-মণি তেঁঞি কহিয়ে আচার্য্য। সেই দ্বারে সিদ্ধ হৈল প্রভুর সব কার্য্য॥ মাধবেন্দ্র আদি করি চব্বিশ সন্ন্যাসী। অষ্ট অষ্ট তিন এই হন প্রেমরাশি॥ এই সব হন কৃষ্ণের ব্রজ-পরিবার। যতেক আইলা সঙ্গে লিখিয়ে বিস্তার॥ চতুর্ব্বিধ সখা দাস পঞ্চবিধা সখী। প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞায় এই সব লিখি॥ পূর্ব্বাপরে যাঁর নাম স্বরূপ যাঁহার। বিরোধ লাগিয়া তাহা না লিখিল আর॥ যে মত হইল আজ্ঞা লিখিতে প্রভুর। পরম বিশ্বাসে তাহা লিখয়ে প্রচুর॥

জগন্নাথমিশ্রপত্নী শচীঠাকুরাণী। তাঁহার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জানি॥ রূপের তুলনা নাহি অতিসুপণ্ডিত। দেখিয়া শুনিয়া মাতা পিতা আনন্দিত॥ শচীর পিতার গৃহ বেলপুখুরিয়া। প্রয়োজন আছে লিখি তাহার লাগিয়া॥ যোগেশ্বর-পণ্ডিত পিতার জ্যেষ্ঠতনয়। রত্নগর্ভ-পণ্ডিত শচী তাঁর ছোট হয়॥ তাঁর পুত্র লোকনাথ-পণ্ডিত গুণবান্। যথা বিশ্বরূপ তথা তাঁর সঙ্গে যান॥ এক স্থানে পড়ে বিদ্যা পরম-উল্লাসে। কিবা হৈল তাঁর কথা লিখি কিছু শেষে॥ প্রাণতুল্য জানে মাতা পিতা দুই জনে। অদ্বৈতের সঙ্গ হৈলা তার কত দিনে॥ বাখানয়ে শাস্ত্রজ্ঞান কহয়ে অনেক। অল্পকালে বড় জ্ঞানী হয়ে পরতেক॥ সংসারে বিরক্ত হৈল গেলা দূরদেশে। কান্দে পিতা মাতা তাঁর হৈল প্রাণশেষে॥ শিখা সূত্র ত্যাগ কৈল দণ্ডগ্রহণ। পরিধান কৌপীন-অপর অরুণবসন॥ শঙ্করারণ্যপুরী নাম হইল তাঁহার॥ কি কহিব গুণ তাঁর যতেক প্রকার॥ তাঁহার হইলা শিষ্য পণ্ডিত লোকনাথ। তীর্থ করেন সেবা করেন নিরবধি সাথ॥ দুই বৎসর অন্তে তাঁর সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল। যোগমায়াস্বরূপিণী তাহা যে কহিল॥ রাঢ়দেশে একচাকা বলি এক গ্রাম। তাহাতে আছয়ে বিপ্র অতিগুণবান্॥ হাড়াইপণ্ডিত তাঁর পত্নী পদ্মাবতী। তাঁহার উদরে জন্ম হইল সম্প্রতি॥ রামনবমীর দিনে গর্ভের সঞ্চারণ মাতা পিতার চিত্তে সুখ বাঢ়িল অপার॥ দিনে দিনে গর্ভ বাঢ়ি দশমাস

হৈল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মনে আনন্দ বাড়িল ॥ মাঘমাস শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী দিনে। সর্ব্বসুলক্ষণে জন্মিলেন সেই ক্ষণে ॥ নাম দিলেন নিত্যানন্দ আনন্দ সকল। ক্ষণে স্তব্ধ হঞা থাকে হাসে খল খল ॥ চতুর্দ্দশ বর্ষ কৈল গৃহে গৃহে খেলা। এক দিন সন্ন্যাসী আসি গৃহে উত্তরিলা ॥ ভিক্ষা করাইল তাঁরে আনন্দিত মনে। সুখী হৈয়া সন্ন্যাসী কিছু কহয়ে বচনে ॥ হাড়াই-পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন। এক ভিক্ষা দেহ মোরে আছে প্রয়োজন ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ কৈল অঙ্গীকার। মোরে ভিক্ষা দেহ এই পুত্র যে তোমার ॥ বৃদ্ধকালে মোরে লঞা তীর্থ করাইবে। সর্ব্বসুখ হবে মনে দুঃখ না ভাবিবে ॥ বিরলে কাতর পুত্রে হস্তে সমর্পিলা। সেই কালে নিত্যানন্দে সঙ্গে লঞা গেলা ॥ তাঁরে শিষ্য কৈল দণ্ড না কৈল গ্রহণ। অবধূতবেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ ॥ নন্দনন্দনের ভাবে গর গর মন। কিবা করে কোথায় রহে বাহ্য নহে মন ॥ আপনে ঈশ্বরপুরী সেই মহাশয়। এক দিন নিত্যানন্দে হাসিয়া কহয় ॥ ভ্রমণ করিল তীর্থ যতেক আছয়। এ কার্য্য করহ বাপু সব সিদ্ধ হয় ॥ অবতীর্ণ নবদ্বীপে নন্দের নন্দন। তারে অন্বেষণ কর আনন্দিত মন ॥ সহজ প্রসঙ্গ লিখি আছয়ে বিস্তার। শুনিলেই সুখ হবে আনন্দ অপার ॥ সঙ্কর্ষণ বলরাম একই স্বরূপ। বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য কল্পভেদরূপ ॥ নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে অবধূত। এই মত নন্দাত্মজ যেন শচীসুত ॥ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ যত নিজগণ। তাহা লিখি প্রভুর মুখে

শুনিল যেমন ॥ তার শেষে অবতীর্ণ শচীর উদরে। ভক্ত-গণ অবতীর্ণ দেশদেশান্তরে ॥ ফাল্গুনীপূর্ণিমা দিনে জন্ম সুলক্ষণে। এই মত মহাপ্রভু বাড়ে দিনে দিনে ॥ পৃথিবীর মধ্যে যেন সব নদ-নদী। একত্র মিলয়ে আসি সকল জলধি ॥ তেন মতে গৌরচন্দ্র প্রেমের সাগর। ক্রমে ক্রমে মিলয়ে আসি আনন্দ-অন্তর ॥ নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকে যশোর নামে দেশ। তাহার প্রসঙ্গ লিখি শুন অবশেষ ॥ তার মধ্যে তালগড়ি বলি এক গ্রাম। তাতে জন্ম লইলেন লোক-নাথ নাম ॥ তাঁর পিতা পদ্মনাভচক্রবর্ত্তী নাম। তাঁর মাতার নাম সীতা সর্ব্বগুণধাম ॥ মহাকুলীন দেশে জানে সর্ব্বজনে। পড়াইলা পুত্রে সই করিয়া যতনে ॥ এমন পণ্ডিত সম নাহি সেই দেশে। দিনে দিনে অধিক গুণ শরীরে প্রবেশে ॥ মাতা পিতা কাতর হয় দেখি তার দশা। গৃহে রহে যদি পুত্র এ বড় ভরসা ॥ ঈশ্বরের স্থানে করে প্রার্থনা বিশেষ। লোকনাথ শরীরে যেন নাহি পায় ক্লেশ ॥ নিরবধি মাতা পিতার মনে বড় ত্রাস। যদি কোন ভাগ্যে পুত্র রহে গৃহবাস ॥ বিবাহ দিয়ে যত্ন করি সাধ হয় মনে। মাতা পিতার যত্ন দেখি বিচারয়ে মনে ॥ মনে করে সংসার ছাড়ি কেমন প্রকারে। বৈরাগ্যের চেষ্টা সব জন্মিল অন্তরে ॥ নিরবধি স্মরণ করে চৈতন্য-চরণ। দেখিব যাইয়া এই উৎকণ্ঠিত মন ॥ অগ্রহায়ণ-মাসে শীতে করিয়া শয়ন। হেন কালে বিচারয়ে নিজ-মনে মন ॥ ঘর ছাড়ি বাহিরায় অর্দ্ধরাত্রিকালে। অষ্টক্রোশ

চলি গেলা হইল সকালে॥ উঠি তাঁর মাতা পিতা না দেখি তাঁহারে। অনেক রোদন করে কাতর-অন্তরে॥ সে বেদনা সে দুঃখ কহনে না হয়। সেই জানে যার চিত্তে হইল উদয়॥ সেই কালে নবদ্বীপে উত্তরিলা গিয়া। মন্দ মন্দ চলি যায় বিচার করিয়া॥ লোকে জিজ্ঞাসিয়া যায় প্রভুসন্নিধানে। কি করিব কি বলিব বিচারয়ে মনে॥ প্রভুরে দর্শন করি দিব পরিচয়। কি জানিয়া প্রভু মোরে হইবে সদয়॥ ইহা বলি ক্ষণে কান্দে যায় মন্দ চলি। অঙ্গীকার কর মোরে প্রাণনাথ বলি॥ প্রভু বসিয়াছেন চারিদিকে ভক্তগণ। গদাধর শ্রীবাস মুরারি কথো জন॥ নিরখি প্রভুর রূপ করয়ে রোদন। প্রণাম করয়ে প্রেমে গর গর মন॥ করযোড়ে কি বলিব মুখে না বারায়। হেন কালে প্রভু কোলে করিতেই ধায়॥ অহে লোকনাথ তুমি মোরে পাসরিয়া। কিরূপে বঞ্চিলে কাল কোন্ দেশে যাঞা॥ ইহা বলি কান্দে গৌর কোলে করি তাঁরে। হেন বুঝি বিধি নিধি মিলাইল মোরে॥ অন্ধ হৈয়া আছি আমি সকল পাসরি। লোকনাথ কান্দে প্রভুর পদযুগে ধরি॥ হাতে ধরি লোকনাথে বসাইল কাছে। ক্ষণেকে নেহারে মুখ ক্ষণে ক্ষণে হাসে॥ তাঁহা রহি পণ্ডিতের সহিত মিলন। প্রণাম করিয়া দোঁহে কৈল আলিঙ্গন॥ তোমা হেন রত্ন আমি নয়নে দেখিল। এত দিন ভাগ্যে চক্ষুর শ্লাঘ্য হইল॥ পরম-আনন্দ সবে কৃষ্ণকথারসে। বাহ্য নাহি কারো প্রেমসিন্ধু

মাঝে ভাসে ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি সবার মিলন। প্রণাম করিয়া তাঁরে দিল আলিঙ্গন ॥ এইরূপে পঞ্চ রাত্রি প্রভুর মিলন। বহু কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করে আস্বাদন ॥ এক দিন প্রভু কহে শুন লোকনাথ। কেমনে সংসার ছাড়ি আইলা সাক্ষাৎ ॥ কহিলা যেরূপে আইলা সব বিবরণ। অসত্য সকল দুঃখ সত্য এ চরণ ॥ কিরূপে ছুটিব আমি ইহা নাহি জানি। কৃপারজ্জু গলে দিয়া আনিলেন টানি ॥ এইরূপে মহাপ্রভু নিভৃতে বসিয়া। লোকনাথ প্রতি আজ্ঞা করয়ে ডাকিয়া ॥ করে ধরি কহে অহে শুন লোকনাথ। মনে যেই দুঃখ উঠে কহিব কাহাত ॥ কিরূপে আইনু আমি তোমরা বা কোথা। না হয় সে কার্য্য সিদ্ধ মনে পাও ব্যথা ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি যত ভক্ত সব। সবারে কহিব যার যেই অনুভব ॥ মোর মনের অনুভব কহিব বা কায়। মোরে দেখি কেহ নিন্দে কেহ হাসি যায় ॥ রাধিকার ভাব লৈয়া আইনু গৌড়দেশ। আস্বাদন নহে দুঃখ অশেষ বিশেষ ॥ আমার লাগিয়া রাধা জাতি কুল ধন। সকল ছাড়িয়া কৈল আত্ম সমর্পণ ॥ মোর প্রাণনাথ কৈল আমার বিচ্ছেদে। মোর রূপ মোর গুণ দিবানিশি খেদে ॥ মৃণাল তন্তুর প্রায় হৈল তার তনু। বসন মলিন বাউলের প্রায় যনু ॥ বিধিরে কতেক দোষ দেয় শত শত। লক্ষ চক্ষু না দিলেক মোরে অভিমত ॥ অন্যপুরুষের মুখ না দেখে নয়নে। শুনয়ে আমার গুণ কহয়ে বদনে ॥ মোর অঙ্গসঙ্গ

লাগি সদাই ব্যাকুল। কুঞ্জে কুঞ্জে বলে কত যমুনার কূল॥ মুঞি শঠ ধৃষ্ট হও অত্যন্ত লম্পট। সত্যকে অসত্য করি বঞ্চনা কপট॥ তথাপি আমায় যদি দেখয়ে সাক্ষাতে। মান যায় লক্ষ সুখ মানয়ে তাহাতে॥ যদি বা মিলন নহে আমা কোন দিনে। তিলেক বিচ্ছেদে শতযুগ করি মানে॥ এত প্রীতি ছাড়ি করে এত আর্ত্তি যার। শাস্ত্রেও কহিতে নারে হেন গুণ তার॥ বৃন্দাবনবিলাসিনী প্রেয়সী আমার। আমার জীবন আমি জীবন তাঁহার॥ তাঁহার লাগিয়া মোর বৃন্দাবনে বাস। দিবানিশি মনে চিন্তি তাঁহার বিলাস॥ সখা দাস পিতা মাতা যে রসে বঞ্চিত। সবে সখীগণ জানে যে রসে মোহিত॥ গুণে প্রীতে-তাঁর স্থানে হই আছোঁ ঋণী। তোমাস্থানে লোকনাথ কহিলাম আমি॥ একে সে মনের দুঃখ আর শুন কথা। দেখিয়া ব্রাহ্মণ গেলা নিন্দিয়া সর্ব্বথা॥ পূর্ব্বে অপরাধ উপজিল মোর স্থানে। ফলিত হইল ইহা তাহা নাহি জানে॥ কৃষ্ণ জগ-তের গুরু তাহা না জানিয়া। মিথ্যা মদে মত্ত হৈয়া বেড়ায় ভ্রমিয়া॥ কহয়ে কৃষ্ণের তনু এক দম্ভ করে। হেন কৃষ্ণপদ ছাড়ি অন্যাশ্রয় ধরে॥ তাঁহার মুখেতে জন্ম তাঁহা নাহি মানে। পূজে এক বলে এক করে মদ্যপানে॥ কৃষ্ণতেজ ধরি জগতে মহাবলবান্। ব্যাসদেব যাহা লিখে তাহা করে আন॥ কৃষ্ণকে না বলে গুরু দাসীকে ভজয়। এই অপরাধে কত যাবে যমালয়॥ কৃষ্ণ ছাড়ি নিস্তেজ হৈল

তার মন। জানে নাহি শূদ্র হৈতে হীন সেই জন॥ একে এই দুঃখ আরে এ সব কথন। কহিয়ে শুনহ কিছু ইহার কারণ॥ মধ্যে পৌষমাস আছে মাঘ শুক্লপক্ষে। তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে॥ বিপ্র সব দণ্ডধারী গুরু করি লয়। কহিল তোমারে এই মনের নিশ্চয়॥ সত্য এই ব্রাহ্মণ লাগি সন্ন্যাস করিব। গৃহ ছাড়ি দেশে দেশে ভ্রমণ করিব॥ এ বাহ্য বিচার আর মনের আশয়। শুন লোকনাথ ইহা কহিল নিশ্চয়॥ রাধিকার ভাব লঞা সব প্রয়োজন। কেবা বুঝে কেবা শুনে যেই মোর মন॥ মোর অঙ্গের বরণ বসন রাধা-গায়। এই লাগি নীলবস্ত্রে সুখ অতি পায়॥ আমার বিচ্ছেদে পরে অরুণ বসন। আপনাকে নিজদাসী মানে অনুক্ষণ॥ আমার লাগিয়া রাধা-আদি সখীগণ। বিরহে ব্যাকুল হৈয়া তেজিল জীবন॥ আমিহ তেজিব প্রাণ তাঁহার লাগিয়া। সে দশা হইবে তুমি শুনিবে থাকিয়া॥ ধরিব তাঁহার কান্তি পরিব অরুণবসন। হইব তাঁহার দাস আনন্দিত মন॥ এই লাগি অরুণবসন দিব গায়। জপিব তাঁহার গুণ কহিল তোমায়॥ তাঁহার যতেক গুণ নারিব শোধিতে। শতজন্ম আয়ু যদি হয় পৃথিবীতে॥ গুণে প্রীতে তাঁর স্থানে হইয়াছি ঋণী। তোমা স্থানে লোকনাথ কহিলাম আমি॥ জগৎ ভাসাইব আমি তাঁর যশঃকীর্ত্তি॥ তবে জানি কৃপা মোরে করেন এগতি॥ পাইব তাঁহার প্রেম কান্দিব নয়নে। ধূলায় ধূসর হৈয়া নাচিব সঙ্কীর্ত্তনে॥ ইহা বলি ফুকরিয়া কান্দে

গৌররায়। রাধা বৃন্দাবন বলি ধরণীলোটায়॥ লোকনাথ প্রভুরে কোলে করি স্থির কৈল। কহিতে রাধার গুণ কাঁপিতে লাগিল॥ যত দুঃখ যত সুখ জানে মোর মন। কেবল আছয়ে সাক্ষী কুঞ্জ বৃন্দাবন॥ প্রভাতে উঠিয়া তুমি যাহ বৃন্দাবন। তোমার পশ্চাতে যাবেন রূপ সনাতন॥ শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথভট্ট নাম। তবে রঘুনাথদাস গুণের নিধান॥ সবে মেলি বৃন্দাবনে একত্র হইয়া। লীলাগ্রন্থ বর্ণন নিজ-ভজন করিয়া॥ যেমন কহিলা তাঁরে রূপেরে কহিয়া। বিদায় করিব তাঁরে শক্তিসঞ্চারিয়া॥ আর কিছু কহিব শুন মনের ভাবন। যে আশ্রয় সেই প্রাপ্তি তেমতি ভজন॥ দৃঢ়তর করিবারে কহিল পুনর্ব্বার। গুরুমুখে শুনিলে মন্ত্র হয়ে ত নির্দ্ধার॥ মোর অভীষ্ট যেই সেই উপাসনা। তাহা কি জিনিতে পারে অন্য অন্য জনা॥ তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি জান সর্ব্বমর্ম্ম। তথাপি শুনাই তার সারাৎ সার ধর্ম্ম॥ পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম শাস্ত্রে কহে। মূর্ত্তিভেদে বস্তুভেদ লক্ষণা রূহে যাহে॥ স্বকীয়া পরকীয়া হয় দ্বিবিধ প্রকার। তাহাতে কহিয়ে শুন মতামত আর॥ দ্বারকার যত নারী স্বকীয়া বাখানি। পরকীয়া মধ্যে শ্রেষ্ঠা গোপীগণ জানি॥ কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা কন্যা হয়। সেই ব্রজে আছে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥ তাতে যূথেশ্বরী ব্রজে মুখ্যা দুই হয়। রাধা চন্দ্রাবলী দুই তাহাতে আছয়॥ স্বভাব দোঁহার হয় দুই ত প্রকার। রাধাদি বামা দক্ষিণা চন্দ্রাবলী আর॥ কহিতে কহিতে প্রভুর আর

দশা হৈল। হাতে ধরি লোকনাথে কহিতে লাগিল॥ এক মোর মনোহভীষ্ট অনুষঙ্গপ্রায়। যাতে মোর লভ্য আছে করিবে সহায়॥ দেহান্তরে সিদ্ধি ভক্তলীলা বিস্মরণ। আপনাকে জানে অতিপ্রকৃতির সম॥ আপনে চৈতন্য তাঁরে করান শিক্ষণ। শুনিতে শুনিতে সব হয়েত স্মরণ॥ এইরূপ প্রভুর কৃপা সিদ্ধভক্ত প্রতি। সেই সে জানয়ে যার দৃঢ়তর মতি॥ যে করিব যে বলিব মোর মনঃকথা। সেই সে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র হইব সর্ব্বথা॥ রূপ সনাতন যবে পাঠাই বৃন্দাবন। বহুগ্রন্থ বিচারশাস্ত্র করিব চিন্তন॥ সবে মিলি সম্মত করিবে ভাল মতে। কেহ যেন হেলন না করে দুঃখ পাব তাতে॥ লোকনাথ কহে প্রভু করোঁ নিবেদন। সন্দেহ ছেদন করি শুদ্ধ কর মন॥ ব্যাসদেব বহুগ্রন্থ করিল বর্ণন। তাহে নিরূপণ কৈল কৃষ্ণের ভজন॥ সে সব সম্মত নহে ভজনের রীতি। আজ্ঞা হয় প্রভু মুঞি করিয়ে প্রণতি॥ কলা অংশ বিলাসাদি এক আত্মারূপ। যার যেই লীলা শুন তাহার স্বরূপ॥ এ সব বর্ণন শাস্ত্রে আছয়ে অপার। ব্রজ-উপাসনা তাহে নাহিক বিস্তার॥ দাস-সখা বাৎসল্য মধুর ভাব সার। ঐশ্বর্য্য গ্রহণ ইথে নাহিক কাহার॥ বিশেষে মাধুর্য্যভাবের করিতে রচন। ইহাতে প্রবেশ কারো নাহি হয় মন॥ মধুরের সেই মত না জানে বরুণ। মধুর জানয়ে যার যেন বিবরণ॥ অন্য রসের অধিকারী না জানয়ে প্রীত। তাতে নায়কের লীলা প্রিয়ার সহিত॥ পরকীয়া

লীলা এই অতি-গাঢ়তর। অন্য কেহ নাহি জানে ইহার অন্তর॥ ভাগবত পুরাণাদি ব্যাসের বর্ণন। প্রভাব ঐশ্বর্য্য তাতে প্রকাশিত হন॥ নিরূপণ না করিল এ সব ভজন। জ্ঞানমিশ্রা ঐশ্বর্য্যাদি তাহে নিরূপণ॥ সাবধান হবে লোক প্রবর্ত্ত হইতে। কৃষ্ণের ভজনোৎকর্ষ লিখিল তাহাতে॥ যে স্থানে যাহার বাস যার সঙ্গে স্থিতি। বর্ণন করিতে তাহা কাহার শকতি॥ শ্রীরূপ দেখিলেন কৃষ্ণ-লীলা যে নয়নে। তথাপি করিব আমি শক্তি সঞ্চারণে॥ দৃঢ়তর লাগি যেই শুনে গুরুমুখে। বর্ণন করিব সেই আনন্দ কৌতুকে॥ শাস্ত্র সাধু আত্মমনে গাঢ়তর হয়। এক হৈতে সঙ্গ তাহার হয় ত নিশ্চয়। বহু শাস্ত্র আনি তার অভিপ্রায় হয়॥ লীলার ঘটনা হৈলে বুঝিব আশয়॥ সেই যে প্রমাণসিদ্ধ তাঁর মাঝে দিব। দৃঢ়তর বাক্য দেখি সবেই লইব॥ যবে সেই শাস্ত্রে না থাকিবে সেই রস। লিখিব মনের কথা তাহাতে সরস॥ এখন আছেন তিঁহ রাজার সাক্ষাতে। কৃপা করি আমি তাঁরে পাঠাব পশ্চাতে॥ সবার একসঙ্গ হবে সেই বৃন্দাবনে। একসঙ্গে বঞ্চিব কাল লীলা-আস্বাদনে॥ ব্রজ-উপাসনা শাস্ত্রে করিবেন প্রচার। যাহাতেই প্রাপ্তি হয় নন্দের কুমার॥ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাতে লাভালাভ হয়। শুনিয়া সকল লোক আশ্রয় করয়॥ ইহাতে আনন্দ আছে মোর মনঃকথা। হবে যে কহিব তথা মিলিব সর্ব্বথা॥ যুগে যুগে করে লোক কৃষ্ণ-উপাসনা। রাধিকার

চরণ প্রাপ্তি করে কোন জনা॥ সেই সব দৃঢ়শাস্ত্র অনেক প্রকার। শুনিলে আমার হবে আনন্দ অপার॥ আপনি মাতিব মাতাব জগজন। যার লাগি মোর চিত্ত ঝুরে অনুক্ষণ॥ রাধিকার চরণ দুই পায় যেন লোক। ভজন স্মরণ করে ত্যজি দুঃখশোক॥ তোমার লাগিয়া ভিক্ষা মাগিব তাহারে। আর বা মনের দুঃখ কহিব কাহারে॥ যেখানে যে লীলা করে রাধাপ্রাণনাথ। সেই স্থানে সব সখীগণ লৈয়া সাথ॥ আমার শকতি নাহি করিতে বর্ণন। দরিদ্র সন্ন্যাসী মোর আছে প্রয়োজন॥ খাব আর বিলাইব যত জগজনে। তোমার ধনে মোরে ধনী করি যেন জানে॥ মোর দুঃখে দুঃখী হবে মোর সুখে সুখী। যখন যেমন বার্ত্তা পাঠাইবে লিখি॥ আমি পাঠাইব লিখি তোমা সবাকারে। ভদ্রাভদ্র জানিবেন সেই পত্র দ্বারে॥ তোমার নিজ-বৃন্দাবন যাও সেই স্থানে। মোর ভাগ্য থাকিলে পাইব দরশনে॥ মুঞি অজ্ঞ মূর্খ ইহা কতেক লিখিব। শুনি লিখি ভক্তগণ দোষ না লইব॥ পুনরপি শুন কিছু অহে মহাধীর। যে কহিয়ে তাহা শুন মন করি স্থির॥ সর্ব্বত্যাগ করে যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। সেই সে জানয়ে সেইরূপ ধর্ম্ম-মর্ম্ম॥ বর্ণাশ্রমী নাহি হয় অনন্যশরণে। তারে কৃষ্ণ অঙ্গীকার না করে আপনে॥ নীলাচলে দিন কথো থাকি আসিব গৌড়দেশে। সর্ব্বত্যাগী ভ্রমিব যাই অকিঞ্চন-বেশে॥ লোকনাথ কহে প্রভু করি নিবেদন। শ্রীমুখে শুনিলে হয় সন্দেহ-ছেদন॥ শুনিয়া আমার চিত্তে হৈল

চমৎকার। কিছু নিবেদন করোঁ কর অঙ্গীকার॥ হেন বর্ণাশ্রমী কেহ বর্ণাতীত হয়। সবেই করিব কৃষ্ণচরণ আশ্রয়॥ যেই যারে ভজে তারে অঙ্গীকার করে। আশ্রয় করিয়া জীব যাবে কোথাকারে॥ প্রভু কহে লোকনাথ শুন আরবার। জিজ্ঞাসিলে যেই তার শুন পারাবার। চারি বর্ণাশ্রমী করিলেক কৃষ্ণাশ্রয়॥ যে ভজনে তারে কৃষ্ণ করুণা করয়। তাহা শুন সাবধানে মন করি স্থির। পরিবার শাস্ত্র সাধু আশয় গম্ভীর॥ যে বুঝিতে পারে তার হয় কৃষ্ণসঙ্গ। ব্যতিক্রম হয় যেই তারে করে ভঙ্গ॥ কৃষ্ণেরে ঈশ্বরবুদ্ধি না করে ব্রজবাসী। সদা প্রেমসেবা করে রহে প্রেমে ভাসি॥ সেই সুখলাগি ত্যাগ করিল সকল। আর এক বাক্য তাঁর আছয়ে প্রবল॥ শাস্ত্রযুক্তি নাহি লয় রাগের লক্ষণ। যেই জন হেন করে পায় সেই ধন॥ কর্ম্মত্যাগ রাগোন্মুখী করে যে ভজন। সেই জন মিলে তাহে সে হেন চরণ॥ কায়িক বাচিক মনে করে অন্য মত। ব্রজপ্রাপ্তি নহে সেই অন্য অভিমত॥ করিলে এ দেহে মিলে সেই সব ভাব। নহে দেহান্তরে মিলে সাধনস্বভাব॥ লোকনাথ পাশরিলে আপন স্বভাব। কে তুমি তোমার বাস যেই মত ভাব॥ যে সুখে তোমরা বৈস যেবা নাম তোর। যাহার সেবন কর হইয়া বিভোর॥ মঞ্জুলালী সখী পূর্ব্বে রাধার সঙ্গিনী। অঙ্গবিলেপন সেবা পরায় কিঙ্কিণী॥ রাধিকার সঙ্গে থাকহ নিরবধি। দাসী-অভিমানে সেবা অনুক্ষণ সাধি॥ রাধিকার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী মন।

এইরূপে খ্যাত সখী সেবাপরায়ণ ॥ শুনিতে প্রভুর মুখে সব স্ফূর্ত্তি হৈল। নিরীক্ষণ করি মুখ কান্দিতে লাগিল ॥ সেই রসে মত্ত হৈয়া থাকে সেই স্থানে। মোর প্রাণরক্ষা কর যাও বৃন্দাবনে ॥ গিরিকুণ্ড গোবর্দ্ধন যাবট বর্ষাণ। সঙ্কেত নিভৃত কুঞ্জ যত লীলাস্থান ॥ বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবা মনে। মোর মায়া ছাড়ি পথে করহ গমনে ॥ তোমার যে জন্মস্থান তাহা বাস করি। ভজন স্মরণ কর কিশোরকিশোরী ॥ চিরঘাট রাসস্থলী কদম্বের সারি। তার পূর্ব্বপাশে কুঞ্জ পরমমাধুরী ॥ তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে। বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে ॥ রাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান। ধীরসমীরণমধ্যে করিবে বিশ্রাম ॥ যমুনাতে স্নান কর অযাচক ভিক্ষা। ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ শিক্ষা ॥ তুমি সিদ্ধ হও তোমার হইব যে শাখা। তাহার যে গণ হবে তার নাহি লিখা ॥ রূপ আদি তোমার গণ মিলিব অল্পকালে। তখনে জানিবে যবে মিলিবে সকলে ॥ নিশি গেল প্রাতঃকালে প্রভু বসি আছে। লোকনাথে কহি কিছু বসাইলা কাছে ॥ প্রভু কহে লোকনাথ যাহ বৃন্দাবন। সর্ব্বদুঃখ যাবে সুখ পাইবে আপন ॥ শিক্ষাপাত্র করিয়াছি মনের বেদন। উঠি তাঁরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ দণ্ডবৎ করিলেন, পদ দিল মাথে। কান্দিতে লাগিলা প্রভু ধরি তাঁর হাতে ॥ তোমারে নিজবৃন্দাবন দত্ত তুমি দিলা। বাহ্য নাহি লোকনাথের কান্দিতে লাগিলা ॥ প্রভুভৃত্য বিনা কেবা

বুঝয়ে এ সব। কেবা জানে দুই জনার কিবা অনুভব॥ গদাধর-পণ্ডিত আছিলা সেই স্থানে। তাঁর শিষ্য ভূগর্ত্ত করয়ে নিবেদনে॥ মোরে আজ্ঞা হয় প্রভু যাঙ বৃন্দাবন। বহু দিন সাধ আছে হও সকরুণ॥ মহাপ্রভু কহেন গদাই আজ্ঞা কর দান। লোকনাথ ভূগর্ত্ত দোঁহে একসঙ্গে যান॥ গদাধর কহেন ভূগর্ত্ত যাহ ইহার সঙ্গে। দুই জনে যাবে সুখে কৃষ্ণকথারঙ্গে॥ প্রণাম করিয়া তবে যায় দুই জন। হরি-ধ্বনি করেন ভক্ত আনন্দিত মন॥ লোকনাথ-গোসাঞি যবে গেলা বৃন্দাবন। কাতর হইয়া প্রভু করেন রোদন॥ গদা-ধর কান্দে নিজ ভূগর্ত্ত লাগিয়া। পাঠাইলা কেনে কান্দে কে বুঝয়ে ইহা॥ প্রভুভৃত্য জানেন না জানে অন্য জন। দুই জনে কিবারূপে করিলা গমন॥ এইরূপে নবদ্বীপে বিহরয়ে রঙ্গে। নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত লঞা সঙ্গে॥ এবে যে লিখিযে তাহা শুন দিয়া মন। প্রভুর মনের বাক্য বহু প্রয়োজন॥ পথে চলি যায় দোঁহে হৈয়া আনন্দিত। গৌরভাবে পুলকাঙ্গ পড়য়ে ভূমিত॥ ক্ষণে কৃষ্ণকথারসে পথে চলি যায়। ক্ষণে গৌরাঙ্গের লীলা উচ্চৈঃস্বরে গায়॥ দৈন্য রোদন করি কহে প্রভু কৃপাসিন্ধু। আমারে করহ কৃপা প্রভু একবিন্দু॥ ক্রমে ক্রমে রাজমহল যাই উত্তরিলা। কিরূপে যাইব পথে দোঁহে বিচারিলা॥ সে কালেতে দস্যুভয় নাহি চলে লোক। প্রভু-আজ্ঞা হেলন হয় করে নানা শোক॥ দুঁহে মহাবিচারয়ে কোন্ পথে যাব। কোন্ পথে বৃন্দাবন

দর্শন পাইব॥ লোকেরে পুছয়ে ভাই যাই কোন্ পথে। তারা কহে না পারিবে বৃন্দাবন যাইতে॥ দোঁহে বিচারয়ে মনে কহ দেখি ভাই। তাজপুর পথে যাই তবে সুখ পাই॥ প্রভাতে চলিল নিজ-প্রভু স্মঙরিয়া। সেইরূপে উত্তরিলা গ্রাম পুরণিয়া॥ ভরসা হইল মনে যায় সেই পথে। কতক দিবসে উত্তরিলা অযোধ্যাতে॥ হেন কি হইবে দিন যাব বৃন্দাবন। নয়নে দেখিব স্থান যত কুঞ্জবন॥ প্রভুর আজ্ঞা রক্ষা পায় বাঞ্ছিতপূরণ। সেই সব মনে করি করয়ে রোদন॥ দোঁহে দোঁহার মৈত্র প্রীতি দোঁহে দোঁহার বন্ধু। এই লাগি আজ্ঞা দিল গৌর কৃপাসিন্ধু॥ তবে লক্ষ্ণৌগ্রাম কত দিনে গেলা। তেইশ-দিবসে আগরায় উত্তরিলা॥ যমুনা বহিছে তথা কৈল স্নান-পান। ধন্য মানি আপনাকে পথে চলি যান॥ দ্বিতীয় দিবস অন্তে গেলা যে গোকুল। কৃষ্ণজন্ম-স্থান দেখি হইলা ব্যাকুল॥ অহে বন্ধু বড় ভাগ্য দেখিল জন্ম-স্থান। গৌরাঙ্গের সম বন্ধু নাহি কৃপাবান্॥ গৌরাঙ্গ করিলেন সব স্থান উপদেশ। আর দিন বৃন্দাবনে করিল প্রবেশ॥ বৈষ্ণব-গোসাঞির প্রায় কৈল নিবেদন। অতি-অদভুত কথা করহ শ্রবণ॥ জানাইতে চাহি যাহা শুনিয়াছি আর। কার চিত্তে দুঃখ হউ আনন্দ আমার॥ গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর নিজ-শক্তি। ইথে অবিশ্বাস কেহ না করিবে মতি॥ আমি নাহি জানি গৌরাঙ্গ জানেন আপনে। ইথে যেই হানি লাভ সেই তাহা জানে॥ কৃষ্ণপ্রিয়ারূপে গদাধর অবতরি। সেই সে

জানয়ে তাঁর কৃপা যারে ভারি ॥ নান্দীমুখী যাঁর নাম ভূগর্ভ-মহাশয়। লোকনাথসঙ্গে প্রীতি হয় অতিশয় ॥ মঞ্জুলালি নান্দি-মুখী হয় মহাপ্রীত। গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গ জানি সুনিশ্চিত ॥ আপনে চৈতন্যচন্দ্র জগতের গুরু। জীব প্রতি কৃপাময় বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥ সর্ব্বরস অধিকারী প্রয়োজন সাধ্য। এই ত কারণে সবার হয়েন আরাধ্য ॥ ভক্তভাব অঙ্গীকার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন। নিজ-ভক্ত জানে প্রভু মোর প্রাণধন ॥ যত গুণে গৌররায় ভক্ত তত গুণে। হেন ভক্তে শিক্ষা দেন কিসের কারণে ॥ স্বপ্ন কহি ভক্তগণে করান সব স্ফূর্ত্তি। গুণ ধরেন প্রভুর ধরিতে নারে শক্তি ॥ লোকনাথ-গোসাঞি যবে ভ্রমে বৃন্দাবন। প্রসঙ্গে করিল প্রভুর শক্তিসঞ্চারণ ॥ বাউলের প্রায় দোঁহে দেখিয়া বেড়ায়। লীলাস্থান দেখি ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় ॥ গোবর্দ্ধনের শোভা দেখি যায় কুণ্ডতীরে। দুই কুণ্ডে খেতি দেখি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ যব গেহুঁ লাগিয়াছে দেখিল নয়নে। যেই লীলা যেই স্থানে চিনিলেন মনে ॥ যতেক সখীর কুঞ্জবন হইয়াছে। ক্ষণে অঙ্গ কম্প হয় ক্ষণে ক্ষণে হাসে ॥ আর দিন গেলা যাবট রাধিকার বাস। চিনিয়া চিনিয়া কান্দে সকল বিলাস ॥ চিনিল সখীর বাস যেই যেই স্থানে। সেই স্থানে নিজ-ঘর জানিলেন মনে ॥ হইল যতেক দুঃখ অন্তরগোচরে। স্তম্ভ-প্রায় রহে কিছু না কহে লোকেরে ॥ তবে নন্দালয় গেলা দেখি যত স্থান। সেই সে জানয়ে যার যে গুণ আখ্যান ॥ তবে গেলা সঙ্কেতকুঞ্জ ভ্রমিয়া বেড়ায়। প্রণাম করয়ে ক্ষণে

করে হায় হায়॥ ভূগর্ভের হাতে ধরি কহেন বচন। কহ দেখি কোন্ স্থানে কিবা লীলা হন॥ কহি দুই জনে ভাব নাহিক সম্বিত। রাধা রাধা বলি কান্দে পড়ে অবনীত॥ সেই স্থানে করিলেন সেই দিন বাস। দেখি ব্রজবাসী লোক পাইল উল্লাস॥ মহাসিদ্ধ জ্ঞান হৈল সবে বিচারিয়া। ভক্ষণে অপূর্ব্ব দ্রব্য দিলেন আনিয়া॥ আর দিন বরষাণ পর্ব্বত উপরে। দুই জনে দেখেন স্থান অঙ্গে প্রেমভরে॥ প্রাতঃকালে সরোবরে স্নান করি যায়। ভাবিতে ভাবিতে মনে কুণ্ডতীর পায়॥ পুনঃ পরিক্রমা করি রহে সেই গ্রামে। ব্রজবাসী বহু প্রীতি কৈল দুই জনে॥ আর দিন বৃন্দাবনে কালি হ্রদ যাই। ভূগর্ভের প্রতি কহেন মনে পড়ে ভাই॥ চিনিয়া চিনিয়া স্থান পথে চলি যায়। নগরভ্রমণ করি রাসস্থলী পায়॥ দেখিয়া জানিল নিধুবন আগে হয়। নিশ্বাস ছাড়িয়া কান্দে ভূমেতে পড়য়॥ যাইতে যাইতে পাইল চিরঘাট-স্থানে। দেখিল সে ঘাটে বন নিরখে নয়নে॥ কোন্ স্থানে করিব বাস কোথাহ না পায়। দেখিয়া দেখিয়া সব বনেতে বেড়ায়॥ দেখিলেন সেই স্থান সেই বৃক্ষলতা। সেই খানে বাস করি রহিলেন তথা॥ আর না দেখিব গৌরাঙ্গ তোমার চরণ। রহিলাম আজ্ঞামাত্র করিয়া ধারণ॥ ভক্তগণসঙ্গে প্রভু যে করিবেন লীলা। বঞ্চিত করিয়া মোরে এথা পাঠাইলা॥ নয়নে দেখিব কবে রূপসনাতন। তবে সে মানিব ধন্য আপন জীবন॥ আর্ত্তনাদে নিবেদয় প্রভুর চরণে। কবে পাঠাইবেন প্রভু রূপসনাতনে॥ তবে প্রাণ রহে মোর

নাহিক উপায়। কে জানে আমার দুঃখ নিবেদিব কায়॥ রহিলাম তোমার আজ্ঞা করিয়া আধার। শীঘ্র মনোরথ সিদ্ধি করিবে আমার॥ অতিদূর নহে সাধন করে দুই জনে। দিবানিশি সাধন করে যেবা আছে মনে॥ ব্রজবাসী যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন। দর্শন করিয়া সবে ভাবে মনে মন॥ আর এক কহি শুন অদভুত কথা। দুই ব্রহ্মচারী আসি উত্তরিলা এথা॥ ধীরসমীর যাইতে দেখিল আমরা। বুঝিলাম মনে মনুষ্য নহেন তাঁহারা॥ যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে কিবা রূপবান্। কিবা ব্রহ্মচারী, রূপ মদনসমান॥ এত দিন নাহি জানি দেখি নাহি আর। দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা হৈল অবতার॥ যত ব্রজবাসী যান দর্শনের আশে। সবা প্রতি সমাদর পরমসন্তোষে॥ সবারে কহয়ে কর কৃষ্ণ-উপদেশ। শুনিয়া সবার হয় আনন্দ আবেশ॥ কিবা ভজনের রীতি দেখি সর্ব্বজন। যেই দেখে সেই করে আজ্ঞার পালন॥ কত দ্রব্য আনে লোক দূর গ্রাম হৈতে। শত সহস্র লোক তাহা না পারে খাইতে॥ অতিবিরক্ত কারে কিছু না কহে বচন। ব্রজবাসী যত লোক জানে প্রাণসম॥ তিলেক দর্শন করি না রহে জীবন। যেই আজ্ঞা করেন তাহা করেন পালন॥ যত দিন বৃন্দাবনে করেন দোঁহে বাস। কতেক লিখিব তাহা করিয়া প্রকাশ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র আজ্ঞায় লিখি কথা। শুনিয়া এ সব কথা না পাইবা ব্যথা॥ শ্রীমতী ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন। মুঞি পামরসঙ্গে রহি করিয়াছোঁ দর্শন॥ ভাই রামচন্দ্রদাস

অনেক বৈষ্ণব। ঠাকুরাণীর সঙ্গে থাকি দেখিয়াছোঁ সব॥ রূপগোসাঞির স্থানে ঈশ্বরী আপনে। সকল গোসাঞি আসি মিলিলা যেমনে॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেম-বিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীশ্রীলোকনাথগোস্বামী জিউর জন্মাদি, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসম্মিলন, শিক্ষা লাভ, শ্রীরূপ সনাতনের পূর্ব্বে দুর্গম পথে ব্রজগমন, দর্শন ও বাস-নিরূপণপ্রভৃতি বর্ণনময় সপ্তম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥
